আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

(হাদিস সংকলন)

الترغيب والترهيب

প্রথম খণ্ড

মূল : হাফেয ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকীউদ্দিন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী

অনুবাদ : হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্ব-বিখ্যাত হাদিস সংকলনের বঙ্গানুবাদ
(পুনরাবৃত্তি ও দুর্বল হাদিস বর্জিত)

(প্রথম খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন
আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওলী আল-মুনযিরী

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক
এম,এ (আরবী)

(মিশরের শহীদ সাইয়্যেদ কুতুবের বিশ্ব-বিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের অন্যতম অনুবাদক, ইমাম যাহাবীর কিতাবুল কাবায়ের (কবীরা গুনাহ্) সহ অর্ধশতাধিক গ্রন্থের অনুবাদক, হাদীসের কিস্সার (১-৪ খণ্ড) লেখক, দৈনিক জনপদের সাবেক সহকারী সম্পাদক, সৌদি দূতাবাসের সাবেক অনুবাদক ও মরক্কো দূতাবাসের অনুবাদক)

হাসনা পাবলিকেশন
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

www.nagorikpathagar.org

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশনায়
হাসনা পাবলিকেশন
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড
কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইলঃ ০১৭১৪ ৮১৫১০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

তৃতীয় প্রকাশ
অক্টোবর, ২০১৯ইং

প্রচ্ছদ
রফিকুল্লাহ গাজ্জালী

কম্পিউটার কম্পোজ
মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস, ঢাকা

মূল্য : ৪২০/- (চারশত বিশ) টাকা মাত্র

At-Targib Waat-Tarhib Vol. 1
Translated by Hafiz Maulana Akram Farooque
Publised by Hasna Publication, 257/8 Elephant Road
Katabon Dhal, Dhaka-1205, 3rd Edition, October 2019.

Price Taka: 420.00 only.

www.nagorikpathagar.org

وَفِىْ رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُوْنَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلٰى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّهُ وَاللّٰهِ يَاهٰؤُلَاءِ لَايُنْجِيْكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِىْ أَجِيْرٌ عَمِلَ لِىْ عَلٰى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ، وَإِنِّىْ عَمَدْتُ إِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ إِلٰى أَنِ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَإِنَّهُ أَتَانِىْ يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْمِدْ إِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا مِنْ ذٰلِكَ الْفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ (فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَرِيْبًا مِنَ الْأَوَّلِ) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاخْتِصَارٍ، وَيَأْتِىْ لَفْظُهُ فِىْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

১। ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী কোন জাতির তিন ব্যক্তি একবার সফরে বের হলো। পথ চলতে চলতে এক জায়গায় রাত হলে তারা একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল। গুহার ভেতরে প্রবেশ করার পর এক সময় পর্বতের ওপর থেকে একটি প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে পড়ে তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তার মুখ বন্ধ করে দিল। এ অবস্থা দেখে ঐ তিন ব্যক্তি পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, এই বিশালকায় পাথরের অবরোধ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের একটি মাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অতীত জীবনের কৃত সৎকর্মসমূহের দোহাই দিয়ে আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

কাছে প্রার্থনা করবো।

সিদ্ধান্ত মুতাবিক প্রথম ব্যক্তি নিম্নরূপ দোয়া করতে আরম্ভ করলো ঃ "হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাঁদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে বা আর কাউকে রাত্রের খাবার খাওয়াতাম না। একদিন কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যায়। বাড়ী ফিরে এসে দেখি, তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। আমি তাঁদের জন্য রাতের খাওয়ার দুধ দুইয়ে আনলাম। কিন্তু দেখলাম, তাঁরা তখনও ঘুমিয়ে। পিতামাতার খাওয়ার আগে আমার বা আমার পরিবারের লোকদের খাওয়া আমি সমীচীন মনে করলাম না। তারা কখন জেগে ওঠেন তার অপেক্ষায় আমি সারারাত দুধের পাত্র হাতে নিয়ে বসে রইলাম। আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার নিকটে গড়াগড়ি খেয়ে কান্নাকাটি করছিল-আমি তারও তোয়াক্কা করিনি। ভোর হয়ে গেলে পিতামাতা জেগে উঠে তাদের দুধ খেয়ে নিলেন। হে আল্লাহ! এ কাজটি আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে এই পাথরের নীচে আটকা পড়ে আমরা যে বিপদে আছি, তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।" এ পর্যন্ত বলা মাত্রই সেই বিশাল পাথরখানি আপনাআপনি সামান্য একটু সরে গেল। কিন্তু তাদের ঐ গুহা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এভাবে দোয়া করতে আরম্ভ করলো ঃ "হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। তাকে আমি সকল মানুষের চেয়ে বেশী ভালোবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে নিজের অবৈধ ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। পরবর্তীকালে একবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এলো। আমি তাকে একশো বিশ দিনার দিলাম এই শর্তে যে, সে আজ আর আমার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে বাধা দেবে না। সে ঐ শর্তে রাজী হলো। কিন্তু আমি যেই তার ওপর স্বীয় কামনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়েছি, অমনি সে বলে উঠলো ঃ "বৈধ অধিকার ছাড়া কারো সতিত্ব নষ্ট করা তোমার পক্ষে হালাল নয়।" আমি তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করলাম। অথচ সে ছিল আমার কাছে সবার চাইতে প্রিয়। অমি শুধু অবৈধ কাজ থেকে নিবৃত্ত হইনি, বরং তাকে যে অর্থ দিয়েছিলাম, তার দাবীও পরিত্যাগ করেছিলাম। "হে আল্লাহ! আমি এ কাজটি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।" এ পর্যন্ত বলার পর পাথরটি গুহার মুখ থেকে আরো খানিকটা সরে গেল। কিন্তু তখনও তাদের বের হওয়ার পথ সুগম হয়নি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এরপর তৃতীয় ব্যক্তি বলতে আরম্ভ করলো ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এক সময়ে কতিপয় শ্রমিক নিয়োগ করি। কাজের

www.nagorikpathagar.org

শেষে তাদের একজন ব্যতীত সকলের পারিশ্রমিক দিয়ে দিই। এই লোকটি নিজের পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে যায়। অতঃপর আমি তার প্রাপ্য অর্থকে উৎপাদনমূলক খাতে বিনিয়োগ করি। কালক্রমে তা থেকে প্রচুর সম্পদ উৎপন্ন হয়। কিছুকাল পরে ঐ লোকটি আমার কাছে আসে। সে আমার কাছে প্রাপ্য পারিশ্রমিক চাইলে আমি তাকে বললাম ঃ "তুমি যে বিপুল সংখ্যক উট, গরু, মেষ ও দাসদাসী দেখতে পাচ্ছ, তার সবই তোমার পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত।" সে বললো ঃ "ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনি আমার সাথে তামাশা করবেন না।" আমি বললাম! "আমি তামাশা করছি না।" অতঃপর সে ঐ সবগুলো গ্রহণ করলো এবং একটিও আমাকে না দিয়ে হাকিয়ে নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! আমি এই কাজটি যদি তোমাকে খুশী করার জন্যই করে থাকি, তাহলে আমরা যে দুর্বিষহ অবস্থায় পড়েছি, তা দূর করে দাও।"

এ পর্যন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি গুহার মুখ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে গেল এবং ঐ তিন ব্যক্তি গুহা থেকে বেরিয়ে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো।"

অন্য একটি বর্ণনায় হাদীসটির কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ- "চলার পথে বৃষ্টি হওয়ায় ঐ তিন ব্যক্তি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেয়।"

"তারা পরস্পরে বলাবলি করলো যে, আমাদের সত্যনিষ্ঠা ব্যতীত এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের অতীতের যে কাজে যথার্থ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছি বলে নিশ্চিত আছি, তার উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।"

একজন বললো ঃ হে আল্লাহ! নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের বিনিময়ে আমি একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু সে পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে যায়। অতঃপর আমি ঐ ধান বপন করি। অতঃপর উৎপাদিত ধান দিয়ে একটা গরু কিনি।......... হে আল্লাহ! এ কাজটা আমি যদি তোমার ভয়েই করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। ..... এই বর্ণনায় বাদবাকী ঘটনা প্রথমোক্ত বর্ণনার অনুরূপ। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু নাসায়ী ও ইবনে হিববান কর্তৃক সংকলিত)

শিক্ষা ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটা মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যায়, যথা ঃ

(ক) বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিপদাপদে পড়লে নিজের অতীত জীবনের গুনাহর কথা স্মরণ করে ক্ষমা চাইলে গুনাহ মাফ হওয়ার সাথে সাথে বিপদাপদ থেকেও উদ্ধার পাওয়ার আশা করা যায়। স্বয়ং রসূল (সা)ও এই নীতি অনুসরণ করতেন। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন বিপদের সম্মুখীন হলে

www.nagorikpathagar.org

তিনি তওবা ও ইসতিগফার করতেন। কেননা কোরআন শরীফে একাধিকবার বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনের যাবতীয় বিপদ-মুসিবতের জন্য মানুষের গুনাহই দায়ী। আর এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিপদাপদে পড়লে নিজের অতীত জীবনের এমন কোন সৎকাজের দোহাই দিয়েও আল্লাহর কাছ থেকে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দোয়া করা যায়, যা কোন পার্থিব স্বার্থের খাতিরে নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে করা হয়েছে। এ ধরনের দোহাই দেয়ার অনুমতি শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, দুনিয়ার কোন মানুষের কাছেও নিজের অতীতের কোন সৎকাজের উল্লেখ করা যাবে, যদি তা কোন কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক ও ফলপ্রদ বলে মনে হয়। তবে নিছক প্রশংসা কুড়ানো, খ্যাতি লাভ ও পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের জন্য এরূপ করা অনুচিত। এতে ঐ সৎকাজের জন্য প্রাপ্য আখেরাতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেননা সেটা রিয়াকারির পর্যায়ভুক্ত হবে- যা সৎকাজের সওয়াব নষ্ট করে দেয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহর তো জানাই আছে কে কী কাজ করেছে, পুনরায় তার উল্লেখ করার প্রয়োজন কী? এর জবাব এই যে, তাহলে তো এ প্রশ্নও করা যায় যে, মানুষের কখন কী প্রয়োজন তাও আল্লাহর জানা আছে। আবার দোয়া করার আবশ্যকতা কী? বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে যেমন নিজের দীনতা-হীনতা প্রকাশ করার জন্য দোয়া করা হয়, তেমনি দোয়াকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য নিজের সৎকাজের দোহাই দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

(খ) বিপন্ন মানুষের সাহায্য করার বিনিময়ে যদি কোন স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা হয় তবে তা একটা অসৎকাজে পরিণত হয়। কেননা বিপন্নকে সাহায্য করা সৎকাজ হলেও তার উদ্দেশ্য যেখানে অসৎ, সেখানে তা অসৎকাজে পর্যবসিত হতে বাধ্য। আর এই বিপন্ন মানুষ যদি নারী হয় এবং তার সতিত্ব হরণের উদ্দেশ্যেই তাকে সাহায্য করা হয়, তবে তা ভয়ংকর নোংরা পাপাচারে পরিণত হবে। যে ক্ষেত্রে একটা পাপ কাজ করতে আল্লাহর ভয় ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কার্যকর বাধা থাকে না, সে ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে পাপকাজ থেকে বিরত থাকা খুবই প্রশংসনীয় সততার পরিচায়ক। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপস্থিতির ভয়ে নিজেকে প্রবৃত্তির লালসা থেকে বিরত রাখে তার বাসস্থান হবে জান্নাত'।

(গ) এ হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে এবং জীবিকার ব্যাপারে স্বনির্ভর না হলে তাদের জীবিকা সরবরাহ করা উপার্জনে সক্ষম সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। আর এ ব্যাপারে তার ওপর তার স্ত্রী, সন্তান ও অন্য সকল আপনজনের চেয়ে পিতামাতার অধিকার অগ্রগণ্য।

(ঘ) শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দেয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

কোন কারণে দেয়া সম্ভব না হলে ঐ মজুরীকে লাভজনক কাজে খাটিয়ে লাভসহ দিতে এই হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। - অনুবাদক

٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَقَامَ وَالصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، فَارَقَهَا وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন , "যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করতে থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিল, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেই বিদায় নিল।" (ইবনে মাজাহ, হাকেম)

٣- وَعَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ (رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمِ) قَالَ : نَادٰى رَجُلٌ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ : «اَلْإِخْلَاصُ»، وَفِيْ لَفْظٍ آخَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «سَلُوْنِيْ عَمَّا شِئْتُمْ» فَنَادٰى رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : إِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ» قَالَ فَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ : «اَلْإِخْلَاصُ» قَالَ : فَمَا الْيَقِيْنُ؟ قَالَ: «اَلتَّصْدِيْقُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيْ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

৩। বনু আসলাম বংশোদ্ভূত সাহাবী আবু ফিরাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহকে (সা) একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রসূল, ঈমান কি? তিনি বললেন, "ইখলাস"। অপর একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রসূল, ইসলাম কি?" তিনি বললেন, "সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "ইয়াকীন কি?" তিনি বললেন, "সত্য বলে মেনে নেয়া।" (বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা ঃ 'ইখলাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ মিশ্রণমুক্ত করা বা নির্ভেজাল করা। আল কুরআন ও আল হাদীসে এই শব্দটি প্রায়ই ইবাদাতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤- وَعَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : حِيْنَ بُعِثَ إِلَى الْيَمَنِ -: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ، قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ عِمْرَانَ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، كَذَا قَالَ.

৪। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন ইয়ামানে প্রেরিত হন তখন বলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আমাকে উপদেশ দিন।" রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি নিজের দীনদারীকে একনিষ্ঠ কর, অল্প নেককাজই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" (হাকেম কর্তৃক উদ্ধৃত)

٥- وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « طُوْبٰى لِلْمُخْلِصِيْنَ، أُولٰئِكَ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى، تَنْجَلِي عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاءَ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৫। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, নিষ্ঠাবান মুমিনদের জন্য সুসংবাদ। তারা হিদায়াতের মশাল। অন্ধকারময় ফিতনা তাদের কাছ থেকে অপসৃত হয়ে যায়।" (বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ 'ফিতনা' অর্থ পরীক্ষা। যে কোন কঠিন বিপদ-মুসীবতকে ফিতনা বলা হয় এই জন্য যে, তা দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পরীক্ষা হয়।

٦- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « نَضَّرَ اللّٰهُ أَمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ. ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَالْمُنَاصَحَةُ

www.nagorikpathagar.org

لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ مُحِيْطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

৬। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্বের সময় বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি আমার বাণী শুনেছে এবং উপলব্ধি করেছে আল্লাহ তাকে সুখী ও সদাপ্রফুল্ল করুন। বস্তুত এমন অনেক লোক রয়েছে যাকে ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত বলে মনে হয়, অথচ সে ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী নয়। তিনটি গুণ এমন রয়েছে যার ব্যাপারে কোন মুমিনের মনে কপটতা থাকতে পারে না। প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করা। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম নেতৃবৃন্দের হিত কামনা করা। তৃতীয়ত ঃ সর্বক্ষণ মুসলিমদের সমাজবদ্ধ জীবনের সাথে জড়িত থাকা। কেননা তাদের দোয়া তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকে।" (বাজ্জায ও ইব্ন হিব্বান কর্তৃক সংকলিত)

ব্যাখ্যা ঃ 'হিত কামনার' অর্থ হলো ভালো কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা, ন্যায়সঙ্গত ও শরিয়তসম্মত আদেশের আনুগত্য করা, আর মন্দ কাজ ও অন্যায় আদেশের আনুগত্য, সমর্থন ও সহযোগিতা না করা এবং শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক হৃদয়গ্রাহী পন্থায় বিরোধিতা ও সংশোধনের চেষ্টা করা। দলীয় বা সরকারী আনুকূল্য লাভের খাতিরে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল কথা, কাজ, আইন-বিধি ও আদেশ-নিষেধের শর্তহীন আনুগত্য ও সমর্থন-সহযোগিতা করে যাওয়া 'হিত কামনা' নয়; বরং দেশ, জাতি, সমাজ, নেতা ও ইসলামের শত্রুতার নামান্তর।-অনুবাদক

٧- وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ فِى الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ دُوْنَ ذِكْرِ الْإِخْلَاصِ.

www.nagorikpathagar.org

৭। মুসয়াব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা'দ) নিজেকে অন্যান্য সাহাবী থেকে কিছুটা অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। (ওহীর মাধ্যমে অথবা সা'দের চালচলন দ্বারা বুঝতে পেরে) রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র তার দুর্বল লোকদের দ্বারাই সাহায্য করে থাকেন, তাদের দোয়া, তাদের নামায এবং আন্তরিকতা দ্বারা।" (নাসায়ী কর্তৃক উদ্ধৃত)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে ইসলাম কত গুরুত্ব দেয়। রসূল (সা) যখন এ কথা বলেছেন, তখন জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট ও কর দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতো না। তাই তাদের দোয়া, নামায ও আন্তরিকতা তথা দেশপ্রেমের কথাই শুধু বলা হয়েছে। আর এ যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যখন প্রতিটি নাগরিক ভোট, নানাবিধ কর দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়, তখন তো তাদের গুরুত্ব আরো বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নবুয়ত ও খেলাফতের যুগের পর সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি অবহেলাই শুধু বেড়ে গেছে। –অনুবাদক

٨- وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيْكٍ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيْكًا فَهُوَ لِشَرِيْكِيْ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوْا أَعْمَالَكُمْ، فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَايَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلاَّ مَا خَلَصَ لَهُ، وَلَا تَقُوْلُوْا: هٰذِهِ لِلّٰهِ وَلِلرَّحِمِ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِمِ، وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنْ شَيْءٍ، وَلَاتَقُوْلُوْا: هٰذِهِ لِلّٰهِ وَلِوُجُوْهِكُمْ، فَإِنَّهَا لِوُجُوْهِكُمْ، وَلَيْسَ لِلّٰهِ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

قَالَ الْحَافِظُ: لٰكِنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ مُخْتَلَفٌ فِيْ صُحْبَتِهِ.

৮। যাহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আমি সর্বোত্তম হকদার। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানাবে, সে ব্যক্তি আমার অংশীদারেরই লোক। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের কাজগুলিকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য

www.nagorikpathagar.org

খালেস (নির্দিষ্ট) করে নাও। কেননা যে কাজগুলি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা ছাড়া আর কোন কাজ আল্লাহ্ কবুল করেন না। তোমরা এভাবে কথা বলোনা যে, এই জিনিসটি আল্লাহর জন্য এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের জন্য। কেননা এতে ঐ জিনিস শুধুমাত্র রক্ত সর্ম্পকীয় আত্মীয়দের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, আল্লাহর জন্য তাতে কিছুই থাকবে না। তোমরা এভাবেও কথা বলো না যে, এই জিনিসটি আল্লাহর জন্য এবং তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য। কেননা এতে তা শুধু তোমাদের সন্তুষ্টির জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আল্লাহর কিছুই থাকবে না। (বিশ্বস্ত সূত্রে বাযযার ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত)

٩- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ شَيْءَ لَهُ » فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ شَيْءَ لَهُ » ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ خَالِصًا، وَأبْتُغِىَ [بِهِ] وَجْهُهُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ যে ব্যক্তি (আখিরাতের) সাওয়াব ও (পার্থিব) খ্যাতি উভয়টি অর্জনের জন্য জিহাদ করে তার কথা ভেবে দেখেছেন কি? আল্লাহর কাছে সে কী পাবে? রসূল (সা) বললেন, সে কিছুই পাবে না। ঐ ব্যক্তি তিনবার এই প্রশ্ন করলো এবং প্রতিবার রসূল (সা) একই জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ যে কাজ শুধু আল্লাহর জন্য একাগ্রচিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে করা হয় এবং কেবল তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়, তা ছাড়া আর কোন কাজ আল্লাহ কবুল করেন না। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

١٠- وَعَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا ، إِلاَّ مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهِ تَعَالٰى » رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ بِإِسْنَادٍ لَابَأْسَ بِهِ.

১০। আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ গোটা পৃথিবী অভিশপ্ত, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় তা অভিশপ্ত নয়। (তাবরানী কর্তৃক বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত)

١١- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، فَأَمَّا الْأُذُنُ فَتَعِىْ، وَالْعَيْنُ مَقَرَّةٌ مِمَّا يُوْعِىْ الْقَلْبُ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ، وَفِىْ إِسْنَادِ أَحْمَدَ احْتِمَالٌ لِلتَّحْسِيْنِ.

১১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেস করে নিয়েছে, নিজের হৃদয়কে নিষ্কলুষ ও নির্ভেজাল করে নিয়েছে, জিহ্বাকে সত্যবাদী বানিয়েছে, প্রবৃত্তিকে মোহমুক্ত বাানিয়েছে, স্বভাব-চরিত্রকে বিশুদ্ধ করেছে, কানকে শ্রোতা ও চক্ষুকে দ্রষ্টা বানিয়েছে সে অবশ্যই সফল হয়েছে। কান তো সংরক্ষণই করে আর চোখ তো হৃদয়ে সংরক্ষিত জিনিস দ্বারা আনন্দিত থাকে। হৃদয়কে যে সংরক্ষক বানায়, সে সফলকাম। (আহমাদ, বাইহাকী)

١٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ » وَفِىْ رِوَايَةٍ بِالنِّيَّاتِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا

www.nagorikpathagar.org

فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

قَالَ الْحَافِظُ: وَزَعِمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ أَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ، فَإِنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ خَلَقٌ كَثِيْرٌ نَحْوِ مِائَتَيْ رَاوٍ، وَقِيْلَ: سَبْعُمِائَةِ رَاوٍ، وَقِيْلَ: أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيْرَةٍ غَيْرُ طَرِيْقِ الْأَنْصَارِيِّ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، كَذَا قَالَهُ الْحَافِظُ عَلِيٌّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَاأَعْلَمُ فِيْ ذٰلِكَ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

১২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাবতীয় কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে, তাই পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভ বা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, তার হিজরত তার উদ্দেশ্য অনুসারেই বিবেচিত হবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, জামে তিরমিযী)

١٣- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَىٰ

www.nagorikpathagar.org

نِيَّاتِهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

১৩। আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একটি সেনাদল পবিত্র কা'বার ওপর আক্রমণ চালাবে। একটি সমতল ভূমিতে পৌঁছার পর তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণসহ সকলকে মাটির নিচে ধসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়শা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে ধসিয়ে দেয়া হবে কিভাবে? তাদের ভেতরে তো এমন লোকও থাকতে পারে যারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যারা আক্রমণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। রসূল (সা) বললেন ঃ মাটিতে সবাইকে ধসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জমায়েত করা হবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার জীবনে কোন ভালো লোকও যদি খারাপ লোকের নেতৃত্বের আনুগত্য করে, তবে তাকে কখনো কখনো দুনিয়াবী আযাবের কবলে পড়তে হতে পারে। কেননা সামাজিক শৃংখলার কারণে কখনো কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও খারাপ কাজে জড়িত হয়ে পড়তে হয়। এ ধরনের লোক আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। তবে শর্ত এই যে, সাধ্যমত নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধন অথবা সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে পৃথক হবার চেষ্টা চালাতে হবে।-অনুবাদক

١٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «أَنَّ أَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَاسَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ» قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ : «حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ».

www.nagorikpathagar.org

১৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন ঃ আমরা তাবুকের অভিযান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে এলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমাদের চলে যাওয়ার পরে মদীনায় এমন কিছু লোক থেকে গিয়েছিল, যারা আমাদের সফর করা প্রতিটি স্থানে এবং আমাদের অতিক্রম করা প্রতিটি ময়দানে আমাদের সাথে ছিল। অনিবার্য বাধাই তাদেরকে আটকে রেখেছিল। (সহীহ্ আল বুখারী) আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রোগ-ব্যাধি তাদেরকে আটকে রেখেছিল।

١٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ إِلٰى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلٰى صُوَرِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহতায়ালা তোমাদের শরীর এবং তোমাদের আকৃতি ও বেশভূষার দিকে দৃষ্টি দেন না, তিনি দৃষ্টি দেন তোমাদের অন্তরের প্রতি। (সহীহ্ মুসলিম)

١٦- وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :« ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ ». قَالَ : « مَانَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ « (أَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا) » وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ » قَالَ : « إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ : لَوْأَنَّ لِيْ مَالًا، لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ،

www.nagorikpathagar.org

فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، يَخْبِطُ فِىْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلاَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِىْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنَيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَلَفْظُهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ هٰذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِىْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِىْ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالاً وَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْكَانَ لِىْ مَثَلُ هٰذَا عَمِلْتُ فِيْهِ بِمِثْلِ الَّذِىْ يَعْمَلُ ». قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَهُمَا فِى الأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا يَخْبِطُ فِىْ مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِىْ غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللّٰهُ عِلْمًا وَلاَ مَالاً وَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ هٰذَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ ». قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَهُمَا فِى الْوِزْرِ سَوَاءٌ ».

১৬। আবু কাবশা আল আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি শপথ করছি এবং এ সম্পর্কে তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা স্মরণ রেখ।" তিনি বললেন ঃ "কোন বান্দার যে কোন সম্পদ খোয়া যাক বা নষ্ট হয়ে যাক, তা সদকা বলে গণ্য হবে। কোন বান্দার ওপর যখনই কোন যুলুম করা হয় এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কোন বান্দা যখনই মানুষের কাছে চাওয়া শুরু করে, তখন আল্লাহ তার জন্য পর মুখাপেক্ষিতার দুয়ার খুলে

www.nagorikpathagar.org

দেন।” আমি আরো একটি কথা বলছি, তোমরা স্মরণ রেখ। দুনিয়া চার ব্যক্তির জন্য ঃ প্রথমত, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদও দিয়েছেন এবং শরীয়তের জ্ঞানও দান করেছেন। ফলে সে তার সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষায় ব্যয় করে এবং সেই সম্পদে আল্লাহর কি হক আছে, সে সম্পর্কেও সচেতন থাকে। এই ব্যক্তি সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। অপরজন যাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান তো দিয়েছেন, কিন্তু সম্পদ দেননি, ফলে সে নিয়তের ব্যাপারে সৎ ও সত্যবাদী। সে বলে, আমার যদি সম্পদ থাকতো, তবে অমুকের (যে ব্যক্তি সৎপথে সম্পদ ব্যয় করে) ন্যায় কাজ করতাম। এই ব্যক্তি তার নিয়ত অনুসারে সাওয়াব পাবে এবং এই উভয় ব্যক্তি একই রকম প্রতিফল পাবে। অপরজন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু দীনের জ্ঞান দেননি। অজ্ঞতার কারণে সে নিজের সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় করে। সে তার সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে না, তা ব্যয় করে আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্কও রক্ষা করে না এবং তাতে আল্লাহর কি হক আছে তাও জানে না। এইরূপ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থানে রয়েছে। অপরজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদও দেননি, ইসলামের জ্ঞানও দেননি। ফলে সে বলেঃ আমার যদি সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুকের মত (অর্থাৎ যে ব্যক্তির সম্পদ আছে কিন্তু ইসলামের জ্ঞান নেই) কাজ করে তা উড়াতাম। এইরূপ ব্যক্তি স্বীয় অসৎ নিয়তের কারণে তৃতীয় ব্যক্তির সমপর্যায়ভুক্ত হবে।” (আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী একে চমৎকার ও বিশুদ্ধ হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।) ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যুলুমে ধৈর্য ধারণের অর্থ কোন প্রতিবাদ না করে চোখ বুজে সহ্য করা নয়, কেননা এতে যালেমের ধৃষ্টতা ও স্পর্ধা বেড়ে যায়। যুক্তিসংগতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে দোষ নেই। যুলুমের জবাবে আইন হাতে তুলে নিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণ ও উচ্ছৃংখল আচরণ করে সমাজে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করলে সেটাই হবে ধৈর্যের পরিপন্থী।-অনুবাদক

١٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ : « إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ [فِىْ كِتَابِهِ]، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى

www.nagorikpathagar.org

أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «أَوْمَحَاهَا - وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا هَالِكٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেন ঃ ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের উক্তি উদ্ধৃত করে (হাদীসে কুদসী) "আল্লাহতায়ালা ভালো কাজ ও মন্দ কাজ কি কি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর তা নিজের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করলো কিন্তু কাজটি করলো না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সওয়াব নির্ধারণ করবেন। আর যদি সংকল্প গ্রহণ করার পর কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশো' গুণ এমন কি তার চেয়েও বেশী সওয়াব নির্ধারণ করবেন। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু কাজটি করে না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সওয়াব নির্ধারণ করবেন। আর যদি সংকল্প করার পর কাজটি সম্পন্ন করে, তবে তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিখে রাখবেন। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মসুলিম) সহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ "সংকল্প করার পর সে যদি খারাপ কাজটি না করে তবে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিখতে আদেশ দেন। তিনি বলেন ঃ কেননা বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্যই কাজটি ত্যাগ করেছে।

١٨- وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللّٰهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ: «لَكَ مَانَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ، وَلَكَ مَاأَخَذْتَ يَامَعْنُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮। মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু দীনার সদকা করার জন্য বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির কাছে রেখে এলেন। আমি মসজিদে এসে দিনারগুলো নিলাম এবং পিতার নিকট নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

এলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে দিতে চাইনি। আমি তখন বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ "ওহে ইয়াযীদ, তুমি যেরূপ নিয়ত করেছ, তেমনি ফল পাবে। আর ওহে মা'ন, তুমি যা নিয়েছ, তা তোমারই থাক্।" (সহীহ্ আল বুখারী)

١٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ [اَللَّيْلَةَ]، بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَارِقٍ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ، فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِىٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى غَنِىٍّ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِىٍّ، فَأُتِىَ، فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهٖ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىُّ وَقَالَا فِيْهِ : «فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

১৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মনে মনে সংকল্প করলো যে, আজ রাতে আমি অবশ্যই কিছু সদকা করবো। অতঃপর সে তার সদকা নিয়ে বেরুলো। পথিমধ্যে সে এক চোরের হাতে তা সোপর্দ করে দিল। পরদিন সকালে সবাই বলাবলি করতে লাগলো যে, আজ রাতে এক চোরকে সদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি তা জানতে পেরে বললো ঃ হে আল্লাহ! সদকাটা একজন চোরের হস্তগত হয়ে থাকলেও তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আমি আবারো সদকা করবো। অতঃপর সে

www.nagorikpathagar.org

তার সদকা নিয়ে বেরুলো। পথিমধ্যে এক ব্যভিচারিণীকে পেয়ে তার হাতে তা সমর্পণ করলো। পরদিন সকালে লোকেরা বলাবলি করলো যে, আজ রাতে এক ব্যভিচারিণী সদকা লাভ করেছে। লোকটি তা জানতে পেরে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমার সদকা একজন ব্যভিচারিণীর হস্তগত হয়ে থাকলেও তোমার জন্য সকল প্রশংসা। আমি আবারো সদকা করবো।

অতঃপর সে সদকা নিয়ে বেরুলো। এবার তার সদকা জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তগত হলো। পরদিন সকালে লোকেরা বললো ঃ আজ রাতে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি সদকা পেয়েছে। লোকটি এ কথা জানতে পেরে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমার সদকা চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তগত হয়ে থাকলেও তোমার জন্য সকল প্রশংসা। অতঃপর তার কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক এলো এবং তাকে জানানো হলো যে, তোমার সকল সদকা এজন্য গৃহীত হয়েছে যে, হয়তো চোর তা দ্বারা চুরি ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে, আর ব্যভিচারিণী তা দ্বারা ব্যভিচার ত্যাগ করার প্রেরণা পাবে, আর ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়তো এ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হবে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٢٠- وَعَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ أَنْ يَقُوْمُ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَانَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ » رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ ذَرٍّ أَوْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ عَلَى الشَّكِّ. قَالَ اَلْحَافِظُ عَبْدُ اَلْعَظِيْمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَسَتَأْتِىْ أَحَادِيْثُ مِنْ هٰذَا النُّوْعِ مُتَفَرِّقَةً فِىْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ هٰذَا اَلْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

২০। আবুদ্দরদা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই নিয়ত করে ঘুমায় যে, রাত্রে উঠে নামায পড়বে, কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ায় সকাল পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠতে পারে না, তার জন্য রাত্রে নামায পড়ার সওয়াব লেখা হবে; আর তার ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সদকা বলে গণ্য হবে। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الرِّيَاءِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ خَافَ شَيْئًا مِنْهُ

নিয়ত বা উদ্দেশ্যের অসততার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

٢١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ، فَأُتِىَ بِهٖ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى أُسْتُشْهِدْتُ، قَالَ : كَذَبْتَ،وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : هُوَ جَرِئٌ ، فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِىَ فِىْ النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِىَ بِهٖ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِىَ فِىْ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، فَأُتِىَ بِهٖ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِىَ فِىْ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِىُّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهٖ وَكِلَاهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ.

www.nagorikpathagar.org

২১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যে সকল ব্যক্তির বিচার অনুষ্ঠিত হবে, তাদের একজন হচ্ছে-অসদুদ্দেশ্যে শাহাদাত বরণকারী। তাকে হাজির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে যে সব নিয়ামত দান করেছেন সেগুলিকে একে একে এসে স্মরণ করাবেন। সে সমস্ত নিয়ামতের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এ সব নিয়ামত দ্বারা কী কাজ করেছ? সে বলবে ঃ আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি লড়াই করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে বীর বলা হবে। বাস্তবিকপক্ষেও তোমাকে বীর বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর ব্যক্তি হচ্ছে, ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণকারী এবং কুরআন অধ্যয়নকারী। তাকেও হাজির করে তাকে দেয়া নিয়ামতগুলি স্মরণ করানো হবে। সে নিয়ামতগুলিকে স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ এই নিয়ামতগুলিকে ব্যবহার করে তুমি কী কাজ করেছ? সে বলবে ঃ আমি ইসলামী বিদ্যা শিখেছি ও শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি ইসলামী বিদ্যা শিখেছ এজন্য যে, তোমাকে আলেম বলা হবে। আর কুরআন পড়েছ এজন্য যে, তোমাকে কুরআনের অধ্যয়নকারী বা ক্বারী বলা হবে। বস্তুতঃ তোমাকে আলেম ও কুরআন অধ্যয়নকারী বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর একজন সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ বিপুল ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাজির করা হবে এবং তাকে দেয়া নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সে সমস্ত নিয়ামতকে স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, এ নিয়ামতগুলি দ্বারা তুমি কী করেছ? সে বলবে, আপনি যেই সব খাতে সম্পদ ব্যয় করা পছন্দ করেন তার সব ক'টিতেই আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি শুধু এ জন্য সম্পদ আমি ব্যয় করেছ, যেন লোকে তোমাকে দানশীল বলে। তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান) অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এই তিনজনকে দিয়েই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

٢٢- وَعَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالدِّيْنِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ

www.nagorikpathagar.org

يَكُنْ لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الإِسْنَادِ

২২। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতকে জানিয়ে দাও যে, তাদেরকে প্রভূত ধনসম্পদ, পদমর্যাদা, বিজয়, ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং পৃথিবীতে আধিপত্য ও প্রতিপত্তি দান করা হবে। যারা এগুলির সাহায্যে দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে আখিরাতের কাজ করবে, সে আখিরাতের প্রতিদান থেকে কোনই অংশ পাবে না। (দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করার অর্থ হলো, যে সকল কাজ সাধারণতঃ সওয়াবের কাজ হিসাবে পরিচিত, সেগুলোকে কেবল পার্থিব কল্যাণের উদ্দেশ্যে করা।) মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বাইহাকী কর্তৃক নির্ভুল সূত্রে বর্ণিত।

٢٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَخْرُجُ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : أَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ، أَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِئُوْنَ؟ فَبِىْ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلٰى أُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ حَيْرَانَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، سَمِعْتُ أَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ শেষ যামানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ধর্মীয় ভাবধারার প্রদর্শনী করে দুনিয়ার মানুষকে প্রতারিত করবে। মানুষকে দেখানোর জন্য তারা ভেড়ার চামড়া পরিধান করবে (অর্থাৎ আরামদায়ক নয় এবং দেখতে সুন্দর নয় এমন পোশাক পরবে), তাদের কথাবার্তা হবে মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং তাদের হৃদয় হবে বাঘের মত হিংস্র। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ তারা কি আমার সাথে ধোঁকাবাজী করে, না

www.nagorikpathagar.org

আমার সাথে ধৃষ্টতা দেখায়? আমি নিজের নামে শপথ করে বলছি যে, আমি এই সকল ভণ্ড লোকের ওপর তাদের ভেতর থেকেই এমন ভয়ংকর দুর্যোগের উৎপত্তি ঘটাবো, যার কবলে পরে অত্যন্ত ধৈর্যশীল লোকও দিশাহারা হয়ে পড়বে। (সুনানুত্তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী একে উত্তম হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

٢٤- وَرُوِىَ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ » قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ: «وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ » قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ ؟ قَالَ : « اَلْقُرَّاءُ الْمُرَائُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ :حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَلَفْظُهُ : « تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ » قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَاجُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ » قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ : « أَعَدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِيْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَلَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْأُمَرَاءَ. «وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ : « اَلْأُمَرَاءَ الْجَوْرَةَ » وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «يُلْقٰى فِيْهِ الْغَرَّارُوْنَ » قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا الْغَرَّارُوْنَ ؟ قَالَ : « اَلْمُرَائُوْنَ بِأَعْمَا لِهِمْ فِى الدُّنْيَا ».

২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা মর্মপীড়াদায়ক কূপ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাও। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, মর্মপীড়াদায়ক কূপ কাকে বলে? রসূলুল্লাহ (সা)

www.nagorikpathagar.org

বললেন ঃ জাহান্নামের একটি কূপ, যা থেকে জাহান্নাম প্রতিদিন একশোবার আল্লাহর নিকট পানাহ্ চায়। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কারা এর মধ্যে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন ঃ সৎকাজের প্রদর্শনীতে অভ্যস্ত কুরআন অধ্যয়নকারীগণ। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্) ইবনে মাজাহর বর্ণনায় কিছু বাড়তি কথা রয়েছে। তা হচ্ছে ঃ "জাহান্নাম প্রতিদিন চারশোবার আল্লাহর কাছে পানাহ্ চায়" এবং কুরআন অধ্যয়নকারীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো তারা, যারা অত্যাচারী শাসকদের কাছে প্রতিনিয়ত যাওয়া-আসা করে।"

উক্ত হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাবারানীতেও বর্ণিত হয়েছে। এতে রসূল (সা) বলেছেন ঃ মর্মপীড়াদায়ক কূপে প্রবেশ করবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর চার রকমের ভণ্ড ধার্মিক ঃ যারা লোকদেখানোর জন্য আল্লাহর কিতাব সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে, সদকা করে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে খুশী করার জন্য, লোকদেখানোর জন্য হজ্ব করে এবং লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সফরে বের হয়।

٢٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : «مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاَةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُوْ فَتِلْكَ أَسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِىْ كِتَابِهِ وَأَبُوْ يَعْلٰى، كِلاَ هُمَا مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُسْلِمِ الْهَجَرِىِّ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْهُ. وَرَوَاهُ مِنْ هٰذِهِ الطَّرِيْقِ ابْنِ جَرِيْرِ الطَّبَرِىِّ مَرْفُوْعًا أَيْضًا وَمَوْقُوْفٌ عَلٰى ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ.

২৫। হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জনসাধারণ দেখতে পায় এমন জায়গায় যে ব্যক্তি উত্তমভাবে নামাজ আদায় করে, আর জনসাধারণ দেখতে পায় না এমন জায়গায় যেনতেনভাবে নামায আদায় করে, সে তার প্রতিপালককে অবজ্ঞা করে। (মুসনাদে আব্দুর রাযযাক, আবু ইয়ালা ও ইবনে জারীর তাবারী কর্তৃক বর্ণিত)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রিয়াকারী বা লোকদেখানো কাজ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত কাজ চেনার সুস্পষ্ট মাপকাঠি দেয়া হয়েছে। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٢٦- وَعَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ فَقَالَ : «أَلاَأُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ » ؟ فَقُلْنَا : بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ : «اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ، أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ فَيُزَيِّنَ صَلاَتَهُ لِمَايَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ».رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِىُّ.

২৬। রুবাইহ ইবনে আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা যখন দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, তখন রসূল (সা) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেনঃ আমার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর একটা জিনিস আছে। সেটি কী বলবো? সবাই বললো ঃ হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন ঃ সেটি হচ্ছে গুপ্ত শির্‌ক। যখন কোন ব্যক্তি জনসাধারণকে দেখানোর উদ্দেশ্যে খুব সুন্দরভাবে নামায পড়ে, তখনই সে গুপ্ত শির্‌কে লিপ্ত হয়।" (ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী কর্তৃক বর্ণিত)

٢٧- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ مُعَاذًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَبْكِىْ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ : حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْيَسِيْرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمَنْ عَادٰى أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَتْقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ اَلَّذِيْنَ إِنْ غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا، وَإِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُعْرَفُوْا، قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى ، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

www.nagorikpathagar.org

وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحٌ، وَلاَ عِلَّةَ لَهُ.

২৭। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখেন, মুয়ায (রা) রসূল (সা)-এর কবরের কাছে কান্নাকাটি করছেন। হযরত উমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কাঁদ কেন? মুয়ায বললেন ঃ রসূল (সা)-এর একটি কথা মনে করে কাঁদছি। তিনি বলেছেন ঃ সামান্য পরিমাণ রিয়াও (লোকদেখানো-উদ্দেশ্যে সৎকাজ করা) শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় লোকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে স্বয়ং আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর আল্লাহর প্রিয় লোক তারাই যারা সৎকর্মশীল, খোদাভীরু, লোকচক্ষুর আড়ালে সৎকাজ করে, যারা অনুপস্থিত থাকলেও (মানুষের স্মৃতি থেকে) হারিয়ে যায় না। আর সকলের মধ্যে বিরাজমান থাকলেও অচেনা থেকে যায় (অর্থাৎ খ্যাতিমান হবার চেষ্টা করে না)। যাদের হৃদয় হেদায়েতের মশালস্বরূপ এবং যারা কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তর থেকেও বেরিয়ে আসে। (অর্থাৎ তারা দুর্গম ও নির্জন স্থানে বসবাস করে, কেননা তারা খ্যাতি অর্জন ও রিয়া থেকে মুক্ত থাকতে চায়)। (ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বাইহাকী)

٢٨- وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ». قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَلرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: أَذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرَاءُوْنَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ وَغَيْرِهِ.

২৮। মাহমুদ বিন লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসটি দ্বারা তোমরা আক্রান্ত হতে পার বলে আমার আশংকা, তা হচ্ছে গোপন শির্‌ক। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ঃ গোপন শির্‌ক কী? তিনি বললেন ঃ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদাত

www.nagorikpathagar.org

করা। আল্লাহ যেদিন মানুষকে কর্মফল দেবেন, তখন বলবেন ঃ যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা দুনিয়ায় সৎকাজ করতে, তাদের কাছে চলে যাও, দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা।" (আহমাদ, বাইহাকী ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

٢٩- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّهُ كَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ، فَقَالَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ : اَللّٰهُمَّ غَفْرًا، أَوْمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، حَيْثُ وَدَّعَنَا: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِىْ جَزِيْرَتِكُمْ هٰذِهِ، وَلٰكِنَّ يُطَاعُ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَقَدْ رَضِىَ بِذٰلِكَ»؛ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَنْشُدُكَ اللّٰهَ يَا مُعَاذُ، أَمَّا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ صَامَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ ». فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ، وَإِسْنَادُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ.

২৯। শাহর ইবনে হাওশাব বর্ণনা করেন যে, একবার দামেস্কের মসজিদে কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে আব্দুর রহমান বিন গুন্‌ম উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে মুয়ায বিন জাবালও ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন গুন্‌ম বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেনঃ হে জনমণ্ডলী, সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসটি তোমাদেরকে আক্রান্ত করতে পারে বলে আমার আশংকা হয়, তা হচ্ছে গোপন শির্ক। তৎক্ষণাৎ মুয়ায বিন জাবাল বলে উঠলেন ঃ হে আল্লাহ, ক্ষমা কর। ওহে আব্দুর রহমান, তুমি কি রসূল (সা)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ শোননি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ শয়তান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে আর তার পূজা হবে না। তবে তোমরা ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে কর, এমন বহু কাজে শয়তানের আনুগত্য করা হবে এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

আব্দুর রহমান বললেন ঃ ওহে মুয়াজ্, তুমি রসূল (সা)-এর এ কথা শোননি যে, যে ব্যক্তি লোকদেখানোর জন্য নামায পড়ে সে শির্ক করে, যে ব্যক্তি লোকদেখানোর জন্য রোযা রাখে সে শির্ক করে। (বাইহাকী)

٣٠- وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَةِ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
نَسِيٍّ عَنْ شَدَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
إِنَّ اَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، أَمَّا إِنِّىْ لَسْتُ
أَقُوْلُ يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا وَثَنًا، وَلٰكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ
اللّٰهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً».

৩০। শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণনা করেন যে, রসূল(সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমি সবচেয়ে মারাত্মক যে জিনিসটির প্রাদুর্ভাবের আশংকা করি তা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা। শুনে রাখ, আমি এ কথা বলছি না যে, তারা সূর্য-চন্দ্র বা মূর্তির পূজা করবে। তবে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে কাজ করবে এবং গোপন দুনিয়াবী লোভ-লিপ্সায় লিপ্ত থাকবে। (ইবনে মাজাহ)

٣١- وَرُوِىَ عَنْ عَدِىْ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ «يُؤْمَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنَاسٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى
الْجَنَّةِ حَتّٰى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا، وَاسْتَنْشَقُوْا رِيْحَهَا، وَنَظَرُوْا إِلٰى
قُصُوْرِهَا، وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا، نُوْدُوْا أَنِ اصْرِفُوْهُمْ
عَنْهَا، لَا نَصِيْبَ لَهُمْ فِيْهَا، فَيَرْجِعُوْنَ بِحَسْرَةٍ مَارَجَعَ الْأَوَّلُوْنَ
بِمِثْلِهَا، فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا لَوْ أَدْخَلْتَنَا النَّارَ قَبْلَ أَنْ تُرِيْنَا
[الْجَنَّةَ، وَفِىْ رِوَايَةٍ قَبْلَ أَنْ تُرِيْنَا] مَا أَرَيْتَنَا مِنْ ثَوَابِكَ،
وَمَا أَعْدَدْتَ فِيْهَا لِأَوْلِيَائِكَ، كَانَ أَهْوَنَ عَلَيْنَا، قَالَ : ذَاكَ

www.nagorikpathagar.org

أَرَدْتُ بِكُمْ، كُنْتُمْ إِذَا خَلَوْتُمْ بَارَزْتُمُوْنِيْ بِالْعَظَائِمِ ، وَإِذَا لَقِيْتُمُ النَّاسَ لَقِيْتُمُوْهُمْ مُخْبِتِيْنَ، تُرَاءُوْنَ النَّاسَ بِخِلاَفِ مَا تُعْطُوْنِيْ مِنْ قُلُوْبِكُمْ، هِبْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تَهَابُوْنِيْ، وَأَجْلَلْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تُجِلُّوْنِيْ وَتَرَكْتُمْ لِلنَّاسِ وَلَمْ تَتْرُكُوْا لِيْ، اَلْيَوْمَ أُذِيْقُكُمْ أَلِيْمَ الْعَذَابِ مَعَ مَا حُرِمْتُمْ مِنَ الثَّوَابِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ فِي الْكَبِيْرِ وَالْبَيْهَقِيّ،

৩১। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন একদল লোককে জান্নাতে পাঠানোর আদেশ দেয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের খুব নিকটে পৌঁছে যাবে, জান্নাতের সুঘ্রাণ তাদের নাকে প্রবেশ করতে শুরু করবে এবং জান্নাতের বিশালকায় প্রাসাদসমূহ ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহ তারা দেখতে পাবে, তখন বলা হবে যে, ওদেরকে ফেরত আনা হোক, কারণ জান্নাত তাদের প্রাপ্য নয়। ফলে তারা নিদারুণ ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আসবে। অথচ তাদের পূর্ববর্তীরা এভাবে ফিরে আসেনি। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যদি জান্নাতের নিয়ামতসমূহ দেখানোর আগেই জাহান্নামে প্রবেশ করাতেন, তবে সেটা আমাদের জন্য অধিকতর সহনীয় হতো। আল্লাহ বলবেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে এরকমই করতে চেয়েছিলাম। কারণ তোমরা যখন নির্জনে অবস্থান করতে, তখন তোমাদেরকে দেয়া বড় বড় নিয়ামতসমূহের সাহায্যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হতে, আর যখন সমাজের লোকজনের সাথে মিলিত হতে, তখন পরম খোদভীরু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে। তোমরা আমার প্রতি যে মনোভাব পোষণ করতে, মানুষকে ঠিক তার বিপরীত দেখাতে। তোমরা মানুষকে ভয় করতে আমাকে ভয় করতে না। মানুষকে সমীহ করতে আমাকে সমীহ করতে না। মানুষের সন্তুষ্টির জন্য খারাপ কাজ পরিত্যাগ করতে, আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়। তাই আমি আজ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবো এবং সেই সাথে যে সব প্রতিদান থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাও দেখাবো। (তাবারানী ও বাইহাকী)

٣٢- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ الْاِتِّقَاءَ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ، وَإِنَّ

www.nagorikpathagar.org

الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُكْتَبُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ مَعْمُوْلٌ بِهِ فِي السِّرِّ يُضَعَّفُ أَجْرُهُ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا؛ فَلَا يَزَالُ بِهِ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَذْكُرَهُ لِلنَّاسِ؛ وَيُعْلِنَهُ فَيُكْتَبَ عَلَانِيَةً، وَيُمْحٰى تَضْعِيْفُ أَجْرِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهِ الشَّيْطَانُ حَتّٰى يَذْكُرَهُ لِلنَّاسِ الثَّانِيَةَ، وَيُحِبَّ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ، وَيُحْمَدَ عَلَيْهِ فَيُمْحٰى مِنَ الْعَلَانِيَةِ، وَيُكْتَبَ رِيَاءً، فَاتَّقَى اللّٰهَ امْرُؤٌ صَانَ دِيْنَهُ، وَإِنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৩২। আবুদ্‌দারদা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কৃত সৎকর্মকে রক্ষা করা সৎকর্ম করার চেয়ে কঠিন। কোন ব্যক্তি যখন নির্জনে কোন সৎকাজ করে, তখন তার সওয়াব ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। এরপর শয়তান তার ওপর চেপে বসে এবং কুপ্ররোচনা দিতে থাকে, যাতে সে উক্ত সৎকাজকে প্রকাশ করে, ফলে তাকে প্রকাশ্য কাজ হিসাবে লেখা হয় এবং তার বাড়তি সওয়াব সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়। (শুধু ১০ গুণ অবশিষ্ট থাকে) এরপর শয়তান আবারো তাকে কুপ্ররোচনা দিতে থাকে। ফলে তার কৃত সৎকর্ম প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করুক এই আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জেগে ওঠে। তখন তার কৃত সৎকর্মকে রিয়া (লোকদেখানো কাজ) হিসাবে লেখা হয়। বস্তুত রিয়া হচ্ছে শিরক। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের দীনদারীকে (অর্থাৎ সৎকাজকে) সংরক্ষণ করে, (অর্থাৎ রিয়াকারী থেকে) সেই প্রকৃত খোদভীরু। (বাইহাকী)

٣٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ صَارَتْ أُمَّتِيْ ثَلَاثَ فِرَقٍ : فِرْقَةٌ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ خَالِصًا، وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ رِيَاءً، وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ لِيَسْتَأْكِلُوْا بِهِ النَّاسَ، فَإِذَا جَمَعَهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِلَّذِيْ يَسْتَأْكِلُ النَّاسَ : بِعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِيْ؟ فَيَقُوْلُ : وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَسْتَأْكِلُ

www.nagorikpathagar.org

بِهِ النَّاسَ، قَالَ: لَمْ يَنْفَعْكَ مَا جَمَعْتَ، أَنْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ،
ثُمَّ يَقُوْلُ لِلَّذِيْ كَانَ يَعْبُدُهُ رِيَاءً: بِعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ مَاأَرَدْتَ
بِعِبَادَتِيْ؟ قَالَ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ رِيَاءَ النَّاسِ، قَالَ: لَمْ يَصْعَدْ
إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، انْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ، ثُمَّ يَقُوْلُ لِلَّذِيْ كَانَ
يَعْبُدُهُ بِعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ مَاأَرَدْتَ بِعِبَادَتِيْ؟ قَالَ: بِعِزَّتِكَ
وَجَلَالِكَ خَالِصًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مَنْ أَرَدْتُ بِهِ، أَرَدْتُ بِهِ
ذِكْرَكَ وَوَجْهَكَ؟ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِيْ، أَنْطَلِقُوْا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ
الْعَطَّارِ، وَبَقِيَّةُ رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ وَلَمْ
يُسَمِّهِ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ.

৩৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "শেষ যামানায় আমার উম্মাত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। একটি শ্রেণী একনিষ্ঠভাবে ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করবে, একটি শ্রেণী শুধু লোকদেখানো উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং একটি শ্রেণী মানুষের সম্পদ ভোগ ও আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইবাদাত করবে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে সমবেত করবেন। যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ভোগ ও আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করতো তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার ইবাদাত করতে? সে বলবে ঃ "আপনার মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ, আমি মানুষের সম্পদ ভোগ ও আত্মসাৎ করার জন্য আপনার ইবাদত করতাম। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি এভাবে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছ, তা তোমার কোন উপকারে আসেনি। (ওহে ফেরেশতাগণ!) একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। অতঃপর যে ব্যক্তি লোকদেখানো উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইবাদাত করতো, তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ "তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার ইবাদাত করতে? সে বলবে ঃ আপনার মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ, আমি মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদাত করতাম। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমার ইবাদাতের একটুও আমার কাছে

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছেনি। (অর্থাৎ কবুল হয়নি) একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। অতঃপর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদাত করবে, তাকে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেনঃ তুমি কী উদ্দেশ্যে আমার ইবাদাত করতে? সে বলবে ঃ আপনার মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ, আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার ইবাদাত করতাম, তা আপনিই ভালো জানেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে স্মরণ করা ও সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও।" (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ শেষ যামানা বলতে শেষ নবীর আবির্ভাবের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়।- অনুবাদক

٣٤- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : حَدِّثْنِىْ حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَبَكَى مُعَاذٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ يَسْكُتُ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِىْ :« يَا مُعَاذُ» قُلْتُ لَهُ : لَبَّيْكَ بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ ، قَالَ : « إِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهُ نَفَعَكَ، وَإِنْ أَنْتَ ضَيَّعْتَهُ وَلَمْ تَحْفَظْهُ انْقَطَعَتْ حُجَّتُكَ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَامُعَاذُ، إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ سَبْعَةَ أَمْلاَكٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ، فَجَعَلَ لِكُلِّ سَمَاءٍ مِنَ السَّبْعَةِ مَلَكًا بَوَّابًا عَلَيْهَا قَدْ جَلَّلَهَا عِظَمًا، فَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ حِيْنَ أَصْبَحَ إِلَى أَنْ أَمْسَى، لَهُ نُوْرٌ كَنُوْرِ الشَّمْسِ، حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ذَكَرَتْهُ، فَكَثَّرَتْهُ، فَيَقُوْلُ الْمَلَكُ لِلْحَفَظَةِ : اِضْرِبُوْا بِهٰذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، أَنَا صَاحِبُ الْغِيْبَةِ، أَمَرَنِىْ رَبِّىْ أَنْ لاَ أَدَعَ عَمَلَ مَنِ اغْتَابَ النَّاسَ يُجَاوِزُنِىْ إِلَى غَيْرِىْ.

www.nagorikpathagar.org

قَالَ : ثُمَّ تَأْتِي الْحَفَظَةُ بِعَمَلٍ صَالِحٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعَبْدِ، فَتَمُرُّ، فَتُزَكِّيْهِ وَتُكَثِّرُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِالسَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، قِفُوْا وَاضْرِبُوْا بِهٰذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهِ هٰذَا عَرَضَ الدُّنْيَا، أَمَرَنِيْ رَبِّيْ أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِيْ إِلٰى غَيْرِيْ، إِنَّهُ كَانَ يَفْتَخِرُ عَلَى النَّاسِ فِيْ مَجَالِسِهِمْ.

قَالَ : وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَبْتَهِجُ نُوْرًا مِنْ صَدَقَةٍ وَصِيَامٍ وَصَلَاةٍ قَدْ أَعْجَبَ الْحَفَظَةَ فَتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا : قِفُوْا وَأَضْرِبُوْا بِهٰذَ الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، أَنَا مَلَكُ الْكِبْرِ، أَمَرَنِيْ رَبِّيْ أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِيْ إِلٰى غَيْرِيْ، إِنَّهُ كَانَ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ فِيْ مَجَالِسِهِمْ.

قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَزْهَرُ كَمَا يَزْهَرُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ، لَه دَوِيٌّ مِنْ تَسْبِيْحٍ وَصَلَاةٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، حَتَّى يُجَاوِزُوْا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا : قِفُوْا وَاضْرِبُوْا بِهٰذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، اِضْرِبُوْا ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ، أَنَا صَاحِبُ الْعُجْبِ، أَمَرَنِيْ رَبِّيْ أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِيْ إِلٰى غَيْرِيْ، إِنَّهُ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَدْخَلَ الْعُجْبَ فِيْ عَمَلِهِ.

قَالَ : وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلٍ حَتَّى يُجَاوِزُوْا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ

www.nagorikpathagar.org

اَلْخَامِسَةِ، كَأَنَّهُ الْعَرُوْسُ الْمَزْفُوْفَةُ إِلٰى بَعْلِهَا، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا : قِفُوْا وَاضْرِبُوْا بِهٰذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهٖ، وَاحْمِلُوْهُ عَلٰى عَاتِقِهٖ، أَنَا مَلَكُ الْحَسَدِ؛ إِنَّهُ كَانَ يَحْسُدُ النَّاسَ مِمَّنْ يَتَعَلَّمُ وَيَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهٖ، وَكُلَّ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ فَضْلًا مِنَ الْعِبَادَةِ يَحْسُدُهُمْ وَيَقَعُ فِيْهِمْ ، أَمَرَنِىْ رَبِّىْ أَنْ-لَاأَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِىْ إِلٰى غَيْرِىْ.

قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ، وَحَجٍّ، وَعُمْرَةٍ، وَصِيَامٍ؛ فَيُجَاوِزُوْنَ بِهٖ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهَا : قِفُوْا وَاضْرِبُوْ بِهٰذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهٖ إِنَّهُ كَانَ لَا يَرْحَمُ إِنْسَانًا قَطُّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ أَصَابَهُ بَلَاءٌ أَوْ ضُرٌّ، بَلْ كَانَ يَشْمَتُ بِهٖ، أَنَا مَلَكُ الرَّحْمَةِ أَمَرَنِىْ رَبِّىْ أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهُ يُجَاوِزُنِىْ إِلٰى غَيْرِىْ.

قَالَ : وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ :مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ، وَنَفَقَةٍ، وَاجْتِهَادٍ ، وَوَرَعٍ، لَهُ دَوِىٌّ كَدَوِىِّ الرَّعْدِ، وَضَوْءٍ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، مَعَهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ مَلَكٍ، فَيُجَاوِزُوْنَ بِهٖ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَيَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَكُ الْمُوَ-كَّلُ بِهَا : قِفُوْا وَاضْرِبُوْا بِهٰذَا الْعَمَلِ وَجْهَ صَاحِبِهٖ، وَاضْرِبُوْا جَوَارِحَهُ، أَقْفِلُوْا عَلٰى قَلْبِهٖ ، إِنِّىْ أَحْجُبُ عَنْ رَبِّىْ كُلَّ عَمَلٍ لَمْ يُرَدْ بِهٖ وَجْهُ رَبِّىْ، إِنَّهُ أَرَادَ بِعَمَلِهٖ غَيْرَ اللّٰهِ، إِنَّهُ أَرَادَ بِهٖ رِفْعَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَذِكْرًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَصَوْتًا فِى الْمَدَائِنِ أَمَرَنِىْ

www.nagorikpathagar.org

رَبِّىْ أَنْ لَا أَدَعَ عَمَلَهٗ يُجَاوِزُنِىْ إِلىٰ غَيْرِىْ، وَكُلَّ عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ خَالِصًا فَهُوَ رِيَاءٌ، وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَمَلَ الْمُرَائِىْ.

قَالَ: وَتَصْعَدُ الْحَفَظَةُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ: مِنْ صَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ ، وَصِيَامٍ ، وَحَجٍّ، وَعُمْرَةٍ، وَخُلُقٍ حَسَنٍ، وَصَمْتٍ ، وَذِكْرٍ لِلّٰهِ تَعَالىٰ، وَتُشَيِّعُهٗ مَلَائِكَةُ السَّمٰوَاتِ حَتّٰى يَقْطَعُوْا بِهِ الْحُجُبَ كُلَّهَا إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ، فَيَقِفُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَشْهَدُوْنَ لَهٗ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْمُخْلَصِ لِلّٰهِ، قَالَ: فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُمْ: أَنْتُمُ الْحَفَظَةُ عَلىٰ عَمَلِ عَبْدِىْ، وَأَنَا الرَّقِيْبُ عَلىٰ نَفْسِهٖ، إِنَّهٗ لَمْ يُرِدْنِىْ بِهٰذَا الْعَمَلِ ، وَأَرَادَ بِهٖ غَيْرِىْ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِىْ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهَا : عَلَيْهِ لَعْنَتُكَ وَلَعْنَتُنَا، وَتَقُوْلُ السَّمٰوَاتُ كُلُّهَا : عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَلَعْنَتُنَا، وَتَلْعَنُهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ».

قَالَ مُعَاذٌ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَأَنَا مُعَاذٌ ؟ قَالَ : اقْتَدِ بِىْ وَإِنْ كَانَ فِىْ عَمَلِكَ تَقْصِيْرٌ، يَا مُعَاذُ، حَافِظْ عَلىٰ لِسَانِكَ مِنَ الْوَقِيْعَةِ فِىْ إِخْوَانِكَ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، وَاحْمِلْ ذُنُوْبَكَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَيْهِمْ، وَلَا تُزَكِّ نَفْسَكَ بِذَمِّهِمْ، وَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُدْخِلْ عَمَلَ الدُّنْيَا فِىْ عَمَلِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَتَكَبَّرْ فِىْ مَجْلِسِكَ لِكَىْ يَحْذَرَ النَّاسُ مِنْ سُوْءِ خُلُقِكَ ، وَلَا تُنَاجِ رَجُلًا وَعِنْدَكَ آخَرُ، وَلَا تَتَعَظَّمْ عَلَى النَّاسِ، فَيَنْقَطِعَ عَنْكَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ

www.nagorikpathagar.org

فَتُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى النَّارِ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: (وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا) أَتَدْرِىْ مَاهُنَّ يَا مُعَاذُ؟ » قُلْتُ : مَا هُنَّ بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ ؟ قَالَ :« كِلَابٌ فِى النَّارِ تَنْشُطُ اللَّحْمَ وَالْعَظْمَ» قُلْتُ: بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ، فَمَنْ يُطِيْقُ هٰذِهِ الْخِصَالَ؟ وَمَنْ يَنْجُوْ مِنْهَا؟ قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ» قَالَ :« فَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ تِلَاوَةً لِلْقُرْآنِ مِنْ مُعَاذٍ ؛ لِلْحَذَرِ مِمَّا فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ».

رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِىْ كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ مُعَاذٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِىْ غَيْرِ الصَّحِيْحِ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِ هِمَا، وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.

৩৪। মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি তাকে অনুরোধ করলো যে, আপনি রসূল (সা) থেকে শোনা একটি হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করুন। মুয়ায তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। আমার আশংকা হচ্ছিল যে, তিনি বোধ হয় শীঘ্র কান্না থামাবেন না। কিছুক্ষণ পর থামলেন। তারপর বললেন ঃ একবার রসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ "হে মুয়ায!" আমি বললাম ঃ "আমি উপস্থিত। আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক।" তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলছি, যা স্মরণ রাখলে তোমার অনেক উপকার হবে। আর যদি ভুলে যাও এবং মনে না রাখ, তাহলে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে তোমার জবাবদিহির কিছু থাকবে না। হে মুয়ায! আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ সাতজন ফিরিশতাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর আকাশসমূহ সৃষ্টি করলেন এবং উক্ত সাতজন ফিরিশতার এক একজনকে প্রত্যেক আকাশের দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করতঃ আকাশগুলিকে মহিমান্বিত বানালেন। অতঃপর প্রত্যেক বান্দার কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃত কার্যকলাপকে (অর্থাৎ সৎকাজগুলিকে) নিয়ে আকাশে আরোহণ করেন। এ সময় তার সৎকাজগুলি থেকে সূর্যের কিরণের ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই ফিরিশতারা যখন প্রথম আকাশের কাছাকাছি আসেন, তখন তারা তাদের বহন করে আনা সৎকাজের প্রচুর প্রশংসা করেন। (যাতে আকাশে

www.nagorikpathagar.org

আরোহন করা যায়) তখন উক্ত আকাশের দ্বাররক্ষক ফিরিশতা সৎকাজ সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদেরকে বলেন ঃ এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো। আমি গীবতের (অসাক্ষাতে পরনিন্দা) তদারককারী। আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোন গীবতকারীর সৎকাজকে আমার উর্ধ্বে আরোহণ করতে না দেই।

এরপর কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ পুনরায় কোন এক বান্দার সৎকাজ নিয়ে আসেন। তারা উক্ত কাজের প্রচুর প্রশংসা করে প্রথম আকাশ অতিক্রম করে দ্বিতীয় আকাশের কাছে চলে যেতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় আকাশের দ্বাররক্ষক ফিরিশতা তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা এখানেই থামো। এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো। কেননা সে এই সৎকাজ দ্বারা পার্থিব স্বার্থ অর্জন করতে চেয়েছিল। আমার প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি যেন এই সৎকাজকে আর সামনে অগ্রসর হতে না দেই। এই ব্যক্তি মানুষের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রকাশ করতো।

আবার কখনো কখানো বান্দার কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা কোন এক বান্দার জ্যোতির্ময় সৎকাজ নিয়ে তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত চলে আসে। তার নামায, রোযা, সদকায় উক্ত ফিরিশতারা মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু তৃতীয় আকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা আর এগিও না। এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো। আমি অহংকারের তদারককারী ফিরিশতা। আমাকে আমার প্রতিপালক এই ব্যক্তির সৎকাজকে উর্ধ্বে আরোহণ করতে না দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। কারণ সে মানুষের সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতো।

বান্দাদের কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা আবার কখনো কখনো কোন বান্দার এমন সৎকাজ নিয়ে আসেন, যা নক্ষত্রের মত ঝিকমিক করে। নামায, হজ্ব, ওমরা ও তাসবীহ ইত্যাদি এর অর্ন্তভুক্ত থাকে। ফিরিশতারা এগুলি নিয়ে চতুর্থ অকাশের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌছে যায়। তখন আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা থামো এবং এই সৎকাজ তার কর্তার মুখে, পেটে ও পিঠে ছুঁড়ে মারো। আমি আত্মতুষ্টির (তদারককারী) ফিরিশতা। এই ব্যক্তি যখনই কোন সৎকাজ করতো, তাতে সে আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত হতো। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন, যেন তার কোন কাজকে সামনে অগ্রসর হতে না দিই।

আবার কখনো কখনো আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা কোন বান্দার সৎকাজ নিয়ে পঞ্চম আকাশের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত উপস্থিত হয়। নব পরিণীতা স্ত্রী যেভাবে নিজের স্বামীর নিকট (সুসজ্জিত হয়ে) আসে। পঞ্চম আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলবেন ঃ থামো, এই ব্যক্তির সৎকাজকে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো

www.nagorikpathagar.org

এবং তার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। আমি হিংসার (তদারককারী) ফিরিশতা । যারা তার সমপর্যায়ে ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও আমল করতো, তাদেরকে সে হিংসা করতো। আর যে ব্যক্তি ইবাদাতে তার চেয়ে অগ্রণী হতো, তার প্রতিও ঈর্ষাকাতর থাকতো এবং তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করতো। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তার আমলকে সামনে অগ্রসর হতে না দিই।

আবার কোন কোন সময় বান্দাদের আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতা কোন এক বান্দার নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা প্রভৃতি সৎকাজ বহন করে ষষ্ঠ আকাশের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত চলে আসেন। তখন এ আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা থামো এবং এই বান্দার এই সৎকাজকে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো। কেননা সে মানুষের ওপর দয়া করতো না, তা সে যতই দুর্দশা ও বিপদমুসিবতে পতিত হোক না কেন। বরং সে অন্যের দুঃখে আনন্দবোধ করতো। আমি দয়ার ফিরিশতা। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তার আমলকে সামনে অগ্রসর হতে না দিই।

আবার কখনো কখনো আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ কোন বান্দার, রোযা, আল্লাহর পথে দান, চেষ্টা-সাধনা ও পরহেজগারী ইত্যাদি বহন করে সপ্তম আকাশের প্রবেশদ্বারে পৌঁছেন। তার আমল থেকে বিদ্যুতের মত চমক ও সূর্যের মত আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং তাদের সাথে তিন হাজার ফিরিশতা থাকে, এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছলে ঐ আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা থামো এবং এই এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর ছুঁড়ে মারো এবং তার হৃদয়কে তালাবদ্ধ করে দাও। যে সৎকাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় না, তা আল্লাহর কাছে যাওয়া প্রতিহত করা আমার দায়িত্ব। এই ব্যক্তি তার এই সৎকাজ দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা করেছে। সে চেয়েছিল ফকীহদের নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক, আলেমদের নিকট তার খ্যাতি বাড়ুক এবং দেশে সে খ্যাতিমান হোক। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর আমল আর সামনে অগ্রসর হতে না পারে। খালেছভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয় না তা-ই রিয়া। রিয়াকারী সৎকাজ আল্লাহ্ কবুল করেন না।

আবার আমল সংরক্ষক ফিরিশতারা কখনো কখনো কোন বান্দার নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, সচ্চরিত্র ও সদাচরণ, নীরবতা, আল্লাহর যিকির ইত্যাদি সৎকাজ বহন করে আকাশের ফিরিশতাদের সাথে নিয়ে সকল পর্দা অতিক্রম করে সপ্তম আকাশের উর্ধ্বে আরোহণ করে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং উক্ত বান্দার একনিষ্ঠ সৎকাজের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। আল্লাহ তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী, কিন্তু তার অন্তরের খবর রাখি শুধু আমি। এই বান্দা এই

www.nagorikpathagar.org

আমল দ্বারা আমার সন্তুষ্টি চায়নি, সে অন্য কারো সন্তুষ্টি চেয়েছে। তার ওপর আমার অভিসম্পাত। অতঃপর সকল ফিরিশতা, সকল আকাশ ও আকাশে যা কিছু আছে সবাই তার ওপর অভিসম্পাত দেয়।"

মুয়ায বলেন ঃ আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আর আমি মুয়ায।" (অর্থাৎ আমার আমলে ক্রটি থাকলে কী উপায় হবে? রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার আমলে ক্রটি থাকলেও আমার অনুকরণ করতে থাকো। হে মুয়ায, আল কুরআন বহনকারীদের (অর্থাৎ যারা কুরআন অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী কাজ করে) নিন্দা থেকে তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। তোমার গুনাহ্ নিজের ওপরেই রাখো, তাদের ওপরে চাপিও না। তাদের নিন্দা করে নিজেকে সৎ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। তাদের চেয়ে অগ্রণী হবার চেষ্টা করো না। দুনিয়ার কাজকে আখিরাতের মধ্যে প্রবেশ করিও না। অহংকার প্রকাশ করো না, যাতে লোকেরা তোমার খারাপ ব্যবহারের ভয়ে তোমাকে এড়িয়ে চলে। তৃতীয় ব্যক্তি তোমার কাছে থাকা অবস্থায় কারো সাথে গোপনে কথা বলো না। মানুষের ওপর বড়াই করো না, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না, তাহলে জাহান্নামের কুকুরগুলো তোমার হাড়মাংস ছিন্নভিন্ন করবে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যারা ছিন্নভিন্ন করবে তাদের শপথ।" হে মুয়ায, জানো এরা কারা? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এরা কারা? তিনি বললেন ঃ জাহান্নামের কুকুর, জাহান্নামবাসীদের হাড়মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলাদা আলাদা করবে। আমি বললাম ঃ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এই সব সদগুণ অর্জন ও এই সমস্ত ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? রসূল (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন, তার জন্য এটা সহজ কাজ।" এরপর মুয়ায এই হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক মাত্রায় আল কুরআন অধ্যয়ন করতেন। (ইবনে মুবারক, ইবনে হাব্বান ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত)

٣٥- وَعَنْ أَبِىْ عَلِيٍّ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ كَاهِلٍ، قَالَ : خَطَبَنَا
أَبُوْمُوْسٰى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هٰذَا الشِّرْكَ،
فَإِنَّهُ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَزْنٍ
وَقَيْسُ بْنُ الْمُضَارِبِ، فَقَالَ : وَاللّٰهِ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ
أَوْلَنَأْتِيَنَّ عُمَرَ مَأْذُوْنًا لَنَا أَوْغَيْرُ مَأْذُوْنٍ، فَقَالَ: بَلْ أَخْرَجُ مِمَّا

www.nagorikpathagar.org

قُلْتَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوْا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ» فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : «قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِىْ ؛ وَرُوَاتُهُ إِلَى أَبِىْ عَلِيٍّ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِى الصَّحِيْحِ وَأَبُوْ عَلِيٍّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانٍ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَرَّحَهُ وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ: «يَقُوْلُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

৩৫। আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তোমরা এই শির্ক (রিয়া) থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা তা ক্ষুদ্রতম পিঁপড়ের চেয়েও গোপনীয়। একজন বললো ঃ হে রসূল, ক্ষুদ্রতম পিঁপড়ের চেয়েও গোপনীয় এই শির্ক থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা বল ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের অজানা কোন জিনিসকেও তোমার সাথে শরীক করা থেকে পানাহ্ চাই এবং কোন গুনাহ যদি করে থাকি তবে তা থেকে তোমার কাছে মাফ চাই। (আহমাদ, তাবারারী, ইবনে হাব্বান, তাবারানী, ইবনু হাব্বান, আবু ইয়ালা) কোন কোন বর্ণনায় আছে, রসূল (সা) প্রতিদিন তিনবার এরূপ দোয়া করতে বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ اِتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোরআন ও সুন্নাহ্ অনুসরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٣٦- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ .

৩৬। ইরবাদ বিন সারিয়া (রা) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে এমন এক ভাষণ দিলেন যে, শ্রোতাদের অন্তর প্রকম্পিত হলো এবং অনেকের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। অতঃপর আমরা বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ ! মনে হচ্ছে আপনি বিদায়ী ভাষণ দিলেন। আমাদের প্রতি আপনার (ওসিয়ত) বিদায়ী উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রতি আমার বিদায়ী উপদেশ (ওসিয়ত) এই যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তোমাদের নেতার আদেশ শ্রবণ করবে ও তা মেনে চলবে, এমনকি যদি কোন ক্রীতদাসকেও নেতা বানানো হয়। আর মনে রাখবে, তোমাদের মধ্যে যে বেশী-দিন বাঁচবে সে উম্মাতের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে।সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত (নীতি) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। দাঁত দিয়ে শক্তভাবে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। (অননুমোদিত) নতুন নিয়ম-নীতি অনুসরণে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিস গোমরাহীর শামিল। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরার অর্থ, এমন কঠোরভাবে অনুসরণ করা যেন কখনো ছুটে যেতে না পারে। -মুনযিরী

www.nagorikpathagar.org

٣٧- وَعَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ : « أَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ »

قَالُوْا : بَلٰى . قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللّٰهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيْكُمْ فَتَمَسَّكُوْا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا وَلَنْ تَهْلِكُوْا بَعْدَهُ أَبَدًا ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৩৭। আবি শুরাইহ খাযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল? আমরা বললাম ঃ অবশ্যই সাক্ষ্য দিই। তিনি বললেন, তাহলে মনে রেখ, এই আল কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং এক প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব আল কুরআনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না এবং কখনো ধ্বংস হবে না। (তাবরানীতে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণিত)

٣٨- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِىْ سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ هٰذَا فِىْ أُمَّتِكَ الْيَوْمَ كَثِيْرٌ، قَالَ : «وَسَيَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ بَعْدِىْ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا فِىْ كِتَابِ الصَّمْتِ وَغَيْرِهِ، وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৩৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খাবে, রসূলের সুন্নাহ অনুসারে কাজ করবে এবং জনগণ তার থেকে নিরাপদ থাকবে, সে জান্নাতে যাবে। উপস্থিত শ্রোতারা বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ, বর্তমানে এ ধরনের মানুষ আপনার উম্মাতে অনেক আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ আমার পরে তো অনেক হবে।" (আবুদ দুনিয়া ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত)

www.nagorikpathagar.org

٣٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ لاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ.

৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যখন অরাজকতা ও গোমরাহী দেখা দেবে, তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে সে একশো শহীদের সওয়াব পাবে। (বাইহাকী) তাবরানীতে এ হাদীস আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে বলা হয়েছে, একজন শহীদের সওয়াব পাবে।

٤٠- وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، وَلٰكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوْا، إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا: كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» اَلْحَدِيْثَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، اَحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَبِيْ أُوَيْسٍ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيْحِ.

৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন ঃ তোমাদের এই ভূখণ্ডে আর কখনো পূজা পাওয়ার আশা শয়তানের নেই। তবে তোমরা যদি তোমাদের ছোটখাট কার্যকলাপে তার কথামত চল, তবে সে তাতেই খুশী থাকবে। সুতরাং সাবধান! আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে গেলাম, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। এ হাদীস আল-হাকেম রেওয়ায়েত করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটির ইস্‌নাদ্ সহীহ। বুখারী ইক্‌রামাহর সূত্রে হুজ্জত বা দলীল পেশ করেছেন এবং মুসলিম আবু আবীস সূত্রে হুজ্জত বা দলীল পেশ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

٤١- وَعَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىْ ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرْعُوْبٌ، فَقَالَ: «أَطِيْعُوْنِىْ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، أَحِلُّوْا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৪১। আবু আইয়ুব আনসারী থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যতদিন আমি তোমাদের মধ্যে আছি, ততদিন তোমরা আমার অনুসরণ কর। আর আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধর, তাতে যা হালাল করা হয়েছে, তাকে হালাল রাখ এবং যা হারাম করা হয়েছে তাকে হারাম কর। (তাবরানী)

٤٢- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطِىْ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ فَرَائِضَ، وَسَنَّ سُنَنًا، وَحَدَّ حُدُوْدًا، وَأَحَلَّ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الدِّيْنَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا؛ أَلَا إِنَّهُ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَاأَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللّٰهِ طَلَبَهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِىْ خَاصَمْتُهُ ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ وَلَمْ يَرِدْ عَلَىَّ الْحَوْضَ». اَلْحَدِيْثُ، رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ.

৪২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) এক ভাষণে বললেন ঃ আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দিয়েছেন। মনে রেখ, তিনি কিছু জিনিসকে ফরয হিসাবে এবং কিছু জিনিসকে সুন্নাত হিসাবে ধার্য করেছেন। তিনি কিছুসংখ্যক ফৌজদারী আইন জারী করেছেন, কিছু জিনিসকে হালাল এবং কিছু জিনিসকে হারাম করেছেন এবং তিনি যে দীনকে চালু করেছেন, তাকে উদার ও সহজ করেছেন; কঠিন ও সংকীর্ণ করেননি। মনে রেখ, যার আমানতদারী নেই, যে ওয়াদা পালন করে না,

www.nagorikpathagar.org

তার দীনদারী নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তার কাছে তার কৈফিয়ত তলব করবেন। যে ব্যক্তি আমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো তাকে পরাজিত করেই ছাড়বো। যে ব্যক্তি আমার দেয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে, সে আমার শাফায়ত পাবে না এবং আমার হাউজ থেকে পানি পান করতে পারবে না। (তাবরানী)

٤٣- وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ (يَعْنِيْ اَلْأَسْوَدَ) وَيَقُوْلُ : إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

৪৩। আবেছ বিন রবীয়া বলেন যে, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কে দেখেছি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করছেন এবং বলছেন ঃ আমি জানি, তুমি নিরেট পাথর। কারো ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না। যদি না দেখতাম রসূল (সা) তোমাকে চুমু দিয়েছেন, তবে কখনো তোমাকে চুমু দিতাম না। (আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٤٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَيَقِيْلُ تَحْتَهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

৪৪। বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমার (রা) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি গাছের কাছে আসতেন এবং তার নিচে শুয়ে থাকতেন। তিনি বলতেন যে, রসূল (সা) এ রকম করতেন। (বায্যার)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْكِ السُّنَّةِ وَارْتِكَابِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ

সুন্নাহ্ বর্জন, বিদায়াত প্রচলন ও মানব-রচিত মতবাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٤٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رَدٌّ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

৪৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এই বিধানে (ইসলামী শরীয়তে) কোন নতুন জিনিস সংযোজন করবে, সে প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

٤٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُه، وَاشْتَدَّ غَضَبُه كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَا كُمْ «وَيَقُوْلُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ- وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى- وَيَقُوْلُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ »، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُمَا.

৪৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) যখন কোন ভাষণ দিতেন, তখন তার চোখ লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যেত এবং তার ক্রোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করতো। মনে হতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে ভয় দেখাচ্ছেন।

www.nagorikpathagar.org

তারপর বলতেন ঃ সকালে অথবা বিকালেই তোমাদের ওপর আযাব নাযিল হতে পারে। তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্রিত করে বলতেন ঃ আমি ও কিয়ামাত এরূপ (অর্থাৎ অতি নিকটবর্তী) প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর শুনে নাও, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে আল্লাহর গ্রন্থ। সর্বশ্রেষ্ঠ পথ মুহাম্মাদের পথ। প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিস নিকৃষ্টতম জিনিস। প্রত্যেক বিদয়াত তথা নব উদ্ভাবিত জিনিস গোমরাহীর শামিল। প্রত্যেক মুমিনের জন্য আমি তার নিজের চেয়ে উত্তম অভিভাবক। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যাবে, সে সম্পদ তার পরিবার-পরিজনের হবে। যে ব্যক্তি কোন ঋণ রেখে মারা যাবে, তার ঋণ আমার ওপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি হারিয়ে মারা যাবে, তার দায় আমার ওপর বর্তাবে। (সহীহ্ মুসলিম, ইবনে মাজাহ্) (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সম্ভব না হলে তার দায়িত্ব নেবে ইসলামী সরকার। অনুরূপ তার কোন সম্পত্তি নষ্ট হয়ে বা খোয়া গিয়ে থাকলে তা উদ্ধার করে দেয়ার দায়িত্বও ইসলামী সরকারের।- অনুবাদক)

٤٧- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَإِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ سَتُفَرَّقُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ : ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ، وَهِىَ الْجَمَاعَةُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَزَادَ فِىْ رِوَايَةٍ: « وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِىْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ تَتَجَارٰى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، لَايَبْقٰى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ».

قَوْلُهُ « اَلْكَلَبُ » بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ. قَالَ الْخَطَّابِىْ : هُوَ دَاءٌ يَعْرُضُ لِلْاِنْسَانِ مِنْ عِضَةِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ . قَالَ : وَعَلَامَةُ ذٰلِكَ فِىْ الْكَلْبِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ، وَلَا يَزَالُ يُدْخِلُ ذَنْبَهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا رَأٰى إِنْسَانًا سَاوَرَهُ.

www.nagorikpathagar.org

৪৭। মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ শুনে রাখ তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা বাহাত্তর গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে, বর্তমান উম্মাত তিহাত্তর গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে বাহাত্তর গোষ্ঠী জাহান্নামে যাবে, আর একটি মাত্র গোষ্ঠী জান্নাতে যাবে। এটি হচ্ছে আল-জামায়াত। (আহমাদ ও আবু দাউদ) একটি বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে ঃ "আমার উম্মাতে এমন কিছু গোষ্ঠীর উদ্ভব হবে, যারা লোভ-লালসা ও মনগড়া ধ্যান-ধারণা দ্বারা এমনভাবে চালিত হবে যেমন জলাতংক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চালিত হয়। এই রোগ তার প্রতিটি শীরা-উপশীরায় ঢুকে পড়ে।

'কালাব' শব্দটার ব্যাখ্যা ঃ ইমাম খাত্তাবী বলেন, কুকুরের কামড় থেকে এ রোগের উদ্ভব হয়। এ রোগে আক্রান্ত কুকুরের লক্ষণ হচ্ছে, তার চোখ লাল হয়ে যায়, লেজ দু'পায়ের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং মানুষ দেখলেই তার ওপর আক্রমণ করে। (অর্থাৎ 'জলাতংক' রোগ।-অনুবাদক)

(উল্লেখ্য, রসূল (সা)-এর জবীবদ্দশায় আল-জামায়াত একটিই ছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রসূল (সা)। তারপর এমন প্রতিটি দল আল-জামায়াত বা সত্যপন্থী দল বলে গণ্য হবে, যার মধ্যে রসূলের সময়কার আল-জামায়াতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকবে। এই বৈশিষ্ট্য ৪টি ঃ (১) দল ও দলের নেতৃবৃন্দ আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করবে ও দল পরিচালনা করবে। (২) দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে গোটা ইসলামী বিধানের বাস্তবায়ন (৩) দলটি পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। (৪) দলটিতে পারস্পরিক মুহাসাবা বা সমালোচনার ব্যবস্থা থাকবে।-অনুবাদক)

٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ : الزَّائِدُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّٰهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ عَلٰى أُمَّتِيْ بِالْجَبَرُوْتِ لِيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللّٰهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللّٰهِ ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ، وَالتَّارِكُ السُّنَّةَ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَابْنِ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ :صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَاأَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً.

www.nagorikpathagar.org

৪৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ৬ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং আমি ও প্রত্যেক নবী অভিসম্পাত দিয়েছেন ঃ (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে কোন জিনিস সংযোজন করে, (২) যে ব্যক্তি অদৃষ্টকে অস্বীকার করে, (৩) যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ওপর জোরপূর্বক ক্ষমতাসীন হয় এবং পরিণামে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে অপদস্থ এবং আল্লাহ যাদেরকে অপদস্থ করেছেন তাদেরকে সম্মানিত করে, (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত জিনিসকে বৈধ গণ্য করে, (৫) যে ব্যক্তি আমার বংশধরকে অপমানিত করে এবং (৬) যে ব্যক্তি রসূলের সুন্নাত বর্জন করে। (তাবরানী)

٤٩- وَعَنْ أَبِى بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : « أَنَّمَا أَخْشٰى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَىِّ فِىْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الهَوٰى ».رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِىُّ فِىْ مُعَاجِيْمِهِ الثَّلَاثَةِ، بَعْضُ أَسَانِيْدِهِمْ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৪৯। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের সম্পর্কে কেবল তিনটি জিনিস নিয়েই শংকিত ঃ পানাহারের চাহিদাজনিত ভ্রষ্টতা, যৌন চাহিদাজনিত ভ্রষ্টতা এবং স্বেচ্ছাচারজনিত ভ্রষ্টতা। (আহমাদ, বাযযার ও তাবরানী)

٥٠-وَعَنْ عَمَرَو بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُوْلُ: «إِنِّىْ اَخَافُ عَلٰى أُمَّتِىْ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ زَلَّةِ عَالِمٍ ، وَمِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ، وَمِنْ حُكْمٍ جَائِرٍ ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِىْ مِنْ طَرِيْقٍ كَثِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَهُوَ وَاهٍ، وَقَدْ حَسَنَهَا التِّرْمِذِىُّ فِىْ مَوَاضِعَ، وَصَحَّحَهَا فِىْ مَوْضِعٍ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ،وَاحْتَجَّ بِهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

৫০। আমর বিন আওফ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য তিনটি ব্যাপারে শংকিত ঃ (১) জ্ঞানীজনের পদস্খলন (২) স্বেচ্ছাচারিতা (৩) অত্যাচারী ব্যক্তির শাসন। (বায্যার, তাবরানী ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٥١- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَاتَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ إِلٰهٍ يُعْبَدُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَابْنُ أَبِىْ عَاصِمٍ فِىْ كِتَابِ السُّنَّةِ.

৫১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আকাশের ছায়ার নীচে আল্লাহর কাছে প্রবৃত্তির চেয়ে বড় কোন উপাস্য নেই। (তাবরানী)

٥٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ: «وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ» وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِىُّ وَغَيْرُهُمَا.

৫২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ধ্বংসাত্মক জিনিস হচ্ছে তিনটি ঃ (১) একগুয়েমি ও জিদ করা, (২) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং (৩) আত্মম্ভিরতা। (বায্যার, বাইহাকী)

٥٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «إِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ، وَإِسْنَادُ حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ النَّبِىُّ« صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَايَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا، وَلَا صَلَاةً، وَلَا حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً ، وَلَاجِهَادًا وَلَاصَرْفًا، وَلَا عَدْلًا ، يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّعْرُ مِنَ الْعَجِيْنِ ».

৫৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বিদয়াতী ব্যক্তির তাওবা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ সে বিদয়াত ত্যাগ না করে।

www.nagorikpathagar.org

(তাবরানী ও ইবনে মাজাহ্) ইবনে মাজাহর অপর রেওয়ায়েতে রসূল (সা) বলেন ঃ আল্লাহ বিদয়াতী ব্যক্তির নামায, রোযা, হজ্ব, ওমরা, জিহাদ, আল্লাহর পথে ব্যয় ও ন্যায়বিচার কবুল করেন না। আটার মধ্য থেকে চুল যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়।

٥٤- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ إِبْلِيْسَ قَالَ: أَهْلَكْتُهُمْ بِالذُّنُوْبِ فَأَهْلَكُوْنِىْ بِالْاِسْتِغْفَارِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ؛ فَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ فَلاَ يَسْتَغْفِرُوْنَ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ وَغَيْرُهُ.

৫৪। আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইবলীস বলেছে যে, মানুষকে আমি গুনাহর কাজে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, আর মানুষ আমাকে ধ্বংস করেছে গুনাহ মাফ চেয়ে। অতঃপর আমি তাকে ধ্বংস করলাম নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়ে। তারা ভাবে যে, তারা সুপথেই চলছে। তারা আর গুনাহ মাফ চায় না। (ইবনে আবি আসেম)

٥٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ يَوْمًا: «أَعْلَمْ يَا بِلاَلُ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ أُمِيْتَتْ بَعْدِىْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ أَبْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلاَلَةً لاَ يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَيَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه، كِلاَهُمَا مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

www.nagorikpathagar.org

قَالَ الْحَافِظُ: بَلْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَتْرُوْكٌ ، رَوَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلٰكِنَّ لِلْحَدِيْثِ شَوَاهِدَ.

৫৫। আমর ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বিলাল ইবনে হারিসকে বললেন ঃ হে বিলাল, জেনে রাখ, আমার পরে নির্জীব হয়ে যাওয়া কোন সুন্নাতকে যে ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত করলো, সে ঐ সুন্নাত যারা পালন করবে তাদের সমান সওয়াব পাবে। অথচ পালনকারীদের সওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি কোন বিভ্রান্তিকর বিদয়াত চালু করবে, সে ঐ বিদয়াতে লিপ্ত সকল মানুষের সমান গুনাহগার হবে। অথচ এতে বিদয়াতকারীদের গুনাহ কিছুমাত্র লাঘব হবে না।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْبَدَاءَةِ بِالْخَيْرِ لِيُسْتَنَّ بِهِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ الْبَدَاءَةِ بِالشَّرِّ خَوْفَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِ

সৎকাজের দৃষ্টান্ত স্থাপনে উৎসাহ প্রদান ও অসৎ কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٥٦ – عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ غُزَاةٌ، مُجْتَابِى النِّمَارِ وَالْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّىْ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : « (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ : (إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) وَالْآيَةُ الَّتِىْ فِى الْحَشْرِ: (اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ،

www.nagorikpathagar.org

مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ» حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجِزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِى الْأِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيُّ بِاخْتِصَارِ الْقِصَّةِ.

৫৬। হযরত জারীর (রা) বলেন ঃ আমরা সকাল বেলায় রসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। এ সময়ে তাঁর কাছে যুদ্ধ-প্রত্যাগত একদল মুসলমান এল। তাদের গায়ে ছিল ছিন্ন জামা ও কম্বল এবং কোষবদ্ধ তরবারি। তারা সকলেই ছিল মুদার গোত্রীয়। তাদের ক্ষুধাকাতর অবস্থা দেখে রসূল (সা)-এর চেহারা বিমর্ষ রূপ ধারণ করলো। তিনি একবার নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বেরিয়ে এসে বিলালকে ডাকলেন। তাকে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। বিলাল আযান দিলেন ও ইকামাত দিলেন। রসূল (সা) নামায পড়ালেন। অতঃপর রসূল (সা) ভাষণ দিলেন ঃ "হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আন্ নিসা আয়াত-১) "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং আগামীকালের জন্য কী সঞ্চয় করা হলো তা প্রত্যেকের দেখা উচিত।"(সূরা আল হাশর, আয়াত ঃ ১৮) ভাষণ শুনে এক ব্যক্তি এক দিনার দান করলেন। অতঃপর তার দেখাদেখি আর একজন এক দিরহাম, আর একজন কিছু কাপড়, আর একজন এক সা গম, আর একজন এক সা খেজুর, এমনকি কেউ একটা খুরমার এক টুকরোও দান করলেন। অতঃপর আনসার থেকে এক ব্যক্তি বড় এক পাত্র ভর্তি খাবার নিয়ে এল,যা সে বহন করতেই পারছিল না। অতঃপর লোকদের দান করার এমন হিড়িক

www.nagorikpathagar.org

পড়ে গেল যে, আমি খাদ্য ও কাপড়ের বড় বড় দুটো স্তূপ জমা হতে দেখলাম। তখন দেখলাম, রসূল (সা) এত বিমর্ষ হয়ে যাওয়া চেহারা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। এ সময় রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য কোন উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে উক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু পরবর্তীতে যারা তার অনুকরণ করবে তাদের কাজের সওয়াবও পাবে। অথচ অনুকরণকারীদের সওয়াব কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য কোন খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে ঐ খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের শাস্তি তো ভোগ করবেই, উপরন্তু যারা তার অনুকরণে উক্ত খারাপ কাজ করবে, তাদের কর্মফলও সে ভোগ করবে। অথচ সেই অনুকরণকারীদের শাস্তি কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

٥٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৫৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যখনই কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে খুন করা হবে, তার খুনের শাস্তির একটি অংশ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তান ভোগ করবে। কেননা সে প্রথম হত্যাকাণ্ডের প্রচলন করেছিল। (সহীহ্ আল বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

٥٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ، فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ أَبِيْ عَاصِمٍ، وَفِيْ سَنَدِهٖ لِيْنٌ، وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيِّ بِقِصَّةٍ.

www.nagorikpathagar.org

৫৮। সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রতিটি ন্যায় ও সৎকাজ এক একটা ভাণ্ডারস্বরূপ। প্রত্যেক ভাণ্ডারের চাবি আছে। (যা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন।) যে বান্দাকে আল্লাহ্ সৎকাজের ভাণ্ডার উন্মুক্তকারী ও খারাপ কাজের ভাণ্ডার বন্ধকারী বানালেন তার জন্য সুসংবাদ। আর যে বান্দাকে আল্লাহ্ অসৎ কাজের ভাণ্ডার উন্মুক্তকারী ও সৎকাজের ভাণ্ডার বন্ধকারী বানালেন, তার জন্য দুঃসংবাদ ও সর্বনাশ। (ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী ও ইবনে আবি আসেম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৎকাজের প্রচলনকারীকে সুসংবাদ এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অসৎকাজের প্রচলনকারীকে দুঃসংবাদ জানানো হয়েছে। কেননা কার্যকরভাবে কোন কিছু চালু করা বা বন্ধ করা একমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমেই সম্ভব।-অনুবাদক)

٥٩- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا مَا عَمِلَ بِهَا فِيْ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ حَتَّى تُتْرَكَ، وَمَنْ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ إِثْمُهَا حَتَّى تُتْرَكَ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

৫৯। ওয়াছেলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে আজীবন ও মৃত্যুর পরে ঐ কাজের সওয়াব পেতে থাকবে, যতদিন তা পরিত্যক্ত না হয়। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে ঐ কাজের গুনাহ ভোগ করতে থাকবে, যতদিন তা পরিত্যক্ত না হয়। (অর্থাৎ যতদিন তার অনুকরণ বন্ধ না হয়।) আর যে ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মারা যাবে, কিয়ামাত পর্যন্ত সে ঐ কাজের সওয়াব পেতে থাকবে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় - ২

ইলম

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْعِلْمِ، وَطَلَبِهِ، وَتَعَلُّمِهِ، وَتَعْلِيْمِهِ وَمَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَعَلِّمِيْنَ

ইসলামী জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ প্রদান

٦٠- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه.

وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلىٰ، وَزَادَ فِيْهِ : « وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ لَمْ يُبَالِ بِهِ ».

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَلَفْظِهِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « يَا أَيُّهَاالنَّاس إِنَّمَا الْعِلْمُ بَالتَّعَلُّمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِاللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » .

৬০। মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে ইসলামের পারদর্শিতা দান করেন।" (সহীহ আল বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

মুসনাদে আবু ইয়ালাতে উক্ত হাদীসের সাথে নিম্নোক্ত বাক্যটিও সংযোজিত হয়েছে- "আর যাকে আল্লাহ ইসলামের পারদর্শিতা দেন না, আল্লাহ তার ধার ধারেন না।"

তাবারানীতে হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ

"আমি শুনলাম রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে মানব সকল! ইসলামের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করলেই অর্জন করা যায়। আর ইসলামকে বুঝবার চেষ্টা করলেই বুঝা যায়। আর আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে ইসলামের পারদর্শিতা দান করেন। আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে,যারা ইসলামের জ্ঞান রাখে"।

www.nagorikpathagar.org

٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ - يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِى الدِّيْنِ، وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَابَأْسَ بِهِ.

৬১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ " আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে ইসলামের গভীর জ্ঞান দান করেন এবং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।" (বায্যার ও তাবরানী)

٦٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ، وَأَفْضَلُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىْ فِىْ مُعَاجِيْمِهِ الثَّلَاثَة ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى لَيْلىٰ .

৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো ইসলামের পারদর্শিতা অর্জন করা, আর পরহেজগারী হলো উৎকৃষ্টতম ইসলাম। (তাবরানী)

٦٣- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৬৩। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "অতিরিক্ত ইবাদাত করার চেয়ে অতিরিক্ত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা উত্তম। আর পরহেজগারী ও সংযমই হলো তোমাদের উৎকৃষ্টতম ধর্ম।" (তাবরানী, বায্যার)

www.nagorikpathagar.org

٦٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «قَلِيْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرِ الْعِبَادَةِ، وَكَفٰى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللّٰهَ، وَكَفٰى بِالْمَرْءِ جَهْلاً إِذَا أَعْجِبَ بِرَأْيِه». رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْأَوْسَطِ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ إِسْحَاقِ بْنِ أُسَيْدٍ، وَفِيْهِ لِيْنٌ، وَرَفْعُ هٰذَا الْحَدِيْثِ غَرِيْبٌ.

৬৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "অধিক ইবাদাত করার চেয়ে ইসলামের স্বল্প জ্ঞান অর্জন করাও ভালো। বান্দা যখন আল্লাহর অনুগত হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে, তার যথেষ্ট পরিমাণে ইসলামের জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। আর বান্দা যখন নিজের বুদ্ধি নিয়ে গর্বিত হয় (ফলে কারো পরামর্শের তোয়াক্কা করে না) তখন সেটাই তার মূর্খতা-অজ্ঞতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।" (তাবরানী)

٦٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ

www.nagorikpathagar.org

يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهَا.

৬৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়ার জীবনের কোন বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তার কিয়ামাতের দিনের একটি বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গোপনীয় বিষয় নিজে জেনে ফেললেও অন্যদের কাছে থেকে লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় দুনিয়া ও আখিরাতে লুকিয়ে রাখবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সচ্ছলতা দান করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সচ্ছলতা দান করবেন। কোন বান্দা যতক্ষণ তার ভাই-এর সাহায্য করতে থাকেন ততক্ষণ আল্লাহ তার সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞানের অন্বেষণে সফরে বেরুবে, আল্লাহ তার জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করবেন। আল্লাহর কোন ঘরে যখনই কিছু লোক সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন ও পরস্পরকে তা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত হয়, তখনই ফিরিশতারা সেই ঘরটিকে ঘিরে ফেলে, তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের ওপর বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তার ঘনিষ্ঠ ফিরিশতাদের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন। যার নিজের কার্যকলাপ তাকে পেছনে ফেলে দেয়, কারো সাথে আত্মীয়তার বন্ধন তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٦٦-وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا

www.nagorikpathagar.org

دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৬৬। আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোথাও যাত্রা করে, আল্লাহতায়ালা তার জান্নাতের যাওয়ার পথ সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়, তার কাজে খুশী হয়ে ফিরিশতারা তার চলার পথে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলে দোয়া করে, এমন কি জলাশয়ের মাছও দোয়া করে। চাঁদ যেমন নক্ষত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি ইবাদাতকারী মূর্খ অপক্ষো উত্তম। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীরা উত্তরাধিকার হিসাবে নগদ অর্থ রেখে যাননি, তারা রেখে গেছেন ইসলামের জ্ঞান। যে ব্যক্তি তা অর্জন করবে, তার প্রচুর পরিমাণে অর্জন করা উচিত। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ 'ইলম' শব্দটির শাব্দিক অর্থ জ্ঞান। কিন্তু আলোচ্য হাদীস ও এই অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীসে এ দ্বারা ইসলামের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে।

٦٧- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلّٰهِ خَشْيَةٌ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيْحٌ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيْمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ الْأَنِيْسُ فِي الْوَحْشَةِ، وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً قَائِمَةً تُقْتَصُّ آثَارُهُمْ، وَيُقْتَدٰى بِفِعَالِهِمْ، وَيُنْتَهٰى إِلٰى رَأْيِهِمْ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِيْ خُلَّتِهِمْ، وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، وَيَسْتَغْفِرُ

لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَحِيْتَانُ الْبَحْرِ وَهُوَامُّهُ، وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوْبِ مِنَ الْجَهْلِ، وَمَصَابِيْحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ، يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَلتَّفَكُّرُ فِيْهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ، وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ، بِهِ تُوْصَلُ الْأَرْحَامُ وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، وَهُوَ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ، وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ» رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيِّ فِيْ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ رِوَايَةِ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءِ الْقُرَشِيِّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ ابْنُ زَيْدِ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ، وَقَالَ :هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৬৭। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কেননা জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহকে ভয় করার শামিল জ্ঞান অন্বেষণ করা আল্লাহর ইবাদাতের শামিল, তা নিয়ে অলোচনা করা আল্লাহর গুণকীর্তন করার পর্যায়ভুক্ত, তা নিয়ে গবেষণা করা জিহাদের শামিল, মূর্খকে জ্ঞান দান করা সদকাস্বরূপ এবং আত্মীয়-স্বজনকে জ্ঞান দান করা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত। কেননা জ্ঞান হচ্ছে হালাল ও হারাম জানার মাধ্যম, জান্নাতের পথের দিশারী, একাকীত্বের সহচর, প্রবাসে সঙ্গী, নির্জনে আলাপকারী, সুখে-দুঃখে পথনির্দেশক, শত্রুর মুকাবিলা করার হাতিয়ার, বন্ধুদের কাছে অলংকার এ দ্বারা আল্লাহ বহু জাতিকে উন্নতী করেন, সমৃদ্ধ করেন ও পথপ্রদর্শক বানান, অনেককে জ্ঞানীদের অনুসারী বানান, তাদের মতামতকে চূড়ান্ত মত হিসাবে গ্রহণযোগ্য বানান, ফিরিশতারা তাদের বন্ধুত্বের প্রত্যাশী হয়, নিজেদের ডানা দ্বারা তাদের ধুলা-ময়লা মুছে দেয়, তাদের জন্য প্রতিটি সরস ও নিরস পদার্থ, সমুদ্রের মাছ ও জন্তু এবং স্থলের হিংস্র ও সাধারণ পশুপাখী দোয়া করে। কেননা জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞানতা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার উপায়, অন্ধকারে আলো জ্বালানোর প্রদীপ। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ লোকদের মর্যাদায় উন্নীত হয়। জ্ঞানার্জনের জন্য চিন্তা-গবেষণা করা রোযার সমতুল্য এবং অধ্যয়ন ও আলোচনা নামাযের তুল্য। জ্ঞান দিয়ে

আত্মীয়তা রক্ষা করা হয় এবং হালাল ও হারাম চেনা ও বাছ-বিচার করা যায়। জ্ঞানই কাজের প্রদর্শক। কাজ জ্ঞানকেই অনুসরণ করে। সৌভাগ্যশালীরাই জ্ঞান অর্জন করে আর হতভাগারাই তা থেকে বঞ্চিত হয়। (মুসনাদে ইবনে আবদুল বার)

٦٨- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُ.

৬৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয। যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাকে জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা শুকরের কাঁধে স্বর্ণ ও মনি মুক্তার হার ঝুলানোর শামিল। (ইবনে মাজাহ)

٦٩- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ جَاءَهُ أَجَلُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لَقِيَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ إِلَّا دَرَجَةُ النُّبُوَّةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনে রত থাকা অবস্থায় মারা যাবে, সে এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, তার মাঝে ও নবীদের মাঝে নবুয়ত ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। (তাবরানী)

٧٠- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُدْرِكْهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

www.nagorikpathagar.org

৭০। ওয়াছিলা ইবনুল আসকা' (রা) বলেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় সফল হবে, সে দুটো পুরস্কার পাবে। আর যে সফল হবে না সে একটা পুরস্কার পাবে। (তাবরানী)

٧١- وَرُوِىَ عَنْ سَخْبَرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُذَكِّرُ، فَقَالَ : «اِجْلِسَا فَإِنَّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ» فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ قَامَا، فَقَالَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا اِجْلِسَا فَإِنَّكُمَاعَلٰى خَيْرٍ، أَلَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ مَاتَقَدَّمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مُخْتَصَرًا، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُ.

৭১। সাখবারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বৈঠকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এরূপ অবস্থায় দুই ব্যক্তি তাঁর কাছ দিয়ে যেতে লাগলো। তখন রসূল (সা) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা দু'জন বসে পড়। কারণ তোমরা কল্যাণের ওপর আছে। কিছুক্ষণ পর যখন রসূল (সা) বৈঠক শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অন্যান্য সহচরগণ তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেল, তখন ঐ দুই ব্যক্তি বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা বসে পড়, কারণ তোমরা কল্যাণের পথে আছ। এই কল্যাণের সুসংবাদ কি শুধু আমাদের জন্য, না সকল মানুষের জন্য? রসূল (সা) বললেন ঃ কোন বান্দা যখনই (ইসলামী) জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত হয় তখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (তিরমিযী ও তাবরানী)

٧٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبْعٌ يُجْرٰى لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَفِى قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْكَرٰى نَهَرًا، أَوْحَفَرَبِئْرًا،

www.nagorikpathagar.org

أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَىٰ مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». رَوَاهُ ٱلْبَزَّارُ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَقَالَ: 'هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ ٱلْعَرْزَمِيِّ، وَرَوَاهُ ٱلْبَيْهَقِيُّ ثُمَّ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ٱلْعَرْزَمِيِّ ضَعِيْفٌ، غَيْرُ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَهُ مَا يَشْهَدُ لِبَعْضِهِ، وَهُمَا-يَعْنِىْ هٰذَا ٱلْحَدِيْثُ وَٱلْحَدِيْثُ ٱلَّذِىْ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ -لَا يُخَالِفَانِ ٱلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ؛ فَقَدْ قَالَ فِيْهِ: «إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ» وَهُوَ يَجْمَعُ مَا وَرَدَا بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، انْتَهٰى، قَالَ ٱلْحَافِظُ عَبْدُ ٱلْعَظِيْمِ: اِبْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ بِنَحْوِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَيَأْتِىْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা মারা যাওয়ার পর সাতটি কাজের সুফল কবরে বসে পেতে থাকে। কাউকে কোন বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকলে, খাল খনন করলে, পুকুর খনন করলে, ফলবান গাছ লাগালে, (অর্থাৎ জনসাধারণের চলাচলের পথের পার্শ্বে) মসজিদ বানালে, কুরআন শরীফ দান করলে অথবা এমন কোন সন্তান রেখে গেলে, যে সন্তান তার মৃত্যুর পর তার গুনাহ মাফ চায়। (বায্যার, বায়হাকী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা)

٧٣- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: لَبَابٌ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا» وَقَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَ ٱلْمَوْتُ لِطَالِبِ ٱلْعِلْمِ وَهُوَ عَلٰى هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيْدٌ». رَوَاهُ ٱلْبَزَّارُ، وَالطَّبْرَانِىُّ فِى ٱلْأَوْسَطِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

www.nagorikpathagar.org

«خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ».

৭৩। আবুযর ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য যদি (পুস্তকের) মাত্র একটি অধ্যায়ও পড়ে, তবে তা এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম । জ্ঞানান্বেষণকারী যদি লেখাপড়া করতে থাকা অবস্থায় মারা যায় তবে সে শহীদ বলে গণ্য হবে। (তাবরানী)

٧٤- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، إِلاَّ ذِكْرَاللّٰهِ، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৭৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া ও তার মধ্যে বিরাজমান সবকিছুই অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর স্মরণ ও তার অনুকূল জিনিসসমূহ এবং ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী অভিশপ্ত নয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী)

٧٥- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ تَعَلَّمَ كَلِمَةً ، أَوْ كَلِمَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْخَمْسًا مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. رَوَاهُ أَبُوْ نَعِيْمٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَوْ صَحَّ سِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

www.nagorikpathagar.org

৭৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর ফরযকৃত জিনিসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন একটি, দুইটি, তিনটি চারটি, অথবা পাঁচটি শব্দও যদি কেউ শেখে এবং অন্যকে শেখায়, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (আবু নাঈম)

٧٦- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا [ثُمَّ] يُعَلِّمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৭৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান কোন জ্ঞান অর্জন করে তা যদি অন্যকে শেখায়, তবে সেটা হবে সর্বোত্তম সাদাকাহ। (ইবনে মাজাহ।

٧٧- وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

اَلْحَسَدُ : يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ تَمَنِّي زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُوْدِ، وَهٰذَا حَرَامٌ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْغِبْطَةُ، وَهُوَ تَمَنِّي مِثْلَ مَالِهِ، وَهٰذَا لاَبَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هِنَا.

৭৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কেবল দুই ব্যক্তির সাথে হিংসা করা যায় ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ অনেক ধনসম্পদ দিয়েছেন এবং যারা ধনসম্পদ দ্বারা ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়েছে, তাদের ওপর তাকে কর্তৃত্বশীল করেছেন; আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সূক্ষ্ম জ্ঞান দিয়েছেন এবং তা দ্বারা সে মানুষের সমস্যার সমাধান করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, 'হাসাদ' তথা হিংসার অর্থ যদি হয় অন্যের সুখ-সমৃদ্ধির ধ্বংস

www.nagorikpathagar.org

কামনা, তবে তা হারাম । আর যদি তার অর্থ হয় অন্যের মত সমৃদ্ধি নিজের জন্যও কামনা করা, তবে তা হালাল। আলোচ্য হাদীসে শেষোক্ত অর্থেই হিংসার উল্লেখ করা হয়েছে।

٧٨- وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :« مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ، وَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ؛ فَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً أُخْرٰى مِنْهَا إِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلأً ؛ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ أُرْسِلْتُ بِهِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

৭৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান ও পথনির্দেশিকা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হলো আকাশ থেকে নামা বৃষ্টির মত, যা কোন ভূমিতে পড়ার পর সেখানকার একটি ভালো অংশ বৃষ্টির পানিকে গ্রহণ করে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও ফসলাদি উৎপন্ন করে। আবার ঐ ভূমির কিছু অংশ অনুৎপাদনশীলও থাকে। কিন্তু তা পানিকে ধরে রাখে এবং সেই পানি দ্বারা আল্লাহ মানুষের অনেক উপকার সাধন করেন। তারা সেই পানি নিজেরাও পান করে, অন্যদেরকেও পান করায় এবং তা দ্বারা মাঠে ফসল ফলায়। কিন্তু বৃষ্টির পানি এমন ভূমিতেও পড়ে, যা কংকরময় ও উঁচু, যা পানিকেও ধরে রাখেনা এবং কোন ঘাসপাতাও জন্মায় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন করে, তার উদাহরণ প্রথমোক্ত ভূমির মত। আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান ও পথনির্দেশিকা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা দ্বারা তাকে উপকৃত করেন। ফলে সে উক্ত জ্ঞান নিজেও অর্জন করে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর যে ব্যক্তি এই জ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

দ্বারা নিজের মর্যাদা বাড়ায় না এবং আল্লাহর যে পথনির্দেশিকা আমি নিয়ে এসেছি তাকে গ্রহণ করে না, তার অবস্থা শেষোক্ত ভূমির মত। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٩- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

৭৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তান যখন মারা যায় তখন তার সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ তখনো চালু থাকে। প্রথমত ঃ সদকায়ে জারিয়া, দ্বিতীয়ত ঃ যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে, আর তৃতীয়ত ঃ তার সৎকর্মশীল সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সদকায়ে জারিয়া দ্বারা এমন দান বুঝায় যার সুফল জনসাধারণ কিয়ামাত পর্যন্ত ভোগ করতে থাকে যেমন কোন মসজিদ সম্পূর্ণ বা আংশিক বানিয়ে দেয়া, কোন খাল বা পুকুর খনন করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়া বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য জমি দান করে দিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব জিনিস দ্বারা মানুষ যতদিন উপকৃত হতে থাকে। ততদিন তার সওয়াব সে কবরে বসে ভোগ করতে থাকে।-অনুবাদক

٨٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «عُلَمَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَذَلَهُ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا، وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا، فَذٰلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ حِيْتَانُ الْبَحْرِ، وَدَوَابُّ الْبَرِّ، وَالطَّيْرُ فِى جَوِّ السَّمَاءِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا، وَشَرٰى بِهِ ثَمَنًا؛ فَذٰلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ، وَيُنَادِىْ مُنَادٍ : هٰذَا الَّذِىْ آتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا، وَاشْتَرٰى بِهِ ثَمَنًا، وَكَذٰلِكَ

www.nagorikpathagar.org

حَتّٰى يَفْرُغَ الْحِسَابُ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ خِدَاشٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانٍ وَحْدَهُ فِيْمَا أَعْلَمُ.

৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ এই উম্মাতের আলেমগণ দুই রকমের হবে। এক রকম হবে তারা, যারা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকে জনগণের মধ্যে বিতরণ করবে, তার প্রতি কোন লালসা পোষণ করবে না এবং মূল্য নিয়ে তা বিক্রী করবে না। এ ধরনের আলেমদের জন্য পানির মাছ, আকাশের পাখী এবং স্থলভাগের জীবজন্তু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর একরকম হবে সেই সকল আলেম, যারা আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সাথে কার্পণ্য করে, তার প্রতি লালসা পোষণ করে এবং মূল্য নিয়ে তা বিক্রি করে। এরূপ আলেমদেরকে কিয়ামাতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে আর ঘোষণা করা হবে যে, এই ব্যক্তিগণ আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সাথে কার্পণ্য করতো, তার প্রতি লালসা পোষণ করতো এবং তা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করতো। হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে এই রকম আচরণই চলতে থাকবে। (তাবরানী)

٨١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِى الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ يُهْتَدٰى بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُوْمُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৮১। আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে আলেমগণের উপস্থিতি নক্ষত্রমণ্ডলীর উপস্থিতির মতই, যা দেখে তিমিরাচ্ছন্ন জলে ও স্থলে পথের সন্ধান পাওয়া যায়। নক্ষত্রমণ্ডলী যদি অন্তর্হিত হয়ে যায়, তবে পথপ্রদর্শকদের পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা দেখা দেবে। (আহমাদ)

٨٢- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجُلَانِ : أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ : «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ،» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «إِنَّ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ، وَأَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

৮২। আবু উমামা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূল (সা)-এর কাছে দুই ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হচ্ছিল। এদের একজন আলেম ও অপরজন আবেদ (ইবাদাতকারী)। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে নগণ্যতম ব্যক্তির ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্বও তদ্রূপ। ফিরিশতাগণ, আকাশবাসী, পৃথিবীবাসী এমনকি ভূগর্ভের পিঁপড়ে ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করে। কেননা তিনি মানুষকে সৎকাজের শিক্ষা দেন। (তিরমিযী)

٨٣- وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الصَّحَابِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- إِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ- إِنِّيْ لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِيْ وَحِلْمِيْ فِيْكُمْ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَغْفِرَلَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلاَ أُبَالِيْ» . رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

قَالَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَانْظُرْ إِلٰى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى «عِلْمِيْ وَحِلْمِيْ» وَأَمْعِنَ النَّظْرُ فِيْهِ يَتَّضِحُ لَكَ بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عِلْمُ أَكْثَرَ أَهْلِ الزَّمَانِ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ وَالْإِخْلاَصِ.

৮৩। সালাবা বিন আলহাকাম নামক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহতায়ালা আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ আমি তোমাদেরকে আমার ইল্ম (ইসলামের জ্ঞান ও হালাল জীবিকা উপার্জনে সহায়ক যে কোন কারিগরি বা পেশাগত জ্ঞান ও বিদ্যা) এবং আমার সহনশীলতার অধিকারী করেছি শুধু এ জন্যই যে, তোমাদের মধ্যে যা-ই থাক না কেন, তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। এতে আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না।

www.nagorikpathagar.org

(তাবরানী)

[ইমাম হাফেয আল-মনুযিরী এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, "আমার ইল্ম" ও "আমার সহনশীলতা " শব্দ দুটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ যুগের অধিকাংশ মানুষ যে ধরনের ইলমের অধিকারী -যে ইলম অনুসারে আমল করা হয় না এবং করলেও তাতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকে না, সেই ইলমকে বুঝানো হয়নি।

٨٤- وَرُوِىَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُبْعَثُ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ، فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ : اُدْخُلِ الْجَنَّةَ، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ : اثْبُتْ حَتّٰى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ بِمَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَغَيْرُهُ.

৮৪। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন একজন আলেম ও একজন আবেদকে হাজির করা হবে। অতঃপর আবেদকে বলা হবে ঃ তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। আর আলেমকে বলা হবে ঃ তুমি জনগণকে যে সদাচার শিখিয়েছিলে , তার উল্লেখ করে তাদের জন্য সুপারিশ করার সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। (বাইহাকী প্রভৃতি)

٨٥- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعُوْنَ دَرَجَةً، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حُضْرُ الْفَرَسِ سَبْعِيْنَ عَامًا، وَذٰلِكَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُبْدِعُ الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ فَيَنْهٰى عَنْهَا، وَالْعَابِدُ مُقْبِلٌ عَلٰى عِبَادَةِ رَبِّهٖ لَايَتَوَجَّهُ لَهَا وَلَا يَعْرِفُهَا». رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِىُّ.

৮৫। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ঘোড়া ৭০ বছর অবিরাম দৌড়ে যতদূর যেতে পারে, আবেদের ওপর আলেমের মর্যাদার ব্যবধান ঠিক ততখানি। কেননা শয়তান যখন সামনে কোন বিদ্য়াত

www.nagorikpathagar.org

(ইসলামের অংশরূপে কথিত নব উদ্ভাবিত অনৈসলামিক রীতিনীতি বা কার্যকলাপ - অনুবাদক) উপস্থিত করে, তখন আলেম তা চিনতে পারে এবং জনগণকে তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করে। কিন্তু আবেদ কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং চিনতে না পেরে কেবলই ইবাদাত করে যেতে থাকে। (ইসবাহানী)

٨٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ رُوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ.

৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (ইসলামে পারদর্শী) শয়তানের ওপর এক হাজার আবেদ অপেক্ষা প্রবল। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)

٨٧- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ فِقْهٍ فِىْ دِيْنٍ، وَلَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنُ الْفِقْهُ». وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: «لَأَنْ أَجْلِسُ سَاعَةً فَأَفْقَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُحْيِىَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ، وَالْبَيْهَقِىْ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُحْيِىَ لَيْلَةً إِلَى الصَّبَاحِ».

৮৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইসলামে পারদর্শিতা অর্জন ছাড়া আর কোন কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর উৎকৃষ্টতর ইবাদাত করা সম্ভব নয়। একজন ফকীহ শয়তানের ওপর এক হাজার আবেদের চেয়েও প্রবল। প্রত্যেক জিনিসের স্তম্ভ থাকে। ইসলামের স্তম্ভ হলো তার ব্যাপারে পারদর্শিতা অর্জন। আবু হুরাইরা বলেন ঃ এক ঘণ্টা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা আমার কাছে সমগ্র শবেকদর (মতান্তরে সমগ্র রাত) জেগে ইবাদাত করার চেয়েও প্রিয়। (দারকুত্নী ও

www.nagorikpathagar.org

বাইহাকী)

٨٨- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ : فَعِلْمٌ ثَابِتٌ فِى الْقَلْبِ؛ فَذٰلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ فِى اللِّسَانِ؛ فَذٰلِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ». رَوَاهُ أَبُوْمَنْصُوْرٍ الدَّيْلَمِىُّ فِىْ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ وَالْأَصْبَهَانِىُّ فِىْ كِتَابِهِ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرِ مَرْفُوْعٍ.

৮৮। আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইল্ম দুই প্রকার ঃ যে ইল্ম হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, তা হচ্ছে প্রকৃত উপকারী ইল্ম বা বিদ্যা। আর যে বিদ্যা কেবল মুখেই উচ্চারিত হয়, তা বান্দাদের ওপর আল্লাহর সাক্ষ্য-প্রমাণস্বরূপ। (অর্থাৎ মুখে যা উচ্চারিত হয়, তদনুসারে কাজ না করলে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন মুখের সাক্ষ্য গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে শাস্তি দেবেন। -অনুবাদক) (দায়লামী, ইসফাহানী ও বাইহাকী)

٨٩- وَعَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَاقُبَيْصَةُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ : كَبُرَتْ سِنِّىْ، وَرَقَّ عَظْمِىْ، فَأَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِىْ مَا يَنْفَعُنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ؛ فَقَالَ يَا قُبَيْصَةُ مَامَرَرْتَ بِحَجَرٍ، وَلَاشَجَرٍ، وَلَا مَدَرٍ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لَكَ، يَا قُبَيْصَةُ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثًا : سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ؛ تُعَافَ مِنَ الْعَمٰى، وَالْجُذَامِ، وَالْفَلَجِ، يَاقُبَيْصَةُ، قُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ، وَأَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْشُرْ عَلَىَّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِىْ إِسْنَادِ رَاوٍلَمْ يُسَمَّ.

www.nagorikpathagar.org

৮৯। কুবাইসা ইবনুল মুখারিক (রা) বলেন ঃ আমি রসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন ঃ ওহে কুবাইসা, তুমি কেন এসেছ? আমি বললাম ঃ আমি হাড় জিরজিরে বুড়ো হয়ে গেছি। আমি এসেছি যেন আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন-যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে অনেক উপকৃত করবেন। রসূল (সা) বললেন ঃ ওহে কুবাইসা! তুমি যে সব গাছ, পাথর ও নরম মাটির মধ্য দিয়ে এসেছ, তারা সকলেই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের আবেদন জানিয়েছে। ওহে কুবাইসা, তুমি ফজরের নামাযান্তে তিনবার পড়বে ঃ "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী।" তোমাকে কখনো অন্ধত্ব, কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাত আক্রান্ত করবে না। হে কুবাইসা তুমি পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা মিম্মা ইনদাক, ওয়া আফিয আলাইয়া মিন ফাযলিকা ওয়ানশুর আলাইয়া মিন রহমাতিকা ওয়া আনযিল আলাইয়া মিন বারাকাতিকা।" ("হে আল্লাহ তোমার কাছে যা কিছু আছে, তার কিছু অংশ আমি চাই, আমার উপর তোমার অনুগ্রহ, দয়া ও কল্যাণ বর্ষণ কর।) (আহমাদ)

٩٠- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : « مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করবে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত অল্লাহর পথে থাকবে। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ سِمَاعِ الْحَدِيْثِ، وَتَبْلِيْغِهِ، وَنسخِهِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসুলের (সা) হাদীস শেখা ও প্রচারের প্রতি উৎসাহদান এবং অসত্য হাদীস প্রচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

৯১- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً.

৯১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা)বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তিকে অল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার কোন বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তা অবিকৃতভাবে যা শ্রবণ করে ঠিক তাই প্রচার করে। কেননা যার নিকট প্রচার করা হয় সে অনেক সময় সাধারণ শ্রোতার চেয়ে অধিক সতর্কতার সাথে শ্রবণ করে ও স্মরণ রাখে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

৯২- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «نَضَّرَ اللّٰهُ امْرأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، ثَلَاثٌ لَايُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ: فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ فَرَّقَ اللّٰهُ

www.nagorikpathagar.org

عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِتَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ.

৯২। যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার কোন বাণী শ্রবণ করার পর তা অন্যের নিকট পৌছায়। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন তত্বকথা অন্যের নিকট পৌঁছায়, তার চেয়ে যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী ধারণ করে ও পৌঁছায়, সে অনেক সময় ইসলাম সম্পর্কে দক্ষ হয় না। তিনটি গুণ থাকলে মুমিনের মন কখনো ঈর্ষাপরায়ণ হয় না ঃ আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করা, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের হিত কামনা করা এবং কোন অবস্থায়ই ইসলামী দল বা জামায়াত ত্যাগ না করা। কেননা ঐ দলের লোকদের দোয়া তাদের কাছে উপস্থিত নেই-এমন লোকদের জন্যও উপকারী। আর যার উদ্দেশ্যে থাকে দুনিয়া হাসিল করা, আল্লাহ তার সব কাজ এলোমেলো ও অগোছানো করে দেন। তাকে দারিদ্রে আক্রান্ত করেন এবং তার জন্য যতটুকু নির্ধারিত আছে, ততটুকু ছাড়া দুনিয়ার আর কোন সম্পদ সে পায় না। আর যার লক্ষ্য থাকে আখিরাত, তার হৃদয়কে ধনী বানিয়ে দেন এবং আল্লাহ তার সকল কাজ সুশৃংখল করে দেন, সে না চাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার অঢেল সম্পদ লাভ করে। (ইবনে হাব্বান, বাইহাকী)

٩٣- وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ» قُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللَّهِ، وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِيْ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার খলীফাদের(প্রতিনিধিদের) ওপর তুমি করুণা কর।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম! হে রসূলুল্লাহ আপনার খলীফা কারা? তিনি বললেন ঃ "যারা আমার হাদীস

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনা করে ও মানুষকে শোখায়"।

٩٤- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

وَهٰذَا الْحَدِيْثُ قَدْ رُوِىَ عَنْ غَيْرِ[مَا] وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِى الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيْدِ وَغَيْرِهَا، حَتّٰى بَلَغَ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে. রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আমার নামে মনগড়া হাদীস প্রচার করে) সে যেন জাহান্নামে নিজের বাসস্থান গ্রহণ করে। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।

এই হাদীসটি বহুসংখ্যক বর্ণনাকারী কতৃক বর্ণিত হয়ে 'মুতাওয়াতির' হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا» قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : «مَجَالِسُ الْعِلْمِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَفِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.

৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে. রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যখন জান্নাতের বাগানগুলোর কাছ দিয়ে চলাচল কর, তখন সেই বাগান থেকে কিছু ফল-ফুল আহরণ করো ও তাতে কিছুক্ষণ কাটাও। সাহাবীগ বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ! জান্নাতের বাগান কী? রসূল (সা) বললেন ঃ যে সব মজলিসে ইসলামের জ্ঞান পরিবেশন ও চর্চা করা হয়। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٩٦- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ : يَا بُنَىَّ ، عَلَيْكَ بِمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، وَاسْمَعْ ، كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ لَيُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ، كَمَا يُحْيِي الأَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زُحَرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ، وَقَدْ حَسَّنَهَا التِّرْمِذِىُّ لِغَيْرِ هٰذَا الْمَتْنِ وَلَعَلَّهُ مَوْقُوْفٌ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৯৬। আবু উমামা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, " হে বৎস , আলেমগণের সাথে (ইসলামের বিষয় পারদর্শীগণের সাথে) ওঠাবসা কর এবং বিশেষজ্ঞদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোন । মনে রেখ, আল্লাহ যেমন মৃত যমিনকে মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে পুনরুজ্জীবিত তথা উর্বর করেন, তেমনি গভীর জ্ঞানের কথা দ্বারা মৃত হৃদয়কে উজ্জীবিত করে থাকেন।" (তাবরানী)

٩٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ : «مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللّٰهُ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِى عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ» رَوَاهُ أَبُوْيَعْلَى وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ إِلاَّ مُبَارَكَ بْنَ حَسَّانٍ.

৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ উঠাবসা ও মেলামেশা করার জন্য সর্বোত্তম লোক কে? রসূল (সা)বললেন ঃ যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, যার কথা শুনলে জ্ঞান বাড়ে এবং যার কার্যকলাপ আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (আবু ইয়ালা)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ إِكْرَامِ الْعُلَمَاءِ، وَإِجْلَالِهِمْ، وَتَوْقِيْرِهِمْ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ إِضَاعَتِهِمْ، وَعَدْمِ الْمُبَالَاةِ بِهِمْ

আলেম ও মুরব্বীদের সম্মান করতে উৎসাহ প্রদান; তাদেরকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

٩٨- وَعَنْ أَبِىْ مُوسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ، وَلَا الْجَافِىْ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِىْ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৯৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা; কুরআন সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানের অধিকারী, তবে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না এমন ব্যক্তিকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করার শামিল। (আবু দাউদ)

٩٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ، وَيَرْحَمِ الصَّغِيْرَ، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

৯৯। আবু মূসা (রা) বর্ণিত থাকে আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে না, সে আমার উম্মাতের কেউ নয়। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

١٠٠- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَتَعَلَّمُوْا لِلْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ». رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ.

www.nagorikpathagar.org

১০০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ইসলামের জ্ঞান অর্জন কর, ইসলামের জ্ঞানের স্বার্থে গাম্ভির্য ও শিষ্টাচার আয়ত্ত কর এবং যার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, তার সামনে বিনয়ী হও। (তাবরানী)

١٠١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَ يُدْرِ كُنِى زَمَانٌ - أَوْ قَالَ : لاَ تُدْرِكُوْا زَمَانًا - لاَيُتْبَعُ فِيْهِ الْعَلِيْمُ، وَلاَ يُسْتَحْيَا فِيْهِ مِنَ الْحَلِيْمِ، قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الأَعَاجِمِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِى إِسْنَادِهِ ابْنِ لُهَيْعَةَ.

১০১। সাহল বিন সাদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আমি এমন যুগ যেন না দেখি, যখন জ্ঞানী লোকের অনুসরণ করা হবে না, ধৈর্যশীল ও সহনশীল ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, মানুষের মন থাকবে অসভ্য লোকদের মত, অথচ তারা বলবে ভদ্র ও মার্জিত ভাষায়। (আহমাদ)

١٠٢- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلاَثٌ لاَيَسْتَخِفُّ بِهِمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ : ذُوالشَّيْبَةِ فِى الإِسْلاَمِ، وَذُو الْعِلْمِ، وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحرٍ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ يَزِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ، وَقَدْ حَسَّنَهَا التِّرْمِذِىُّ لِغَيْرِ هٰذَا الْمَتْنِ .

১০২। আবু উমামা থকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তিকে কেবল মনুফিকই অবজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধা করতে পারে বৃদ্ধ মুসলমান, ইসলামের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ন্যায় পরায়ণ নেতা ও শাসক। (তাররানী)

١٠٣- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُوْلُ : لاَ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى إِلاَّ ثَلاَثَ خِلاَلٍ : أَنْ يَكْثُرَ لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا فَيَتَحَاسَدُوْا، وَأَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابُ

www.nagorikpathagar.org

يَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِى تَأْوِيلَهُ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ : أَمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَأَنْ يَرَوْا ذَا عِلْمٍ فَيُضَيِّعُوْهُ، وَلَا يُبَالُوْا عَلَيْهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ.

১০৩। আবু মালেক আল আশয়ারী থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "আমার উম্মাতকে নিয়ে আমি তিনটি আশংকা পোষণ করি। প্রথমতঃ দুনিয়ার সম্পদের প্রাচুর্য তাদেরকে পরস্পরের প্রতি হিংসুটে বানিয়ে দিবে। দ্বিতীয়ত ঃ কুরআনের চর্চা এত বাড়বে যে,একজন মুমিন কুরআনের জটিল আয়াতসমূহের নিষ্প্রয়োজন চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে লেগে যাবে। অথচ ওসব আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। "পরিপক্ব জ্ঞানীরা বলে যে, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, সকল আয়াতই অমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।" তৃতীয়তঃ ইসলামে পারদর্শী লোকদেরকে দেখেও লোকেরা তার সমাদর করবে না ও অবজ্ঞা করবে। (তাবরানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٠٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْنِىْ رِيْحَهَا» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

১০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করেছে, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অবকাশ রয়েছে, অথচ সেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, বরং কোন পার্থিব স্বার্থ

www.nagorikpathagar.org

অর্জনের উদ্দেশ্যে সেই জ্ঞান অর্জন করেছে, সে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

বি: দ্র: জ্যোতিষশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা এবং অনুরূপ ক্ষতিকর ও অনৈসলামিক বিদ্যা ব্যতীত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখা দ্বারাই ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ও ইসলামের ক্ষতি সাধনের সুযোগও রয়েছে। আলোচ্য হাদীসটিতে কোন বিদ্যাকেই যাতে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করা না হয়, সে ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

١٠٥ - وَرُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِيْ كِتَابِ الصَّمْتِ وَغَيْرِهِ، وَالْحَاكِمُ شَاهِدًا، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ :حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১০৫। কা'ব ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি জ্ঞানী লোকদের সামনে বড়াই করা, অসৎ লোকদের সাথে তর্ক করা এবং জনগণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

١٠٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : « إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ يَقُوْلُوْنَ :نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذٰلِكَ يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي) الْخَطَايَا ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

www.nagorikpathagar.org

১০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ এক সময়ে আমার উম্মাতের কিছু লোক ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হবে। তারা আল কোরআন অধ্যয়ন করবে এবং বলবে ঃ "আমরা শাসকদের সাথে মেলামেশা করবো। তারা যে দুনিয়াবী সম্পদ অর্জন করেছে তার অংশও পাবো, আবার আমরা যে দ্বীনদারী অজর্ন করেছি, তার বলে তাদের কাছ থেকে বাড়তি সম্মানও পাবো। অথচ আসলে তারা সেটা পাবে না। কাঁটাযুক্ত গাছের কাছে যেতে যেমন কাঁটার খোঁচা খেতে হয়, তেমনি তারা শাসকদের কাছ থেকে পাপ ছাড় আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। (ইবনে মাজাহ)

বিঃ দ্র ঃ বলাবাহুল্য যে, এ হাদীসটিতে 'শাসক' শব্দটি দ্বারা দুর্নীতিবাজ শাসককে বুঝানো হয়েছে। আর তাদের সাথে মেলামেশা ও সাক্ষাত যদি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যথায় ইমাম আবু হানিফা, ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখদের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক কেউ দুর্নীতিবাজ শাসককে সৎপথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সদুপেশদানের সাহসী উদ্যোগ নিলে তাকে অন্য হাদীসে শ্রেষ্ঠ জিহাদ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ نَشْرِ الْعِلْمِ وَالدَّلاَلَةِ عَلَى الْخَيْرِ

ইসলামের জ্ঞানবিস্তার ও সৎপথ প্রদর্শনে উৎসাহ প্রদান

١٠٧ - وَرُوِىَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَاتَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ مِثْلِ عِلْمٍ يُنْشَرُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ وَغَيْرِهِ.

১০৭। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ জ্ঞান বিতরণের ন্যায় মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ দান আর কিছু নেই। (তাবরানী)

١٠٨ - وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الْأَجْوَدِ الْأَجْوَدِ، اللّٰهُ الْأَجْوَدُ الْأَجْوَدُ، وَأَنَا أَجْوَدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَجْوَدُكُمْ مِنْ

www.nagorikpathagar.org

بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَنَشَرَ عِلْمَهُ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ، وَرَجُلٌ جَادَ بِنَفْسِهِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يُقْتَلَ». رَوَاهُ أَبُوْيَعْلَى، وَالْبَيْهَقِيُّ.

১০৮। আনাছ বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ সকল দানশীলের চেয়ে বড় দানশীল কে, তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো? শুনে রাখ, সবচেয়ে বড় দানশীল হলেন আল্লাহ। আর আদম সন্তানের মধ্যে আমি সবচেয়ে বড় দাতা। আর আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করবে ও তা মানুষকে বিতরণ করবে, সে হবে সবচেয়ে বড় দাতা। কিয়ামাতের দিন তাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে নয়, একটি স্বতন্ত্র উম্মাতের মর্যাদা দিয়ে ওঠানো হবে। আর অপর সর্বোচ্চ দানশীল হচ্ছে সেই ব্যক্তি , যে নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয় এবং তারপর শাহাদাত লাভ করে। (আবু ইয়ালা ও বাইহাকী)

١٠٩- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «أَرْبَعَةٌ تَجْرِىْ عَلَيْهِمْ أُجُوْرُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: رَجُلٌ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَأَجْرُهُ يَجْرِىْ عَلَيْهِ مَا عُمِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ أَجْرَى صَدَقَةً فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُوْ لَهُ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ.

১০৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মৃত্যুর পরে নিজের সৎকাজের প্রতিদান (কবরে বসেই) পেতে থাকবে এমন লোক চারজন : যে আল্লাহর পথে প্রতিরক্ষামূলক কাজ করতে করতে মারা যায়, যে ব্যক্তি কাউকে জ্ঞান বিতরণ করে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে যতদিন সৎ ও কল্যাণের কাজ চলতে থাকবে ততদিন সে তার সুফল ভোগ করতে থাকবে, যে ব্যক্তি কোন সদকা করবে এবং সেই সদকার সুফল যতদিন জনগণ পেতে থাকবে, ততদিন সে তার সওয়াব ভোগ করতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মশীল সন্তান রেখে যাবে এবং সেই সন্তান তার জন্য দোয়া করতে থাকবে। (আহমাদ, বাযযার তাবারানী)

www.nagorikpathagar.org

١١٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَن دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَتَقَدَّمَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِى بَابِ الْبَدَاءَةِ بِالْخَيْرِ.

১১০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে কোন সৎকাজের আহ্বান জানাবে, সে যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দেবে ও অনুসরণ করবে, তত লোকের কৃত সকল সৎকাজের সওয়াব পাবে, অথচ তাদের সওয়াব কিছুমাত্র কমবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের আহ্বান জানাবে, সে তার আহ্বানে সাড়াদানকারী সকল লোকের গুনাহের জন্য দায়ী হবে ও শাস্তি ভোগ করবে, অথচ তাদের গুনাহ তাতে কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। (সহীহ মুসলিম)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ كَتْمِ الْعِلْمِ

ইসলামের জ্ঞান গোপন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١١١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِىُّ.

১১১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

١١٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ الَّذِىْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَايُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَكْنِزُ الْكَنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ.

১১২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে অথচ তা কাউকে বিতরণ করে না, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে ধনসম্পদ সংগ্রহ করে অথচ তা খরচ করে না। (তাবরানী)

١١٣ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَايُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُوْنَهُمْ، وَلَا يَعِظُوْنَهُمْ، وَلَايَأْمُرُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ؟ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَايَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُوْنَ، وَلَا يَتَّعِظُوْنَ؟ وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ، وَيَعِظُوْنَهُمْ، وَيَأْمُرُوْنَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، يَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ، أَوْلَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ قَوْمٌ : مَنْ تَرَوْنَهُ عَنَى بِهٰؤُلَاءِ؟ قَالَ : الْأَشْعَرِيِّيْنَ هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ، وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَابِ؛ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ، وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ فَمَا بَالُنَا؟ فَقَالَ: لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ، وَلَيَعِظُنَّهُمْ، وَلَيَأْمُرُنَّهُمْ، وَلَيَنْهَوُنَّهُمْ وَلِيَتَعَلَّمَنَّ

www.nagorikpathagar.org

قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَتَّعِظُوْنَ، وَيَتَفَقَّهُوْنَ، أَوْلأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا، فَقَالُوا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا؟ فَأَعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ فَأَعَادُوْا قَوْلَهُمْ : أَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا؟ فَقَالَ : ذٰلِكَ أَيْضًا، فَقَالُوْا : أَمْهِلْنَا سَنَةً فَأَمْهَلَهُمْ سَنَةً لِيُفَقِّهُوْهُمْ، وَيُعَلِّمُوْهُمْ، وَيَعِظُوْهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْآيَةَ : (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ) اَلْأَيَةَ .رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوْفٍ عَنْ عَلْقَمَةَ.

১১৩। আলকামা বিন সাঈদ (রা) বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) একদিন এক ভাষণ দিলেন। এতে তিনি কিছুসংখ্যক মুসলমানের কাজের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন ঃ কিছুসংখ্যক লোকের কি হয়েছে যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে জ্ঞান বিতরণ করে না। ইসলামের বিধান শিক্ষা দেয় না, সৎকাজের আদেশ দেয় না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না?

কিছু লোকের কি হয়েছে যে, তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেখে না, উপদেশ গ্রহণ করে না, জ্ঞানার্জন করে না? আল্লাহর কসম, যারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে জ্ঞান বিতরণ করে না, ইসলামের বিধান শিখায় না, সদুপদেশ দেয় না, সৎকাজের আদেশ দেয় না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না। আর যারা আপন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে না ও সদুপদেশ গ্রহণ করে না, তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই দুনিয়াতেই আযাব ভোগ করতে হবে এই মর্মে হুঁশিয়ারী দিচ্ছি। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন, এই ভাষণ শুনে শ্রোতারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো যে, রসূল (সা) কাদের প্রতি ইঙ্গিত করছেন বলে তোমরা মনে কর? একজন বললো ঃ নিশ্চয়ই আশয়ারী গোত্রকে বুঝিয়েছেন। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে পারদর্শী। কিন্তু তাদের প্রতিবেশীরা মূর্খ, যাযাবর ও পুকুরের মালিক। আশয়ারীরা যখন এ ব্যাপারটা জানতে পারলো তখন রসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূল, আপনি একদল লোকের প্রশংসা করলেন, আর আমাদের নিন্দা করলেন। আমরা কী করেছি? রসূল (সা) বললেন ঃ আমি কোন নামোল্লেখ না করে শুধু বলেছি যে, যারা প্রতিবেশীদেরকে ইসলামের জ্ঞান বিতরণ করে না,

www.nagorikpathagar.org

সৎকাজের আদেশ দেয় না ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না এবং যারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে না ও সদুপদেশ গ্রহণ করে না, তাদের ওপর এই দুনিয়াতেই আযাব আসবে। তারা বললো ঃ হে রসূল তা হলে কি আমরা বুঝবো, আপনি আমাদের ছাড়া আর অন্য কারো দিকে ইঙ্গিত করেছেন? রসূল (সা) একথার সরাসরি জবাব না দিয়ে যে কথা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করছেন। আগন্তুকরা পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে রসূল (সা) তাঁর বক্তব্যের আবারো পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন তারা বললো, ঠিক আছে, আমাদেরকে এক বছর সময় দিন। রসূল (সা) তাদেরকে সময় দিলেন, যাতে তারা প্রতিবেশীদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিতে পারে। অতঃপর তিনি সূরা মায়েদার ৭৮ ও ৭৯ নং আয়াত পাঠ করলেন ঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা দাউদ ও ঈসা ইবনে মারিয়ামের মুখ দিয়ে অভিসম্পাত পেয়েছে .... কেননা তারা মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতো না।" (তাবারানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مَنْ أَنْ يَعْلَمَ وَلَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، وَيَقُوْلُ وَلَا يَفْعَلُهُ

ইসলামের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তদনুসারে কাজ না করার অশুভ পরিণাম

١١٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَايُسْتَجَابُ لَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيْثٍ.

১১৪। যায়েদ বিন আরকাম (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) নিম্নরূপ দোয়া করতেন ঃ " হে আল্লাহ! যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা উপকার হয় না, যে হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য নেই, যে অন্তর আল্লাহ যা কিছু সম্পদ দিয়েছেন তাতে তৃপ্ত হয় না এবং যে দোয়া কবুল হয় না, তা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

١١٥- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ؛ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُوْرُهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَتَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَافُلَانُ مَاشَأْنُكَ ؟ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ : كُنْت آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلا آتِيْهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِّ وَآتِيْهِ ».

قَالَ وَإِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : يَعْنِى النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- « مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِىْ بِىْ بِأَقْوَامٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، قُلْتُ : مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ : خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ.

১১৫। উসামা ইবনে যায়েদ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যে, তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যাবে। অতঃপর গাধা যেমন ঘানির চারদিকে ঘোরে, তেমনিভাবে সেও তার নাড়িভুড়ির চারদিকে ঘুরতে থাকবে। এ অবস্থা দেখে সমস্ত দোজখবাসী তার চারদিকে সমবেত হবে। তারা বলবে ঃ ওহে অমুক! তোমার এ কী অবস্থা? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ থেকে বাধা দিতে? সে বলবে ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম। কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতাম, অথচ নিজে সেই সব অসৎকাজে লিপ্ত হতাম।

উমামা আরো বলেন ঃ রসূলকে (সা) এ কথাও বলতে শুনেছি যে, মিরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে গিয়েছিলাম যাদের ঠোঁট দোজখের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরা কারা? তিনি বললেন:

www.nagorikpathagar.org

আপনার উম্মাতের সেই বক্তারা, যারা নিজেরা যা করতো না অন্যদেরকে তা করতে বলতো। (সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম)

١١٦- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «اَلزَّبَانِيَةُ أَسْرَعُ إِلٰى فَسَقَةِ الْقُرَّاءِ مِنْهُمْ إِلٰى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، فَيَقُوْلُوْنَ : يُبْدَأُ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ؟ فَيُقَالُ لَهُمْ لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَايَعْلَمُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، وَقَالَ :غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى طُوَالَةٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْعُمْرِىْ عَنْهُ، يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ الزَّاهِدِ.

১১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ "দোজখের ফিরিশতারা পাপিষ্ঠ কুরআন পাঠকদের মূর্তি পূজারীদের চেয়েও দ্রুত পকড়াও করবে। তারা বলবে ঃ মূর্তিপূজকদেরও আগে আমাদেরকে পাকড়াও করা হচ্ছে? ফিরিশতারা জবাবে বলবেঃ জ্ঞানী ও মূর্খ সমান নয়।" (তাবরানী)

١١٧- وَرُوِىَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ.

১১৭। সুহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কুরআনে হারামকৃত জিনিসগুলোকে হালাল মনে করে, সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি।" (তিরমিযী)

١١٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : «لَا يَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَسْأَلُ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ

www.nagorikpathagar.org

اكْتَسَبَهُ، وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ؟ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "কিয়ামাতের দিন আদম সন্তান পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা নড়াতেই পারবে না ঃ তার আয়ুষ্কালকে কোন কাজে ব্যয় করেছে, কোন্ কাজে যৌবনকে কাটিয়ে দিয়েছে, কোথা থেকে তার সম্পদ উপার্জন করেছে, কোথায় সম্পদ ব্যয় করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী কী কাজ করেছে? (তিরমিযী)

١١٩- وَرُوِيَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْطَلِقُوْنَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَيَقُوْلُوْنَ بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ فَوَاللّٰهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ : إِنَّا كُنَّا نَقُوْلُ وَلَا نَفْعَلُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ.

১১৯। ওলীদ বিন উকবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ একদল বেহেশ্তবাসী একদল দোজখবাসীর কাছে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলবেঃ তোমরা দোজখে প্রবেশ করেছ? অথচ আমরা তো তোমাদের থেকে যা শিখেছি, তার সাহায্যেই বেহেশতে এলাম।" দোজখবাসী লোকগুলো বলবে ঃ "আমরা কেবল সৎকাজের উপদেশ দিতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না।"। (তাবরানী)

١٢٠- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَعَرَّضْتُ - أَوْ تَصَدَّيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَللّٰهُمَّ غَفْرًا، سَلْ عَنِ الْخَيْرِ، وَلَا تَسْأَلْ عَنِ الشَّرِّ، شِرَارُ النَّاسِ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّاسِ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

www.nagorikpathagar.org

১২০। মুয়ায বিন জাবাল (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) তওয়াফ করছিলেন এমন সময় আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলামঃ হে রসূল, সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ মাফ করুন! ভালোর কথা জিজ্ঞাসা কর। খারাপের কথা জিজ্ঞসা করো না। সবচেয়ে খারাপ মানুষ হলো দুশ্চরিত্র আলেমগণ।" (বাযায)

١٢١- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسٰى نَفْسَهُ مَثَلُ الْفَتِيْلَةِ تُضِئُ عَلَى النَّاسِ وَتَحْرِقُ نَفْسَهَا » رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

১২১। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে সদুপদেশ দেয়, অথচ নিজে তা কার্যকর করতে ভুলে যায়, তার উদাহরণ প্রদীপের বাতির ন্যায়, যা মানুষকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।" (বাযযার)

١٢٢- وَرُوِىَ عَنْ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى حَىٍّ مِنْ قَيْسٍ أُعَلِّمُهُمْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا قَوْمٌ كَأَنَّهُمُ الْإِبِلُ الْوَحْشِيَّةَ طَامِحَةً أَبْصَارُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلاَّ شَاةٌ أَوْبَعِيْرٌ، فَانْصَرَفْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « يَاعَمَّارُ مَا عَمِلْتَ؟ » فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْقَوْمِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا فِيْهِمْ مِنَ السَّهْوَةِ ، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَاعَمَّارُ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْهُمْ ، قَوْمٌ عَلِمُوْا مَاجَهِلَ أُولٰئِكَ. ثُمَّ سَهَوْا كَسَهْوِهِمْ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ.

www.nagorikpathagar.org

১২২। আম্মার বিন ইয়াসার (রা) বলেনঃ রসূল (সা) আমাকে কায়েস গোত্রের একটি শাখার নিকট তাদেরকে ইসলামের জীবন বিধান শিখানোর জন্য পাঠালেন। গিয়ে দেখি, তারা জংগী উটের ন্যায় নিরেট ভোগলিপ্সু একটি গোষ্ঠী। তারা উট কিংবা ছাগল ছাড়া আর কোন কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনাই করেনা।

এ অবস্থা দেখে আমি রসূল (সা)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ কী হে আম্মার! তুমি কী করে এলে? জবাবে আমি তাদের বিবরণ দিলাম এবং তারা আখিরাতকে কিভাবে ভুলে আছে তা জানালাম। তখন তিনি বললেনঃ "ওহে আম্মার! ওদের চেয়েও আশ্চর্য মানুষ কারা শুনবে? যারা ইসলামের পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে এবং তারপরও ওদের মতই উদাসীন হয়ে যায়।" (বাযযায তাবরানী)

١٢٣- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنِّيْ لَا أَتَخَوَّفُ عَلٰى أُمَّتِيْ مُؤْمِنًا وَلَامُشْرِكًا؛ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَحْجِزُهُ إِيْمَانُهُ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ كُفْرُهُ، وَلٰكِنْ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقًا عَالِمَ اللِّسَانِ، يَقُوْلُ مَا تَعْرِفُوْنَ، وَيَعْمَلُ مَا تُنْكِرُوْنَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيْرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ - وَهُوَ الْأَعْوَرُ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانٍ وَغَيْرُهُ.

১২৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ "আমি কাফের ও মুমিন-এই দুজনের কারো দ্বারা আমার উম্মাতের কোন ক্ষতি হবে-এ আশংকা করি না। কেননা মুমিনকে তার ঈমানই ঠেকিয়ে রাখবে (ক্ষতিকর কাজ থেকে।) আর কাফের তো তার কুফরীর কারণেই দমিত থাকবে। কিন্তু তোমাদের সম্পর্কে আমার আশংকা এই যে, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী মুনাফিক তোমাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করবে। তার কথাবার্তা তোমাদের কাছে ভালো লাগবে কিন্তু তার কার্যকলাপ তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে।" (তাবরানী)

١٢٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَايَكُوْنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى

www.nagorikpathagar.org

يَكُوْنَ قَلْبُهُ مَعَ لِسَانِهِ سَوَاءً، وَيَكُوْنَ لِسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوَاءً، وَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ، وَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ.

১২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যতক্ষণ কোন ব্যক্তির মন ও জিহ্বা সমান না হবে, তার কথা ও কাজ পরস্পরের প্রতি সামঞ্জস্যশীল না হবে এবং তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক তৎপরতা থেকে নিরাপদ না হবে, ততক্ষণ সে মুমিন হতে পারবে না। (ইসবাহানী।)

الترهيب من الدعوى فى العلم القرآن

ইসলামী জ্ঞান নিয়ে দম্ভের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

١٢٥- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «قَامَ مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ: أَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ : يَارَبِّ كَيْفَ بِهِ؟ فَقِيْلَ لَهُ : أَحْمِلْ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِىْ اِجْتِمَاعِهِ بِالْخِضْرِ، إِلٰى أَنْ قَالَ : فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ، فَكَلَّمُوْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمَا، فَعُرِفَ الْخِضْرُ، فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْنَقْرَتَيْنِ فِى الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخِضْرُ :

www.nagorikpathagar.org

يَامُوْسٰى» ، مَانَقَصَ عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هٰذَا الْعُصْفُوْرِ فِى هٰذَا الْبَحْرِ » فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

১২৫। হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ একবার মূসা (আ) জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে উঠলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে? তিনি বললেন ঃ আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা তিনি (তখনো) তাকে পুরো জ্ঞান দান করেননি। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে বললেনঃ দুই সাগরের মিলনস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন ঃ হে আমার প্রভু! আমি কিভাবে তাঁকে পাবো? আল্লাহ বললেনঃ একটি থলিতে করে একটি মাছ নিয়ে চলতে থাকো। যেখানে মাছ হারিয়ে যাবে, সেখানে সেই বান্দাকে পাবে। অতঃপর তারা সমুদ্রতীর ধরে কিছুদূর একত্রে পায়ে চলার পর একখানা নৌকায় আরোহণ করলেন। খিযিরকে চিনতে পেরে নৌকার চালক তাঁদের দু'জনের ভাড়া নিল না। এই সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক পাশে বসলো এবং সমুদ্র থেকে এক-দুই ঢোকর পানি নিল। খিযির বললেনঃ হে মূসা, এই পাখিটি ঠোঁট দিয়ে যতটুকু পানি সমুদ্র থেকে নিয়েছে, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় তোমার ও আমার জ্ঞানের পরিমাণ ঠিক ততটুকু। (সংক্ষিপ্ত) (বুখারী, মুসলিম)।

١٢٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ « يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِى الْبَحْرِ، وَحَتّٰى تَخُوْضَ الْخَيْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ : مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا ؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا ؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا ؟ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ فِى أُولٰئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : أُولٰئِكَ مِنْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَأُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

১২৬। উমার ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন "ইসলাম বিজয়ী হয়ে যাবে। অতঃপর ব্যবসায়ীরা সমুদ্রের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে

www.nagorikpathagar.org

এবং অশ্বারোহীরা আল্লাহর পথে দূর-দূরান্তে চলে যাবে। অতঃপর এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করবে আর বলবেঃ আমাদের চেয়ে বড় জ্ঞানী, উত্তম পাঠক ও বেশী সমঝদার আর কে আছে? এই পর্যন্ত বলার পর রসূল (সা) সাহাবীগণকে বললেন ঃ এদের মধ্যে কি কোন কল্যাণ আছে? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ "তারা তোমাদের তথা এই উম্মাতেরই লোক। তারা দোজখের কাষ্ঠ হবে।" (তাবরানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْمَرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُحَاجَجَةِ وَالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَالتَّرْغِيْبُ فِىْ تَرْكِهِ لِلْمُحِقِّ وَالْمُبْطِلِ

ইসলামের জ্ঞান বিষয়ে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক বর্জনের উপদেশ

١٢٧- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ، وَأَبِىْ أُمَامَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالُوا : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَتَمَارٰى فِىْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا لَمْ يَغْضَبْ مِثْلَهُ، ثُمَّ انْتَهَرَنَا، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا، ذَرُوا الْمِرَاءَ لِقِلَّةِ خَيْرِهِ، ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايُمَارِىْ، ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَارِىْ قَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ، ذَرُوا الْمِرَاءَ فَكَفٰى إِثْمًا أَنْ لَاتَزَالَ مُمَارِيًا، ذَرُوا الْمِرَاءَ فَإِنَّ الْمُمَارِىْ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ذَرُوا الْمِرَاءَ فَأَنَا زَعِيْمٌ بِثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ فِى الْجَنَّةِ فِىْ رِبَاضِهَا وَوَسَطِهَا وَأَعْلَاهَا لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ، ذَرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَانَهَانِىْ عَنْهُ رَبِّىْ بَعْدَ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ

www.nagorikpathagar.org

الْمِرَاءُ » اَلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ ـ

১২৭। আবুদ্দারদা (রা), আবু উমামা (রা), ওয়াছিলা ইবনে আসকা' (রা) এবং আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন যে, আমরা কয়েকজন ইসলামের কোন একটি বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলাম। এমতাবস্থায় রসূল (সা) বেরিয়ে এলেন। তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, তিনি আর কখনো এত রাগান্বিত হননি। অতঃপর আমরা পরস্পরকে তিরস্কার করলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ থামো, ওহে মুহাম্মাদের উম্মাত! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ কর। কেননা তাতে খুব কমই উপকার হয়। ঝগড়াঝাটি করো না, কেননা ঝগড়া করা মু-মিনের স্বভাব নয়। তর্কবিতর্ক ও কথা কাটাকাটি ত্যাগ কর, কেননা যে তা করে, তার বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। ক্রমাগত তর্ক করতে থাকা খুবই গুনাহর কাজ। তর্ককারীর জন্য আমি কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবো না। যে ব্যক্তি ন্যায়ের পক্ষে থেকেও তর্ক পরিত্যাগ করে, আমি তার জন্য বেহেশতের তিন জায়গায় তিনটি বাড়ির নিশ্চয়তা দিচ্ছি। একটি বাড়ী বেহেশতের বাগানে, আর একটি বেহেশতের মধ্যখানে, আর একটি বেহেশতের ওপরে। তোমরা ঝগড়াঝাটি করো না, কেননা আমার প্রভু আম-াকে মূর্তি পূজার পর সর্ব প্রথম যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা হচ্ছে ঝগড়াঝাটি ও তর্ক-বিতর্ক। (তাবরানী)

١٢٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِنَّمَا الْأُمُوْرُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَ أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيْهِ فَرُدَّهُ إِلٰى عَالِمٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ لَابَأْسَ بِهِ.

১২৮। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলেছেনঃ তোমার করণীয় কাজ তিনটি মাত্র যে কাজ তোমার কাছে সঠিক বলে প্রমাণিত তার অনুসরণ করা, যে কাজ অন্যায় বলে প্রতিভাত হয়েছে তা বর্জন করা, আর যে কাজ বিতর্কিত, সে সম্পর্কে কোন আলেমের পরামর্শ নেয়া। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় - ৩

পবিত্রতা

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ التَّخَلِّى عَلَى طُرُقِ النَّاسِ، أَوْظِلِّهِمْ، أَوْمَوَارِدِهِمْ وَالتَّرْغِيْبُ فِى الْاِنْحِرَافِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارِهَا

পেশাব-পায়খানা সম্পর্কে সতর্কতার তাগিদ

١٢٩- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اِتَّقُوْا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ، قِيْلَ: (مَاالْمَلَاعِنُ) الثَّلَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِىْ ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. أَوْ فِىْ طَرِيْقٍ، أَوْ [فِى] نَقْعِ مَاءٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

১২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ঐ তিনটি অভিশপ্ত কাজ কী কী? রসূল (সা) বললেন ঃ যে ছায়াযুক্ত স্থানে জনসাধারণ বিশ্রাম নিয়ে থাকে, যে সড়কে জনগণ চলাচল করে এবং যে পুকুর বা জলশয়ের পানি লোকেরা ব্যবহার করে, তাতে পেশাব বা পায়খানা করা। (আহমাদ)

١٣٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : «مَنْ آذَى الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

১৩০। হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলিম জনগণকে তাদের চলাচলের পথে মলমূত্র ত্যাগ করে কষ্ট দেয়,

www.nagorikpathagar.org

তার ওপর তাদের অভিশাপ পড়া অবধারিত। (তাবরানী)

١٣١- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِى الْغَائِطِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمُحِىَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ.

قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ جَاءَ النَّهْىُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا فِى الْخَلَاءِ فِىْ غَيْرِ مَاحَدِيْثٍ صَحِيْحٍ مَشْهُوْرٍ تَغْنِىْ شُهْرَتُهُ عَنْ ذِكْرِهِ؛ لِكَوْنِهِ نَهْيًا مُجَرَّدًا، وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

১৩১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলাকে সম্মুখে বা পেছনে রাখবে না তার নামে একটি সৎকাজ লেখা হবে এবং তার একটি গুনাহ মাফ করা হবে। (তাবরানী)

হাফেয ইমাম মুনযিরী বলেন ঃ একটি হাদীসে কিবলাকে সম্মুখে বা পেছনে রেখে মলসূত্র ত্যাগ করতে সুস্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। ঐ হাদীসটি এত প্রসিদ্ধ যে, তার উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করিনি।

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ وَالْمُغْتَسِلِ وَالْجُحْرِ

পানিতে পেশাব করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

١٣٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ «نَهَىٰ أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ.

১৩২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বদ্ধ জলাশয়ে পেশাব করতে সুস্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

١٣٣- وَعَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِى ٱلْمَاءِ ٱلْجَارِىْ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى ٱلْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

১৩৩। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) প্রবাহমান পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (তাবরানী)

١٣٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهٰى أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ، وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ ٱلْوَسْوَاسِ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) গোছলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ ওখান থেকেই সাধারণতঃ কু-প্ররোচণা আসে। (আহমাদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

١٣٥- وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِى ٱلْجُحْرِ، قَالُوْا لِقَتَادَةَ : مَايُكْرَهُ مِنَ ٱلْبَوْلِ فِى ٱلْجُحْرِ؟ قَالَ : يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ ٱلْجِنِّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

১৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করছেন। কেননা ঐগুলি জিনদের আবাসস্থল। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

١٣٦- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ ٱلْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «وَلَا يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ عَلٰى غَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلٰى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ؛ فَأَنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلٰى

www.nagorikpathagar.org

ذٰلِكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه،

১৩৬। আবু সাঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ দুই ব্যক্তির মলমূত্র ত্যাগের সময় পরস্পর কথা বলা ও পরস্পরের গুপ্তস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ। কেননা আল্লাহ এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

١٣٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ : «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، بَلٰى إِنَّهُ كَبِيْرٌ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَهٰذَا أَحَدُ أَلْفَاظِهِ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّبِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِيْنَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَّلَامُ : «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلٰى ، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ» اَلْحَدِيْثُ، وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَيْهِ : بَابُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ.

[قَالَ الْخَطَّابِيْ] قَوْلُهُ :« وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ » مَعْنَاهُ اَنَّهُمَا لَمْ يُعَذَّبَا فِيْ أَمْرٍ كَانَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا، أَوْ يَشُقُّ فِعْلُهُ لَوْ أَرَادَا أَنْ يَفْعَلَا وَهُوَ التَّنَزُّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَتَرَكَ النَّمِيْمَةُ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ

www.nagorikpathagar.org

الْمَعْصِيَةَ فِىْ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ لَيْسَتْ بِكَبِيْرَةٍ فِىْ حَقِّ الدِّيْنِ، وَأَنَّ الذَّنْبَ فِيْمَا هَيِّنٌ سَهْلٌ .

قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْعَظِيْمِ: وَلِخَوْفِ تَوَهُّمِ مِثْلِ هٰذَا اسْتَدْرَكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «بَلَىٰ إِنَّهُ كَبِيْرٌ» وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

১৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বলেন ঃ এই দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তারা খুব বড় কোন কারণে শাস্তি পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আসলে কিন্তু তা খুবই বড় কারণ। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াতো। আর অপরজন পেশাব করার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করতো না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, হাকেম, দারকুতনীর বর্ণনা অনুসারে রসূল (সা) বলেছেন ঃ অপরজন পেশাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না।

ইমাম খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, "তারা খুব বড় কোন কারণে শাস্তি পাচ্ছে না"- এ কথার অর্থ এ নয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা একটা তুচ্ছ ও নগণ্য কারণ; বরং এর অর্থ এই যে, এ দু'টিকে তারা তেমন বড় গুনাহ্ মনে করতো না এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের জন্য কঠিন কাজ ছিল না।

এ কথা দ্বারা চোগলখুরী ও পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা বা পেশাব করার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন না করা কোন নগণ্য গুনাহ বুঝানো হয়নি। যাতে এরূপ ধারণা না জন্মে যে, এটি একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার, তাই রসূল (সা) পরবর্তী বাক্যে নিজেই বলেছেন যে, হ্যাঁ, "আসলে কিন্তু তা খুবই বড় কারণ।"

ইবনে হাব্বান বর্ণিত হাদীসে এ কথাও আছে যে, রসূল (সা) ঐ দুজনের কবরে দুটি কাঁচা খেজুরের ডাল পুঁতে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এই ডাল যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ততদিন ওদের কবরে আযাব কম থাকবে। (এ হাদীসটির উভয় বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য এবং সে মতে পেশাবের সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করা এবং পেশাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করা- দুটোই অপরিহার্য প্রমাণিত হয়। অনুবাদক)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ دُخُوْلِ الرِّجَالِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ أَزْرٍ

গোসলের ব্যাপারে সতর্কতার তাগিদ

١٣٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَدْخُلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ، مُسْلِمُ.

১৩৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন পাজামা পরা অবস্থায় ছাড়া হাম্মামে প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন নিজ স্ত্রীকে হাম্মামে প্রবেশ করতে না দেয়। (নাসায়ী, তিরমিযী ও হাকেম)

উল্লেখ্য যে, আভিধানিক অর্থে হাম্মাম অর্থ গোছলখানা। কিন্তু এ হাদীসে যে হাম্মামের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে গণ-গোছলখানা, যা সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এসব গোছলখানায় সাধারণতঃ নারী-পুরুষ একসাথে গোছল করে থাকে। তাই পর্দা রক্ষা করে গোছল করা এখানে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই মহিলাদের এ ধরনের গোছলখানায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর পুরুষ গেলেও বাহির থেকেই পাজামা বা লুঙ্গী খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ভেতরে প্রবেশ করবে না। কাপড় পরে যথারীতি ছতর ঢেকেই ভেতরে প্রবেশ করবে।- অনুবাদক

١٣٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ.

www.nagorikpathagar.org

১৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ অচিরেই তোমাদের হাতে অনারব দেশগুলো বিজিত হবে এবং সেখানে তোমরা এমনকিছু ঘর দেখতে পাবে যাকে গণ-গোছলখানা বলা হয়। সেখানে পুরুষদের কিছুতেই পাজামা পরা অবস্থায় ছাড়া প্রবেশ করা উচিত নয়। আর মহিলাদেরকে রুগ্ন অবস্থা অথবা নেফাস (প্রসব-পরবর্তী স্রাব) অবস্থা ব্যতীত সেখানে যেতে দিও না। (ইবনে মাজাহ,আবু দাউদ)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَأْخِيْرِ الْغُسْلِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

বিনা ওযরে গোসলে বিলম্ব করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٠- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ، وَالْجُنُبِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

وَرَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِى لَيْلًا، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ، فَخَلَّقُوْنِى بِزَعْفَرَانٍ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِى، وَقَالَ: « أِذْهَبْ فَاغْسِلْ عَنْكَ هٰذَا » فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ، وَرَحَّبَ بِى، وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِزَعْفَرَانٍ، وَلَا الْجُنُبَ» قَالَ : «وَرُخِّصَ لِلْجُنُبِ- إِذَا- نَامَ، أَوْأَكَلَ، أَوْشَرِبَ- أَنْ يَتَوَضَّأَ».

قَالَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَلْمُرَادُ بِالْمَلَائِكَةِ هٰنَا هُمُ الَّذِيْنَ

www.nagorikpathagar.org

يَنْزِلُوْنَ بِالرَّحْمَةِ الْبَرَكَةِ دُوْنَ الْحِفَظَةِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُوْنَهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، ثُمَّ قِيْلَ : هٰذَا فِيْ حَقِّ كُلِّ مَنْ أَخَّرَ الْغُسْلَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلِعُذْرٍ إِذْ أَمْكَنَهُ الْوُضُوْءُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَقِيْلَ هُوَ الَّذِيْ يُؤَخِّرُهُ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا، وَيَتَّخِذُ ذٰلِكَ عَادَةً، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

১৪০। আম্মার বিন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ ফেরেশতারা তিন ব্যক্তির ধারেকাছেও আসে না ঃ কাফেরের মৃতদেহ, খালুক (এক ধরনের রঙ্গীন লেপন জাতীয় পদার্থ) দ্বারা প্রলেপ গ্রহণকারী এবং অপবিত্র ব্যক্তি যতক্ষণ সে অজু না করে। (আবু দাউদ)

অপর বর্ণনায় আম্মার (রা) বলেন ঃ একদিন আমি জাফরান দ্বারা হাত রঞ্জিত করে রসূল (সা)-এর নিকট হাজির হলাম এবং সালাম করলাম। কিন্তু রসূল (সা) সালামের জবাব দিলেন না এবং আমাকে স্বাগতও জানালেন না। তিনি বললেন, যাও হাত ধুয়ে আস। আমি হাত ধুয়ে এসে সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দিলেন। স্বাগত জানালেন এবং বললেন, ফেরেশতারা কাফেরের মৃতদেহ, জাফরান দ্বারা রঞ্জিত ও অপবিত্র ব্যক্তির ধারেকাছেও আসে না। আম্মার বলেন ঃ বীর্যপাতজনিত কারণে অপবিত্র হওয়া ব্যক্তিকে রসূল (সা) ঘুমানো ও পানাহারের আগে শুধু ওযূ করে নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম মুনযিরীর মন্তব্য ঃ এই হাদীসে ফেরেশতা বলে রহমতের ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নয়। কেননা তারা সর্বাবস্থায় মানুষের সাথে থাকে। আর পবিত্রতা অর্জন বিলম্ব করা সম্পর্কে এখানে যে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, তা শুধু বিনা ওযরে আলসেমিবশতঃ বিলম্বকারী ও বিলম্ব করাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

١٤١- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ، وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১৪১। আলী বিন আবু তালিব (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ঘরে ফেরেশতা (রহমতের ফেরেশতা) প্রবেশ করে না, যে ঘরে কোন কুকুর, ছবি কিংবা অপবিত্র লোক রয়েছে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْوُضُوْءِ، وَإِسْبَاغِهِ

ভালোভাবে ওযূ করার ফযীলত

١٤٢- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ،

১৪২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতকে তাদের মুখমণ্ডল সাদা দেখে ডাকা হবে। ওযূর চিহ্ন হিসাবে তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার মুখমণ্ডলের সাদা অংশ দীর্ঘ করতে পারে, তবে তা করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "সাদা অংশ দীর্ঘ করা" দ্বারা উত্তমরূপে ওযূ করা বুঝায়।

١٤٣- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَقَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ عَنْ قَرِيْبٍ لاَ حِقُوْنَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوْا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : «أَنْتُمْ أَصْحَابِى ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ» قَالُوْا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ ». قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

www.nagorikpathagar.org

১৪৩। আবু হাযেম বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূল (সা) কবরস্থানে এসে বললেন ঃ "হে মুমিনদের নিবাস, তোমাদের ওপর ছালাম! আল্লাহ চাহে তো আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে এসে মিলিত হব। আমাদের ভাইদেরকে দেখার জন্য আমি খুবই উদগ্রীব।"সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই?

রসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা আমার সহচর। আর আমাদের ভাই তারাই, যারা এখনো পৃথিবীতে আসেনি। তারা বললেন ঃ হে রসূল , আপনার উম্মাতের যারা এখনো দুনিয়ায় আসেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো কয়েকটা সাদা ঘোড়া যদি একপাল কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে থাকে, তাহলে সে কি নিজের ঘোড়াকে চিনবে না? তারা বললোঃ জ্বি হ্যাঁ, রসূল (সা) বললেন ঃ তারা ওযূর কারণে সাদা মুখমণ্ডল নিয়ে আসবে। আর আমি তাদের আগেই হাউযে কাওসারে উপস্থিত থাকবো । (সহীহ মুসলিম)

١٤٤- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَىَّ، فَأَعْرِفُ أُمَّتِىْ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَمَنْ خَلْفِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَعَنْ شِمَالِىْ مِثْلَ ذٰلِكَ» فَقَالَ رَجُلٌ : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْحٍ إِلٰى أُمَّتِكَ؟ قَالَ : «هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ كَذٰلِكَ غَيْرِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ فِى الْمُتَابَعَاتِ.

১৪৪। আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম আমাকেই কিয়ামাতের দিন সিজদা দিতে অনুমতি দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সিজদা থেকে মাথা তুলবো। তখন আমার সামনে কী আছে দেখতে পাবো। আমি পৃথিবীর সকল উম্মাতের মধ্যে থেকে আমার উম্মতকে চিনবো। তারা আমার সামনে,

www.nagorikpathagar.org

পেছনে, ডানে ও বামে সমবেত থাকবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে রসূল ! নূহ (আ) থেকে এ পর্যন্ত এত সব উম্মাতের মধ্য থেকে আপনি কিভাবে নিজের উম্মাতকে চিনবেন? রসূল (সা) বললেন ঃ ওযূর চিহ্নস্বরূপ তাদের মুখগুল সাদা থাকবে। এমন সাদা আর কারো মুখমণ্ডল থাকবে না। তাছাড়া তাদের ডান হতে আমলনামা ও তাদের সামনে তাদের বংশধরদের ছুটোছুটি করতে দেখেও আমি তাদেরকে চিনবো। (আহমাদ)

١٤٥- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرَ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَلَيْسَ عَنْدَ مَالِكٍ وَالتِّرْمِذِىِّ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ.

১৪৫। আবু হুরাইরা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান বান্দা যখন ওযু করে, তখন মুখ ধোয়ার পানির সাথে তার মুখ থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ বের হয়ে যাবে, যার দিকে সে দু'চোখ দিয়ে তাকিয়েছে। যখন সে দু'হাত ধৌত করে, তখন পানির সাথে এমন প্রতিটি গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার হাত দিয়ে সে ধরে অতঃপর যখন সে দু'পা ধৌত করে, তখন পানির সাথে এমন প্রতিটি গুনাহ বের যায়, যার দিকে তার পা যাত্রা করেছে। এভাবে সে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

١٤٦-وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُوْنُ فِى

الرَّجُلِ فَيُصْلِحُ اللّٰهُ بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ، وَ طُهُوْرِ الرَّجُلِ لِصَلَاتِهِ يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِطُهُوْرِهِ ذُنُوْبَهُ، وَتَبْقٰى صَلَاتُهُ لَهُ نَافِلَةً». رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ بَشَّارِبْنِ الْحَكَمِ.

১৪৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন সৎগুণ তৈরী হলে আল্লাহ তা দ্বারা তার সমস্ত কার্যকলাপকে শুধরে দেন। আর কোন ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জন দ্বারা তার পাপ মোচন করেন। এরপর তার নামায পড়াটা তার জন্য একটা অতিরিক্ত জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। (আবু ইয়ালা, বাযার ও তাবরানী)

١٤٧- وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ - أَوْتَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَه إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْإِيْمَانِ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ دُوْنَ قَوْلِهِ : «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ- إِلٰى آخِرِهِ».

১৪৭। আবু মালেক আল-আশ'য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আর আলহামদুলিল্লাহ দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে। আর সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র জায়গাকে পূর্ণ করে। নামাজ একটি জ্যোতি, সদকা একটি প্রমাণ, ধৈর্য একটি আলোকরশ্মি। আর আল কোরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ সকালে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, অতঃপর হয় নিজেকে মুক্ত করে নচেৎ ধ্বংস করে। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা ঃ "আলহামদুলিল্লাহ" দাঁড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ দ্বারা এত সওয়াব হয় যে, দাঁড়িপাল্লা পূর্ণ হয়ে যায়। অনুরূপ সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ পাঠে এত সওয়াব হয় যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জায়গা পূর্ণ হয়ে যায়। "প্রত্যেক মানুষ সকালে নিজেকে বিক্রি করে দেয়".... অর্থাৎ সকালে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে পাপ কাজে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে তওবা এবং ওযূ ও নামায দ্বারা তা থেকে মুক্ত হতে পারে, নচেৎ তওবা এবং ওযূ নামাযের সাহায্য না নিয়ে নিজেকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে ধ্বংসও করে দিতে পারে।

١٤٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ » قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)« إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ.

১৪৮। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিসের দ্বারা আল্লাহ পাপ মোচন করেন ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, তা কি তোমাদেরকে বলবো? সবাই বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, বলুন। তিনি বললেন ঃ তা হচ্ছে কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণভাবে ওযু করা, মসজিদে যাওয়ার জন্য বেশী হাঁটা এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এ হচ্ছে রিবাত, এ হচ্ছে রিবাত, এ হচ্ছে রিবাত (অর্থাৎ আল্লাহর পথে দৃঢ়তা।) (মালেক, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

١٤٩- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ » رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

www.nagorikpathagar.org

১৪৯। ইবনে উমার (রা) বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পবিত্র থাকা সত্ত্বেও ওযূ করবে তার জন্য দশটি সওয়াব লেখা হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

١٥٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَاوُضُوْءَلَهُ، وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

১৫০। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ওযূ ছাড়া নামায হয় না, আর আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু না করলে ওযূ হয় না। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তাবরানী, হাকেম)

١٥١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَمُسْلِمٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « مَعَ الْوُضُوْءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَعِنْدَهُمَا: « لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ ».

১৫১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের পক্ষে কষ্টকর হবে এরূপ আশংকা না করলে প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করতে (দাঁত পরিষ্কার করতে) আদেশ দিতাম। (বুখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

١٥٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : « فَضْلُ

www.nagorikpathagar.org

الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعُوْنَ ضِعْفًا »
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُوْ يَعْلَى، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

১৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দাঁত পরিষ্কার করে নামায পড়ার সওয়াব দাঁত পরিষ্কার না করে নামায পড়ার চেয়ে সত্তরগুণ বেশী। (আহমাদ, বাযযায আবু ইয়ালা, ইবনে খুযায়মা)

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ تَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ، وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْكِهِ وَتَرْكُ الْإِسْبَاغِ إِذَا أَخَلَّ بِشَيْءٍ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ

খিলালের গুরুত্ব

١٥٣- عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ -يَعْنِيْ الْأَنْصَارِيَّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُوْنَ مِنْ أُمَّتِيْ». قَالَ: وَمَا وَالْمُتَخَلِّلُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَلْمُتَخَلِّلُوْنَ فِي الْوُضُوْءِ، اَلْمُتَخَلِّلُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ؛ أَمَّا تَخْلِيْلُ الْوُضُوْءِ: فَالْمَضْمَضَةُ ، وَالْاِسْتِنْشَاقُ، وَبَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَأَمَّا تَخْلِيْلُ الطَّعَامِ فَمِنَ الطَّعَامِ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا بَيْنَ أَسْنَانِ صَاحِبِهِمَا طَعَامًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

১৫৩। আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের সেইসব লোক অতি উত্তম যারা ওযূতে ও খাওয়ার পর খিলাল করে। ওযূর খিলাল হলো কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং হাত পায়ের আঙ্গুলের মাঝে খিলাল করে সেখানে পরিষ্কার করা। আর খাওয়ার পর খিলাল হলো দাঁত খিলাল করা। ফিরিশতাদের কাছে এটা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার যে, তোমাদের কারো দাঁতে খাদ্য আটকে আছে এই অবস্থায় তাকে নামাজ পড়তে দেখবে। (তাবরানী, আহম)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ كَلِمَاتٍ يَقُوْلُهُنَّ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

ওযূর পরে যে দোয়া পড়তে হয়

١٥٤- وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُوْلَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوْءَيْنِ». رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى، وَالدَّارُقُطْنِيُّ.

১৫৪। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওযূ করে, নিজের দু'হাত ধৌত করে, তিনবার কুলি করে, তিনবার নাকে পানি দেয়, তিনবার মুখ ধোয়, তিনবার কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়, মাথা মসেহ করে, দুই পা ধৌত করে অতঃপর কোন কথা না বলে " আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু" পড়বে, তার দুই ওযূর মাঝখানে যত গুনাহ থাকে তা মাফ হয়ে যাবে। (আবু ইয়ালা, দারকুত্নী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

ওযূর পর দু'রাকাত নামায পড়ার ফযীলত

١٥٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، إِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ

www.nagorikpathagar.org

طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَاكُتِبَ لِىْ أَنْ أُصَلِّىْ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

১৫৫। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বিলালকে (রা) বলেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশী সওয়াবের আশা সহকারে যে সৎকাজ করেছে, তা আমাকে জানাও। কেননা আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। বিলাল বললেনঃ আমি যখনই পবিত্রতা অর্জন করতাম, তৎক্ষণাৎ যতটা পারতাম নামায পড়তাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٦- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ فِىْ حَدِيْثٍ.

১৫৬। উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে, অতঃপর মনোযোগ দিয়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ الصَّلَاةِ

অধ্যায় - ৪

নামায

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْأَذَانِ، وَمَاجَاءَ فِى فَضْلِهِ

আযান ও একামত প্রসঙ্গে

١٥٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ، يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

১৫৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতো আযানে ও প্রথম কাতারে কী আছে, (অর্থাৎ কত সওয়াব) এবং লটারী করা ছাড়া এর সুযোগ পাওয়ার আর কোন উপায় না থাকতো, তাহলে অবশ্যই লটারী করতো। লোকেরা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ায় কী আছে, তাহলে তার জন্য সবাই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। আর লোকেরা যদি জানতো এশা ও ফজরের নামাযে কী আছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ দুই ওয়াক্তের জামায়াতে হাজির হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى التَّأْذِيْنِ لَضَارَبُوْا عَلَيْهِ بِالسُّيُوْفِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِىْ إِسْنَادِهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ.

১৫৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সো) বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতো আযানে কী আছে, তাহলে আযান দেয়ার জন্য তরবারী নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো। (আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ أَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : «إِنِّىْ أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ لِلصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَاشَئٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَزَادَ « وَلَاحَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ »وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِه.

১৫৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা নামাজের আযান দেবে, তখন উচ্চস্বরে আযান দিও। কেননা মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যত মানুষ, জিন, গাছ, পাথর ও মাটি শুনবে তারা অবশ্যই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। (বুখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মালেক, ইবনে খুযায়মা)

١٦٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهٰى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُلَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْبَزَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «وَيُجِيْبُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ» .

১৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করা হয় এবং প্রত্যেক রসাল বা শুকনো বস্তু তার জন্য ক্ষমা চায়। (আহমাদ, তাবরানী ও বাযযার)

www.nagorikpathagar.org

١٦١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَعِنْدَهَا: «يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ». وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ فِيْهِ: «وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ».

১৬১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর পৌঁছে, যতদূর পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করা হয় এবং প্রত্যেক রসাল ও শুকনো জিনিস তাকে সমর্থন জানায়। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবেন খুযায়মা) নাসায়ী এর সাথে যুক্ত করেছেন ঃ যতলোক তার সাথে নামায পড়বে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব সেও পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, যতদূর আযানের শব্দ পৌঁছে, "ততদূর পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করা হয়"-এর অর্থ এই যে, সে যখন তার সাধ্য অনুসারে সর্বোচ্চ স্বরে আযান দেবে, তখন আল্লাহর কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ গুনাহ মাফ হবার আশা করতে পারে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, তার আযানের শব্দ যতটুকু জায়গা জুড়ে শ্রুত হয়, সেই সমগ্র জায়গাটা পূর্ণ হয়ে যায়, এত বেশী গুনাহও যদি সে করে, তবু তা মাফ করে দেয়া হবে।

١٦٢- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَصَدَّقَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ جَيِّدٍ.

১৬২। বারা ইবনে আযিব (রা) বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সামনের কাতারের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ এবং ফেরেশতারা রহমতের দোয়া করেন আর মুয়াযযিনের আযানের শব্দ যতদূর যায় ততদূর তার গুনাহ মাফ হয়। সকল রসাল ও নিরস জিনিস তাকে সমর্থন জানায় এবং যত লোক তার সাথে নামায

www.nagorikpathagar.org

পড়ে তত লোকের সমান সওয়াব সে পায়। (আহমাদ, নাসায়ী)

١٦٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ، اَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا،

১৬৩। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইমাম (নামাযের জন্য দায়িত্বশীল) এবং মুয়াযযিন আমানতদার। হে আল্লাহ ! ইমামদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং মুয়াযযিনদেরকে ক্ষমা করুন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা)

١٦٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَانُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَايَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِىَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ : أُذْكُرْكَذَا، أُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِىْ كَمْ صَلَّى» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

১৬৪। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে পালিয়ে যায়, যাতে পুরো আযান না শুনতে পায়। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়, তখন সে ফিরে আসে। যখন ইকামাত দেয়া হয়, তখন আবার পালিয়ে যায়। ইকামাত শেষে নামায শুরু হলে শয়তান আবার ফিরে আসে এবং নামাযরত ব্যক্তির মনে এরূপ প্ররোচনা দেয় ঃ "অমুক ব্যাপারটা মনে কর, অমুক ব্যাপারটা মনে কর।" অথচ সেই ব্যাপারটা ইতোপূর্বে তার মনেই ছিল না। অতঃপর আজেবাজে ভাবনায় লিপ্ত হয়ে সে কয় রাকাত নামায পড়েছে তা ভুলে যায়।(মুসলিম, বুখারী, মালেক, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

١٦٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ. قَالَ الرَّاوِيْ : وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ مِيْلًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ শয়তান যখন নামাযের আযান শোনে তখন রওহা পর্যন্ত চলে যায়। রওহা মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। (মুসলিম)

١٦٦- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬। মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের কাঁধ সবার চেয়ে উঁচু হবে। (সহীহ মুসলিম)

١٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ- وَأَرَاهُ قَالَ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ -زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: عَبْدٌ أَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ، وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ، وَرَجُلٌ يُنَادِيْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

১৬৭। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন মিশকের পাহাড়ের ওপর থাকবে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ তাদের ওপর ঈর্ষান্বিত হবে ঃ (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর

www.nagorikpathagar.org

বান্দাদের প্রাপ্য দিয়েছে, (২) যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর সম্মতিক্রমে ইমামতি করে এবং (৩) যে ব্যক্তি দিনে রাতে পাঁচবার নামাযের জন্য আযান দেয়। (আহমাদ ও তিরমিযী)

তাবারানীতে ১নং এর স্থলে "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য কুরআন অধ্যয়ন করে" এবং ৩নং এর স্থলে "যে পরাধীন ব্যক্তির পরাধীনতা আল্লাহর আনুগত্য থেকে তাকে বিরত রাখতে পারে না" উল্লেখ করা হয়েছে।

١٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : «اَلْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدِ الْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِهِ يَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ مَا يَشْتَهِيْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، رَوَاهُ فِي الْكَبِيْرِ.

১৬৮। ইবনে উমার থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আযান দেয়, সে সেই শহীদের মত যে নিজের রক্তের মধ্যেই ছটফট করে মারা যায়। আযান ও ইকামাতের মাঝে সে আল্লাহর কাছে যা চায় তা পায়। (তাবরানী)

١٦٩- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : «إِذَا أُذِّنَ فِيْ قَرْيَةٍ أَمَّنَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عَذَابِهِ ذٰلِكَ الْيَوْمَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِيْ مُعَاجِيْمِهِ الثَّلاَثَةِ.

১৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন জনপদে আযান দেয়া হয় তখন ঐ দিনের জন্য আল্লাহ ঐ জনপদকে তাঁর আযাব থেকে নিরাপত্তা দান করেন।

١٧٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً، وَبِكُلِّ

www.nagorikpathagar.org

إِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالدَّارُ قُطْنِيْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

১৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বারো বছর যাবত আযান দেয় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়, তার প্রতিদিনের আযানের জন্য ৬০টি পুরস্কার এবং প্রতি ইকামাতের জন্য ৩০টি পুরস্কার বরাদ্দ করা হয়। (ইবনে মাজাহ, দারকুতনী, হাকেম)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَبِمَاذَا يُجِيْبُهُ؟ وَمَا يَقُوْلُ بَعْدَ الْاَذَانِ

আযানের উত্তর দেয়ার প্রতি উৎসাহ দান

١٧١- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَايَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

১৭১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যা যা বলবে, তোমরাও তা বলবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

١٧٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهِ ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

১৭২। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনলে সে যা যা বলে তা বলবে এবং আমার ওপর দরূদ পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পাঠান। (অর্থাৎ রহমত করেন) অতঃপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওছীলা চাইবে। এই ওছীলা হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি মানযিল, যা আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দা ছাড়া আর কারো উপযুক্ত নয়। আমিই সেই বান্দা হতে পারবো বলে আশা করি। যে ব্যক্তি আমার জন্য এই ওছীলা চাইবে তার জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করা আমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٧٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ؛ فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ : لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ : لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، قَالَ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

১৭৩। উমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুয়াযযিন আল্লাহু আকবার বললে যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার বলবে, মুয়াযযিন আ-শহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহু বললে যে ব্যক্তি আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

বলবে, মুয়াযযিন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বললে যে ব্যক্তি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ বলবে, মুয়াযযিন হাইয়া আলাস্সালাহ বললে যে ব্যক্তি লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বলবে, মুয়াযযিন হাইয়া আলাল ফালাহ বললে যে ব্যক্তি লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলবে, মুয়াযযিন আল্লাহু আকবার বললে যে ব্যক্তি আল্লাহু আকবার বলবে এবং সর্বশেষ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললে যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে এবং আন্তরিকভাবে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

١٧٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

১৭৪। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আযান শোনার পর যে ব্যক্তি বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কাইমাতি আতিমুহাম্মাদানিল ওছীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমুদা নিল্লাযী ওয়াদতাহু" (অর্থাৎ হে আল্লাহ, এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও আসন্ন নামাযের মালিক, হযরত মুহাম্মাদ (সা) কে দাও ওছীলা ও সম্মান এবং তাকে প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর) তার জন্য কিয়ামাতের দিন শাফায়াত করা আমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

١٧٥- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَاعَتَانِ لَاتُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ: حِيْنَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، وَفِى الصَّفِّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

১৭৫। সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দু'টি মুহূর্তে দোয়া ফেরত দেয়া হয় না ঃ যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয় এবং যখন যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়ে দোয়া করা হয়। (ইবনে হাব্বান)

١٧٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ للّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لاَيُرَدُّ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، اَللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَزَادَ: فَادْعُوْا، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ قَالُوْا :فَمَاذَا نَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ :«سَلُو اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.»

১৭৬। আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে যে দোয়া করা হয়, তা ফেরত দেয়া হয় না। ইবনে হাব্বান কর্তৃক সংযোজিত ঃ "অতএব, তোমরা দোয়া কর।" এক বর্ণনায় তিরমিযী কর্তৃক সংযোজিতঃ "লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি দোয়া করবো? তিনি বললেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কর।

١٧٧- وَرُوِىَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ لاَيُرِيْدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

১৭৭। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান শোনে এবং জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ও প্রয়োজন পূরণের পর পুনরায় মসজিদে ফিরে আসার ইচ্ছে ছাড়া মসজিদ ত্যাগ করে, সে মুনাফিক। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الْأَمْكِنَةِ الْمُحْتَاجَةِ إِلَيْهَا

জামায়াত ও মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে

١٧٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ - عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ عَلَىَّ ، وَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ » وَفِىْ رِوَايَةٍ: « بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

১৭৮। উসমান ইবনে আফফান (রা) যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করে দিলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে লোকেরা অনেক কিছু বলাবলি করলো। উসমান বললেন ঃ তোমরা আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বলেছ। অথচ আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন মসজিদ বানাবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একখানা বাড়ী বানিয়ে দেবেন।" কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, "অনুরূপ একটা বাড়ী বানিয়ে দেবেন।" (বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)

١٧٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا أَوْسَعَ مِنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

১৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে তার চেয়েও বিশালায়তন বাড়ী বানিয়ে দেবেন। (আহমাদ)

١٨٠- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ بَنٰى بَيْتًا يَعْبُدُ اللّٰهَ

www.nagorikpathagar.org

فِيهِ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوْتٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ،

১৮০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের হালাল সম্পদ দ্বারা এমন একটি ঘর বানিয়ে দেবে, যার ভেতরে আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে মনিমুক্তা দ্বারা একটা বাড়ী বানিয়ে দেবেন। (তাবরানী)

١٨١- وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَا يُرِيْدُ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ.

১৮১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মসজিদ বানিয়ে দেবে এবং এ দ্বারা কোন লোক দেখানো বা খ্যতি লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে না, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটা বাড়ী বানিয়ে দেবেন। (তাবারানী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ تَنْظِيْفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْهِيْرِهَا وَمَا جَاءَ فِىْ تَجْمِيْرِهَا

মসজিদ পরিষ্কার করার প্রতি উৎসাহ দান

١٨٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: فَهَلَّا آذَنْتُمُوْنِىْ فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

www.nagorikpathagar.org

১৮২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। কিছুদিন পর রসূল (সা) তাকে ঝাড়ু দিতে না দেখে তার খোঁজ নিলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, মহিলা মারা গেছে। রসূল (সা) বললেনঃ "তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? অতঃপর তিনি তাঁর কবরের কাছে এসে তাঁর জন্য দোয়া করলেন (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

١٨٣- وَرُوِىَ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَأَةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَتْ، فَلَمْ يُؤْذَنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَامَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَاٰذِنُوْنِىْ» وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ : «إِنِّى رَأَيْتُهَا فِى الْجَنَّةِ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ».

১৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাবরানী বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা মসজিদ থেকে আবর্জনা দূর করতো। সে মারা গেলে তার দাফনের সময় রসূল (সা) কে জানানো হয়নি। রসূল (সা) পরে জানতে পেরে বললেনঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে আমাকে জানিও। অতঃপর তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেনঃ আমি তাকে জান্নাতে দেখেছি। সেখানেও সে মসজিদ পরিষ্কার করছে।

١٨٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُوْرُ أُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِىْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْآيَةٍ، أُوْتِيْهَا رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيَهَا» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

১৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের কৃত সৎকাজগুলোর পুরস্কার আমাকে দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে আবর্জনা সাফ করেছে, তাও দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে, আমার উম্মাতের

www.nagorikpathagar.org

কৃত গুনাহগুলোও দেখানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আল কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়ার মত বড় গুনাহের কাজ আমি আর দেখিনি। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা)

١٨٥- وَرُوِىَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنِّبُوْا مَسَاجِدَ كُمْ صِبْيَا نَكُمْ، وَمَجَا نِيْنَكُمْ، وَشِرَاءَ كُمْ ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُوْمَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوْا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، جَمِّرُوْهَا فِى الْجُمَعِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

১৮৫। ওয়াছিলা ইবনে আসমা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ "তোমরা মসজিদগুলোকে তোমাদের শিশুদের ও পাগলদের কবল থেকে এবং ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিতর্ক, উচ্চস্বরে কথা বলা, শাস্তি প্রয়োগ ও তরবারী উন্মুক্ত করা অর্থাৎ মারামারি ও দাংগা-হাঙ্গামা থেকে মুক্ত রাখো। মসজিদের দরজার ওপরে মসজিদ পরিষ্কার করার সরঞ্জমাদি রাখো এবং জুমুয়ার দিনে মসজিদকে সজ্জিত কর।" (তাবরানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْبُصَاقِ فِى الْمَسْجِدِ، وَإِلَى الْقِبْلَةِ، وَمِنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِيْهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يُذْكَرُهِنَا

মসজিদ সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস

١٨٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ، فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

www.nagorikpathagar.org

১৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন খুতবা পড়ার সময় রসূল (সা) মসজিদের কিবলার দিকে খানিকটা কফ দেখতে পেয়ে সমবেত লোকদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ও তা সাফ করে দিলেন। বর্ণাকারী বলেনঃ তিনি জাফরান আনতে বললেন এবং তা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেললেন। অতঃপর বললেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন আল্লাহ তার সামনেই থাকেন। কাজেই তোমরা সামনের দিকে থুথু ফেলো না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

١٨٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِنَا، وَفِيْ يَدِهِ عُرْجُوْنٌ، فَرَأَى فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَتْفُلْ بِثَوْبِهِ هٰكَذَا، وَوَضَعَهُ عَلٰى فِيْهِ، ثُمَّ دَلَكَهُ» اَلْحَدِيْثُ، رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

১৮৭। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন যে, একদিন রসূল (সা) আমাদের কাছে এলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল একটা খেজুরের ডগা। তিনি মসজিদের কিবলার দিকে খানিকটা কফ দেখলেন। অমনি সেখানে চলে গেলেন ও তার খেজুরের ডগা দিয়ে পরিষ্কার করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, যে আল্লাহকে বিরক্ত করা পছন্দ করে? তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। কাজেই তার সামনের দিকে থুথু ফেলা উচিত নয়। ডান দিকেও থুথু ফেলা উচিত নয়। বাম দিকে বাম পায়ের নিচে ফেলা উচিত। আকস্মিকভাবে কাশি বা থুথু এসে গেলে এভাবে কাপড়ে ফেলবে। অতঃপর তিনি কাপড় মুখে রাখলেন ও তা দিয়ে মুখ মুছে দেখালেন। (আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

١٨٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبُصَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ ، وَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

১৮৮। ইবনে উমার বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ এবং তাকে পুঁতে ফেলাই ঐ গুনাহর কাফফারা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١٨٩- وَعَنْ أَبِى سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حِيْنَ فَرَغَ : « لاَ يُصَلِّيْ لَكُمْ هٰذَا »؛ فَأَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ يُصَلِّيْ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ، وَأَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «نَعَمْ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

১৮৯। আবু সাহলা সায়েব বিন খাল্লাদ থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এক জামায়াতের ইমামতি করে নামায পড়ানোর পর কিবলা অভিমুখে থুথু ফেললো। রসূল (সা) তা দেখলেন। নামায শেষে রসূল (সা) বললেন ঃ " এই ব্যক্তি যেন আর কখনো তোমাদের নামায না পড়ায়।" পরবর্তী সময় একবার ঐ ব্যক্তি ইমামতি করতে চাইলে লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং রসূল (সা) যা বলেছেন তা জানালো। ঐ ব্যক্তি রসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলো যে, তিনি সত্যই ঐ কথা বলেছেন কিনা। রসূল (সা) বলেনঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বললেনঃ আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি এও বললেন ঃ "তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছ।"(আবু দাউদ ও ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

١٩٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لاَ رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمْ.

১৯০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে 'অমুক জিনিস হারানো গেছে' বলে ঘোষণা করতে শুনবে, তখন তাকে বলা উচিতঃ এই হারানো জিনিস আল্লাহ যেন তোমাকে কখনো ফিরিয়ে না দেন। কারণ মসজিদগুলো এজন্য তৈরী হয়নি। (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

١٩١- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «خِصَالٌ لاَ يَنْبَغِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ : لاَ يُتَّخَذُ طَرِيْقًا، وَلاَ يُشْهَرُ فِيْهِ سِلاَحٌ، وَلاَ يُنْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ، وَلاَ يُنْثَرُ فِيْهِ نَبْلٌ، وَلاَ يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نِيْءٍ، وَلاَ يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ، وَلاَ يُقْتَصُّ فِيْهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُتَّخَذُ سُوْقًا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

১৯১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কয়েকটি কাজ মসজিদে করা উচিত নয়। মসজিদকে চলাচলের পথ বানানো উচিত নয়, মসজিদে অস্ত্র প্রকাশ করা উচিত নয়, কোন বাজনা বাজানো উচিত নয়, কোন তীর নিক্ষেপ করা উচিত নয়, কাঁচা গোশত নিয়ে চলা উচিত নয়, কোন শাস্তি কার্যকর করা উচিত নয়, কাউকে হত্যা বা যখম করার প্রতিশোধ বা শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং তাকে বাজার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। (ইবনে মাজাহ)

١٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً؛

www.nagorikpathagar.org

وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ، مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه بِاخْتِصَارٍ، وَمَالِكٌ فِى الْمُوَطَّأ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ فِيْ صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدٰى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحٰى عَنْهُ بِالْأُخْرٰى سَيِّئَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، قَالُوْا: لِمَ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ؟ قَالَ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلٰى مَسْجِدِيْ فَرِجْلٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتّٰى يَرْجِعَ».

১৯২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ নিজের বাড়ীতে বা দোকানে নামায পড়ার চাইতে জামায়াতে নামাজ পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। যখন সে উত্তমরূপে ওযূ করে, অতঃপর নামাযের জন্য বেরিয়ে যায় এবং বেরিয়ে যাওয়ার পেছনে নামায ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তা হলে সে

www.nagorikpathagar.org

প্রতি পদক্ষেপে একটি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। প্রতি পদক্ষেপে তার একটি গুনাহ্ মাফ হবে, অতঃপর সে যখন নামায পড়ে তখন সে যতক্ষণ নামাযের জায়গায় থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার কল্যাণের জন্য দোয়া করতে থাকে। তারা বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ, ওর ওপর রহমত কর, ওর ওপর কল্যাণ বর্ষণ কর। অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে তারা বলতে থাকে ঃ ওকে ক্ষমা কর। ওকে গুনাহ থেকে পবিত্র কর। সে যতক্ষণ পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ তাকে নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়। অন্য রেওয়াতে আছে, যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় কিংবা সে অপবিত্র না হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্) মুয়াত্তায়ে ইমাম মা-লেকের ভাষায় ঃ "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, অথবা নামাযের ইচ্ছে নিয়ে বেরিয়ে যায়, সে যতক্ষণ নামাযের ইচ্ছা বজায় রাখবে, ততক্ষণ তাকে নামাযের মধ্যে গণ্য করা হবে। তার প্রতি পদক্ষেপে একটি সওয়াব লেখা হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপে একটি গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে। ইকামাত শোনার পর আর কোন বেচাকেনা করা যাবে না। তোমাদের সেই ব্যক্তি বেশী সওয়াব পাবে যার বাড়ী নামাযের স্থান থেকে বেশী দূরে থাকবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আবু হুরাইরা, এর কারণ কী? তিনি বললেন ঃ কারণ তাকে অনেকবার পা ফেলতে হয়।

ইবনে হাব্বানের ভাষায় ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মুহূর্তে তোমাদের কেউ তার ঘর থেকে আমার মসজিদের দিকে চলতে আরম্ভ করে, তারপর থেকে তার একটি পদক্ষেপে একটি করে সওয়াব লেখা হবে এবং আর একটি পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ করা হবে। সে ঘরে ফেরা পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ বেরিয়ে যাওয়ার পেছনে নামায ছাড়া আর কোন উদ্দশ্যে না থাকে অর্থাৎ নামায পড়াই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অন্য কোন কাজ সমাধা করলে সেটা নিছক আনুসাঙ্গিক কাজ হওয়া উচিত, প্রধান কাজ নয়। যেমন মসজিদের কাছের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা, জামায়াতের পর জামায়াতের কোন মুসল্লীর সাথে জরুরী কথাবার্তা বা পরামর্শ কিংবা মুসল্লীদের নিয়ে কোন বিচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি।-অনুবাদক

١٩٣- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ- أَوْ كَاتِبُهُ - بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ

كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ،

১৯৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর মসজিদে এসে নামাযের অপেক্ষা করতে থাকে, তার লেখকদ্বয় অথবা লেখক (ফেরেশতা) তার জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রতি পদক্ষেপে দশটি করে সওয়াব লেখে। আর যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে নামাযরত ব্যক্তির সমান। ঘর থেকে বের হওয়া থেকে ঘরে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তাকে নামাযরত লেখা হবে। (আহমাদ)

١٩٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلٰى كُلِّ مِيْسَمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ كُلَّ يَوْمٍ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هٰذَا مِنْ أَشَدِّ مَا أُوْتِيْنَا بِهِ. قَالَ :« أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَاةٌ، وَحَمْلُكَ عَلَى الضَّعِيْفِ صَلَاةٌ، وَإِنْحَاؤُكَ الْقَذَرَ عَنِ الطَّرِيْقِ صَلَاةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاةٌ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

১৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের শরীরের প্রতিটি অংশের ওপর প্রতিদিন নামাযের দায়িত্ব অর্পিত। একথা শুনে জনৈক সাহাবী বললেন ঃ আমাদের ওপর যতগুলো দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে কঠিন। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করা নামাযের অন্তর্ভুক্ত। দুর্বল মানুষকে সাহায্য করা নামাযের অন্তর্ভুক্ত, রাস্তার ওপর থেকে আবর্জনা দূর করে দেয়া নামাযের অন্তর্ভুক্ত এবং নামাযের জন্য পথ চলার প্রতিটি পদক্ষেপ নামাযের আওতাভুক্ত অর্থাৎ এ সব কাজ দ্বারা নফল নামাযের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। এ সব কাজ করে ফরয নামাযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়-এমন ধারণা করা উচিত নয়। (সুতরাং দায়িত্বটা তেমন কঠিন নয়)-অনুবাদক-ইবনে খুযাইমা কর্তৃক বর্ণিত।

www.nagorikpathagar.org

١٩٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ : إِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوْهُ إِلَّا احْتِسَابًا : [إِنِّىْ] سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :« إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً،وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيَقْرُبْ اَحَدُكُمْ أَوْلِيَبْعُدْ، فَإِنَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِىْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنَّ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِىَ بَعْضٌ صَلّٰى مَاأَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذٰلِكَ ، فَإِنَّ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذٰلِكَ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

১৯৫। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক আনসারী সাহাবীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। নিজের দায়িত্বের অনুভূতির জন্যই এ হাদীসটি শুনাচ্ছি। রসূল (সা) কে আমি বলতে শুনেছি যে, 'যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে, অতঃপর নামাযের জন্য রওয়ানা হয়ে যায়, তখন প্রতিবার ডান পা তোলার সাথে সাথে তার জন্য আল্লাহ একটি করে সওয়াব বরাদ্দ করেন এবং প্রতিবার বাম পা তোলার সাথে সাথে তার একটি করে গুনাহ মাফ করেন। এখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করবে না কাছে বাস করবে সেটা সে নিজেই ভেবে দেখুক। সে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামায়াতে পুরো নামায অথবা নামাযের অংশ বিশেষ আদায় করলে কিংবা নামায হয়ে গেছে দেখতে পেয়ে একাকী নামায পড়ে নিলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (আবু দাউদ)

١٩٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ

اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: «بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ : يَا بَنِيْ سَلِمٍ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ » فَقَالُوْا : مَا يَسُرُّنَا أَنَا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِيْ اٰخِرِهِ : «إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً».

১৯৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী কিছু জায়গা খালি পড়েছিল। বনু সালামা সেখানে বাড়ী করে মসজিদে নববীর নিকটে আসতে চাইল। এ কথা জানতে পেরে রসূল (সা) বনু সালামা গোত্রকে বললেন ঃ শুনতে পেলাম, তোমরা মসজিদের কাছাকাছি চলে আসতে চাইছ?তারা বললো ঃ জ্বি, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এরূপ ইচ্ছে করেছি। রসূল (সা) বললেন ঃ "হে বনু সালামা, তোমরা তোমাদের বর্তমান বসতবড়ীতেই অবস্থান করতে থাক। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ লেখা হচ্ছে।" তিনি দু'বার কথাটা বললেন। তখন বনু সালামা বললোঃ এখন আর বাড়ী স্থানান্তর করতে আমাদের আনন্দ অনুভূত হচ্ছে না। (অর্থাৎ তারা ঐ ইচ্ছে পরিত্যাগ করলো।) অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রসূল (সা) বল-লেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক কদমের মর্যাদা বেড়ে যায়। (সহীহ মুসলিম)

١٩٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «اَلْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ مَدَنِيُّ الْإِسْنَادِ.

১৯৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মসজিদ থেকে যার অবস্থান যত দূরে হবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

١٩٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ

www.nagorikpathagar.org

صَدَقَةً كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ [عَلَيْهَا] أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

১৯৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের প্রতিটি হাড়ের ওপর প্রতিদিন সদকা ওয়াজিব হয়ে থাকে । দুইজনের বিবাদ ন্যায়সঙ্গতভাবে মিটিয়ে দিলেও সদকা আদায় হবে। (পথ চলার সময়) কোন ব্যক্তিকে বা তার মালপত্রকে নিজের বাহনে তুলে বহন করে দিলেও সদকা আদায় হবে, কাউকে একটা ভালো কথা বললেও সদকা আদায় হবে, নামাযের জামায়াতে যাওয়ার প্রতি কদমে সদকা আদায় হবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক আবর্জনা সরিয়ে দিলেও (যথা-কাঁটা, বিষ্ঠা, ফলের খোসা দূরে ফেলে দেয়া ও ঢাকনাবিহীন ম্যানহোল ঢেকে দেয়া, ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার সরিয়ে দেয়া ইত্যাদি) সদকা আদায় হবে। (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

١٩٩- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৯৯। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ অন্ধাকারাচ্ছন্ন পথ দিয়ে মসজিদে যাতায়াতকারীকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, কিয়ামাতের দিন সে পরিপূর্ণ আলো লাভ করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

٢٠٠- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلٰى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلٰى تَسْبِيْحِ

www.nagorikpathagar.org

الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلٰى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ مِنْ طَرِيْقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ.

২০০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায পড়ার জন্য পবিত্রতা অর্জনপূর্বক নিজ বাড়ী থেকে রওয়ানা হবে, সে এহরাম বাঁধা হজ্জে গমনেচ্ছুর সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দুপুরের আগে নামায পড়ার জন্য কষ্ট করে বাড়ী থেকে বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর দুই নামাযের মাঝে যদি কোন খারাপ কাজ না করে পর পর দুই নামায পড়া হয়, তবে তার রেকর্ড ইল্লিয়ীনে সংরক্ষিত হবে। (আবু দাউদ)

٢٠١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

২০১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ দায়ী। যদি তারা বেঁচে থাকে তবে আল্লাহ্ তাদেরকে পর্যাপ্ত জীবিকা দেবেন ও নিরাপদে রাখবেন। আর মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা হলো ঃ প্রবাস থেকে ফিরে সালাম দিয়ে নিজের বাড়ীতে প্রবেশকারী, মসজিদ অভিমুখে যাত্রাকারী এবং আল্লাহর পথে যাত্রাকারী। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

٢٠٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.nagorikpathagar.org

২০২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট পৃথিবীর প্রিয়তম স্থান মসজিদ এবং পৃথিবীর নিকৃষ্টতম স্থান বাজার। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য সততার সাথে করা হলে ইসলামের দৃষ্টিতে তাও ইবাদাত। সুতরাং যে স্থানে সততার সাথে কেনাবেচা চলে, তার কথা এখানে বলা হয়নি। এখানে বাজার অর্থে প্রচলিত সৎ ও অসৎ বাণিজ্যের মিশ্র কেন্দ্রকে বুঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

٢٠٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالشَّابُّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ: اجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

২০৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে নিজের ছায়ায় (আরশের ছায়া)ঃ আশ্রয় দেবেন। ন্যায়পরায়ণ শাসক ও নেতা, আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা যুবক, যার মন মসজিদের চিন্তায় বিভোর থাকে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে একত্র হয়, আর অসন্তোষজনক কাজে বিছিন্ন হয়, যে ব্যক্তি কোন অভিজাত সুন্দরী রমনীর কু-প্রস্তাব পেয়ে বলে ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি এত গোপনে সদকা করে যে, ডান হাত যা সদকা করে বাম হাত তা জানে না এবং যে ব্যক্তি নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করে। (বুখারী, মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٢٠٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: « سِتُّ مَجَالِسَ الْمُؤْمِنُ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَا كَانَ فِىْ شَيْءٍ مِنْهَا : فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَعِنْدَ مَرِيْضٍ، أَوْ فِىْ جَنَازَةٍ، أَوْ فِىْ بَيْتِهِ، أَوْعِنْدَ إِمَامٍ مُقْسِطٍ يُعَزِّرُهُ وَيُوَقِّرُهُ، أَوْ فِىْ مَشْهَدِ جِهَادٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَالْبَزَّارِ.

২০৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ছয়টি সমাবেশ স্থল এমন রয়েছে যেখানে অবস্থানকারী মুমিন আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। তারা হলো মসজিদে নামাযের জামায়াতে, রোগীকে দেখতে যাওয়ার স্থানে, মৃত ব্যক্তির জানাযায় , মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে , ন্যায়পরায়ণ শাসকের নিকট তার সমর্থক ও শ্রদ্ধাকারী হিসাবে এবং জিহাদের ময়দানে অবস্থানকারী মুমিন। (তাবরানী, বাযার)

٢٠٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ : يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ؛ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاذٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

২০৫। মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে , রসূল (সা) বলেছেন ঃ বাঘ যেমন ছাগল-ভেড়ার পেছনে ছোটে, শয়তানও তেমনি মানুষের বাঘ হিসাবে তার পেছনে লেগে থাকে। বাঘ যেমন দূরে একাকী পড়ে থাকা ছাগলকে জাপটে ধরে, শয়তানও তেমনি একাকী মানুষকে আক্রমণ করে। কাজেই তোমরা নির্জন স্থান এড়িয়ে চল এবং দলের সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে ও মসজিদে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থান কর। (আহমাদ)

www.nagorikpathagar.org

٢٠٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا اَلْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ : إِنْ غَابُوْا يَفْتَقِدُوْهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوْهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا فِيْ حَاجَةٍ أَعَانُوْهُمْ، ثُمَّ قَالَ : جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٌ مُسْتَفَادٌ، أَوْ كَلِمَةٌ حِكْمَةٍ، أَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظِرَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ.

২০৬। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিছুলোক এমন রয়েছে, যারা মসজিদের জন্য পেরেকস্বরূপ, ফেরেশতরা তাদের সার্বক্ষণিক সহচর। তারা অনুপস্থিত হলে ফেরেশতারা তাদের খোঁজ-খবর নেয়, অসুস্থ হলে তারা তাদেরকে দেখতে যায় এবং তারা কোন অভাবে থাকলে ফেরেশতারা তাদেরকে সাহায্য করে। এরপর রসূল (সা) বলেন ঃ মসজিদের সহচরদের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ পরোপকারী ভাই, জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদানকারী অথবা প্রতীক্ষিত দয়াবানস্বরূপ। (আহমাদ)

٢٠٧- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدَ أَلِفَهُ اللّٰهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

২০৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে ভালোবাসে,আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। (তাবরানী)

٢٠٨- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلٰى رِضْوَانِ اللّٰهِ إِلَى الْجَنَّةِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارِ، وَقَالَ : إِسْنَادُهُ

www.nagorikpathagar.org

حَسَنٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

২০৮। আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মসজিদ প্রত্যেক সৎলোকের বাসস্থানস্বরূপ। যে ব্যক্তি মসজিদকে নিজের বাড়ীরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন ও পুলসিরাত পার করিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দান করেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মসজিদকে বাড়ী বা বাসস্থানরূপে গ্রহণের অর্থ হচ্ছে, বাড়ী ও বাসস্থানের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে তার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিয়ে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকা; বাড়ী ও বাসস্থানের মত ব্যবহার করা নয়।

٢٠٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِى الثَّوْمَ- فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

২০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছের ফল অর্থাৎ রসুন খাবে, সে যেন কোনক্রমেই আমাদের মসজিদে না আসে। অর্থাৎ কাঁচা রসুন খেয়ে এবং ভালো করে মুখ ধুয়ে দুর্গন্ধ দূর না করে। (বুখারী, মুসলিম)

٢١٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرُبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ وَلَفْظُهُ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ أَنْ تَأْكُلُوْهُمَا وَتَدْخُلُوْا مَسَاجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيْهِمَا فَاقْتُلُوْهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا ».

২১০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছের ফল খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের ধারেকাছেও না আসে। (বুখারী,

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম ও তাবরানী) তাবরানির ভাষা এরূপ ঃ সাবধান! তোমরা এই দুটি দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদের ফল খেয়ে আমাদের মসজিদে এস না। যদি তা খেতেই হয়, তবে তাকে আগুন দিয়ে পুরোপুরিভাবে হত্যা করে খেয়ো। অর্থাৎ কাঁচা খাওয়ার পরিবর্তে রান্না করে খেয়ো।

٢١١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ بَصَلًا، أَوْ ثُوْمًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسَاجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ، وَالثُّوْمَ، وَالْكُرَّاثَ؛ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ».

২১১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাঁচা পিয়াজ বা রসুন খায়, সে যেন আমাদের মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকে এবং নিজের ঘরে বসে থাকে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী) মুসলিমের অপর একটি বর্ণনা এরূপ ঃ "যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন ও কুররাস (দুর্গন্ধযুক্ত ফলবিশেষ) খায়, তার আমাদের মসজিদের ধারেকাছে না আসা উচিত। কেননা আদম সন্তানেরা যে সব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও তার দ্বারা কষ্ট পায়।"

www.nagorikpathagar.org

تَرْغِيْبُ النِّسَاءِ فِى الصَّلاَةِ فِىْ بُيُوْتِهِنَّ وَلُزُوْمِهَا وَتَرْهِيْبِهِنَّ مِنَ الْخُرُوْجِ مِنْهَا

মহিলাদের বাড়ীতে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢١٢- وَعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ، قَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلاَةَ مَعِىْ، وَصَلاَتُكِ فِىْ بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِىْ حُجْرَتِكِ، وَصَلاَتُكِ فِىْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِىْ دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ فِىْ دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِىْ مَسْجِدِىْ» قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِىَ لَهَا مَسْجِدٌ فِىْ أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّىْ فِيْهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِمَا.

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ خُزَيْمَةُ: بَابُ اخْتِيَارِصَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِىْ حُجْرَتِهَا عَلىٰ صَلاَ تِهَا فِىْ دَ ارِهَا وَصَلاَتِهَا فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِهَا عَلىٰ صَلاَتِهَا فِىْ مَسْجِدِ، النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَتْ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ فِىْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَالدَّلِيْلِ عَلىٰ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ

www.nagorikpathagar.org

فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ » إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الرِّجَالِ دُوْنَ صَلَاةِ النِّسَاءِ، هٰذَا كَلَامُهُ.

২১২। উম্মে হামীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রসূল (সা)-এর কাছে এসে বলেছেন ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমি আপনার সাথে নামায পড়তে ভালোবাসি। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে ভালোবাস। কিন্তু (জেনে রেখ) তোমার ঘরে নামায পড়া তোমার কক্ষে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, তোমার কক্ষে নামায পড়া তোমার বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং তোমার বাড়ীতে নামায পড়া আমার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। এরপর ঐ মহিলার নির্দেশে তার বাড়ী থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হলো এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ মসজিদে নামাজ পড়তেন। (আহমাদ, ইবনে খুযায়মা)

ইবনে খুযায়মা বলেন ঃ রসূল (সা) যে বলেছেন, মসজিদে নববীতে পড়া এক রাকাত নামাজ অন্য মসজিদে পড়া এক হাজার রাকাত নামাযের চেয়েও উত্তম- এর দ্বারা পুরুষের নামায বুঝানো হয়েছে, মহিলাদের নামায নয়। 'মহিলাদের মসজিদের চেয়ে বাড়ীতে নামায পড়া উত্তম' এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়, মসজিদে বা মসজিদে নববীতে নামায পড়ে পুরুষরা যে বাড়তি সওয়াব পায়, মহিলারা বাড়ীতে নামায পড়েই সেই সওয়াব পাবে।

বিভিন্ন হাদীসে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়তে যে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, তা দ্বারা এই বক্তব্য সমর্থিত হয়। -অনুবাদক

٢١٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ (اسْتَشْرَفَهَا) الشَّيْطَانُ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

২১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ নারী পর্দার আড়ালে থাকার যোগ্য। সে যখন পথে বের হয়, তখন শয়তান তার ওপর প্রবল হয়ে যায়। (তিরমিযী

বিঃদ্রঃ এ হাদীসও মহিলাদের মসজিদের যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করে।-অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٢١٤- وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « مَاصَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِيْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي ٱلْكَبِيْرِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَالَ: « اَلنِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لِتَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا بَأْسٌ فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ :إِنَّكِ لَا تَمُرِّيْنَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ لِتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ : أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ؟ فَتَقُوْلُ : أَعُوْدُ مَرِيْضًا، أَوْأَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْأُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِيْ بَيْتِهَا ». وَإِسْنَادُ هٰذِهِ حَسَنٌ.

২১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন নারী তার বাড়ীর সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বসে যে, নামায পড়ে, সেই নামাযই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম। (তাবরানী)

তাবরানীর অপর একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে রসূল (সা) বলেন ঃ নারী পর্দার আড়ালে থাকার যোগ্য। কোন নারী যখন বিনা ওযরে বাড়ীর বাইরে যায়, তখন শয়তান তার ওপর চড়াও হয় এবং তাকে বলতে থাকে, পথে তুমি যার কাছে দিয়েই যাবে, সে তোমাকে দেখে আনন্দিত হবে। কোন নারী যখন বাড়ীর বাইরে যাওয়ার জন্য পোশাক পরে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোথায় যাচ্ছ ? সে বলে ঃ একজন রোগীকে দেখতে, একজন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়তে কিংবা মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছি। অথচ কোন মহিলা নিজ বাড়ীতে থেকে যেরূপ আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে, সেরূপ ইবাদত অন্য কোথাও গিয়ে করতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَالْإِيْمَانِ بِوُجُوْبِهَا فِيْهِ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রসঙ্গে

٢١٥- عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

২১৫। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাচঁটি ঃ এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা। (বুখারী)

٢١٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرٰى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتّٰى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ» اَلْحَدِيْثُ رَوَاهُ

www.nagorikpathagar.org

اَلْبُخَارِىُّ ، وَمُسْلِمٌ، وَهُوَ مَرْوِىٌّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِى الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا.

২১৬। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা সাদা ধবধবে পোশাক ও কালো কুচকুচে চুলধারী এমন এক ব্যক্তি এসে হাজির হলো, যাকে আমরা কেউ চিনি না, অথচ সে কোথাও থেকে সফর করে এসেছে এমন লক্ষণও পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না। সে এসে রসূল (সা)-এর সামনে তাঁর হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে দুই উরুর ওপর হাত রেখে বসে পড়লো। অতঃপর বললো, হে মুহাম্মাদ, আমাকে বলুন ইসলাম কী? রসূল (সা) বললেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই ও মুহাম্মদ (সা) তাঁর রসূল-এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা-যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা ও হজ্জ করা। (সংক্ষেপিত) বুখারী ও মুসলিম)

٢١٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ ؟ » قَالُوْا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ، قَالَ: « فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَانَ.

২১৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন , তোমরা কি মনে কর, তোমাদের কারো বাড়ীর কাছে যদি কোন জলাশয় থাকে এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে! সকলে বললো, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না। রসূল (সা) বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তদ্রূপ। এ দ্বারা আল্লাহ গুনাহগুলো মার্জনা করেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

٢١٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ، وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تَغْشَ الْكَبَائِرُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهَا.

২১৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুময়া থেকে অপর জুমায়া মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যতক্ষণ কোন কবীরা গুনাহ্‌ না করা হয়। (মুসলিম, তিরমিযী)

٢١٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ، وَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ مُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ، فَإِذَا أَتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَأَصَابَهُ الْوَسَخُ- أَوْ الْعَرَقُ- فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَلَ، مَاكَانَ ذٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فَكَذٰلِكَ الصَّلَاةُ كُلَّمَا عَمِلَ خَطِيئَةً فَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ لَابَأْسَ بِهِ، وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ.

২১৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মধ্যবর্তী সকল গুনাহ মাফ করিয়ে দেয়। তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের কারো বাড়ী থেকে কর্মস্থল পর্যন্ত পথে যদি পাঁচটা নদী থাকে সে কর্মস্থলে কাজ করার পর তার গায়ে যদি কিছু ময়লা লেগে যায় অথবা ঘাম ঝরে, অতঃপর সে যখনই সামনে একটি নদী পায় অমনি তাতে গোসল করে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তির গায়ে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? নামাযও তদ্রূপ। যখনই সে কোন গুনাহ্‌ করে ফেলে, অমনি দোয়া করে ও ক্ষমা চায়, (এ ধরনের একাধিক দোয়া নামাযে নিয়মিত পড়া হয়)তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ করে দেয়া হয়। (বাযযার তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٢٢٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُوْنَ، فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتّٰى تَسْتَيْقِظُوْا» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الصَّغِيْرِ وَالْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُه حَسَنٌ، وَرَوَاهُ فِى الْكَبِيْرِ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ، وَهُوَ أَشْبَهُ وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِى الصَّحِيْحِ.

২২০। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ' তোমরা লালসার আগুনে জ্বলতেই থাক। অতঃপর যেই ফজরের নামায পড়, অমনি ঐ নামায তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। পুনরায় তোমরা লালসার আগুনে জ্বলতে থাক। অতঃপর যেই তোমরা যোহরের নামায পড়, অমনি এ নামায তা ধুয়ে সাফ করে দেয়। আবার তোমরা লালসার আগুনে জ্বলতে থাক। অতঃপর যেই আছরের নামায পড়, অমনি ঐ নামায তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আবার তোমরা লালসার আগুনে জ্বলতে থাক। কিন্তু যেই এশার নামায পড়, অমনি ঐ নামায তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। এরপর তোমরা ঘুমাও। ঘুম থেকে জাগার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের নামে আর কোন গুনাহ লেখা হয় না। (তাবরানী)

٢٢١- وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ، فَيَقُوْلُ : يَابَنِىْ آدَمَ قُوْمُوْا فَأَطْفِئُوْا مَاأَوْقَدْتُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ، فَيَقُوْمُوْنَ فَيَتَطَهَّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ

الظُّهْرَ فَيُغْفَرُلَهُمْ مَابَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ، فَيَنَامُوْنَ فَمُدْلِجٌ فِيْ خَيْرٍ، وَمُدْلِجٌ فِيْ شَرٍّ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ.

২২১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নামাযের জামায়াত শুরু হওয়ার আগে একজন ফেরেশতাকে পাঠানো হয়, যিনি নিম্নরূপ আহ্বান জানাতে থাকেন ঃ হে আদম সন্তানেরা! ওঠো এবং তোমরা নিজেদের জন্য যে আগুন জ্বালিয়েছ, তা নেভাও। অতঃপর তারা প্রস্তুতি নেয়, পবিত্রতা অর্জন করে ও নামায পড়ে। পরে দুই নামাযের মাঝে তারা যে যে গুনাহ করেছে, তা মাফ করে দেয়া হয়। অতঃপর আছর, মাগরিব ও এশার সময়েও অনুরূপ আহ্বান জানানো হয়। এশার পর অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ কেউ রাতের আঁধারে পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করে; আবার কেউ কেউ রাতের আঁধারে অপকর্মেও লিপ্ত হয়। (তাবরানী)

٢٢٢- وَعَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْهَا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ أَلاَ تَسْأَلُنِيْ لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا، قُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ قَالَ : هٰكَذَا فَعَلَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتّٰى تَحَاتَّ وَرَقُهُ. فَقَالَ: «يَاسَلْمَانُ أَلاَ تَسْأَلُنِيْ لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا، قُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَاتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ اللَّيْلِ: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ) رَوَاهُ

www.nagorikpathagar.org

أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ إِلاَّ عَلِى بْنِ زَيْدٍ

২২২। আবু উসমান (রা) বলেন ঃ আমি সালমান ফারসীর (রা) সাথে একটা গাছের নিচে বসেছিলাম। সহসা সালমান একটা শুকনো ডাল ধরে ঝাঁকি দিতেই তার পাতাগুলো ঝরে গেল। তারপর বললেন ওহে আবু উসমান, আমি এ কাজটি কেন করলাম, তা তোমার জানতে ইচ্ছে হয় না? আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি বললেন, রসূল (সা)ও একদিন আমার সামনে একটি গাছের শুকনো ডাল ধরে ঝাঁকি দিয়েছিলেন। ডালটির পাতা ঝরে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে সালমান, জান আমি এ কাজটি কেন করলাম? আমি বললাম, কেন করলেন ? রসূল (সা) বললেন, একজন মুসলমান যখন বিশুদ্ধভাবে ওযূ করে অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তখন এই ডালের পাতা যেভাবে ঝরে গেল, সেইভাবে তার গুনাহগুলো ঝরে যায়। অতঃপর তিনি সূরা হুদের ১১৪ নং আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "তুমি দিনের দুই অংশে ও রাতের এক প্রহরে নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে সৎকাজ পাপকে বিনষ্ট করে। স্মরণকারীদের জন্য এটা একটা স্মারক বটে।" (আহমাদ, নাসায়ী ও তাবরানী)

٢٢٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَكَبَّ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِى، لاَ نَدْرِىْ عَلَى مَاذَا حَلَفَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَفِى وَجْهِهِ الْبُشْرَى، وَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ، ثُمَّ تَلاَ : (إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا) وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

www.nagorikpathagar.org

২২৩। আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ বলেন ঃ একদিন রসূল (সা) আমাদের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, (তিনবার) প্রতিবার এইটুকু বলেই তিনি মাথা নিচু করেন। আর সাথে আমরা সবাই মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকি। কেননা রসূল (সা) কিসের জন্য কসম খেলেন, তা নিয়ে আমরা উৎকণ্ঠিত ছিলাম। অতঃপর তিনি মাথা তুললেন। এ সময় তার মুখে আনন্দের আভাস ফুটে উঠেছিল, যা আমাদের কাছে লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয় ছিল। রসূল (সা) বললেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং সাতটি কবীরা গুনাহ পরিহার করে, (সাত কবীরা গুনাহর উল্লেখও হাদীসে নেই) তার জন্য কিয়ামাতের দিন ৮টি জান্নাতের সব কয়টির দরজা এক সাথে খুলে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি সূরা নিসার ৩১ নং আয়াতটি পড়লেন ঃ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বড় বড় গুনাহর কাজগুলো যদি তোমরা পরিহার করে চল, তবে আমি তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেব এবং তোমাদেরকে শান্তিময় ভবনে প্রবেশ করাবো। (হাকেম)

٢٢٤- وَعَنِ الْحَارِثِ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فِيْ إِنَاءٍ- أَظُنُّهُ يَكُوْنُ فِيْهِ مُدٌّ - فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْئِيْ هٰذَا، ثُمَّ قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِيْ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ صَلاَةَ الظُّهْرِ غُفِرَلَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَلَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَاكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يَبِيْتُ يَتَمَرَّغُ لَيْلَتَهُ، ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ » قَالُوْا: هٰذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ قَالَ : هِيَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ،

www.nagorikpathagar.org

وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ،رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَبُوْ يَعْلٰى ، وَالْبَزَّارُ

২২৪। উসমানের (রা) মুক্ত গোলাম হারেস বলেন, একদিন আমরা উসমানের (রা) সাথে বসে আছি। সহসা আযান হলো। তিনি পানি চাইলেন। পানি আনা হলে তা দিয়ে ওযূ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রসূল (সা) কে অবিকল আমার এই ওযুর মত ওযূ করতে দেখেছি। ওযূ করার পর রসূল (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর মত ওযূ করবে এবং যোহরের নামায পড়বে, তার ফযর ও যোহরের মাঝে কোন গুনাহ্ হয়ে থাকলে তা মাফ হয়ে যাবে, অতঃপর আছর পড়লে আসর ও যোহরের মাঝখানে কৃত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, অতঃপর মাগরিব পড়লে মাগরিব ও এশার মাঝে কৃত সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। এ নামাযগুলো এমন সৎকাজ, যা অসৎ কাজগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। লোকেরা বললো, এতো গেল সৎকাজের কথা। হে! ওসমান বাকী স্থায়ী সওয়াবের কাজগুলো কী কী? তিনি বললেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবর ও লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" (আহমাদ, আবু ইয়ালা, বাযার)।

٢٢٥- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبُكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْئٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْئٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَغَيْرُهُمْ.

২২৫। জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায যথানিয়মে আদায় করলো, সে আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয় লাভ করলো। কাজেই আল্লাহ তার ওপর তার (মুক্তির) ব্যাপারে আর কোন দায়-দায়িত্ব চাপাবেন না। আল্লাহ যার ওপর দায়-দায়িত্ব চাপান, তাকে পাকড়াও করেন এবং তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। (সহীহ্ মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ নিরাপদ আশ্রয় লাভ করা দ্বারা আখেরাতের মুক্তি বুঝানো হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

٢٢٦- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ». رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ.

২২৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে পালাক্রমে কিছু ফেরেশতা দিনের বেলায় এবং কিছু ফেরেশতা রাতের বেলা আসে। ফজর ও আছরে তারা (অর্থাৎ আগমনকারী ও বিদায়ী ফেরেশতারা) একত্রিত হয়। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত্রে ছিল তারা ওপরে চলে যায়। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় পেয়েছ? তারা বলে, আমরা যখন গিয়েছি তখনও দেখেছি তারা নামায পড়ছে, আর যখন বিদায় নিয়েছি তখনও দেখেছি তারা নামাজ পড়ছে। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٢٢٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِيْنِهِمُ الصَّلَاةَ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الصَّلَاةُ، وَيَقُوْلُ اللّٰهُ: أُنْظُرُوْا فِىْ صَلَاةِ عَبْدِىْ، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً يَقُوْلُ: أُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيْضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ قَالَ: أُنْظُرُوْا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: أُنْظُرُوْا هَلْ

www.nagorikpathagar.org

لَهُ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ تَمَّتْ لَهُ زَكَاتُهُ». رَوَاهُ أَبُوْيَعْلَى.

২২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের ওপর আল্লাহ তাদের ধর্মের যে অংশটি সর্বপ্রথম ফরয করেছেন তা হলো নামায, সর্বশেষে যা অবশিষ্ট থাকবে তাও নামায এবং কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যে জিনিসের হিসাব নেয়া হবে, সেটিও নামায। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ আমার বান্দার নামায পরখ করে দেখ, যদি তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, তা হলে তা পূর্ণাঙ্গ বলেই লেখা হবে। আর যদি অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দার (আমল নামায়) কি কোন নফল নামায আছে? যদি তার কোন নফল নামায থেকে থাকে, তবে সেই নফল নামায দ্বারা ফরযকে পূর্ণ করা হবে। তারপর তিনি বলবেন ঃ বান্দার যাকাত কি সম্পূর্ণ? যদি সম্পূর্ণ হয়ে থকে তবে সম্পূর্ণ লেখা হবে। আর যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে আল্লাহ বলবেন ঃ তার কি কোন সদকা আছে? যদি সদকা থেকে থাকে, তবে তার যাকাত সম্পূর্ণ ধরা হবে। (আবু ইয়ালা)

٢٢٨- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- عَلٰى وُضُوْئِهِنَّ، وَرُكُوْعِهِنَّ ، وَسُجُوْدِهِنَّ، وَمَوَاقِيْتِهِنَّ- وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَآتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ ؟ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمَنِ ابْنَ آدَمَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

২২৮। আবুদ্দারাদা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পাঁচটি জিনিস যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নিয়ে আসবে , সে বেহেশতে যাবে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করবে তথা ঠিকমত ওযূ রুকু, সিজদা করবে ও ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করবে। দ্বিতীয়তঃ রমযানের রোযা রাখবে, তৃতীয়তঃ সামর্থ্য হলে হজ্জ করবে, চতুর্থতঃ খুশী মনে যাকাত দেবে, পঞ্চমত ঃ আমানত

www.nagorikpathagar.org

আদায় করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে রসূলুল্লাহ, আমানত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন যে, গোসল ফরয বা ওয়াজিব হলে তা সমাধা করা। কেননা অল্লাহ এই গোসল ছাড়া আদম সন্তানের কোন ধর্মীয় কাজ সম্পর্কেই তাকে কবুলের নিশ্চয়তা দেন না। (তাবরানী)

٢٢٩- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مَنْ بُلَى-حَىّ مِنْ قُضَاعَةَ- أَسْلَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الْآخَرُ، سَنَةً قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ : فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ مِنْهُمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً؟ صَلَاةَ سَنَةٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِه، وَالْبَيْهَقِىُّ، كُلُّهُمْ عَنْ طَلْحَةَ بِنَحْوِهِ أَطْوَلُ مِنْهُ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَه ، وَابْنُ حِبَّانَ فِى آخِرِهِ: «فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

২২৯। আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, কুযায়া গোত্রের দুই ব্যক্তি রসূল (সা)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের একজন শহীদ হয় এবং অপরজন তার এক বছর পর মারা যায়। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বললেন, আমি শেষোক্ত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম সে ব্যক্তি শহীদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। তা দেখে আমি খুবই অবাক হলাম। সকালে রসূল (সা) কে স্বপ্নটির কথা জানালাম। তিনি বললেন, 'এতে অবাক হবার কী আছে? সে কি তারপর একটি রমযানের রোযা রাখেনি এবং এক বছরের ছয় হাজার রাকাত নামায পড়েনি? (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বাইহাকী) ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বানের মতে, রসূল (সা) একথাও বলেছেন

www.nagorikpathagar.org

যে, 'তাদের উভয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান'।

٢٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لَا يَجْعَلُ اللّٰهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِى الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ اَلصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللّٰهُ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا فَيُوَلِّيْهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللّٰهُ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا إِثْمَ : لَا يَسْتُرُ اللّٰهُ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

২৩০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি কথা আমি কসম খেয়ে বলতে পারি। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, তাকে আল্লাহ কখনো যে ব্যক্তির কোন অবদান নেই তার সমান করবেন না। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, নামায, যাকাত ও রোযা। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ায় যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন তাকে কিয়ামাতের দিন অন্য কারো বন্ধু হতে দেন না। তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তি যাদেরকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের সাথেই যুক্ত করবেন। চতুর্থতঃ একটি বিষয়েও যদি শপথ করি তা হলে আশা করি আমার গুনাহ হবে না। সেটি এই যে, আল্লাহ যাকে দুনিয়ায় লুকিয়ে রাখেন, (অথাৎ যার গুনাহকে লুকিয়ে রাখেন) তাকে আখিরাতেও লুকিয়ে রাখেন। (আহমাদ, তাবরানী)

٢٣١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ اَلصَّلَاةُ» رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ، وَ فِىْ إِسْنَادِهِ أَبُوْيَحْيَى الْقَتَّاتُ.

www.nagorikpathagar.org

২৩১। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ নামায হচ্ছে বেহেশতের চাবি। (দারেমী)

এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নামায বর্জনকারী ব্যক্তি অন্য যত ভালো কাজই করুক, বেহেশতের চাবির অধিকারী না হওয়ায় সে বেহেশতে যেতে সক্ষম হবে না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তওবা করে ও নিজের সংশোধন করে আজীবন সৎকাজ অব্যাহত রাখে।

٢٣٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

২৩২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন কুরত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বান্দার হিসাব নেয়া হবে, তা হল নামায। যদি তার নামায বিশুদ্ধ হয় তবে তার অন্য সমস্ত সৎকাজ বিশুদ্ধ হবে। আর যদি নামায বাতিল প্রমাণিত হয় তবে তার অন্য সমস্ত সৎকাজ বাতিল হয়ে যাবে, (তাবরানী)।

[অর্থাৎ নামায ছাড়া আর কোন সৎকাজ গৃহীত হবে না। নামাযই হবে অন্য সব সৎকাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সার্টিফিকেটস্বরূপ - অনুবাদক

٢٣٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَاصَلَاةَ لِمَنْ لَاطُهُوْرَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيْرِ.

২৩৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে, আমানতদার নয়, তার ঈমান নেই। যে পবিত্রতা অর্জন করেনি তার নামায হবে না। যে নামায পড়ে না তার ভেতরে ইসলাম নেই। দেহের জন্য মাথা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ইসলামের জন্য নামায ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٢٣٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ : « اُكْفُلُوْا لِيْ بِسِتٍّ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ » قَالُوْا: وَمَاهِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « اَلصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالْفَرْجُ، وَالْبَطْنُ، وَاللِّسَانُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَقَالَ : لَا يُرْوٰى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ الْحَافِظُ: وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِ.

২৩৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রসূল (সা) বলেছেন যে, তোমরা আমার জন্য ছ'টা জিনিস নিশ্চিত কর, আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্‌ত নিশ্চিত করবো। ঐ ছ'টা জিনিস হলো ঃ নামায, যাকাত, আমানতদারী, সতিত্ব রক্ষা করা, (অর্থাৎ ব্যভিচার ও যাবতীয় অবৈধ যৌনাচার পরিহার) পেট ও জিহ্বা। (অর্থাৎ হারাম খাওয়া থেকে পেটকে ও অন্যায় কথা বলা থেকে জিহ্বাকে রক্ষা নিশ্চিত করা।)

٢٣٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَلصَّلَاةُ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ، قَالَ : ثُمَّ مَهْ : قَالَ: ثُمَّ الصَّلَاةُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ » فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ اَللَّفْظُ لَهُ.

২৩৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি এসে রসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলো কোন কাজটি সর্বোত্তম? রসূল (সা) বললেনঃ নামায। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো ঃ তারপর কী? তিনি আবারো বললেন ঃ নামায। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ঃ তারপর কী? তনি বললেন ঃ নামায। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো ঃ তারপর কী? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জেহাদ।

www.nagorikpathagar.org

٢٣٦- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রসূল (সা) বলেছেন যে, বান্দা সিজদায় থাকাকালেই আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, অতএব তোমরা বেশী করে দোয়া কর। (মুসলিম)

অর্থাৎ সিজদায় থাকা অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া কর। কেননা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় যে দোয়া করা হয়, তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।- গ্রন্থকার।

٢٣٧- وَعَنْ أَبِى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ ، وَأَعْمَلُهُ ؟ قَالَ: « عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ قَالَ : قَالَ لِى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا أَبَا فَاطِمَةَ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِى فَأَكْثِرِ السُّجُودَ ».

২৩৭। হযরত আবু ফাতেমা (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল, আমাকে এমন একটা কাজের কথা বলুন যা আমি নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে করবো? তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা কর। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক সিজদা দ্বারা এক ধাপ করে তোমার মর্যাদা বাড়ান এবং একটা করে গুণাহ মাফ করেন, (ইবনে মাজাহ) ইমাম আহমাদ কর্তৃক সংযোজিত ঃ "হে আবু ফাতেমা, তুমি যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাও, তাহলে বেশী করে সিজদা কর।"

٢٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى؟ قَالَ: « اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ: ثُمَّ أَىٌّ ؟ قَالَ: « بِرُّ

www.nagorikpathagar.org

الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ، قَالَ : «الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» قَالَ: حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

২৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহর কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামায পড়া। আমি বললাম ঃ তারপর? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আমি বললাম ঃ তারপর? তিনি বললেন আল্লাহর পথে জেহাদ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আল্লাহর রসূল (সা) আমাকে এই ক'টার কথাই বলেছেন। আমি যদি আরো জিজ্ঞাসা করতাম, তাহলে তিনি আরো বাড়িয়ে দিতেন। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

٢٣٩- وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا - وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَلصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

২৩৯। রসূল (সা)-এর নিকট বাইয়াতকারী মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে ফারওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, ভালো কাজ কী? তিনি বললেন ঃ প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٢٤٠-وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :« خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَ- ضَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَسُجُوْدَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ : إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ،

www.nagorikpathagar.org

وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ.

২৪০। হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রা) বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ ফরয করেছেন, সেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ওযু করে, সঠিকভাবে রুকু ও সিজদা করে এবং মনোযোগ সহকারে সময়মত আদায় করবে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এর অন্যথা করবে, তার জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। (মালেক, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ خَرَجَ يُرِيْدُ الْجَمَاعَةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا

জামায়াতে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٤١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

২৪১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স) বলেছেন ঃ জামায়াতে নামায পড়ার সওয়াব একাকী পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশী। (মালেক, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

٢٤٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

২৪২। হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াতে শরিক হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়বে, তাকে দুটো জিনিস থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে ঃ দোজখ ও মোনাফেকী। (তিরমিযী)

٢٤٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : «مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ تَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُوْلٰى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِىُّ-

২৪৩। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত মসজিদে গিয়ে জামায়াতে এশার নামায এমনভাবে পড়বে যে, প্রথম রাকায়াত ছুটে না যায়, আল্লাহ তার জন্য দোজখ থেকে অব্যাহতি লিখে দেবেন। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

٢٤٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

২৪৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে (মসজিদে) গিয়ে দেখলো লোকেরা নামায পড়ে ফেলেছে। আল্লাহ তাকে যত লোক নামায পড়েছে, তাদের সকলের সমান সওয়াব দেবেন। অথচ যারা নামায পড়েছে, তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। (আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকেম)

٢٤٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اَلصَّلاَةُ فِى الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ

www.nagorikpathagar.org

خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِىْ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ: « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلٰى صَلَاتِهِ فِى الْجَمَاعَةِ.

২৪৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ জামায়াতে নামাযের সওয়াব ২৫ গুণ। কিন্তু মরুভূমিতে নামায পড়লে তার সওয়াব ৫০ গুণ। (আবু দাউদ) আব্দুল ওয়াহেদ বিন যিয়াদ এ হাদীস সর্ম্পকে বলেন ঃ কোন ব্যক্তির মরুভূমিতে নামায পড়ার সওয়াব তার জামায়াতে নামায পড়ার চেয়েও বেশী।

ব্যাখ্যা ঃ সম্ভবত মুরুভূমির কষ্টকর অবস্থার কথা বিবেচনা করেই এই বিধান দেয়া হয়েছে।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ خَاصَّةً فِىْ جَمَاعَةٍ وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ التَّأَخُّرِ عَنْهُمَا

এশা ও ফজরের জামায়াতের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান ও বিনা ওযরে তা বর্জনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٢٤٦- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَلَفْظُهُ : « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ كَرِوَايَةِ أَبِىْ دَاوُدَ، وَقَالَ :

www.nagorikpathagar.org

حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৪৬। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতে পড়লো সে যেন অর্ধেক রাতই নামায পড়ে কাটালো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতে পড়লো, সে যেন সারা রাতই নামাযে কাটালো। (মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٢٤٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِىْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلٰى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

وَفِىْ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ: «لَوْلاَ مَا فِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، وَأَمَرْتُ فِتْيَانِىْ يُحَرِّقُوْنَ مَافِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ ».

২৪৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেন ঃ মোনাফেকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন হলো এশা ও ফজরের নামায। তারা যদি জানতো এর সওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযের জামায়াতে হাজির হতো। আমার ইচ্ছা হয় যে, অন্য এক ব্যক্তিকে জামায়াতের ইমাম নিয়োগ করি। তারপর কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে কিছু জ্বালানী কাঠ সহকারে সেই সব লোকের বাড়ীতে যাই, যারা জামায়াতে হাজির হয় না এবং তাদের সহ তাদের বাড়ী জ্বালিয়ে দেই। (বোখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমাদের উদ্ধৃত এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের একটাতে আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ 'তাদের বাড়ীতে যদি নারী ও শিশু না থাকতো, তাহলে আমি এশার জামায়াত শুরু করে দিতাম এবং আমার যুবকদেরকে নির্দেশ দিতাম ঐ সব বাড়ীতে

www.nagorikpathagar.org

যা কিছু আছে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে।

٢٤٨- وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اُعْبُدِ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتٰى، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ؛ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ.

২৪৮। হযরত আবুদ্দারদা মরনাপন্ন অবস্থায় বলেন যে, আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর এবাদাত এমনভাবে কর, যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে জেনে রেখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। তুমি নিজেকে এরূপ মনে করে নাও, যেন তুমি মৃত বা তোমার মৃত্যু আসন্ন। অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া সম্পর্কে সাবধান থেক। কেননা তার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের জামায়াতে হাজির হতে পারে সে যেন অবশ্যই হাজির হয়, এমনকি হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। (তাবরানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْكِ حُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

বিনা ওযরে জামায়াতে নামায না পড়ার পরিণাম

٢٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ - قَالُوْا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ، أَوْ مَرَضٌ- لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِىْ صَلّٰى » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَابْنُ مَاجَه بِنَحْوِهِ.

www.nagorikpathagar.org

২৪৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনতে পায়, কিন্তু কোন ওযর ছাড়াই জামায়াতে উপস্থিত হয় না, তার একাকী পড়া নামায কবুল হয় না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ ওযর বলতে কী বুঝায়। রসূল (সা) বললেন ঃ কোন বিপদের আশংকা বা রোগ-ব্যাধি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মাইক ছাড়া যে আযান দেয়া হয় তা বুঝানো হয়েছে।

٢٥٠- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ، لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ وَزَادَ رَزِيْنٌ فِىْ جَامِعِهِ: وَإِنَّ ذِئْبَ الْإِنْسَانِ الشَّيْطَانُ إِذَا خَلَا بِهِ أَكَلَهُ.

২৫০। হযরত অবুদারদা (রা) বলেন আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি যে, কোন স্থানে যদি তিন ব্যক্তি থাকে এবং তারা জামায়াতে নামায না পড়ে, তাহলে তাদের ওপর শয়তান প্রবল হয়ে পড়ে। অতএব তোমরা জামায়াতবদ্ধ থাক। কেননা বাঘ শুধু পাল থেকে পিছিয়ে পড়া মেষকেই বধ করে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী,ইবনে খুযাইমা, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও রযযীন) রযযীন-এর সাথে এ কথাও যোগ করেছেন ঃ "মানুষের বাঘ হলো শয়তান। যখনই তাকে একা পায়, অমনি ধরে খায়।"

٢٥١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَنَا ضَرِيْرٌ شَاسِعُ الدَّارِ، وَلِى قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِىْ، فَهَلْ تَجِدُ لِىْ رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ؟ قَالَ : « أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ.

www.nagorikpathagar.org

قَالَ الْحَافِظُ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِيّ: رَوَيْنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوْا : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ، وَقَدْ رُوِيَ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمَنْ كَانَ يَرٰى أَنَّ حُضُوْرَ الْجَمَاعَاتِ فَرْضٌ عَطَاءٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُوْ ثَوْرٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: لَا أُرَخِّصُ لِمَنْ قَدَرَ عَلٰى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِيْ تَرْكِ إِتْيَانِهَا إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، انْتَهٰى.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ- بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيْثِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ-: وَفِيْ هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى أَنَّ حُضُوْرَ الْجَمَاعَةِ وَاجِبٌ، وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ نَدْبًا لَكَانَ أَوْلٰى مَنْ يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا أَهْلُ الضَّرُوْرَةِ وَالضَّعْفِ، وَمَنْ كَانَ فِيْ مِثْلِ حَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رِبَاحٍ يَقُوْلُ : لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ فِي الْحَضَرِ وَبِالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فِيْ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدِ فِيْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، انْتَهٰى.

৫১। হযরত আমর বিন উম্মে মাকতুম (রা) বলেন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হে আল্লাহর রসূল আমি একজন অন্ধ এবং আমার বাড়ী দূরে অবস্থিত। আর আমার এমন একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে, যে আমার উপযোগী নয়। এমতাবস্থায় আপনি কি আমার বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি আছে বলে মনে করেন? রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি

www.nagorikpathagar.org

তোমার জন্য অনুমতি দেখতে পাই না। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনু খুযায়মা ও হাকেম)

হাফেয আবু বকর আল-মুনযিরী বলেন ঃ একাধিক সাহাবী রসূল (সা)-এর নিকট থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আযান শোনা সত্ত্বেও বিনা ওযরে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকে, তার নামায হবে না। এ সব সাহাবীর মধ্যে ইবনে মাসউদ ও আবু মুসা আশয়ারীও অন্যতম।

যে ক'জন খ্যাতনামা ইমাম জামায়াতে নামায পড়াকে ফরয মনে করেন তারা হচ্ছেন আতা, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু সাওর। ইমাম শায়েফী বলেন ঃ যে ব্যক্তি জামায়াতে নামায আদায় করতে সক্ষম তাকে আমি বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করার অনুমতি দিতে পারি না।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের হাদীস উল্লেখ করে ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জামায়াতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। যদি মুস্তাহাব হতো, তাহলে অন্তত যাদের ওযর আছে, যারা দুর্বল এবং যাদের অবস্থা ইবনে উম্মে মাকতুমের মত, তারা অনায়াসেই জামায়াত ত্যাগ করার অনুমতি পেত। আতা ইবনে আবি রাবাহ বলেন ঃ শহর বা বন্দর যেখানেই হোক, আল্লাহর কোন বান্দার পক্ষে আযান শোনার পর জামায়াতে নামায না পড়ার অবকাশ নেই। ইমাম আওযায়ী বলেন ঃ জুমুয়া ও জামায়াত ত্যাগ করার ব্যাপারে পিতারও আনুগত্য করা যাবে না।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِى الْبُيُوْتِ

নফল নামায বাড়ীতে পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٥٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «اِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

২৫২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কিছু নামায তোমাদের বাড়ীতে পড়। বাড়ীকে কবরে পরিণত করো না। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٢٥٣- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ» رَوَاهُ النَّسَائِىُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

২৫৩। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ 'হে মানব মণ্ডলী, তোমরা ফরয নামায ব্যতীত আর সব নামায তোমাদের বাড়ীতে পড়। কেননা বাড়ীতে পড়া নামাযই শ্রেষ্ঠ। (নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٥٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، (فَأَمَّا) اَلْكَفَّارَاتُ: فَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِى السَّبَرَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدُ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَخَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ. وَالْبَيْهَقِىُّ، وَغَيْرُهُمَا.

২৫৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দেয়, তিনটি জিনিস মর্যাদা বাড়ায়, তিনটি জিনিস

www.nagorikpathagar.org

মুক্তির সহায়ক এবং তিনটি জিনিস সর্বনাশ ডেকে আনে। যে তিনটে জিনিস গুনাহ্ মাফের নিশ্চয়তা দেয় তা হলো ঃ প্রচণ্ড শীতে নিখুঁতভাবে ওযূ করা, এবং এক নামায পড়ার পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা, (অর্থাৎ যাবতীয় ব্যস্ততার ভেতর দিয়েও নামাযের ওয়াক্ত কখন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা -অনুবাদক) এবং জামায়াতে গমন করা। যে তিনটি জিনিস মর্যাদা বাড়ায় তাহলো ঃ মানুষকে আহার করানো, ব্যাপক ভাবে ছালামের প্রচলন করা এবং রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে থকে তখন নামায পড়া। যে তিনটি জিনিস মুক্তির সহায়ক তা হচ্ছে ঃ রাগ ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় ন্যায়বিচার করা, দারিদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় মধ্যম ধরনের জীবন যাপন এবং গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। আর যে তিনটি জিনিস সর্বনাশ ডেকে আনে তা হলো ঃ কৃপণতার নীতি অনুসরণ করা, প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী অনুসারে চলা এবং অহংকার করা। (বাযযার ও বাইহাকী)

বিদ্র ঃ দ্রঃ প্রচণ্ড শীতে ওযূ করলে যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে , তবে তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে। কিন্তু এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, ওযূ করা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য কাফফারা স্বরূপ।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

ফযর ও আছর নামায সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ

٢٥٥- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا- يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে নামায পড়ে (অর্থাৎ ফজর ও আছর-গ্রন্থকার) এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ جُلُوْسِ الْمَرْءِ فِىْ مُصَلَّاهُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

ফজর ও আছরের পর নফল এবাদাতের মর্যাদা

٢٥٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

২৫৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জামায়াতে ফজরের নামায পড়ে তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে, অতঃপর দু' রাকায়াত নামায পড়ে, সে একটা হজ্জ ও একটা ওমরা সওয়াব পায়। এরপর রসূল (সা) তিনবার বলেন ঃ "পূর্ণাঙ্গ হজ্জ ও ওমরা।" (তিরমিযী)

٢٥٧-وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِأَنْ أَقْعُدَ أَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى، وَأُكَبِّرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِّحُهُ، وَأُهَلِّلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رَقَبَاتٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ» .رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

২৫৭। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (স) বলেছেন ঃ ফযরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থেকে আল্লাহর যিকির করা। আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া আমার নিকট হযরত ইসমাঈলের বংশধরের

www.nagorikpathagar.org

মধ্য থেকে চারজন ক্রীতদাসকে স্বাধীন করার চেয়েও প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের নামাযের পরে মাগরিব পর্যন্ত বসে থেকে একইভাবে যিকির করা হযরত ইসমাঈলের বংশধরের মধ্য থেকে চারজন ক্রীতদাসকে স্বাধীন করার চেয়েও প্রিয়। (আহমাদ)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ أَذْكَارٍ يَقُوْ لُهَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ

ফযর, আছর ও মাগরিবের নামাযের পর যে সকল দোয়া পড়া উচিত

٢٥٨- عَنْ أَبِىْ ذَرّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِىْ دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرُ مَرَّاتٍ؛ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ فِىْ حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ، وَحُرِسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَغِ لَذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَزَادَ فِيْهِ: «بِيَدِهِ الْخَيْرُ» وَزَادَ فِيْهِ أَيْضًا : «وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

رَوَاهُ النَّسَائِىُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ، وَزَادَفِيْهِ: «وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أُعْطِىَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِىْ لَيْلَتِهِ».

www.nagorikpathagar.org

২৫৮। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফযরের নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার আগে পা গুটিয়ে বসে থেকে এই দোয়াটা দশবার পড়বে, তার জন্য আল্লাহ্ দশটা সৎকাজ লিখবেন, তার দশটা গুনাহ মাফ করে দেবেন, তার জন্য দশ ধাপ মর্যাদা বাড়াবেন, ঐ দিন তাকে সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা হবে, শয়তান থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে এবং আল্লাহর সাথে শিরক করা ব্যতীত ঐ দিন তাকে আর কোন গুনাহ্ করতে দেয়ওয়া হবে না। দোয়াটা হলো ঃ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর"। (তিরমিযী ও নাসায়ী) নাসায়ীতে 'বিয়াদিহিল খায়রু' কথাটাও যোগ করা হয়েছে। নাসায়ীতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রতিবার পড়ার জন্য একটা করে মুসলমান ক্রীতদাস স্বাধীন করার সওয়াব পাবে।

নাসায়ীতে হযরত মুয়ায থেকে বর্ণিত একই হাদীসে বলা হয়েছে যে, এই দোয়াটা আছরের পর পড়লেও সে একই সমান সওয়াব পাবে। নাসায়ী ও তিরমিযীর অপর রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, দশটা কবীরা গুনাহ মাফ ও দশটা বেহেশত নিশ্চিতকারী সৎকাজ লেখা হবে।

দোয়ার বঙ্গানুবাদ ঃ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই; তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব কেবল তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি বাঁচান এবং তিনিই মারেন। তিনি সর্বশক্তিমান।"

٢٥٩- وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ جِوَارًا مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِمِ ابْنِ الْحَارِثِ.

www.nagorikpathagar.org

২৫৯। হযরত হারেস বিন মুসলিম তামীমী থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ফজরের নামায পড়ার পর কারো সাথে কথাবলার আগে সাতবার পড় ঃ আল্লাহুমা আজিরনী মিনান্ নার।' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, আমাকে দোজখ থেকে তুমি রেহাই দাও।' ঐ দিন মারা গেলে আল্লাহ তোমার জন্য দোজখ থেকে মুক্তি লিখে দেবেন। আর মাগরিবের নামাযের পরও এই দোয়া সাতবার পড়। তুমি এই রাতে মারা গেলে আল্লাহ তোমার জন্য দোজখ থেকে মুক্তি লিখে দেবেন। (নাসায়ী, আবু দাউদ)

٢٦٠- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

২৬০। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আছরের নামায ত্যাগ করলো, তাঁর যাবতীয় সৎকাজ বাতিল হয়ে যাবে। (আহমাদ)

٢٦١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَزَادَ فِىْ آخِرِهِ « قَالَ مَالِكٌ: تَفْسِيْرُهُ ذِهَابُ الْوَقْتِ».

২৬১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আছরের নামায ছুটে গেল তার যেন সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) ইমাম মালেক বলেন ঃ ছুটে যাওয়ার অর্থ নামাযের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে অনিচ্ছাকৃতভাবে ওয়াক্ত চলে যাওয়াকেও মারাত্মক ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে সে এত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, যা সমস্ত দুনিয়াবী সহায়-সম্পদ ধ্বংস হওয়ার সমান মনে হবে। যেহেতু অসাবধানতা ও উদাসীনতার কারণেই সাধারণতঃ নামাযের সময় পার হয়ে থাকে, তাই তার এই ভয়ংকর পরিণতি দেখানো হয়েছে। সত্যিকার কোন ওযরবশতঃ নামায কাযা হলে সে ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْإِمَامَةِ مَعَ الْإِتْمَامِ وَالْإِحْسَانِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا

ইমামতির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ ও সুষ্ঠুভাবে পালন না করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٢٦٢- عَنْ أَبِى عَلِى الْمِصْرِىِّ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَضَرَتْنَا الصَّلَاةُ فَأَرَدْنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا، فَقَالَ: إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا، فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَلَهُمُ التَّمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ فَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَلَفْظُهُمَا: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».

২৬২। হযরত আবু আলী মিসরী বলেন ঃ আমরা হযরত উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা)-এর সাথে সফরে গিয়েছিলাম। সফরে নামাযের সময় হলে আমরা হযরত উকবাকে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন ঃ রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কোন জামায়াতের ইমামতি করে, সে যদি নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, তবে সে নিজে এবং জামায়াতের লোকেরাও পূর্ণ সওয়াব পাবে। নচেৎ জামায়াতের লোকেরা পূর্ণ সওয়াব পাবে, কিন্তু ইমাম গুনাহগার হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

٢٦٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُوْلٌ لِمَا ضَمِنَ، وَإِنْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ

www.nagorikpathagar.org

الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَاكَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ مَعَارِكَ بْنِ عَبَّادٍ. —

২৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রসূল, (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জামায়াতের ইমামতি করে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সে যেন জেনে রাখে যে, সে যে দায়িত্ব নিয়েছে, তর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সে যদি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তাহলে তার পেছনে যতলোক নামায পড়েছে, তাদের সকলের সওয়াবের সমান সওয়াব পাবে। অথচ তাদের সওয়াব কিছুমাত্র কমবে না। আর যদি তার দায়িত্ব পালনে কোন ক্রটি হয়, তাহলে তার জন্য নিজেই দায়ী হবে। (তাবরানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الْقَوْمِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

জনগণ অপছন্দ করা সত্ত্বেও ইমামতি করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ : «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلَاةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ يَأْتِي الصَّلَاةَ دِبَارًا، وَالدِّبَارُ : أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوْتَهُ، وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيْقِيِّ.

২৬৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না। যে ব্যক্তি জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর নামায পড়তে আসে এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করে। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও ইমামতি করার বিষয়টা বর্তমানকালের পটভূমিতে বুঝা একটু কঠিন। কেননা আজকাল জনগণের চাঁদা দিয়েই মসজিদের

www.nagorikpathagar.org

ইমাম ও মুয়াযযিনের বেতন দেয়া হয়। তাই জনগণের অমতে ইমাম রাখা সহজ নয়। তবে সরকারী বা কোন ধণাঢ্য ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে যে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ হয়, সে মসজিদের ইমামতিতে অনেক সময় জনগণের অপছন্দনীয় ও বিরাগভাজন ব্যক্তি নিযুক্ত হতে দেখা যায়। দেশে ইসলাম-বিরোধী ও স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেই সরকারের তল্পীবাহকদের মসজিদ দখলের ষড়যন্ত্রের কারণেও জনধিকৃত ইমাম মসজিদে নিযুক্ত হয়ে থাকে। ইমামতির জন্য প্রয়োজনীয় খোদাভীরুতার মানে উত্তীর্ণ নয় বা পর্যাপ্ত যোগ্যতার অধিকারী নয়, এমন লোকই সাধারণত জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে থাকে। সর্বাবস্থায় জনগণের অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মসজিদের মুসল্লীদের অধিকাংশের মতামত নিয়েই ইমাম নিযুক্ত হওয়া উচিত। আর এটা করার জন্য মসজিদের নির্বাচিত কমিটি থাকা ভালো । উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে শুধু ইমামতের কথা বলা হয়েছে, নামাযের উল্লেখ নেই। ইমামতের অর্থ নেতৃত্ব। তাই সাধারণভাবে এটাকে সমাজ বা রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অর্থেও গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ জনগণের নেতৃত্ব করার জন্যও জনসমর্থন অত্যাবশ্যক।

নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার' অর্থ অবহেলা-উদাসীনতা অলসতাবশত ঃ অতিবাহিত হওয়া। অসুস্থতা, ঘুম বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে এরূপ ঘটলে ক্ষতি নেই।

'স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করার অর্থ তার মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার - যথা বাক স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা ইত্যাদি বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে নেয়া। যার ফলে সে ইসলামের অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করত অক্ষম হয়ে পড়ে।

٢٦٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِه،

২৬৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার এক বিঘতের বেশী ওপরে ওঠে না ঃ যে ব্যক্তি জনগণের সমর্থন ছাড়াই তাদের ইমামতি করে, স্বামী অসন্তুষ্ট এরূপ অবস্থায় যে স্ত্রী রাত অতিবাহিত করে এবং যে দুই ভাই পরস্পর কোন্দলে লিপ্ত থাকে। (ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বন)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَمَا جَاءَ فِىْ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ، وَالتَّرَاصِ فِيْهَا

وَفَضْلِ مَيَامِنِهَا، وَمَنْ صَلَّى فِى الصَّفِ الْمُؤَخَّرِ مُخَافَةَ إِيْذَاءِ غَيْرِهِ لَوْ تَقَدَّمَ

প্রথম কাতারে নামায পড়া, কাতার সোজা করা ও কাতার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

٢٦٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُوْا» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَفِىْ رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ «لَوْ، تَعْلَمُوْنَ مَا فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً»

২৬৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে নামায পড়ার মর্যাদা কথা যদি লোকেরা জানতো এবং তা লাভ করা যদি লটারি ছাড়া সম্ভব না হতো, তাহলে অবশ্যই এ জন্য লটারি করতো। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَ التِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَرُوِىَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعُمَرُ

www.nagorikpathagar.org

بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُوْ سَعِيْدٍ، وَأَبُوْ أُمَامَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، وَغَيْرُهُمْ.

২৬৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে প্রথম কাতার শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কাতার নিকৃষ্ট। আর মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে শেষের কাতার শ্রেষ্ঠ ও প্রথম কাতার নিকৃষ্ট। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

বিঃ দ্রঃ পুরষদের সাথে মহিলাদের একই মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি থাকলেও উভয়ের কাতার আলাদা আলাদা ও উভয়ের কাতারের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদেও পর্দার কড়াকড়ি শিথিল করা হয়নি।

٢٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ ا لصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمْ.

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «رُصُّوا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ.

২৬৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কাতার গুলোকে সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা নামাজের পূর্ণতারই নামান্তর। (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ)

আবু দাউদের অপর রেওয়ায়েতে আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কাতার গুলোকে সীসাঢালা প্রাচীরের মত কর, পরস্পরে ঘন হয়ে কাঁধে কাঁধ মিশে দাঁড়াও। আল্লাহর কসম, আমি দেখতে পাচ্ছি শয়তান কাতারের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এমনভাবে

www.nagorikpathagar.org

ঢুকে যায় যেমন ভেড়ার বাচ্চাদের কাতারের ভেতর দিয়ে ঢোকা যায়। (নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হাব্বানও হুবহু এ রকমই হাদীসবর্ণনা করেছেন।

٢٦٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا»؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

২৬৯। হযরত জাবের বিন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ফেরেশতারা যেভাবে আল্লাহর সামনে কাতারবদ্ধ হয়, তোমরা সেভাবে কাতারবদ্ধ হতে পার না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, ফেরেশতারা কিভাবে আল্লাহর সামনে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বললেন ঃ তারা সামনের কাতার পূর্ণ করে এবং প্রত্যেক কাতারে পরস্পরের গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়ায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٢٧٠- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِىَ أَحَدًا أَضْعَفَ اللّٰهُ لَهُ أَجْرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ.

২৭০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু এই ভয়ে প্রথম কাতার ত্যাগ করে যে, প্রথম কাতারে যাওয়া কারো কষ্টের কারণ হবে আল্লাহ তাকে প্রথম কাতারের দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। (তাবরানী)

অর্থাৎ ভিড় ঠেলে সমানে গেলে অন্য মুসল্লীদের কষ্ট হবে এই আশায় সামনে না গিয়ে কেউ যদি পেছনেই দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। কেনা প্রথম কাতারে নামায পড়ার অকাঙ্ক্ষা বা নিয়ত থাকার কারণে সে প্রথম কাতারের সওয়াব তো পাচ্ছেই, উপরন্তু অন্যের কষ্ট দূর করার নিয়ত থাকায় সে আরো একগুণ সওয়াব পাবে।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى التَّأْمِيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَفِى الدُّعَاءِ وَمَايَقُوْلُهُ فِى الاِعْتِدَالِ وَالاِسْتِفْتَاحِ

ইমামের পেছনে ও দোয়ায় আমীন বলা ও অন্যান্য দোয়া

٢٧١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ: « إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه وَالنَّسَائِىِّ: إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوْا »، اَلْحَدِيْثَ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ : «وَإِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ كَلَامُهُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لِمَنْ فِى الْمَسْجِدِ».

« آمِيْنَ » تُمَدُّ وَتُقْصَرُ، وَتَشْدِيْدُ الْمَمْدُوْدِ لُغَيَّةٌ، قِيْلَ : هُوَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَقِيْلَ : مَعْنَاهَا اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ، أَوْكَذٰلِكَ فَافْعَلْ، أَوْكَذٰلِكَ فَلْيَكُنْ.

২৭১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ ইমাম যখন গয়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালায্ যাল্লীন (সূরা ফাতেহার শেষ

www.nagorikpathagar.org

আয়াত) পড়বে, তখন তোমরা বলবে 'আমীন'; কেননা যার এই আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সথে মিলিত হবে, তার অতীতের সমস্ত গুণাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)

বুখারীর আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ যখন আমীন বলে এবং আকাশের ফেরেশতারাও আমীন বলে এবং দু'পক্ষের কথা একই সাথে উচ্চারিত হয়, তখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

ইবনে মাজাহ ও নাসায়ীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ পাঠক যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল।

নাসায়ীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ ইমাম যখন 'গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালায্ যাল্লীন' বলে তখন তোমরা বল আমীন। যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলিত হবে, তার সাথে সমগ্র মসজিদের সকল লোকের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

'আমীন' শব্দটা দু'ভাবে উচ্চারিত হয় এবং দুটোই শুদ্ধ ঃ আলিফ দীর্ঘ আলিফ হ্রস্ব। অর্থাৎ আমীন এবং আমীন। কারো কারো মতে, আমীন আল্লাহর অন্যতম নাম। আবার কারো কারো মতে, আমীন অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ কবুল কর, এরূপ কর বা এরূপ হওয়া উচিত।

٢٧٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ، صَحِيْحٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَأَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْيَهُوْدُ فَقَالَ:«إِنَّهُمْ لَمْ يَحْسُدُوْنَا عَلٰى شَيْءٍ كَمَا حَسَدُوْنَا عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَا، وَضَلُّوْا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَا، وَضَلُّوْا عَنْهَا، وَعَلٰى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِيْنَ» وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَلَفْظُهُ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَئِمُوْا دِيْنَهُمْ، وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى أَفْضَلِ مِنْ ثَلَاثٍ:

www.nagorikpathagar.org

رَدِّ السَّلَامِ، وَإِقَامَةِ الصُّفُوْفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ فِى الْمَكْتُوْبَةِ آمِيْنَ ».

১৭২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছন ঃ ইহুদীরা সালাম দেয়া ও আমীন বলার রীতির কারণে মুসলমানদেরকে যতটা হিংসা করে, ততটা আর কোন কারণে নয়। (ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা ও আহমাদ)

মুসনাদে আহমাদের ভাষা নিম্নরূপ ঃ রসূল (সা) এর সামনে ইহুদীদের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন ঃ যে জুমুয়ার প্রতি আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন ইহুদীরা তা থেকে বিপথগামী হয়েছে, যে কেবলার প্রতি আল্লাহ অমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, ইহুদীরা তা থেকে বিপথগামী হয়েছে। এই জুমুয়া, কেবলা ও ইমামের পেছনে আমীন বলা নিয়ে ইহুদীরা আমাদেরকে যত হিংসা করে, তত আর কোন জিনিস নিয়ে করে না। তাবরানীর হাদীসে ইহুদীদের হিংসার কারণ বলা হয়েছে তিনটি ঃ ছালাম দেয়া-নেয়া, কাতারবদ্ধ হয়ে নামায পড়া এবং ফরয নামাযে ইমামের পেছনে আমীন বলা।

٢٧٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ: « عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ » قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৭৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বলেছেন ঃ আমরা একবার রসূল (সা)-এর সাথে জামায়াতে নামায পড়ছিলাম। সহসা একজন বললো ঃ "আল্লাহু আকবার কাবীরান, ওয়াল হামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরান, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আছীলান।" নামায শেষে রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দোয়াটা কে পড়ছিল? একজন বললো, হে রসূল আমি। তিনি বললেন ঃ এই দোয়াটা

www.nagorikpathagar.org

আমাকে বিস্মিত করেছে। আকাশের দরজাগুলো এর জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে উমার বলেন ঃ রসূল (সা)-এর মুখ থেকে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো এই দোয়া পড়া ত্যাগ করিনি। (মুসলিম)

٢٧٤- وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِهِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ؟ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

২৭৪। হযরত রিফায়া বিনা রাফে আযযারকী (রা) বলেন ঃ আমরা রসূল (সা) এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বললেন, তখন পেছনের একজন বললো ঃ 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাছীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফিহি'। নামায শেষে রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দোয়াটা কে পড়লো ? ঐ লোকটি বললো ঃ আমি। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি ৩০ জনেরও বেশী ফেরেশতাকে প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম যে, কে আগে এটা লিখতে পারে।' (মালেক, বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

٢٧٥- وَعَنْ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

২৭৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইমাম যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলবে, তখন তোমরা বলবে ,‘আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু। ‘যে ব্যক্তির এই কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তার অতীতের সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ رَفْعِ الْمَأْمُوْمِ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

রুকু ও সিজদায় ইমামের আগে মাথা ওঠানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٢٧٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشٰى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوْعٍ أَوْ سُجُوْدٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْيَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِه مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَفْظُهُ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ».

قَالَ الْخَطَّابِىُّ: إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ ؛ فَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، وَأَمَّا عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُمْ قَالُوْا: قَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تُجْزِئُهُ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَأْمُرُوْنَ بِأَنْ يَعُوْدَ إِلَى السُّجُوْدِ، وَيَمْكُثُ فِىْ سُجُوْدِهِ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِقَدْرِ مَا كَانَ تَرَكَ، اِنْتَهٰى.

www.nagorikpathagar.org

২৭৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন রুকু বা সিজদা থেকে ইমামের আগে মাথা উঠায়, তখন তার কি ভয় হয় না যে আল্লাহ তার মাথাকে 'গাধার মাথা বা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতি বানিয়ে দিতে পারেন ? (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

তাবরানী ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় 'গাধার মাথার পরিবর্তে কুকুরের মাথা' বলা হয়েছে।

ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে রুকু ও সিজদা থেকে মাথা ওঠায়, তার নামায সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে উমার (রা) বলেছেন তার নামায হবে না। কিন্তু অধিকাংশ আলেমদের মত এই যে, কাজটা অন্যায়, তবে তার নামায শুদ্ধ হবে। তাদের অধিকাংশের মত হল ইমামের মাথা তোলার পর তার পুনরায় সিজদায় গিয়ে যতক্ষণ আগে সে মাথা তুলেছে ততক্ষণ থাকা উচিত।

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ عَدْمِ إِتْمَامِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَإِقَامَةِ ا لصُّلْبِ بَيْنَهُمَا، وَمَاجَاءَ فِى الْخُشُوْعِ

রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে না করা ও উভয়ের ভেতরে ও মাঝে পিঠ সোজা না করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

২৭৭– عَنْ أَبِى مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِيْهِمَا.

২৭৭। হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা না করা পর্যন্ত তার নামায শুদ্ধ হবে না। (আহমাদ, আবু দাউদ , তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হাব্বান, তাবরানী, ও বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

٢٧٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلٰى عَبْدٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبُهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

২৭৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদার মাঝখানে পিঠ সোজা করে দাড়ায় না, তার দিকে আল্লাহ্ তাকান না। (আহমাদ) এ হাদীসের অর্থ এই যে, এ ধরনের নামায আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

٢٧٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ فِى الثَّانِيَةِ، أَوْفِى الَّتِى تَلِيْهَا : عَلِّمْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ: « ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىْ قَائِمًا، يَعْنِىْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ:

www.nagorikpathagar.org

فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِى، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

وَفِى رِوَايَةٍ لِأَبِى دَاوُدَ: « فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ ».

২৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন যে, রসূল (সা) মসজিদে নববীতে এক পাশে বসেছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবশে করলো ও নামায পড়লো। অতঃপর এসে রসূল (সা) কে সালাম করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার ওপরও সালাম বর্ষিত হোক। তুমি ফিরে যাও ও নামায পড়; কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি গিয়ে আবার নামায পড়লো এবং এসে সালাম করলো। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমার ওপর সালাম। তুমি ফিরে যাও ও নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। সে আবার নামায পড়ে এসে সালাম করলো। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার ওপরও সালাম, তুমি ফিরে যাও ও নামায পড়; কেননা তুমি নামাজ পড়নি। লোকটি বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাকে শিখিয়ে দিন। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছে কর। তখন পরিপূর্ণভাবে ওযূ কর। তারপর কেবলামুখী হও, আল্লাহু আকবার বল, কোরআন থেকে যতটুকু পার পাঠ কর। অতঃপর রুকু দাও এবং রুকুতে গিয়ে স্থির হয়ে যাও। তারপর মাথা ওঠাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সেজদা দাও এবং স্থির হয়ে সিজদায় থাক। তারপর উঠে বস এবং শান্ত হয়ে বস। এভাবে তোমার পুরো নামায পড়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ও ইবনে মাজাহ) আবু দাউদের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রসূল (সা) বললেন ঃ এভাবে নামায পড়লে তোমার নামায পূর্ণ হবে। নচেৎ নামায অসম্পূর্ণ থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مَنْ رَفَعَ الْبَصَرُ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ

নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٢٨٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَابَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِىْ صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

২৮০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায় তাদের কী হয়েছে ? অতঃপর রসূল (সা) বললেন, তাদের এটা বন্ধ করতেই হবে, নচেৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُذْكَرُ

নামাযের সময় এদিক-ওদিক তাকানোর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

٢٨١- عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ يَحْيٰى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَأَنْ يُبْطِئَ بِهَا، قَالَ عِيْسٰى: إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لَتَعْمَلَ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيٰى: أَخْشٰى إِنْ سَبَقْتَنِىْ بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِىْ، أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ

www.nagorikpathagar.org

بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَامْتَلأَ وَقَعَدُوْا عَلى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوْا بِهِنَّ، أَوْلاَ هُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ، وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرٰى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهٖ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هٰذِهٖ دَارِيْ وَهٰذَا عَمَلِيْ، فَاعْمَلْ، وَأَدِّ إِلَيَّ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ، وَيُؤَدِّيْ إِلٰى غَيْرِ سَيِّدِهٖ، فَأَيُّكُمْ يَرْضٰى أَنْ يَكُوْنَ عَبْدُهٗ كَذٰلِكَ؟ وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوْا، فَإِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجْهَهٗ لِوَجْهِ عَبْدِهٖ فِيْ صَلاَتِهٖ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِيْ عِصَابَةٍ مَعَهٗ صُرَّةٌ فِيْهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهٗ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوْا يَدَهٗ إِلٰى عُنُقِهٖ، وَقَدَّمُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهٗ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيْ نَفْسِيْ مِنْكُمْ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ، فَفَدٰى نَفْسَهٗ مِنْهُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللّٰهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِيْ إِثْرِهٖ سِرَاعًا؛ حَتّٰى إِذَا أَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِيْنٍ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهٗ مِنْهُمْ، كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهٗ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللّٰهِ.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللّٰهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ؛ فَإِنَّهٗ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

www.nagorikpathagar.org

الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ ادَّعٰى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَإِنْ صَلّٰى وَصَامَ؟ فَقَالَ: وَإِنْ صَلّٰى وَصَامَ، فَادْعُوا اللّٰهَ الَّذِىْ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَالنَّسَائِىُّ بِبَعْضِهِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ.

২৮১। হযরত হারেস আল্-আশায়ারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহতায়ালা হযরত যাকারিয়ার ছেলে হযরত ইয়াহিয়া (আ) কে পাচঁটি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, এ পাঁচটি নির্দেশ নিজেও কার্যকর কর এবং বনী ইসরাঈলকেও কার্যকরী করার নির্দেশ দাও। হযরত ইয়াহ্ইয়া যখন বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিতে বিলম্ব করলেন, তখন হযরত ঈসা (আ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে পাঁচটি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, এগুলো নিজেও কার্যকর এবং বনী ইসরাইলকেও কার্যকরী করতে নির্দেশ দাও। এখন হয় তুমি বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দাও নচেৎ আমি তাদেরকে নির্দেশ দেই। হযরত ইয়াহিয়া বললেন ঃ আপনি যদি আগে নির্দেশ দেন তাহলে আমার আশংকা হয় যে, আল্লাহ্ আমাকে হয় মাটিতে জ্যান্ত পুতে ফেলবেন, অথবা অন্য কোন শাস্তি দেবেন।

অতঃপর তিনি জনগণকে বাইতুল মাকদাসে সমবেত করলেন। সমগ্র বাইতুল মাকদাস লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল এবং অনেকে উঁচু স্থানগুলোতে বসলো। তারপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বললেনঃ আল্লাহ্ আমাকে পাঁচটি কাজ নিজে করতে ও তোমাদেরকে তা করার আদেশ দিতে বলেছেন। প্রথমটা এই যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। জেনে রেখ, আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি অন্য কাউকে শরীক করে সে ঐ ব্যক্তির মত, যে নিজের একক সম্পদ থেকে সোনা বা রূপার বিনিময়ে একটা গোলাম কিনলো। অতঃপর তাকে বললো এই হচ্ছে আমার বাড়ী এবং এখানে যা কিছু কাজ হবে তা আমারই কাজ। তুমি এখানে কাজ কর এবং কাজের ফলে যে সম্পদ উপার্জিত হবে তা আমাকে দিও। এরপর ঐ গোলামটা ওখানে কাজ করতে লাগলো কিন্তু কাজের ফলে যে সম্পদ উপার্জিত হয় তা তার মনিব ছাড়া অন্য একজনকে দিতে লাগলো। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার গোলাম এরূপ চরিত্রের অধিকারী হোক তা

www.nagorikpathagar.org

পছন্দ করবে? আর আল্লাহ তোমাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন এদিক-ওদিক তাকাবে না। কেননা বান্দা তার নামাযে যতক্ষণ এদিক-ওদিক না তাকায় ততক্ষণ আল্লাহ্ নিজের মুখকে বান্দার মুখের দিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে একটা কাফেলার মধ্যে থাকে এবং তার কাছে একটা ব্যাগে মেশক থাকে। ঐ মেশকের ঘ্রাণে সবাই আনন্দিত হয়। আর জেনে রাখ যে, রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদকা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রাখ, সদকা দানকারী ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শত্রুরা বন্দী করেছে এবং তাকে হত্যা করার জন্য তার হাতকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধেছে। তারপর তাকে হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে। এই সময়ে সে বললো যে, আমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। অতঃপর সে এভাবে নিজের প্রাণ বাঁচালো। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর যিকিরকারী ঐ ব্যক্তির মত, যাকে ধরার জন্য শত্রুরা ধাওয়া করছে। সে যখন একটা সুরক্ষিত দুর্গের কাছে এসে গেল , অমনি তার ভেতরে আশ্রয় নিয়ে তাদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। তদ্রূপ আল্লাহর বান্দা আল্লাহর যিকির ছাড়া নিজেকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে না।

রসূল (সাঃ) বললেনঃ আমিও তোমাদেরকে পাঁচটা কাজের আদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর আমাকে এ পাঁচটা কাজের আদেশ দিয়েছেন ঃ আদেশ শোনা, আদেশের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। জেহাদ (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য জানমাল ব্যয় করে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা) করা, (যেখানে জেহাদের ক্ষমতা নেই বা জেহাদের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই অথচ ইসলামী জীবন যাপন অসম্ভব সেখান থেকে) হিজরত করা (আর্থাৎ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করা) ও জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করা। যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেল, সে যেন নিজের গলা থেকে ইসলামের রজ্জু দূরে ছুঁড়ে ফেললো। তবে আবার যদি জামায়াতে ফিরে আসে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের বুলি আওড়াবে (অর্থাৎ মানব রচিত ধ্যান-ধারণা বা মতবাদ প্রচার করবে) সে অবশ্যই জাহান্নামবাসী। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে রসূল, যদি নামায-রোযা করে তবুও? রসূল (সাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, যদি নামায-রোযা করে তবুও। অতএব, তোমরা আল্লাহর বাণী প্রচার কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহর বান্দা নামে অভিহিত করেছেন। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যাঃ যে জামায়াতের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। নচেৎ কোন অনৈসলামিক রীতিনীতি ও আদর্শ যথা সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি ভিত্তিক দল বা সংগঠনে মুসলমানদের যোগদান করাই হারাম। অনুরূপভাবে এ ধরনের দলকে সমর্থন করাও হারাম।

٢٨٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :« سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِلْتَّلَفُّتِ فِى الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «اِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

২৮২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ আমি রসূল (সা) কে নামাযের সময় এদিক-ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জবাব দিলেনঃ এদিক-ওদিক তাকানো আত্মসাৎ করার শামিল। শয়তান এভাবে বান্দার নামাজের অংশবিশেষকে আত্মসাৎ করে। (বোখারী, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা)

٢٨٣- وَعَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَ يَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِى صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ اِنْصَرَفَ عَنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَصَحِحَهُ.

২৮৩। হযরত আবুল আহওয়ায হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ বান্দা যতক্ষণ নামাযে এদিক-ওদিক চাওয়া-চাওয়ি না করে ততক্ষণ আল্লাহ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। যখনই সে মুখ ঘোরায় অমনি আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٢٩٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ، وَنَهَانِىْ عَنْ ثَلاَثٍ: نَهَانِىْ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْيَعْلٰى،

২৮৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (সা) আমাকে তিনটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আমাকে মোরগের ঠোকরানোর মত ঠোকরাতে (অর্থাৎ ঘন ঘন রুকু-সিজদা করতে) কুকুরের মত বসতে এবং শেয়ালের মত এদিক-ওদিক তাকাতে নিষেধ করেছেন। (আহমাদ ও আবু ইয়ালা)

٢٨٥- وَرُوِىَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِى الصَّلاَةِ أَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلٰى مَنْ تَلْتَفِتُ؟ إِلٰى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّىْ؟ أَقْبِلْ إِلَىَّ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَجْهَهُ عَنْهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

২৮৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ বান্দা যখন সোজা হয়ে নামায পড়ে, তখন আল্লাহ তার দিকে মুখ করে বসে থাকেন। কিন্তু যখনই সে এদিক-ওদিক তাকায়, অমনি বলেন যে, হে আদম সন্তান, তুমি কার দিকে তাকাচ্ছ? আমার চেয়ে ভালো কেউ আছে নাকি যার দিকে তাকাচ্ছ? আমার দিকে তাকাও। অতঃপর যখন সে আবার এদিক-ওদিক তাকায় আল্লাহ আবার অনুরূপ বলেন। এরপর তৃতীয়বার এদিক ওদিক তাকালে আল্লাহ নিজের চেহারাও তার দিক থেকে ফিরিয়ে নেন। (বাযযায)

٢٨٦- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :« مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ

www.nagorikpathagar.org

الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَدَعَا رَبَّهُ إِلاَّ كَانَتْ دَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةً، مُعَجَّلَةً أَوْمُؤَخَّرَةً، إِيَّاكُمْ وَالاِلْتِفَاتُ فِى الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِلْمُلْتَفِتِ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ فِى التَّطَوُّعِ، فَلاَ تُغْلَبُوْا فِى الْفَرِيْضَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ قَامَ فِى الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ رَدَّاللّٰهُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ».

২৮৬। হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযূ করে, তারপর দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তার দোয়া আল্লাহর কাছে অবশ্যই গৃহীত হবে, ত্বরিতই হোক অথবা বিলম্বে হোক। সাবধান, তোমরা নামাযে এদিক ওদিক তাকিও না। এদিক-ওদিক যে তাকায় তার নামায হয় না। নফল নামাযে যদি তোমরা এদিক-ওদিক তাকানো থেকে বিরত থাকতে অক্ষম হও, তবে ফরয নামাযে অক্ষম হয়ো না। (তাবরানী)

আবুদদারদার অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযে এদিক-ওদিক তাকায় আল্লাহ তার নামায অগ্রাহ্য করেন।

٢٨٧- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَالْيُقْبِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، وَإِيَّاكُمْ وَالاِلْتِفَاتُ فِى الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُنَاجِىْ رَبَّهُ مَادَامَ فِى الصَّلاَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ.

২৮৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন নামাযের দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত। কেননা সে যতক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহর সাথে আলাপরত থাকে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٢٨٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِى أُمَيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّىْ يُصَلِّىْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّىْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِيْنِهِ، فَتُوُفِّىَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَكَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّىْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعُ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ تُوُفِّىَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَتِ الْفِتْنَةُ، فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

২৮৮। আবু উমাইয়ার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) এর যুগে লোকেরা যখন নামায পড়তো, তখন নামাযীর দৃষ্টি তার দু'পায়ের জায়গা ছাড়িয়ে যেত না, এরপর রসূল (সা) ইন্তেকাল করলেন। পরবর্তীকালে লোকেরা যখন নামায পড়তো, তখন তাদের দৃষ্টি তাদের সিজদার জায়গা অতিক্রম করতো না এরপর হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করলেন। পরবর্তীকালে যখন লোকেরা নামায পড়তো তখন তাদের দৃষ্টি কেবলা থেকে বিচ্যুত হতো না এরপর হযরত ওমর (রা) ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত উসমানের যুগ এল। এ সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং লোকেরা ডান দিকে ও বাম দিকে তাকাতে লাগলো। (ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ مَسَحِ الْحَصٰى وَغَيْرِهٖ فِىْ مَوْضِعِ السُّجُوْدِ وَالنَّفْخِ فِيْهِ لِغَيْرِ ضُرُوْرَةٍ

সিজদার জায়গা থেকে বিনা প্রয়োজনে পাথর ইত্যাদি সরানো ও সেখানে ফুঁক দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

٢٨٩–عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصٰى ؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

২৮৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন পাথর না সরায়, কেননা আল্লাহর রহমত তার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

٢٩٠– وَعَنْ مُعَيْقِيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَاتَمْسَحِ الْحَصٰى وَأَنْتَ تُصَلِّىْ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً [تَسْوِيَةُ الْحَصٰى] » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه.

২৯০। হযরত মুয়াইকী, (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি নামাযের ভেতরে পাথর সরিও না। একান্তই যদি সরাতে বাধ্য হও তবে একবার মাত্র সরিও। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

٢٩١– وَعَنْ أَبِىْ صَالِحٍ مَوْلٰى طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتٰى ذُوْقَرَابَتِهَا شَابٌّ ذُوْجُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّىْ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ نَفَخَ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى، اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.nagorikpathagar.org

كَانَ يَقُوْلُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ: «يَارَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

২৯১। হযরত তালহার (রা) স্বাধীনকৃত সাবেক গোলাম আবু সালেহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি একদিন হযরত উম্মে সালামার কাছে ছিলাম। হঠাৎ তার একজন যুবক আত্মীয় এল এবং নামায পড়তে লাগলো। সিজদায় যাওয়ার সময় সে সিজদার জায়গার ধুলোয় ফুঁক দিল। হযরত উম্মে সালামা (রা) তাকে বললেন ফুঁক দিও না। রসূল (সা) আমাদের এক হাবশী গোলামকে বলতেনঃ হে রাবাহ, তোমার মুখমণ্ডলে ধুলো লাগতে দাও। (ইবনে হাব্বান)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ وَضَعِ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِى الصَّلَاةِ

নামাযের ভেতরে কোমরে হাত রাখা থেকে সতর্কীকরণ

٢٩٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «نُهِىَ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَلَفْظُهُمَا: «أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» وَالنَّسَائِىُّ نَحْوَهُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَقَالَ: يَعْنِىْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

২৯২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) নামাযের ভেতরে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও আবু দাউদ

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدِى الْمُصَلِّىْ

নামাযের সামনে দিয়ে চলাচলের বিরুদ্ধে সর্তকবাণী

٢٩٣- عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ

www.nagorikpathagar.org

أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ أَبُوالنَّضْرِ: لاَ أَدْرِىْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْسَنَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

২৯৩। হযরত আবুল জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বিন আস্‌সাম্মাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের সামনে দিয়ে চলাচল করে. সে যদি জানতো যে, তার কত ক্ষতি হচ্ছে, তাহলে নামাযের সামনে দিয়ে চলাচলের ভয়ে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে সে উত্তম মনে করতো। আবুননযর বলেছেনঃ তিনি চল্লিশ বছর, না দিন না মাস বলেছেন, তা আমার মনে নেই। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٢٩٤- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَالَه فِىْ أَنْ يَمْشِىَ بَيْنَ يَدِى أَخِيْهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِىْ رَبَّهُ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِىْ ذٰلِكَ الْمُقَامُ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِى خَطَاهَا » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِبَّانٍ.

২৯৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কোন ভাই যখন আল্লাহর সাথে আলাপরত থাকে (অর্থাৎ নামাযে থাকে) তখন তার সামনে দিয়ে চলাচল করলে কত বড় গুনাহ হয়, তা যদি লোকেরা জানতো, তবে ঐ স্থানে একশো বছর দাঁড়িয়ে থাকাকেও সামনে কদম বাড়ানোর চেয়ে বেশী পছন্দ করতো। (ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

٢٩٥- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلٰى شَيْئٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ » فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ

www.nagorikpathagar.org

بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِى نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » وَفِى لَفْظٍ آخَرَ: « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهَا هُوَ شَيْطَانٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ نَحْوَهُ.

২৯৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন কাউকে সামনে দিয়ে চলাচল করতে দেয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে বাধা দেয়া উচিত। যদি সে বাধা মানতে না চায়, তবে তার সাথে যুদ্ধ করা উচিত। কেননা সে একটা শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়। (বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

اَلتَّرْهِيْبُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَعَمُّدًا وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا تَهَاوُنًا

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করা ও অলসতাবশতঃ সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٢٩٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ وَقَالَ: « بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ، وَلَفْظُهُ: « لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ » وَالتِّرْمِذِىُّ، وَلَفْظُهُ قَالَ: « بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ » وَابْنُ مَاجَه وَلَفْظُهُ قَالَ: « بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ »

www.nagorikpathagar.org

২৯৬। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ মানুষের মুমিন থাকা ও কাফের হওয়ার মধ্যে নামায ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন সীমারেখা নেই। (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ কিঞ্চিৎ শাব্দিক পার্থক্য সহকারে)

٢٩٧- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ خِصَالٍ، فَقَالَ: لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتُمْ أَوْحُرِّقْتُمْ، أَوْ صُلِّبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِيْنَ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَرْكَبُوْا الْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّهَا سَخَطُ اللّٰهِ، وَلَا تَشْرَبُوْا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا- اَلْحَدِيْثُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِىْ كِتَابِ الصَّلَاةِ بِإِسْنَادَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِمَا.

২৯৭। হযরত উবাদা ইবনুস্ সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার বন্ধু (রসূল (সা)) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমাকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করাও হয়, অথবা পুড়িয়ে মারা হয় অথবা শূলে চড়ানো হয় তবুও আল্লাহর সাথে শরীক করো না। স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ বিনা ওযরে) নামায ত্যাগ করো না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে, সে মুসলিম জাতি থেকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহর নাফরমানী করো না, কেননা এটা আল্লাহর ক্রোধের শামিল। আর মদ খেয়ো না, কেননা মদ হচ্ছে সকল পাপের উৎস (তাবরানী)

٢٩٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

২৯৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক আল উকাইলী (রা) বলেনঃ নামায ছাড়া আর কোন জিনিস ত্যাগ করাকে রসূলের (সাঃ) সাহাবীগণ কুফরি মনে করতেন না। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٢٩٩- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ، عَلِّمْنِى عَمَلًا إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ : « لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَإِنْ عُذِّبْتَ وَحُرِّقْتَ، أَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ » اَلْحَدِيْثُ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ فِى الْمُتَابَعَاتِ.

২৯৯। হযরত মুযায় বিন জাবাল (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূল (সা) এর কাছে এল এবং বললোঃ হে রসূল, আমাকে এমন কাজ শিখিয়ে দিন, যা করলে আমি বেহেশতে যেতে পারবো। তিনি বললেনঃ যদি তোমাকে নির্যাতন করা হয় এবং পুড়িয়ে মারা হয় তবু আল্লাহর সাথে শরীক করো না, তোমার পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না এমনকি তারা যদি তোমাকে তোমার ধনসম্পদ ও জমিজমা থেকে বহিষ্কার করে, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করো না কেননা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে আল্লাহ তার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। (তাবরানী)

٣٠٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ:« لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ، وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ. وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ، مَوْتٌ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلٰى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ،

وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ،

৩০০। হযরত মুয়ায (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাকে দশটা উপদেশ দিয়েছেনঃ তোমাকে হত্যা করা বা আগুনে পোড়ানো হলেও আল্লাহর সাথে শরীক করো না। তোমার পিতামার অবাধ্য হয়ো না, এমনকি তারা যদি তোমাকে তোমার পরিবার ও ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে চলে যেতে বলেন তবুও না। স্বেচ্ছায় কোন ফরয নামায ত্যাগ করো না, কেননা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করে, তার ওপর থেকে আল্লাহর দায়-দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। কোনক্রমেই মদ খেয়ো না, কেননা ওটা হচ্ছে যাবতীয় অশ্লীলতার উৎস। খবরদার আল্লাহর নাফরমানী করো না, কেননা নাফরমানীর কারণেই আল্লাহর গযব নেমে আসে। সাবধান, কখনো রণাঙ্গন থেকে পিছু হটে যেও না, এমনকি যদি ব্যাপকভাবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় তবুও। মানুষ যদি মরতে থাকে, তবে তুমি অবিচল থাক। তোমার সাধ্য অনুসারে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ কর। শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লাঠি তাদের ওপর থেকে কখনো সরিয়ে নিও না এবং তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাও। (আহমাদ, তাবরানী)

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন ফরয নামায ত্যাগ করে, তার ওপর থেকে আল্লাহর দায়-দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। এর অর্থ এই যে, সে দুনিয়ায় বা আখেরাতে আল্লাহর কোন রহমত আশা করতে পারে না। কোন বিপদে-আপদে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করবেন বা তার দোয়া কবুল করবেন এমন কোন নিশ্চয়তা তিনি দেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ বলেছেন ঃ পৃথিবীর কোন জীব এমন নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। কিন্তু এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, নামায ত্যাগকারীর জীবিকারও কোন নিশ্চয়তা দেন না। ইচ্ছে হলে দিতে পারেন, ইচ্ছে হলে নাও দিতে পারেন। যদিও সাধারণভাবে তিনি কাফেরদেরকেরও জীবিকা দিয়ে থাকেন।

শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লাঠি তাদের ওপর থেকে সরিয়ে নিও না এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পরিবারের সদস্যদেরকে ইসলামী জীবন পদ্ধতি পালনে বাধ্য করার জন্য পরিবার প্রধানকে প্রয়োজনে কঠোরতা প্রয়োগপূর্বক শাসনের স্থায়ী অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছেন।

সাধ্য অনুসারে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ কর-এ উক্তিতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, পার্শ্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি কিংবা নিজের চেয়ে ধনী লোকদের দেখাদেখি জীবন ধারণের ব্যয় এতটা বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় নয়, যতটা বাস্তবিক পক্ষে নিজের আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আর সকল হকদারের হক ও অত্যাবশ্যকীয় যাকাত সদকা প্রদান ও ইসলামী দায়দায়িত্ব পালনের পর নিজের ও নিজের পরিবারের যতটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করা সম্ভব, তা করতে কার্পণ্য করাও উচিত নয়।

www.nagorikpathagar.org

٣٠١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ، وَلاَ بُرْهَانٌ، وَلاَ نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৩০১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূল (সা) নামায প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেনঃ যে ব্যক্তি নামাযকে সংরক্ষণ করবে (অর্থাৎ নিয়মিত পড়বে)কিয়ামাতের দিন নামায তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির সনদে পরিণত হবে। আর যে নামাযকে সংরক্ষণ করবে না, তার কোন আলো থাকবে না, প্রমাণ থাকবে না এবং মুক্তির সনদ থাকবে না। কিয়ামাতের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। (আহমাদ, তাবরানী ও ইবনে হাব্বান)

শিক্ষাঃ এ হাদীস থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারীকে কিয়ামাতের দিন কাফেরদের মধ্যেই গণ্য করা হবে যদিও দুনিয়ার জীবনে সে মুসলমানদের সমাজে বসবাস করে এবং কাফের হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা নামায না পড়েও যদি কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, তবে তাকে দুনিয়ার জীবনে অমুসলিম বলে ঘোষণা করার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবে যদি কেউ নামায কে ফরয বলেই মনে না করে বা নামাযের বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত হয়, তবে তাকে দুনিয়ার জীবনেই কাফের বলে গণ্য করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই।

٣٠٢- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: (اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ) قَالَ: «هُمُ الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ

www.nagorikpathagar.org

الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا » رَوَاهُ الْبَزَّارُ بْنُ رِوَايَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، وَقَالَ: رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مَوْقُوْفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ.

৩০২। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলেনঃ আমি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সূরা মাউনের সেই নামাযীদের জন্য ভীষণ দুর্ভোগ, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন এই আয়াতে সাহূন (উদাসীন) কারা? তিনি বললেন, যারা নামাযকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করে। (বাযযায়)

٣٠٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: حَنَشٌ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ، ثِقَةٌ.

৩০৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন ওযর ব্যতীত দুই নামাযকে একত্রিত করে, সে একটা কবীরা গুনাহর কাজ করে। (হাকেম)

ব্যাখ্যাঃ দুই নামাযকে একত্রিত করা-দ্বারা প্রথম ওয়াক্ত কাযা করা বুঝায়।

٣٠٤- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّيْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ، فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ

www.nagorikpathagar.org

الْأُوْلٰى.

قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللّٰهِ ! مَا هٰذَا؟ قَالَا لِىْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ عَلٰى قَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِىْ أَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلٰى قَفَاهُ وَمَنْخَرَهُ إِلٰى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلٰى قَفَاهُ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ أَبُوْ رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ، قَالَ : ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِا لْجَانِبِ الْأَوَّلِ، قَالَ : فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى.

قَالَ : قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ، مَاهٰذَا؟ قَالَا لِىْ: اِنْطَلِقْ، اِنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى مِثْلِ التَّنُّوْرِ، قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ، فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ: مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَا لِىْ : اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّمِ، وَإِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلٰى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جَمَعَ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَايَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَفَاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا،

www.nagorikpathagar.org

قُلْتُ لَهُمَا : مَا هٰذَانِ؟ قَالَا لِىْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمِرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا ؟ قَالَ: قَالَا لِىْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا أَكَادُ أَرٰى رَأْسَهُ طَوْلًا فِى السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ : مَا هٰذَا؟ مَاهٰؤُلَاءِ؟ قَالَا لِىْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلٰى دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَ: قَالَا لِىْ : اَرْقَ فِيْهَا فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا إِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ، مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَاأَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَاأَنْتَ رَاءٍ، قَالَ : قَالَا لَهُمْ : اِذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِىْ ذٰلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِىْ كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِى الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءِ عَنْهُمْ، فَصَارُوْا فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِىْ: هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهٰذَا مَنْزِلُكَ . قَالَ، فَسَمَا بَصَرِىْ صَعِدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ : قَالَ لِىْ : هٰذَا مَنْزِلُكَ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا فَذَرَانِىْ فَأَدْخُلَهُ؟ قَالَا : أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ

قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّى رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ: عَجَبًا، فَمَا هٰذَا الَّذِى رَأَيْتُ؟ قَالَ : قَالَا لِى: إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلَ الْأَوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلٰى قَفَاهُ وَمِنْخَرُهُ إِلٰى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلٰى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهٖ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْأَفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِى، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمِرْآةِ الَّذِى عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِى فِى الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ »، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَذَكَرْتُهُ هُنَا بِتَمَامِهٖ لِأَحِيْلَ عَلَيْهِ فِيْمَا يَأْتِى إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৩০৪। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন রসূল (সা) প্রায়ই তার সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করতেন যে, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছে? কেউ দেখে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছে অনুসারে সে তা শুনাতো। একদিন সকালে রসূল (সা)

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে বললেনঃ গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে তাদের অনুসরণ করতে বললো। তারা আমাকে বললো, চলুন। আমি তাদের সাথে চললাম। এক সময় আমরা একজন শায়িত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হলাম। দেখলাম অন্য এক ব্যক্তি একখানা মস্তবড় পাথর হাতে নিয়ে তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ঐ পাথর দিয়ে তার মাথার উপর আঘাত করছে, এবং তাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তারপর পাথরটা দূরে ছিটকে পড়ছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি পাথরটা তুলে নিয়ে ঐ লোকটার কাছে ফিরে এসেই দেখে, তার মাথা আগের মত সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তারপর ঐ পাথর নিয়ে সে পুনরায় আগের মতই আঘাত করছে।

রসূল (সা) বললেন, আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ,-এ কী? তারা দু'জনে বললোঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। চলতে চলতে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে কাত হয়ে শুয়েছিল। মাথা বাঁকানো একটা লোহার অস্ত্র নিয়ে আর এক ব্যক্তি তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে তার মুখের এক পার্শ্বে লোহার অস্ত্রটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার চোখ ও নাক সহ সমগ্র চোয়ালটা পেছন পর্যন্ত চিরে ফেললো। তারপর অপর পার্শ্বে গিয়েও অনুরূপ করলে। এভাবে এক পার্শ্বের কাজ সেরে অপর পার্শ্বে গেলেই সেই পার্শ্ব সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ! এ কী? তারা উভয়ে বললোঃ সামনে চলুন সামনে চলুন। আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। এক জায়গায় গিয়ে বড় আকারের চুলোর মত একটা জিনিস দেখলাম। যার ভেতর থেকে হৈচৈ ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। আমারা চুলোর ভেতরে তাকালাম। দেখলাম সেখানে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। তাদের নীচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উঠে আসছে। ঐ শিখা আসতেই তারা আতংকে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিকট শব্দে চিৎকার করে ওঠে। আমি বললাম ঃ এটা কী? তারা উভয়ে বললোঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা আবার চলতে লাগলাম-এক সময় রক্তের মত লাল একটা নদীর কিনারে এসে পড়লাম। দেখলাম নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর কিনারে অন্য এক ব্যক্তি পাথরের টুকরোর একটা স্তূপ কাছে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে ব্যক্তি সাঁতার কাটছে, সে সাঁতরাতে সাঁতরাতে পাথরের স্তূপের কাছে দাঁড়ানো লোকটার কাছে এসে মুখ হা করছে। আর হা করা মাত্রই সে একটা পাথরের টুকরো তাকে গিলিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে আবার সাঁতার কাটছে এবং সাঁতার কাটতে কাটতে আবার তার কাছে ফিরে আসছে। ফিরে এসেই সে হা করছে এবং তাকে অপর ব্যক্তি পাথর গিলিয়ে দিচ্ছে। আমি বললামঃ এই দুই ব্যক্তি কারা? উভয়ে বললোঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা আবার চলতে লাগলাম। এক সময়ে আমরা এমন কুৎসিৎ এক ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

কাছে এসে পড়লাম, যার মত কুৎসিত পুরুষকে আর কখনো তুমি দেখনি। দেখলাম, তার কাছে একটা অগ্নিকুণ্ড রয়েছে। সে ঐ অগ্নিকুণ্ডকে জ্বালাচ্ছে। এবং তার চারপাশ দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি বললাম ঃ এটা কী? তারা উভয়ে বললো ঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা আবার এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে লম্বা লম্বা গাছপালায় পূর্ণ একটা বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। বাগানটাতে ছিল সব রকমের বসন্তকালীন ফুলের সমারোহ। বাগানের সামনেই এমন এক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখলাম, যার মাথা যেন আকাশ ছুঁই ছুঁই করছিল। ঐ ব্যক্তির চারপাশে এমন এক দল শিশু ছিল, যাদের অধিকাংশকেই আমি দেখেছি। আমি বললাম, এ কী দেখছি? এরা কারা ? উভয়ে জবাব দিলসামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা চলতে লাগলাম। অবশেষে প্রকাণ্ড একটা গাছের কাছে এসে পৌঁছলাম। তার চেয়ে বড় ও সুদৃশ্য গাছ আমি কখনো দেখিনি। তারা উভয়ে আমাকে বললো ঃ আপনি ঐ গাছটার ওপর আরোহণ করুন। আমরা ঐ গাছটায় আরোহণ করতে গিয়ে এমন একটা শহরে পৌঁছে গেলাম, যা সোনা ও রূপার ইট দিয়ে নির্মিত। আমরা শহরের দরজায় দাঁড়িয়ে দরজা খোলার অনুরোধ জানালাম। দরজা খোলা হলো এবং আমরা তার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। যারা আমাদেরকে সম্বর্ধনা জানালো তাদের শরীরের অর্ধাংশ এত সুন্দর যে, তার চেয়ে সুন্দর কোন শরীর কেউ দেখেনি। আর অর্ধাংশ এত কদাকার যে, তার চেয়ে কদাকার শরীর কেউ দেখেনি। আমার সাথীদ্বয় তাদেরকে বললো ঃ তোমরা যাও ঐ নদীতে ঝাপিয়ে পড়। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি দেখলাম সামনেই এমন একটা নদী আড়-আড়িভাবে রয়েছে, যার পানি সম্পূর্ণ সাদা। লোকগুলো ঐ নদীতে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো। তারপর যখন তারা ফিরে এল, তখন দেখি তাদের শরীরের সেই কদাকার অংশটা অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং তারা সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সুদৃশ্য আকৃতির অধিকারী। আমার সাথীদ্বয় আমাকে বললেন ঃ এটা হলো আদন নামক বেহেশত এবং এটা আপনার বাসস্থান। এ সময় আমি ওপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সাদা মেঘের মত একটা বস্তু। তারা উভয়ে বললো ঃ ওটা আপনার বাসস্থান। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কল্যাণ করুন। এখন তাহলে আমাকে ওখানে প্রবেশ করতে দিন। তারা বললেন ঃ এখন নয়। তবে আপনি একদিন অবশ্যই ওখানে প্রবেশ করবেন।

রসূল (সা) বললেন ঃ আমি তাদের উভয়কে বললাম ঃ আমি আজ রাতে অনেকগুলো আজব আজব দৃশ্য দেখেছি, এগুলো কী দেখলাম? তারা উভয়ে বললোঃ এক্ষণি আপনাকে জানাচ্ছি। যে ব্যক্তিকে আপনি দেখলেন পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে কোরআন শেখে, কিন্তু সে অনুসারে কাজ করে না এবং ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তির চোয়াল বের হচ্ছিল, সে

www.nagorikpathagar.org

এমন মিথ্যা কথা পাচার করে, যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আর চুলোর ভেতর যে উলঙ্গ নারী-পুরুষদেরকে দেখলেন তারা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। আর যে লোকটাকে নদীতে সাঁতার কাটতে ও পাথর গিলতে দেখলেন, সে হচ্ছে সুদখোর। আর যে কুৎসিত লোকটাকে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে দৌড়াতে দেখলেন, সে দোজখের দারোগা মালেক। আর ফুলবাগানের দীর্ঘকায় ব্যক্তি হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম। আর তার চারপাশের শিশুরা হলো শৈশবকালেই যারা মারা গেছে তারা। এসময় একজন মুসলমান জিজ্ঞেস করলেন। হে রসূল, মোশরেকদের সন্তানরাও কি ওদের অন্তর্ভুক্ত। রসূল (সা) বললেনঃ হ্যাঁ, মোশরেকদের সন্তানরাও। আর যাদের দেহের শরীরের অর্ধাংশ সুদর্শন এবং অর্ধাংশ কদাকার দেখলেন, তারা হলো সেই সব লোক যারা সৎকাজও করেছে অসৎ কাজও করেছে। আল্লাহ তাদের অসৎ কাজগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম ইবনে হাযম বলেন ঃ হযরত ওমর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, মুয়ায বিন জাবাল, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রাজিয়াল্লাহু আনহুম) সর্বসম্মতভাবে রায় দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একটা ফরয নামায ত্যাগ করে এবং নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্তও তা পড়ে না, সে কাফের ও মুরতাদ। কোন সাহাবীই এই মতের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

হাফেয আব্দুল আযীম বলেছেন ঃ সাহাবী ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে যারা বিনা ওযরে নামায পরিত্যাগকারীকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন তাদের মধ্যে সাহাবী হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুয়ায ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আবুদদারদা (রা) এবং অ-সাহাবী ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক বিন রাওয়াহা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, নাখয়ী, হাকাম বিন উতাযরা, আইয়ুব সাখতিয়ানী, আবু দাউদ তায়ালিসী, আবু বকর বিন আবু শায়বা ও যুহাইর বিন হারব (রা) অন্যতম।

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ النَّوَافِلِ

অধ্যায় - ৫

নফল

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْمُحَافَظَةِ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

নফল (ফরযের অতিরিক্ত) নামায

٣٠٥- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِىْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللّٰهُ تَعَالٰى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَزَادَ : « أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ » وَرَوَاهُ بِالزِّيَادَةِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ زَادُوْا: « وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ » وَلَمْ يَذْكُرُوْا « رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ » وَهُوَ كَذٰلِكَ عِنْدَ النَّسَائِىِّ فِىْ رِوَايَةٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه فَقَالَ : « وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنُّهُ قَبْلَ الْعَصْرِ » وَوَافَقَ التِّرْمِذِىَّ عَلَى الْبَاقِىْ.

৩০৫। হযরত উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যদি প্রতিদিন ফরয নামাযের পর বারো

www.nagorikpathagar.org

রাকায়াত অতিরিক্ত নামায আল্লাহর উদ্দেশ্যে পড়ে, তবে আল্লাহ বেহেশতে তার জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করে দেবেন। এগুলো হচ্ছে ঃ যোহরের ফরযের আগে চার রাকায়াত ও পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পরে দু' রাকাত, এশার পর দু' রাকাত ও ফজরের আগে দু' রাকাত। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় 'নফল' পরিভাষাটা ফরযের অতিরিক্ত অর্থে প্রচলিত। এ হিসাবে আমরা যে সব নামাযকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব হিসেবে জানি, তাও 'নফল' পরিভাষার আওতায় এসে যায়। কিন্তু এই নফলের মধ্য থেকে যে গুলোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা রসূল (সা) বিনা ওযরে কখনো পরিত্যাগ করতেন না বলে জানা যায় সেগুলো 'মুয়াক্কাদা' বলে পরিচিত। আর যে গুলো পড়লে অনেক সওয়াব আছে, কিন্ত রসূল (সা) তা সব সময় পড়তেন বলে জানা যায় না বা তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি সেগুলো মুস্তাহাব নামে পরিচিত। আলোচ্য হাদীসে যে ১২ রাকায়াত নামাযের কথা বলা হয়েছে, তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে মাগরিবের পরে ৬ রাকাত 'আওয়াবীন', এশার পূর্বে ৪ রাকাত, আছরের পূর্বে ১২ রাকাত এবং সূর্যোদয়ের পরে ৪ রাকাত 'এশরাক' মুস্তাহাব। আর শেষ রাতের তাহাজ্জুদ যদিও রসূল (সা) নিয়মিত পড়তেন কিন্তু সাধারণ মসুলমানদের জন্য তাও মুস্তাহাব হিসেবে পরিগণিত।

٣٠٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৩০৬। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ অতিরিক্ত নামাযগুলোর মধ্যে ফজরের ফরযের পূর্বের দু' রাকাতের ওপর রসূল (সা) যত গুরুত্ব দিতেন এবং নিয়মিতভাবে পড়তেন, ততটা তাকে আর কোন নামাযের ওপর গুরুত্ব দিতে দেখিনি। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা)

٣٠٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ

www.nagorikpathagar.org

اَلْقُرْآنِ ، وَقُلْ يَٓا يُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَؤُهُمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَقَالَ : هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فِيْهِمَا رُغْبُ الدَّهْرِ » رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৩০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' সমগ্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান। এই সূরা দুটো তিনি ফজরের দু'রাকাতে পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এ দু'রাকাতে পরম চিত্তাকর্ষক রত্ন রয়েছে অর্থাৎ বহু সওয়াব রয়েছে। (আবু ইয়ালা ও তাবরানী)

٣٠٨- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ يُحَافِظْ عَلٰى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৩০৮। হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেছেন 'আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ " যে ব্যক্তি যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত ও তার পরে চার রাকাত নিয়মিত পড়বে, আল্লাহ্ তার ওপর দোজখকে হারাম করে দেবেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

٣٠٩- وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنِّيْ أَرَاكَ تَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ هٰذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَنْظُرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ

www.nagorikpathagar.org

وَتَعَالَى بِالرَّحْمَةِ إِلَى خَلْقِهِ، وَهِيَ صَلَاةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

৩০৯। হযরত ছওবান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) দুপুরের পর নামায পড়া পছন্দ করতেন। হযরত আয়েশা একদিন বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমি, দেখতে পাচ্ছি এ সময়টাতে নামায পড়া আপনি পছন্দ করেন, এর কারণ কী? রসূল (সা) বললেন ঃ এ সময়ে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহতায়ালা তার সৃষ্টির দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকান। এই নামায হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আলাই হিমুস সালাম নিয়মিত পড়তেন। (বায্‌যার)

٣١٠- وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللّٰهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ» اَلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ.

৩১০। হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহতায়ালা তার দেহকে দোজখের ওপর হারাম করে দেবেন। (তাবরানী)

٣١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ،

৩১১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে এবং এর মাঝে কোন খারাপ কথা

www.nagorikpathagar.org

মুখে আনবে না, তার এই নামায ১২ বছরের এবাদাতের সমান পরিগণিত হবে। (ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা ও তিরমিযী)

٣١٢- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنَ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَقَالَ: رَأَيْتُ حَبِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: « مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ

৩১২। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের ছেলে মুহাম্মাদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসারকে মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়তে দেখেছি। তিনি বলেছেন, আমি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ (সা) কে মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়তে দেখেছি। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে, তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এমনকি তা যদি সমুদ্রের ফেনার সমান হয় তবুও। (তাবরানী)

٣١٣- رُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَأَرْبَعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَتَقَدَّمَ حَدِيْثُ الْبَرَّاءِ : « مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ بِهِنَّ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَمَنْ صَلاَّهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ » وَفِى الْكَبِيْرِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ صَلىَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِىْ جَمَاعَةٍ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

www.nagorikpathagar.org

قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ كَعَدْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ».

৩১৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায এশার পরের চার রাকাতের সমান। আর এশার পরের চার রাকাত নামায কদরের রাতের চার রাকাত নামাযের সমান। হযরত বারার বর্ণিত হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়লো সে যেন ঐ রাতে চার রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পড়লো। আর যে ব্যক্তি এশার পর চার রাকাত পড়লো সে যেন কদরের রাতে অনুরূপ চার রাকাত পড়লো। হযরত ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার ফরয জামায়াতে পড়লো এবং তারপর মসজিদ থেকে বের হবার আগে আরো ৪ রাকাত পড়লো সে যেন অনুরূপ নামায কদরের রাতে পড়লো । (তাবরানী)

٣١٤- عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ؛ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِهِ.

৩১৪। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ বেতেরের নামায ফরয নামাযের মত আবশ্যিক নয়। তবে রসূল (সা) এটা চালু করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ বেজোড়, তাই বেজোড় পছন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআন বাহকগণ, তোমরা বেজোড় বেতের নামায পড়।(আবু দাউদ, তিরমিযী,নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা)

٣١٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ للّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرُ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرُ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، وَذٰلِكَ أَفْضَلُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمْ.

৩১৫। হযরত জাবের (র) বলেন যে, রসূল (সা) বলেছন ঃ যে ব্যক্তি শেষরাতে ঘুম থেকে জেগে বেতের পড়তে পারবে না বলে আশংকা করে, সে যেন রাতের প্রথমভাগে বেতের পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষরাতে নামায পড়তে চায়, সে যেন বেতেরও শেষ রাতেই পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামাযের ব্যাপারে অনেকেই সাক্ষী হয় এবং উপস্থিত হয়। বেতের শেষ রাতে পড়াই উত্তম। (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ আল্লাহর অনেক সৃষ্টি সাক্ষী হয় এবং সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বিচারের দিন উপস্থিত হয়।

٣١٦- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى الضُّحَى، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْوِتْرَ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ.

৩১৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুপুরের অব্যাবহিত পূর্বে নামায পড়ে, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখে এবং প্রবাসে বা স্বগৃহে থাকাকালে বেতের পরিত্যাগ করে না, তার জন্য শহীদের সওয়াব লেখা হয়। (তাবরানী)

٣١٧- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، ثَلَاثًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُو الْمُنِيْبِ الْعَتَكِيُّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৩১৭। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (স) বলেছেন ঃ বেতের সত্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। (তিনবার বলেছেন) (আহমাদ, আবু দাউদ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٣١٨- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَبِيْ ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذٍ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه،

৩১৮। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যদি পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে অতঃপর রাতের বেলায় সহসা জেগে ওঠে এবং অল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ চায়, তবে আল্লাহতায়ালা তাকে অবশ্যই তা দেবেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٣١٩- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩১৯। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে করতে শুয়ে পড়ে এবং এক সময়ে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর রাতের বেলায় যখনই মোড় ফিরে শোয়, তখন আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করবেন। (তিরমিযী)

٣٢٠- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتّٰى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَانَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،

www.nagorikpathagar.org

وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৩২০। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলায় উঠে নামায পড়বে এরূপ নিয়ত করে ঘুমায়, কিন্তু ঘুম তার ওপর এত প্রবল হয়ে যায় যে, সকাল হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থকে, সে যা নিয়ত করেছিল সেটাই তার জন্য লেখা হয় এবং তার ঘুম তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ছদ্‌কা হিসেবে গণ্য হয়। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা)

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْكَلِمَاتِ يَقُوْلُهُنَّ حِيْنَ يَأْوِىْ إِلٰى فِرَاشِهِ وَمَاجَاءَ فِيْمَنْ نَامَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى

ঘুমাবার আগে যে সব দোয়া পড়তে উৎসাহ দেয়া হয়েছে

٣٢١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْجَلِى وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ .آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَوَادَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৩২১। হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তুমি যখন ঘুমাতে যাবে, তখন নামাযের ওযূর মত ওযূ করবে, তারপর ডান কাতে শুয়ে এই দোয়াটা পড়বেঃ

www.nagorikpathagar.org

'হে আল্লাহ, আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করেছি, নিজের চেহারা তোমার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, আমর যাবতীয় সমস্যা তোমার কাছে সমর্পণ করেছি, আমার পিঠ তোমার কাছে সোপর্দ করেছি, তোমার প্রতি আগ্রহী এবং তোমার ভয়ে ভীত হয়ে। তোমার আযাব থেকে আশ্রয় ও মুক্তির জায়গা তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ এবং যে নবীকে পাঠিয়েছে তার প্রতি আমি ঈমান এনেছি। অতঃপর তুমি যদি সেই রাতে মারা যাও, তবে তোমার মৃত্যু ইসলামের ওপর হবে। তবে ঐ দোয়াটা তোমার শেষ কথা হওয়া চাই। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ) (দোয়াটার মূল আরবী কথা হাদীসের মূল ভাষ্যে দেখুন)

٣٢٢- وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ أَعْبُدَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَنْ أَحَبَّ أَهْلَهُ إِلَيْهِ، وَكَانَتْ عِنْدِي ؟ قُلْتُ : بَلَىٰ، قَالَ: إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَا حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ، فَقُلْتُ : لَوْأَتَيْتِ أَبَاكَ فَسَأَلْتِهِ خَادِمًا، فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا، فَرَجَعَتْ، فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: «مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟» فَسَكَتَتْ، فَقُلْتُ : أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، جَرَّتْ بِالرَّحَا حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا، وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّمَاهِيَ فِيهِ، قَالَ : «اتَّقِي اللّٰهَ يَافَاطِمَةُ، وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، وَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا

www.nagorikpathagar.org

وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبِّرِيْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ » قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ . زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ : وَلَمْ يُخْدِمْهَا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا ،

৩২২। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি ইবনে আবুদকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে আমার ও রসূল (সা)-এর মেয়ে ফাতেমার বৃত্তান্ত শোনাবো না? ইবনে আবুদ বললো ঃ হ্যাঁ, শোনান। হযরত আলী বললেন ঃ রসূল (সা)-এর নিকট ফাতেমাই ছিল তাঁর পরিবারের প্রিয়তম সদস্য। যাঁতাকল দিয়ে গম পিষতে পিষতে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। মশক দিয়ে পানি আনতে আনতে তার কাঁধে দাগ হয়ে গিয়েছিল এবং ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে তার পরনের কাপড়-চোপড় মলিন হয়ে যেত। এই সময়ে রসূল (সা)-এর কাছে কিছুসংখ্যক ভৃত্য আসে। আমি বললাম ঃ তুমি যদি তোমার আব্বার কাছে গিয়ে একজন ভৃত্য চাইতে, তাহলে মন্দ হতো না। আমার কথা শুনে ফাতেমা রাসূলের কাছে গেল। কিন্তু সেখানে কিছু অচেনা লোক দেখে ফিরে এল। পরেরদিন সে আবার গেল। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার কী প্রয়োজন ছিল? ফাতেমা নীরব রইল। আমি বললাম ঃ হে রসূল, আমি আপনাকে বলছি। যাঁতাকল চালাতে চালাতে ওর হাতে এবং মশক বইতে বইতে ওর কাঁধে দাগ পড়ে গেছে। এ জন্য যখন ভৃত্য এল, তখন আমি তাকে পরামর্শ দিলাম আপনার কাছে আসতে এবং একজন ভৃত্য চাইতে, যাতে তার বর্তমান কষ্ট থেকে সে রেহাই পায়। রসূল (সা) বললেন ঃ হে ফাতেমা, আল্লাহকে ভয় কর। তোমার প্রতিপালকের ধার্য করা কর্তব্য পালন কর, তোমার পরিবারের কাজকর্ম করে যাও। আর ঘুমাবার আগে, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল হামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়বে-এই একশোবার হলো। এটা তোমার জন্য ভৃত্য অপেক্ষা উত্তম। ফাতেমা সঙ্গে সঙ্গে বললো ঃ আমি আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর সন্তুষ্ট। রসূল (সা) তাকে ভৃত্য দিলেন না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

শিক্ষা ঃ এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূল (সা) নিজে যেমন স্বহস্তে কাজ করা পছন্দ করতেন, তেমনি তিনি চাইতেন, তাঁর সসদ্যরাও স্বহস্তে কাজ করা পছন্দ করুক। বিশেষত রসূল (সা)-এর পরিবার যেহেতু সমগ্র মুসলিম সমাজের জন্য আদর্শ স্থানীয় তাই তাদের ভৃত্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া এবং সরকারী ভৃত্যের

www.nagorikpathagar.org

সেবা পাওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। এজন্য তিনি 'আল্লাহকে ভয় কর' বাক্যটা প্রয়োগ করে কথাটাকে খুবই অন্যায় বলে চিত্রিত করেছেন। অথচ তৎকালীন সমাজে দাসদাসী ও গোলাম-বাদী প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই থাকতো। যেহেতু রসূল (সা) দাসী ও গোলাম বাদীদেরকে স্বাধীন মানুষে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু করেছিলেন, তাই নিজের পরিবার থেকেই তিনি এ কাজের সূচনা করেন। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থে সরকারী সম্পদ ব্যবহার করাকে বিশেষত ঃ সরকারী ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বা তাদের ঘনিষ্ঠজনদের পক্ষে ঘোরতর অপরাধ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে এ হদীসে। তৎকালে ধনী লোকেরা বাজার থেকে দাসদাসী কিনতো, আর যুদ্ধবন্দীরা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দাসদাসী বিবেচিত হতো।

বিঃ দ্রঃ এ হাদীসে আরো একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, ভৃত্য চাইতে আসার মূল পরামর্শদাতা আলী হলেও রসূল (সা) তাকে উপদেশ দেননি, বা তিরস্কার করেননি। তবে হযরত ফাতেমাকে যে রকম কড়া ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন, তাতে পরোক্ষভাবে হযরত আলীকেও সাবধান করা হয়েছে। আবার সরকারী ভৃত্য দিতে অস্বীকার করায় হযরত আলীর ন্যায় দরিদ্র স্বামীর ওপর যাতে ব্যক্তিগত খরচে গোলাম বা বাদী কিনে দেয়ার জন্য ফাতেমা চাপ না দেন, সে জন্য তাকে নিজ হাতে ঘরকন্নার কাজগুলো করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশে শরীয়তের আরো একটা বিধান স্পষ্ট হয়েছে, সেটা এই যে, যে স্বামী দরিদ্র অক্ষম, তার সংসারে স্ত্রীকে পরিবারের প্রয়োজনে রান্নাবান্না বিভিন্ন ঘরকন্নার কাজ সাধ্যমত করতে হবে। কিন্তু যে স্বামী ঘরকন্নার কাজে সহায়তার জন্য উপযুক্ত ঝি বা চাকরানী রাখতে সমর্থ তার পক্ষে স্ত্রীকে এ সব কাজ করতে বাধ্য করা বৈধ নয়। কেননা রসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সচ্ছল লোকেরা ভৃত্য রাখতো। এ কথা সত্য যে, স্বীয় স্ত্রীর ওপর স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করা, তার সহায়-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তার প্রাত্যহিক কাজকর্মে সহযোগিতা ও সেবা করা ছাড়া আর কোন কাজের বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি সন্তানকে স্তনে দুধ খাওয়াতেও তাকে বাধ্য করা যায় না। তবে সন্তান পালন ও সাংসারিক কাজকর্মের জন্য চাকর-চাকরানী রাখার অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাদের নেই কিংবা যেখানে চাকর-চাকরানী পাওয়া যায় না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়তের ব্যতিক্রমী বিধান এই হাদিস থেকে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাধ্যমত সব কাজই করতে হবে। সেই সাথে স্বামীরও কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। স্বয়ং রসূল (সা) স্ত্রীদেরকে যাবতীয় কাজে সাহায্য করতেন। আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকেও মাতাপিতার সেবার অংশ হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত কাজ করতে হবে।-অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

٣٢٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَصْلَتَانِ- أَوْ خَلَّتَانِ- لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ : يُسَبِّحُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا؛ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَ يَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ؛ فَذَالِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ « فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا » قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ ؟ قَالَ : « يَأْتِى أَحَدَكُمْ-يَعْنِى الشَّيْطَانَ- فِىْ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهُ، وَيَأْتِيْهِ فِىْ صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهَا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، والنسائى، وابن حبان.

৩২৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান দুটো কাজ যদি নিয়মিতভাবে করে তবে তার জান্নাতে যাওয়া অবধারিত। কাজ দুটো খুবই সহজ কিন্তু খুব কম লোকই তা করে থাকে। একটা কাজ হলো- প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লা ও দশবার আল্লাহু আকবার পড়বে। এভাবে মুখ দিয়ে একশো পঞ্চাশবার পড়া হবে। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় এর ওজন হবে এক হাজার পাঁচশ'বারের সমান। (কেননা প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব দশগুণ হয়ে থাকে।) দ্বিতীয় কাজটা হলো, ঘুমাবার সময় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহান্নাল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়া। এভাবে মুখে একশোবার পড়া হবে। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় ওযন

www.nagorikpathagar.org

হবে এক হাজারবারের সমান। (অর্থাৎ দশগুণ) আমি রসূল (সা) কে এ কাজ দুটো করতে দেখেছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রসূলুল্লাহ 'কাজ দুটো সহজ কিন্তু খুব কম লোকই তা করে থাকে। একথার অর্থ কী! রসূল (সা) বললেন, শয়তান তোমাদের ঘুমের সময় তোমাদের কাছে আসে এবং এগুলো পড়বার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আবার নামাযের পরে শয়তান তোমাদের কাছে আসে এবং এগুলো পড়বার আগেই তাকে কোন জরুরী প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দেয়।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

٣٢٤- وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، وَيَقُوْلُ : إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً خَيْرًا مِنْ أَلْفِ آيَةٍ، رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ- : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانُوا يَجْعَلُوْنَ الْمُسَبِّحَاتِ سِتًّا : سُوْرَةَ الْحَدِيْدِ، وَالْحَشْرِ، وَالْحَوَارِيِّيْنَ، وَسُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَالتَّغَابُنِ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.

৩২৪। হযরত ইরবাজ বিন সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) ঘুমাবার আগে ' মুসাবিবহাত' পাঠ করতেন এবং বলতেন ঃ এ সূরাগুলোতে একটা আয়াত আছে, যা এক হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ মুসাব্বিহাত বলা হয় ৬টা সূরাকে, যার শুরুতে তাসবীহ তথা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। সূরাগুলো হচ্ছে সূরা হদীদ, হাশর, সাফ, জুমুয়া, তাগাবুন ও আ'লা।

٣٢٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِيْ إِلَى فِرَاشِهِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ

www.nagorikpathagar.org

شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، أَوْ خَطَايَاهُ شَكَّ مِسْعَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ: «سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ» وَقَالَ فِيْ آخِرِهِ: «غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৩২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিছানায় যাওয়ার আগে পড়বে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীইল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে-যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। (নাসায়ী)

٣٢٦- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَامِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ فَيَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ [يُؤْذِيْهِ] حَتّٰى يَهُبَّ مِنْ نَوْمِهِ مَتٰى هَبَّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩২৬। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে অল্লাহর কিতাব থেকে কোন একটা সূরা পড়বে, আল্লাহ তার প্রহরায় একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, ফলে সে ঘুম থেকে জাগার পূর্ব পর্যন্ত কোন কষ্টদায়ক জিনিস তার ধারে কাছে আসবে না। (তিরমিযী)

٣٢٧-وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهِ،

www.nagorikpathagar.org

فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَأَ: قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ: يَاعَبْدِيْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩২৭। হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিছানায় শোয়ার সময় ডান কাতে শুয়ে সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ একশোবার পড়বে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তোমার ডান পাশের বেহেশতে প্রবেশ কর। (তিরমিযী)

٣٢٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِيْ إِلٰى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩২৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিছানায় শোয়ার সময় বলবে আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি-তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়, গাছের পাতার সমান হয়, আলেজের বালুকণার সমান হয় এবং পৃথিবীর দিনগুলোর সমান হয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ 'আলেজ' অত্যধিক মরুময় একটি স্থানের নাম।

٣٢٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّيْ

www.nagorikpathagar.org

مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ دَيْنٌ وَعِيَالٌ، وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ سَيَعُوْدُ، فَرَصَدْتُهُ؛ فَجَاءَ يَحْثُو الطَّعَامَ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، إِلٰى أَنْ قَالَ : فَأَخَذْتُهُ، يَعْنِيْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، تَزْعُمُ أَنَّكَ لَاتَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ. قَالَ : دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: (اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) حَتّٰى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللّٰهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ: قَالَ : مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِيْ إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْآيَةَ (اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ)، وَقَالَ : لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ، وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.nagorikpathagar.org

وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُمَا، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৩২৯। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাকে রমযান মাসের যাকাত (ফেতরা) সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি এসে খাদ্যশস্য ছড়াতে আরম্ভ করলো। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলাম এবং বললাম ঃ আমি তোমাকে অবশ্যই রসূল (সা)-এর কাছে ধরে নিয়ে যাবো। সে বললো ঃ আমি একজন অভাবী মানুষ। আমি ঋণগ্রস্ত এবং আমার অনেকগুলো পোষ্য। আমি প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় আছি। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রসূল (সা) বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা গতরাতে তুমি যাকে আটক করেছিলে, সে কী করেছিল? আমি বললাম ঃ হে রসূল আমাকে সে তীব্র অভাবের কথা জানয়েছিল। তার অনেকগুলো পোষ্য রয়েছে, এ জন্য আমি তাকে কৃপা করলাম এবং ছেড়ে দিলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ সাবধান , সে মিথ্যা বলেছে এবং আবারো আসবে। আমি রসূল (সা)-এর কথা শুনে বিশ্বাস করলাম, সে আবারো আসবে। আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। এরপর সে এলো এবং খাদ্যশস্য ছড়াতে আরম্ভ করলো। অতঃপর আবু হুরাইরা আগের মতই বিবরণ দিলেন এবং বললেন, এ রকম তিনদিন ঘটলো। শেষের দিন আমি তাকে পাকড়াও করে বললাম, এবার আমি তোমাকে রসূল (সা)-এর কাছে নিয়ে যাবোই। এটা তৃতীয়বারের ঘটনা। তুমি প্রতিবার দাবী কর যে, আর আসবে না। কিন্তু তুমি আবারো আস। বললো ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কয়েকটা কথা শিখিয়ে দেবো, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেই কথাগুলো কী? সে বললো ঃ তুমি যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে, (সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন রক্ষী তোমার প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এরপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ গতরাতে তুমি যাকে আটক করেছিলে তার খবর কী? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! সে আমাকে এমন কয়েকটা কথা শেখাবার প্রতিশ্রুতি দিল যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার অনেক উপকার করবেন, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। রসূল (সা) বললেন ঃ কথাগুলো কী? আমি বললাম ঃ সে আমাকে বললো যে, বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে আয়াতুল কুরসী পড়ে নিও, তা হলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন রক্ষী তোমার প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসবে না। লোকটা কল্যাণ ও সততার প্রতি অত্যধিক উৎসাহী ছিল। রসূল (সা) বললেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

শুনে রাখ, সে তোমাকে সত্য কথাই বলেছে। অথচ সে একজন তুখোড় মিথ্যুক। আবু হুরাইরা, তুমি কি জান, এই তিনদিন ধরে তুমি কার সাথে কথা বলেছ? আমি বললাম না। তিনি বললেন, ও হচ্ছে শয়তান। (বোখারী, ইবনে খুযায়মা ও তিরমিযী)

٣٣٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ اِضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد، وَرُوِىَ النِّسَائِىِّ مِنْهُ ذِكْرَ الْاِضْطِجَاعِ فَقَطْ.

৩৩০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ না করে শয়ন করবে, কিয়ামাতের দিন সে শাস্তি ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ না করে কোথাও বসবে, সে কয়ামাতের দিন শাস্তি ভোগ করবে। (আবু দাউদ) নাসায়ীতে শুধু শয়নের উল্লেখ আছে।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ كَلِمَاتٍ يَقُوْلُهُنَّ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ

রাতের বেলা ঘুম ভেঙ্গে গেলে

٣٣١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، أَوْدَعَا؛ اِسْتَجِيْبَ لَهُ ، فَإِنَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَأَبُوْدَاوُد، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنِّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

www.nagorikpathagar.org

৩৩১। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে ওঠে এবং বলে ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আল হামদুলিল্লাহ ওয়া সুবহানাল্লাহ, ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, অতঃপর বলে ঃ হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, অথবা অন্য কোন দোয়া করে, তার দোয়া কবুল করা হয়। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাতের নামাযের জন্য উৎসাহ প্রদান

٣٣٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ: «فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلًا خَبِيْثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا» وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِه نَحْوِه، وَزَادَ فِىْ آخِرِه: فَحُلُّوْا عُقَدَ الشَّيْطَانِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ.

৩৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (রাতের বেলা) ঘুমায়, তখন শয়তান তার মাথায় সম্মুখভাগে তিনটে গিরে দেয়। প্রত্যেক গিরে দেয়ার সময় সে বলে ঃ 'তোমার সামনে অনেক লম্বা রাত রয়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে থাক।' সেই ব্যক্তি যদি ঘুম থেকে জেগে উঠে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই একটা গিরে খুলে যায়। আর যদি সে ওযূকরে, তাহলে আর একটা গিরে খুলে যায়। আর যদি সে নামায পড়ে। তাহলে তার সব কয়টা গিরে খুলে যায়। ফলে তার মন পবিত্র উৎফুল্ল হয়ে যায় এবং সে কাজের প্রেরণা পায়। নচেৎ মন অপবিত্র হয়ে যায় এবং সে অলস হয়ে যায়। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

٣٣٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِه.

৩৩৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহর মাস মুহাররম, আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের নামায। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতুল্লাইল বা রাতের নামায দ্বারা সাধারণতঃ তাহাজ্জুদের নামায বুঝানো হয়ে থাকে। এর সময় রাতের প্রথম প্রহরের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। তবে সাধারণ নফল নামাযের নিয়তে পড়লেও তা রাতের নামাযের শামিল হবে।

٣٣٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « أَوَّلُ مَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ، وَاسْتَبَنْتُهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلاَمِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى

شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

৩৩৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন যে, রসূল (সা) যখন সর্ব প্রথম মদিনায় আগমন করেন, তখন লোকেরা দলে দলে এসে তাঁর কাছে সমবেত হতো। আমিও যেতাম। আমি তাঁর মুখমণ্ডল গভীরভাবে পরখ করে নিশ্চিত হলাম যে, তার মুখমণ্ডল কোন মিথ্যুকের মুখমণ্ডল হতে পারে না। এই সময় আল্লাহর রসূলের সর্ব প্রথম যে উপদেশ শুনেছি তা ছিল এই ঃ হে মানবমণ্ডলী, তোমরা সালামের বিস্তার ঘটাও, খাবার খাওয়াও, নিকট আত্মীয়জনের সাথে সদাচরণ কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়-তাহলে শান্তির সাথে বেহেস্তে যেতে পারবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

٣٣٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِى الْجَنَّةِ غُرْفَةٌ يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، فَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِهِمَا.

৩৩৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (সা) থেকে বর্ণিত যে রসূল (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতে একটি কক্ষ আছে, যার ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যায়। হযরত আবু মালেক (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, ঐ কক্ষটি কার? তিনি বললেন ঃ সেই ব্যক্তির যে উত্তম কথা বলে, খাবার খাওয়ায় এবং মানুষ যখন ঘুমন্ত তখন সে নামায পড়ে। (তাবরানী ও হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ উত্তম কথা দ্বারা সত্য কথা, সহজবোধ্য কথা, সুষ্ঠু কথা, মিষ্টি কথা, শালীন (গালাগাল মুক্ত) কথা, সদুপদেশমূলক কথা ও ইসলামসম্মত কথা বুঝায়।

٣٣٦- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِى، وَقَرَّتْ عَيْنِى

www.nagorikpathagar.org

أَنْبِئْنِى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ؛ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِى بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: أَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلاَمَ، وَصِلِ الأَرْحَامَ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبِى الدُّنْيَا فِى كِتَابِ التَّهَجُّدِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

৩৩৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আল্লাহর রসূল আপনাকে দেখলেই আমার মনটা খুশী হয়ে যায় এবং চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাকে সকল জিনিসের কথা জানান। তিনি বললেন ঃ সকল জিনিস পানি থেকে নির্মিত। আমি বললাম ঃ আমাকে এমন কাজের কথা বলুন, যা করলে জান্নাতে যেতে পারবো। তিনি বললেন ঃ খাবার খাওয়াও, ছালামের বিস্তার ঘটাও, ঘনিষ্ঠ অত্মীয়ের সাথে ভালো আচরণ কর এবং রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়। তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে। (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ 'খাবার' দ্বারা রান্না করা খাবার বুঝানো হয়। রান্না করা খাবার খাওয়ানোর মর্যাদা অপেক্ষাকৃত বেশী এজন্য যে চাউল, গম, আটা বা টাকা পয়সা ইত্যাদি দিলে যাকে দেয়া হলো, তার খাবার তৈরী করতে কিছুটা পরিশ্রম করতে হয় এবং কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু তৈরী খাবার দিলে তার পরিশ্রম করতে হয় না এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধায় কষ্ট পায় না। দ্রুত ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। দাতা শুধু অর্থ ব্যয় করে না বরং রান্না করার সময় এবং শ্রমও ব্যয় করে। আর ছালামের বিস্তার ঘটানোর অর্থ হলো, নিজের পদমর্যাদার কথা ভেবে ছালাম পাওয়ার, আশায় বসে না থেকে আগে আগে ছালাম করার অভ্যাস করা। যে আগে ছালাম করে, তার ভেতরে অহংকার জন্মে না এবং এতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। তবে পানাহার, ওযূ, কোরআন তেলাওয়াত, প্রশ্রাব-পায়খানায়রত ব্যক্তিকে এবং আযানের সময় ছালাম করা নিষিদ্ধ। সবাই ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় নামায পড়ার মাহাত্ম্য এই যে, এ নামায রিয়াকারী বা লোকদেখানোর উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত থাকে।

٣٣٧- وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ

لَشَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ أَعْلاَ هَا حُلَلٌ، وَمِنْ أَسْفَلِهَا خَيْلٌ مِنْ ذَهَبٍ مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوْتٍ، لاَ تَرُوْثُ، وَلاَ تَبُوْلُ، لَهَا أَجْنِحَةٌ، خَطْوُهَا مَدَّ الْبَصَرِ؛ فَيَرْكَبُهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَتَطِيْرُ بِهِمْ حَيْثُ شَاؤُوْا، فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ دَرَجَةً: يَا رَبِّ بِمَا بَلَغَ عِبَادُكَ هٰذِهِ الْكَرَامَةَ كُلَّهَا ؟ قَالَ فَيُقَالُ لَهُمْ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ، وَكُنْتُمْ تَنَامُوْنَ، وَكَانُوْا يَصُوْمُوْنَ، وَكُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ، وَكَانُوْا يُنْفِقُوْنَ، وَكُنْتُمْ تَبْخَلُوْنَ، وَكَانُوْا يُقَاتِلُوْنَ، وَكُنْتُمْ تَجْبُنُوْنَ » رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا.

৩৩৭। হযরত আলী (রা) বলেন যে, আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতে এমন একটা গাছ রয়েছে যার ওপর থেকে এক ধরনের পোশাক বের হয়, আর তার নীচ থেকে এমন একদল স্বর্ণের তৈরী ঘোড়া বের হয়, যার লাগাম ও আসন মনিমুক্তা-খচিত। সেই ঘোড়া পেশাব-পায়খানা করে না। দৃষ্টি যতদূর যায় তার ডানা ততদূর বিস্তৃত। বেহেস্তের অধিবাসীরা সেই ঘোড়ায় আরোহণ করবে এবং ঘোড়া তাদেরকে যেখানে তারা যেতে চায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকেরা জিজ্ঞেস করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক তোমার এ বান্দারা এত উচুঁ মর্যাদার অধিকারী হলো কী করে? তাদেরকে জবাব দেয়া হবে ঃ ওরা যখন রাত জেগে নামায পড়তো, তোমরা তখন ঘুমাতে; ওরা যখন রোযা (নফল) রাখতো, তখন তোমরা পানাহার করতে; তারা যখন দান করতো, তোমরা তখন কার্পণ্য করতে; তারা যখন লড়াই করতো, তখন তেমারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করতে। (ইবনে অবিদ দুনিয়া)

٣٣٨- وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَحْشُرُ النَّاسَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ فَيَقُوْلُ : أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ؟ فَيَقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى

www.nagorikpathagar.org

الْحِسَابِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৩৩৮। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সকল মানুষকে একই মাঠে সমবেত করা হবে। তখন বলা হবে ঃ তারা কোথায় যারা বিছানা ছেড়ে যেত। তখন এ ধরনের লোকেরা উঠে দাঁড়াবে, তবে তাদের সংখ্যা কম হবে। তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। অতঃপর বাদবাকী লোকদেরকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে। (বাইহাকী)

٣٣٩- وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ، قَالَ : « أَفَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ.

৩৩৯। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) এত বেশী নামায পড়তেন যে, এক পর্যায়ে তার পা ফুলে গেল। তখন তাঁকে বলা হলো ঃ হে রসূল, আপনার তো আগের ও পরের সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? (অর্থাৎ ক্ষমা করা হয়েছে এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমার বেশী করে নামায পড়া উচিত।) (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী

٣٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ الصَّوْمَ فَقَطْ.

৩৪০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট হযরত দাউদের (আ) নামাযই সবচেয়ে

www.nagorikpathagar.org

পছন্দনীয় এবং আল্লাহর নিকট হযরত দাউদের (আ) রোযাই সবচেয়ে প্রিয় রোযা। তিনি রাতে অর্ধেক ঘুমাতেন, আর এক-তৃতীয়াংশ জেগে নামায পড়তেন, কখনো বা এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা থাকতেন এবং একদিন পানাহার করতেন। (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) তিরমিযীর বর্ণনায় শুধু রোযার উল্লেখ রয়েছে।

٣٤١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ: رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ فِى اللَّيْلِ لِسَاعَةٍ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৪১। হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি যে, রাত্রে এমন একটা মুহূর্ত রয়েছে যে, কোন মুসলমান তখন-দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করুক, তা তাকে দেয়া হবে। প্রত্যেক রাতেই এ রকম মুহূর্ত থাকে। (মুসলিম)

٣٤٢- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلٰى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِى كِتَابِ الدُّعَاءِ جَامِعِهِ، وَابْنُ أَبِى الدُّنْيَا فِى كِتَابِ التَّهَجُّدِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمُ.

৩৪২। হযরত আবু উমামা বাহেলী বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রাতে নফল নামায পড়া তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের রীতি, তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়। কৃত গুনাহসমূহের কাফফারা (ক্ষমার নিশ্চয়তা) এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক। (তিরমিযী, ইবনে আবিদদুনিয়া, ইবনে খুযায়মা, হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٣٤٣- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ، مَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৩৪৩। হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের রাত জেগে নফল নামায পড়া উচিত। কেননা ওটা তোমাদের পূর্ববর্তী মহৎ লোকদের অনুসৃত রীতি। তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়। কৃত গুনাহগুলোর কাফফারা, গুনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক এবং দেহ থেকে রোগ-বালাই দূর করার মাধ্যম। (তাবরানী)

٣٤٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ؛ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا؛ فَإِنْ أَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِمَا ، وَالْحَاكِمُ.

৩৪৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষণ করুন, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়ে। নিজের স্ত্রীকেও জাগায় এবং সে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আর আল্লাহ সেই মহিলার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে, নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٣٤٥- وَرُوِىَ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُوْقِظُ اِمْرَأَتَهُ؛ فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، فَيَقُوْمَانِ فِىْ بَيْتِهِمَا فَيَذْكُرَانِ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا».

৩৪৫। হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, তার স্ত্রীর ঘুম যদি ভাঙতে না চায় তবে তার মুখে পানি ছিটায়, অতঃপর দু'জনে তাদের ঘরে বসে রাতের কিছু সময় আল্লাহর স্মরণে কাটায় , তবে তাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (তাবরানী)

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণ মানুষকে নফল কাজের জন্য মৌখিক উপদেশ দেয়া ছাড়া চাপ প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে মৃদু চাপ প্রয়োগ করা দূষণীয় নয়। এ হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায়।

٣٤٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلٰى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلٰى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৩৪৬। হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দিনের নফল নামায অপেক্ষা রাতের নফল নামাযের মর্যাদা বেশী। যেমন প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানের মর্যাদা বেশী (তাবরানী)

٣٤٧- وَرُوِىَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ أَوْكَثُرَ، وَنَجْعَلَ آخِرَ ذٰلِكَ وِتْرًا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، وَالْبَزَّارُ.

www.nagorikpathagar.org

৩৪৭। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) আমাদেরকে রাতের বেলা কিছু না কিছু নফল নামায পড়তে বলেছেন, তা কমই হোক বা বেশী হোক, আর সবার শেষে বেতের পড়তে বলেছেন। (তাবরানী)

٣٤٨- وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ بُدَّ مِنْ صَلاَةٍ بِلَيْلٍ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৩৪৮। হযরত ইয়াস বিন মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রাতের বেলা কিছু না কিছু নামায পড়া উচিত এমন কি তা যদি ছাগলের দুধ দোয়ানোর মত স্বল্প সময় ব্যাপীও হয়। আর এশার নামাযের পর যে নামাযই পড়া হবে, তা রাতের নামায হিসাবে গণ্য হবে। (তাবরানী)

٣٤٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَإِسْنَادِهِ حَسَنٌ.

৩৪৯। হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন যে, জিবরীল রসূল (সা)-এর কাছে এলেন এবং বললে ঃ হে মুহাম্মাদ, যত দিন ইচ্ছা বেঁচে থাকুন, তবে মনে রাখবেন, আপনার মৃত্যু অবধারিত। আর আপনি যা খুশী করুন, মনে রাখবেন সব কাজের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে। আর যাকে খুশী ভালোবাসুন, তবে মনে রাখবেন একদিন তাকে ছেড়ে যেতেই হবে। মনে রাখবেন ঈমানদারের আভিজাত্য রাত জাগার মধ্যেই নিহিত। আর ঈমানদারের গৌরব মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যেই নিহিত। (তাবরানী)

٣٥٠- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ

www.nagorikpathagar.org

الْقُرْآنِ، وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৩৫০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারাই, যারা কোরআনের বাহক এবং যারা রাতের সাথী। (ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া ও বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ কোরআনের বাহক দ্বারা সেই সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন পন্থায় কোরআনের হাফেয, ক্বারী, তাফসীরকার, তাফসীর প্রকাশক, কোরআন-ভিত্তিক পুস্তক রচনাকারী, কোরআনের শিক্ষা প্রচারকারী ইত্যাদি সকলেই এর আওতায় এসে যায়। আর রাতের সাথী অর্থ রাতের বেলায় ইবাদতকারী।

٣٥١- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّىْ بِصَلَاتِهِ وَتَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ، وَإِنَّ مُؤْمِنِى الْجِنِّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِى الْهَوَاءِ وَجِيْرَانَهُ فِىْ مَسْكَنِهِ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ وَيَسْتَمِعُوْنَ قِرَءَاتَهُ، وَإِنَّهُ يَطْرُدُ بِقِرَاءَتِهِ عَنْ دَارِهِ وَعَنِ الدُّوْرِ الَّتِىْ حَوْلَهُ فُسَّاقَ الْجِنِّ، وَمَرَدَةَ الشَّيَاطِيْنِ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَأُ فِيْهِ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ خَيْمَةٌ مِنْ نُوْرٍ يَهْتَدِىْ بِهَا أَهْلُ السَّمَاءِ كَمَا يُهْتَدٰى بِالْكَوْكَبِ الدُّرِّىِّ فِىْ لُجَجِ الْبِحَارِ وَفِى الْأَرْضِ الْقَفْرِ، فَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ رُفِعَتْ تِلْكَ الْخَيْمَةُ فَتَنْظُرُ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ ذٰلِكَ النُّوْرُ فَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ سَمَاءٍ إِلٰى سَمَاءٍ فَتُصَلِّى الْمَلَائِكَةُ عَلٰى رُوْحِهِ فِى الْأَرْوَاحِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْمَلَائِكَةَ الْحَافِظِيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَهُ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُ؛ وَمَا مِنْ رَجُلٍ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّٰهِ، ثُمَّ صَلَّى سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ إِلَّا أَوْصَتْ بِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الْمَاضِيَةُ اللَّيْلَةَ

www.nagorikpathagar.org

الْمُسْتَأْنَفَةَ أَنْ تُنَبِّهَهُ لِسَاعَتِهِ، وَأَنْ تَكُوْنَ عَلَيْهِ خَفِيْفَةً، فَإِذَا مَاتَ وَكَانَ أَهْلُهُ فِيْ جِهَازِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ فِيْ صُوْرَةٍ حَسَنَةٍ جَمِيْلَةٍ فَوَقَفَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَتّٰى يُدْرَجَ فِيْ أَكْفَانِهِ، فَيَكُوْنُ الْقُرْآنُ عَلٰى صَدْرِهِ دُوْنَ الْكَفَنِ، فَإِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَسُوِّيَ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، أَتَاهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَيُجْلِسَانِهِ فِيْ قَبْرِهِ، فَيَجِيْءُ الْقُرْآنُ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: إِلَيْكَ حَتّٰى نَسْأَلَهُ؟ فَيَقُوْلُ: لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لِصَاحِبِيْ وَخَلِيْلِيْ، وَلَسْتُ أَخْذُلُهُ عَلٰى حَالٍ، فَإِنْ كُنْتُمَا أُمِرْتُمَا بِشَيْءٍ فَامْضِيَا لِمَا أُمِرْتُمَا، وَدَعَانِيْ مَكَانِيْ، فَإِنِّيْ لَسْتُ أُفَارِقُهُ حَتّٰى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَنْظُرُ الْقُرْآنُ إِلٰى صَاحِبِهِ فَيَقُوْلُ: أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِيْ كُنْتَ تَجْهَرُ بِيْ وَتُخْفِيْنِيْ وَتُحِبُّنِيْ: فَأَنَا حَبِيْبُكَ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ اللّٰهُ، لَيْسَ عَلَيْكَ بَعْدَ مَسْأَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ، فَيَسْأَلُهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ وَيَصْعَدَانِ، وَيَبْقٰى هُوَ وَالْقُرْآنَ، فَيَقُوْلُ: لَأَفْرُشَنَّكَ فِرَاشًا لَيِّنًا، وَلَأُدَثِّرَنَّكَ دِثَارًا حَسَنًا جَمِيْلًا، بِمَا أَسْهَرْتَ لَيْلَكَ. وَأَنْصَبْتَ نَهَارَكَ قَالَ: فَيَصْعَدُ الْقُرْآنُ إِلَى السَّمَاءِ أَسْرَعَ مِنَ الطَّرْفِ، فَيَسْأَلُ اللّٰهَ ذٰلِكَ لَهُ، فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ، فَيَجِيْءُ [الْقُرْآنُ] فَيَنْزِلُ بِهِ أَلْفُ أَلْفِ مَلَكٍ مِنْ مُقَرَّبِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَيَجِيْءُ الْقُرْآنُ فَيُحَيِّيْهِ فَيَقُوْلُ: هَلِ اسْتَوْحَشْتَ؟ مَا زِدْتُ مِنَّا فَارَقْتُكَ أَنْ كَلَّمْتُ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى حَتّٰى أَخَذْتُ لَكَ فِرَاشًا وَدِثَارًا وَمِصْبَاحًا، وَقَدْ جِئْتُكَ بِهِ، فَقُمْ حَتّٰى تُفْرِشَكَ

www.nagorikpathagar.org

الْـمَـلَائِكَةُ عَلَيْـهِمُ السَّـلَامُ. قَـالَ : فَـتُـنْـهِضُـهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّـهَا ضَـا
لَطِيْـفًـا، ثُمَّ يُـفْسَحُ لَهُ فِيْ قَـبْـرِهِ مَـسِـيْـرَةَ أَرْبَـعَـمِـائَـةِ عَـامٍ، ثُمَّ
يُوْضَعُ لَهُ فِـرَاشٌ بِطَـانَـتُـهُ مِنْ حَرِيْرٍ أَخْـضَـرَ، حَشْـوُهُ الْـمِـسْكُ
الأَذْفَـرُ، وَيُـوْضَعُ لَهُ مَـرَافِقُ عِنْدَ رِجْلَيْـهِ وَرَأْسِـهِ مِنَ السُّنْدُسِ
وَالْإِسْـتَـبْـرَقِ، وَيُـسْـرَجُ لَهُ سِـرَاجَـانِ مِنْ نُـوْرِ الْجَنَّـةِ عِنْدَ رَأْسِـهِ
وَرِجْلَيْـهِ، يَزْهَـرَانِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَـامَـةِ، ثُمَّ تُضْـجِـعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى
شِقِّهِ الأَيْـمَنِ مُسْـتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُؤْتٰى بِيَـاسِـمِيْنَ الْجَنَّـةِ وَتَـصْعَدُ
عَنْـهُ، وَيَـبْـقٰى هُـوَ وَالْقُرْآنُ، فَـيَـأْخُذُ الْقُـرْآنُ الْيَـاسِـمِيْنَ فَـيَـضَـعُـهُ
عَلٰى أَنْفِهِ غَـضًّـا فَـيَـسْـتَـنْـشِـقُهُ حَتّٰى يُـبْـعَثُ، وَيَـرْجِـعُ الْقُرْآنُ إِلٰى
أَهْلِهِ فَيُـخْبِرُ هُـمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَـتَـعَا هَدُهُ كَمَا يَـتَـعَاهَـدُ الْـوَالِدُ
الشَّـفِيْقُ وَلَدَهُ بِالْخَيْـرِ، فَإِنْ تَـعَلَّمَ أَحَدُ مِنْ وَلَدِهِ الْقُـرْآنَ بَشَّـرَهُ
بِذٰلِكَ، وَإِنْ كَـانَ عَـقِبُـهُ عَـقِبَ سُـوْءٍ دَعَـا لَهُمْ بِالصَّـلَاحِ وَالْإِقْبَـالِ،
أَوْكَمَا ذُكِرَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

৩৫১। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি রাতের বেলায় নামায পড়ে তাহলে সে যেন সশব্দে পাঠ করে। কেননা ফেরেশতারা তার সাথে সাথে নামায পড়ে এবং তার কিরাত শোনে। যে সমস্ত ঈমানদার জ্বিন শূন্যে বাস করে এবং তার যে সব প্রতিবেশী তার বাসস্থানে বাস করে, তারাও তার নামাযের সাথে নামায পড়ে এবং তার কিরাত শোনে। সে তার কিরাত দ্বারা নিজের বাড়ী থেকে এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলো থেকে পাপিষ্ঠ জ্বিন ও খোদাদ্রোহী শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে। যে বাড়ীতে কোরআন পড়া হয় সেই বাড়ীর ওপর একটা আলোকময় তাঁবু খাটানো হয়। যার আলোতে আকাশবাসী পথ খুঁজে পায়, যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো দেখে গভীর সমুদ্রে ও মরুভূমিতে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। কোরআনের সাথী যখন মারা যায় তখন সেই তাঁবু তুলে নেয়া হয়। তখন ফেরেশতারা আকাশ থেকে তাকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু সেই আলো আর দেখতে পান না। তখন ফেরেশতারা এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে গিয়ে তার সাক্ষাত পান। তখন তার রূহের জন্য ফেরেশতারা দোয়া

www.nagorikpathagar.org

করেন। অতঃপর ফেরেশতারা তাঁর সাথে অবস্থানকারী রক্ষীদেরকে (ফেরেশতা) অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর ফেরেশতারা কিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব শিখলে এবং কোন রাতের একটা ঘণ্টাও তা দিয়ে নামায পড়লে সেই রাত পরবর্তী রাতকে উপদেশ দেয়, সে যেন ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় এবং তার জন্য রাত যেন হালকা হয়। (অর্থাৎ ঘুম গভীর না হয়) অতঃপর সেই ব্যক্তি যখন মারা যায় এবং তার আত্মীয়-স্বজন তার দাফন-কাফনের প্রস্তুতি নিতে থাকে, তখন কোরআন অতীব সুন্দর রূপ ধারণ করে এসে তার মাথার কাছে দাঁড়ায়। যখন তাকে কাফন পরানো হয়, তখন কোরআন তার বুকের ওপর কাফনের নীচে থকে। অতঃপর তাকে যখন কবরে রাখা হয়, কবরের মাটি সমান করা হয় এবং তাঁর সাথীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন মুনকার ও নকীর (দুইজন ফেরেশতা) তার কাছে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এই সময় কোরআন এসে তার মাঝে ও ফেরেশতাদ্বয়ের মাঝে অবস্থান নেয়। ফেরেশতাদ্বয় কোরআনকে বলেনঃ তুমি একটু সর, আমরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। কোরআন বলবে না, কাবা শরীফের প্রভুর কসম, সে আমার সাথী ও বন্ধু। তাকে কোন অবস্থাতেই অসহায় ছেড়ে দেব না। তোমাদেরকে যদি কোন কিছুর আদেশ দেয়া হয়ে থাকে, তবে তোমরা সে আদেশ পালন কর। আমাকে আমার জায়গায় থাকতে দাও। কেননা আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। অতঃপর কোরআন তার সাথীর দিকে তাকাবে এবং বলবে ঃ আমি সেই কোরআন, যাকে তুমি গোপনে ও প্রকাশ্যে পড়তে এবং ভালোবাসতে। আমি তোমার বন্ধু। আর আমি যাকে ভালোবাসি, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মুনকার ও নকীরের প্রশ্নের পর তোমার আর কোন দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থাকবে না। অতঃপর মুনকার ও নকীর তাকে প্রশ্ন করবেন এবং তারপর তারা ওপরে চলে যাবেন। এরপর সে ও কোরআন অবশিষ্ট থাকবে। সে বলবে ঃ অমি তোমাকে নরম বিছানা বিছিয়ে দেব এবং তোমাকে চমৎকার ও মনোরম চাদর দেব। কেননা তুমি রাত জেগেছ এবং দিনেও কঠিন পরিশ্রম করেছ। এরপর চোখের পলকের চেয়েও দ্রুতগতিতে কোরআন আকাশে চড়বে এবং আল্লাহর কাছে নরম বিছানা ও সুন্দর চাদর চাইবে। আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেবেন। অতঃপর কোরআন ফিরে আসবে। তার সাথে ৬ষ্ঠ আকাশের হাজার হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে। ফিরে আসার পর কোরআন তাকে অভিবাদন জানাবে এবং বলবে ঃ তুমি কি দুশ্চিন্তায় পড়েছিলে? আমরা তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলে তোমার জন্য এই বিছানা ও চাদর আনা ছাড়া আর কোন কাজ করিনি। এখন এগুলো নিয়ে এসেছি, কাজেই তুমি ওঠ। ফেরেশতারা তোমার বিছানা বিছিয়ে দেবে। ফেরেশতারা তাকে সতর্কতার সাথে ও হালকাভাবে উঠাবে। তারপর তার কবরকে চারশো বছরের পথের সমান প্রশস্ত

www.nagorikpathagar.org

করা হবে। তারপর তাকে সবুজ রেশমের তৈরী ও সুগন্ধীযুক্ত বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে। তার পায়ের কাছে ও মাথার কাছে পাতলা ও মোটা রেশমের বালিশ থাকবে। মাথা ও পায়ের কাছে আরো থাকবে জান্নাতের আলোয় জ্বালানো দুটো প্রদীপ, যা কেয়ামত পর্যন্ত আলোকিত থাকবে। এরপর ফেরেশতারা তাকে ডান কাতে কেবলামুখী করে শোয়াবে। অতঃপর বেহেশতের ইয়াসমীন ফুল তার কাছে আনা হবে এবং ফেরেশতারা তার কাছ থেকে বিদায় হয়ে ওপরে চলে যাবে। এ সময় কেবল সে ও কোরআন থাকবে। কোরআন ইয়াসমীন ফুলটাকে কবরের অধিবাসীর নাকের কাছে ধরবে এবং সে কেয়ামত পর্যন্ত তার ঘ্রাণ নিতে থাকবে। কোরআন তার সাথীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যাবে এবং প্রত্যেক দিনে ও রাতে তাকে সকল প্রয়োজনীয় খবর জানাবে। স্নেহময় পিতা যেমন তার পিতার সাথে কল্যাণমূলক আচরণ করে, তেমনি কোরআনও তার সাথে কল্যাণমূলক আচরণ করবে। তার কোন ছেলে যদি কোরআন শেখে তবে তাকে সেই সুসংবাদ জানাবে। আর তার উত্তরাধিকারী যদি খারাপ উত্তরাধিকারী হয়, তবে তাদের সকলের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। (বাযযার)

٣٥٢- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاتَ لَيْلَةً فِىْ خِفَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يُصَلِّىْ تَرَاكَضَتْ حَوْلَهُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ حَتّٰى يُصْبِحَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ.

৩৫২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে হালকা পানাহার করে রাত জেগে নামায পড়বে, সকাল পর্যন্ত তার কাছে সুন্দরী হুরগণ অবস্থান করবে। (তাবারানী)

٣٥٣- وَعَنْ عَمْرِوبْنِ عَنْبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صحيح غريب.

www.nagorikpathagar.org

৩৫৩। হযরত আমর ইবনে আমবাসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রাতের শেষ ভাগের মধ্যভাগেই আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার সবচেয়ে নিকটে থাকেন। সেই মুহূর্তে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তুমি যদি তাদের দলভুক্ত হতে চাও, তবে হও। (তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা)

٣٥٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا خَيَّبَ اللّٰهُ امْرَأً قَامَ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ.

৩৫৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মধ্যরাতে উঠে নামায পড়ে এবং সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান পাঠ করে, তাকে আল্লাহতায়ালা বিফল করবেন না। (অর্থাৎ তার সৎ মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।) (তাবারনী)

٣٥٥- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ ، وَيَسْتَبْشِرُبِهِمْ: الَّذِىْ إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيْهِ فَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِىْ بِنَفْسِهِ؟ وَالَّذِىْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِىْ، وَلَوْشَاءَ رَقَدَ، وَالَّذِىْ إِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوْا ثُمَّ هَجَعُوْا، فَقَامَ مِنَ السَّحَرِفِىْ ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৩৫৫। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাদের দেখে

www.nagorikpathagar.org

আনন্দিত হন। প্রথমতঃ এমন ব্যক্তি কোন আগ্রাসী বাহিনী যার মুখোমুখী হয় এবং সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইতে লিপ্ত হয়। এই ব্যক্তি নিহতও হতে পারে। অথবা আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করতে পারেন ও তার পক্ষ হয়ে লড়তে পারেন। তখন আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা আমার এই বান্দার দিকে তাকাও ও দেখ, কিভাবে সে নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াইতে অবিচল থেকেছে। দ্বিতীয়ত ঃ সেই ব্যক্তি যার সুন্দরী স্ত্রী ও নরম সুন্দর বিছানা থাকা সত্ত্বেও রাতে ঘুম থেকে জাগে। আল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ সে আরাম-আয়েশ ও প্রবৃত্তির লালসা ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করেছে। ইচ্ছা করলে সে ঘুমিয়ে থাকতে পারতো। তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি যে সফরে ছিল, তার সাথে একটা কাফেলা ছিল, কিন্তু কাফেলার লোকেরা কিছু রাত জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়তো। কিন্তু সে সুখে ও দুঃখে সর্বাবস্থায় শেষ রাতে জাগতো। (তাবরানী)

٣٥٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «عَجِبَ رَبُّنَا تَعَالٰى مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَاءِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحِبِّهِ إِلٰى صَلَاتِهِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَا: اُنْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِىْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلٰى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ، وَرَجُلٍ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِى الْاِنْهِزَامِ ، وَمَا لَهُ فِى الرُّجُوْعِ، فَرَجَعَ حَتّٰى يُهَرِيْقَ دَمَهُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ :أُنْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَجَاءً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى يُهَرِيْقَ دَمَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْيَعْلٰى، وَالطَّبَرَانِىُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ مَوْقُوْفًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَلَفْظُهُ : إِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ إِلٰى رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَامَ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ : مَا حَمَلَ عَبْدِىْ هٰذَا عَلٰى مَا صَنَعَ؟

www.nagorikpathagar.org

فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُوْلُ فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَاآمَنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ، وَذَكَرَ بَقِيَّتَهُ.

৩৫৬। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাদের প্রতিপালক দুই ব্যক্তিকে দেখে অভিভূত হয়েছেন। যে ব্যক্তি গভীর রাতে নিজের আত্মীয় ও প্রিয়জনের মধ্য থেকে লেপ-তোষক উপেক্ষা করে উঠে নামাযে মনোনিবেশ করেছে; তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেনঃ আমার বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখ। নিজের বিছানা ও লেপ-তোষক উপেক্ষা করে, নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে উঠে নামাযে মনোনিবেশ করেছে। সে শুধু আমার নিয়ামতের প্রতি আগ্রহী ও আমার আযাবের ভয়ে ভীত। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তার সাথীরা পরাজিত হয়েছে এবং পরাজয়ের ফলে তার ওপর কী বিপদ আসতে পারে তা সে জানে। আর ময়দানে ফিরে গেলে তার কী লাভ হবে তাও সে জানে। অতঃপর সে ময়দানে ফিরে গিয়ে নিজের রক্ত ঝরায়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার দিকে তাকাও। সে আমার কাছে যে অঢেল নিয়ামত আছে তার প্রতি অশান্বিত এবং আমার কাছে যে আযাব আছে তার ভয়ে ভীত। শেষ পর্যন্ত সে নিজের রক্ত ঝরাতে কুণ্ঠিত হয়নি। (আহমাদ, আবু ইয়ালা, তাবরানী ও ইবনে হাব্বান) তাবরানীতে আরো আছে ঃ আল্লাহ তায়ালা দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন! একজন হিমেল রাতে বিছানা লেপ-তোষক ও চাদর ছেড়ে উঠে পড়ে। ওযূ করে ও নামায পড়ে। আল্লাহ তায়ালা তখন ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, আমার এই বান্দা কী কারণে এই কাজে উদ্বুদ্ধ হলো? তারা বলেন ঃ হে আমাদের প্রভু, আপনার কাছে যে নিয়ামত আছে তার আশায় এবং আপনার কাছে যে আযাব আছে তার ভয়ে। তখন আল্লাহ বলেন ঃ সে যা আশা করেছে তা আমি তাকে দিলাম। আর সে যার ভয়ে ভীত, তা থেকে আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

٣٥٧- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِيْ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُوْرِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ؛ فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ

www.nagorikpathagar.org

هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِيْ، مَا سَأَلَنِيْ عَبْدِيْ هٰذَا فَهُوَلَهُ».
رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৩৫৭। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের এক ব্যক্তি রাত্রে জেগে উঠে নিজেকে শুধরাবার চেষ্টা করেও পবিত্রতা অর্জনের উদ্যোগ নেয়। সে সময়ে তার ওপর কয়েকটা গিরে দেয়া থাকে। (শয়তানের পক্ষ থেকে) অতঃপর সে যখন ওযূর জন্য নিজের হাত দু'খানা ধোয়, অমনি একটা গিরে খুলে যায়। যখনই সে তার মুখমণ্ডল ধোয়, অমনি আর একটা গিরে খুলে যায়। যখনই সে তার মাথা মোসেহ করে অমনি আর একটা গিরে খুলে যায়। যখনই সে তার পা দু'খানা ধোয় অমনি আরো একটা গিরে খুলে যায়। এরপর আল্লাহ্ পর্দার আড়ালে অবস্থানকারীদেরকে (ফেরেশতা) বলেন ঃ তোমরা আমার এই বান্দার দিকে তাকাও। সে নিজেকে শুধরাচ্ছে এবং আমার কাছে প্রার্থনা করছে। আমার এই বান্দা যা চায় তা আমি তাকে দেব। (আহমাদ, ইবনে হাব্বান)

٣٥٨- وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : إِنَّهُ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ: لَقَدْ أَعَدَّ اللّٰهُ لِلَّذِيْنَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَالَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ : وَنَحْنُ نَقْرَؤُهَا (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) اَلْآيَةُ .رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

৩৫৮। হযরত আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বলেছেন ঃ তাওরাতে লিখিত রয়েছে ঃ "যারা রাত্রে শয্যাত্যাগ করে ও আল্লাহর এবাদত করে, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এমন পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যা কারো চোখ কখনো দেখেনি, কারো কান কখনো শোনেনি, কারো কল্পনায়ও কখনো আসেনি এবং কোন ঘনিষ্ঠ ফেরেশতা এবং কোন প্রেরিত নবীও তা জানে না। তিনি বলেন ঃ কোরআনে আমরা পড়ি। "কোন প্রাণী জানে না, কী নয়ন-জুড়ানো জিনিস তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" (সূরা সিজদা-১৭) (হাকেম)

٣٥٩- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنَا: « لَيْسَ فِيْ

www.nagorikpathagar.org

الدُّنْيَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ : الرَّجُلُ يَغْبِطُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ اللّٰهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ، يَقُوْلُ الآخَرُ : لَوْ كَانَ لِىْ مَالٌ لأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ هٰذَا وَأَحْسَنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ إِلٰى جَنْبِهِ لاَ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَحْسُدُهُ عَلٰى قِيَامِهِ وَعَلٰى مَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ، فَيَقُوْلُ : لَوْ عَلَّمَنِى اللّٰهُ مِثْلَ هٰذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُوْمُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَفِى سَنَدِهِ لَيِّنٌ.

اَلْحَسَدُ : يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ تَمَنِّى زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُوْدِ، وَهٰذَا حَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْغِبْطَةُ، وَهُوَ تَمَنِّى حَالَةٍ كَحَالَةِ الْمَغْبُوْطِ مِنْ غَيْرِ تَمَنِّى زَوَالِهَا عَنْهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَفِىْ نَظَائِرِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْحَالَةُ الَّتِى عَلَيْهَا الْمَغْبُوْطُ مَحْمُوْدَةً فَهُوَ تَمَنٍّ مَحْمُوْدٌ، وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُوْمَةً فَهُوَ تَمَنٍّ مَذْمُوْمٌ يَأْثَمُ عَلَيْهِ الْمُتَمَنِّى.

৩৫৯। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাদেরকে বলতেন ঃ "দুটো বিষয়ে ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে ঈর্ষা করতে নেই। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে এই মর্মে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারে যে, আল্লাহ যদি তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেন, তাহলে সে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অপর ব্যক্তি বলে ঃ আমার যদি ধন-সম্পদ থাকতো, তাহলে এই ব্যক্তির মত ব্যয় করতাম এবং অরো বেশী করতাম। এভাবে এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে ঈর্ষা করে। অপর ব্যক্তি কোরআন পড়ে এবং রাত জেগে নামায পড়ে। তার পাশেই এক ব্যক্তি রয়েছে, যে কোরআন পড়তে জানে না। সে তার রাত জেগে নামায পড়া ও আল্লাহ তাকে যে কোরআন শিখিয়েছে তার ব্যাপারে তাকে ঈর্ষা করে। সে বলে ঃ আল্লাহ যদি আমাকে কোরআন শেখাতেন, তাহলে এই ব্যক্তির মত আমিও রাত জেগে নামায পড়তাম। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, হিংসা ও ঈর্ষার বশে কেউ যদি প্রতিপক্ষের সুখ-সমৃদ্ধির ধ্বংস ও পতন কামনা করে তবে তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে কেউ যদি অন্যের সুখ-সমৃদ্ধির ধ্বংস ও পতন কামনা না করে কেবল নিজের জন্য তার মত সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে, তবে তাতে দোষ নেই। আলোচ্য হাদীসে ঈর্ষার শেষোক্ত অর্থই গৃহীত হয়েছে। প্রতিপক্ষের যে অবস্থাটা কামনা করা হয়, তা শরীয়তসম্মত হলে এই কামনা বৈধ নচেৎ তা অবৈধ।

٣٦٠- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَتَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ اٰيَاتٍ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ : اِقْرَأْ وَارْقَ بِكُلِّ اٰيَةٍ دَرَجَةً حَتّٰى يَنْتَهِىَ إِلٰى اٰخِرِ اٰيَةٍ مَعَهُ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْعَبْدِ : اِقْبِضْ، فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ : يَارَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ، يَقُوْلُ : بِهٰذِهِ الْخُلْدَ، وَبِهٰذِهِ النَّعِيْمَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَفِيْهِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّيْنَ، وَرِوَايَتِهِ عَنْهُمْ مَقْبُوْلَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِيْنَ.

৩৬০। হযরত ফুযালা বিন উবাইদ ও হযরত তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে কোরআনের দশটা আয়াত পড়বে, তার জন্য এক 'কিনতার' সওয়াব নির্ধারিত হবে। আর এক কিনতার সওয়াব পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। কিয়ামাতের দিন তোমার প্রভু বলবেন ঃ তুমি কোরআন পড়তে থাক এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটা করে স্তর ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে থাক। এভাবে শেষ পর্যন্ত গিয়ে থামো। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বলবেন ঃ ধর। তখন বান্দা তার হাত প্রসারিত করে বলবে ঃ হে আমার প্রভু, তুমিই ভাল জান (আমি কোন্‌টা ধরবো), তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঃ এই হাত দিয়ে 'খুল্‌দ' এবং এই হাত দিয়ে 'নাঈম' ধর। (খুলদ্ ও নাঈম দুইটি বেহেশতের নাম -অনুবাদক) (তাবরানী)

٣٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ

www.nagorikpathagar.org

آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ سَوِيَّةَ عَنْ أَبِيْ حُجَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّيْ لَا أَعْرِفُ أَبَاسَوِيَّةَ بِعَدَالَةٍ وَلَاجَرْحٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ مِنْ هٰذِهِ الطَّرِيْقِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَامَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ».

قَالَ الْحَافِظُ: مِنْ سُوْرَةِ (تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ) إِلٰى آخِرِ الْقُرْاٰنِ أَلْفُ آيَةٍ.

৩৬১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশটা আয়াত দ্বারা নামায পড়বে, তাকে 'উদাসীনদের' তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যে ব্যক্তি একশো আয়াত দ্বারা নামায পড়বে তা আল্লাহর অনুগত বান্দাদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত দ্বারা নামায পড়বে, তাকে এক 'কিনতার' সওয়াবের অধিকারী রূপে গণ্য করা হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ সূরা মুলকের প্রথম আয়াত থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত এক হাজার আয়াত রয়েছে।

٣٦٢- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ أَرْبَعَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْحَافِظِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ سِتَّمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِيْنَ،

www.nagorikpathagar.org

وَمَنْ قَرَأَ ثَمَانِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُخْبِتِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ أَصْبَحَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوْقِيَةٍ، اَلْأُوْقِيَّةُ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ- أَوْقَالَ : خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ - وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَىْ آيَةٍ كَانَ مِنَ الْمُوْجِبِيْنَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৩৬২। হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে কোরআনের দশ আয়াত পড়বে, তাকে অলস ও উদাসীনদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর যে ব্যক্তি একশো আয়াত পড়বে তার নামে সারা রাতের ইবাদাত লেখা হবে। যে ব্যক্তি দুশো আয়াত পড়বে তাকে অনুগত বান্দারূপে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি চারশো আয়াত পাঠ করবে, তাকে ইবাদাত্কারী বলে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি পাঁচশো আয়াত পড়বে তাকে 'হাফেজ' (সংরক্ষণকারী) বলে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি ছয়শো আয়াত পড়বে তাকে একাগ্রচিত্তরূপে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি আটশো আয়াত পড়বে, তাকে বিনয়ী বলে গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত পড়বে সে পাবে এক কিনতার পরিমাণ সওয়াব। এক কিনতার হলো এক হাজার দুইশো উকিয়া। এক উকিয়া পরিমাণ সওয়াব আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়েও ভালো। রসূল (সা) এ কথাও বলে থাকতে পারেন যে, যত জিনিসের ওপর সূর্য উদিত হয়, তার চেয়েও উত্তম। আর যে ব্যক্তি দু'হাজার আয়াত পড়বে তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যাবে। (তাবরানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ صَلَاةِ الْإِنْسَانِ وَقِرَاءَتِهِ حَالَ النُّعَاسِ

তন্দ্রালু অবস্থায় নামায ও কোরআন পড়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٣٦٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه ، وَالنَّسَائِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

وَلَفْظُهُ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفْ؛ فَلَعَلَّهُ يَدْعُوْ عَلٰى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَ يَدْرِىْ».

৩৬৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন নামাযের ভেতরে তোমাদের কারো তন্দ্রা আসে তখন সে যেন শুয়ে পড়ে যতক্ষণ ঘুম তার কাছ থেকে সরে না যায়। কেননা যে ব্যক্তি তন্দ্রালু অবস্থায় নামায পড়ে সে হয়তো গুনাহ মাফ চাইতে গিয়ে (গুনাহ মাফ চাওয়ার পরিবর্তে) নিজেকে গালাগাল করবে। (অর্থাৎ কী বলতে কী বলবে, তা সে নিজেই টের পাবে না।-অনুবাদক) (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্) নাসায়ীর ভাষ্য এরূপ ঃ তোমাদের কারো নামাযের ভেতরে তন্দ্রা এলে তার চলে যাওয়া উচিত। কেননা সে হয়তো নিজের অজান্তে নিজের ওপর বদদোয়া করে বসবে।

٣٦٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلٰى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ؛ فَلْيَضْطَجِعْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَه رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৩৬৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাতের বেলায় নামায পড়ার সময় তার জিহ্বায় যদি কোরআনের উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়ে আসে এবং সে কী পড়ছে তা নিজেই জানে না-এমন হয়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ نَوْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى الصَّبَاحِ وَتَرْكِ قِيَامِ شَيْءٍ مِنَ اللَّيْلِ

রাতে একটুও নফল নামায না পড়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٣٦٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ : «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ أُذُنَيْهِ- أَوْقَالَ فِيْ: أُذُنِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ : «فِي أُذُنَيْهِ» عَلَى التَّثْنِيَةِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ «فِيْ أُذُنِهِ» عَلَى الْإِفْرَادِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: قَالَ الْحَسَنُ إِنَّ بَوْلَهُ وَاللّٰهِ ثَقِيْلٌ.

৩৬৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূল (সা)-এর সামনে এক ব্যাক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো যে, সে সকাল পর্যন্ত পরো রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির উভয়কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছিল। রসূল (সা) উভয় কানের পরিবর্তে শুধু 'কানে'ও বলেথাকতে পারেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ইবনে মাজাহ বলেছেন ঃ হাদীসে উভয় কানের কথাই বলা আছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আহমাদ হযরত আবু হুরাইরা থেকে এই হাদীস বর্ণনাকালে এক কানের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং শেষে সংযোজন করেছেন। "হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম,শয়তানের পেশাব খুবই ভারী।"

٣٦٦- وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدِيْثَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَاأَرَادَ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَقَدْ

www.nagorikpathagar.org

أَصْبَحْتَ، فَصَلِّ، وَأذكُرْ رَبَّكَ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، وَسَوْفَ تَقُومُ؛ فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى أَصْبَحَ نَشِيطًا، خَفِيفَ الْجِسْمِ، قَرِيرَ الْعَيْنِ، وَإِنْ هُوَ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ حَتَّى أَصْبَحَ بَالَ فِي أُذُنِهِ».

৩৬৬। হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা যখন রাতে নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন তার কাছে একজন ফেরেশতা এসে বলতে থাকে, ওঠ, সকাল হয়ে গেছে। নামায পড়। তোমার প্রভুকে স্মরণ কর।" পরক্ষণেই শয়তান এসে বলতে থাকে, "তোমার সামনে একটা লম্বা রাত রয়েছে। তুমি পরে উঠবে।" এরপরও সে যদি ওঠে ও নামায পড়ে, তবে তার মন প্রফুল্ল, শরীর হালকা ও চোখ ঠাণ্ডা হবে। আর যদি সে শয়তানের কথামত সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকে, তবে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়। (তাবরানী)

٣٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامُ اللَّيْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

৩৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "হে আব্দুল্লাহ, সেই ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাত জাগতো কিন্তু রাতের নামায পড়তো না"। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٣٦٨- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ: يَا بُنَيَّ، لَاتُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ احْتِمَالٌ لِلتَّحْسِينِ.

www.nagorikpathagar.org

৩৬৮। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেন ঃ হযরত দাউদের ছেলে হযরত সোলায়মানকে তার মা বলেছিলেন ঃ হে আমার ছেলে, রাতে বেশী ঘুমিও না। কেননা রাতে বেশী ঘুমালে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দরিদ্রে পরিণত করবে। (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)

٣٦٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِىٍّ جَوَّاظٍ صَخَّابٍ فِى الْأَسْوَاقِ جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْاٰخِرَةِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِهٖ، وَالْأَصْبَهَانِىّ وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : اَلْجَعْظَرِىُّ: اَلشَّدِيْدُ الْغَلِيْظُ، وَالْجَوَّاظُ : اَلْأَكُوْلُ، وَالصَّخَّابُ : الصَّيَّاحُ، اِنْتَهٰى.

৩৬৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির, অত্যধিক পেটুক, বাজারের অলি-গলিতে অযথা হৈচৈ করে ঘুরে বেড়ায়, রাতে মরা জন্তুর মত শুয়ে থাকে, দিনের বেলা গাধার মত পরিশ্রম করে, দুনিয়ার ব্যাপারে সবজান্তা, কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে অজ্ঞ। (ইবনে হাব্বন তাহার ছহীহ হতে এবং ইছবাহানী বর্ণনা করে এবং আহলে লোগাত বলেন আযযাজরী আশমাদিদ, আলগালিজ ওয়াল জাওয়াজ আল আকল ওয়াস সাখান আস সিয়াহ শেষ পর্যন্ত)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ آيَاتٍ وَأَذْكَارٍ يَقُوْلُهَا إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى

সকালে-বিকালে বিভিন্ন সূরা, আয়াত ও দোয়া পড়তে উৎসাহ দান

٣٧٠- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : «خَرَجْنَا فِىْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّىَ بِنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ : قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ

www.nagorikpathagar.org

شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاأَقُوْلُ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِىُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا.

৩৭০। হযরত মুয়ায ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে খুবায়েব বলেন ঃ আমরা একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বর্ষণমুখর রাতে রসূল (সা)-এর সন্ধানে বের হলাম, যাতে তিনি আমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়েন। আমরা তাকে পেলাম। তিনি বললেন ঃ বল, আমি কিছু বললাম না। তিনি আবার বললেন ঃ বল, আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন ঃ বল, আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, কী বলবো? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা কুল হুয়াল্লাহ, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়বে। তোমার সব রকমের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিহত হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٣٧١- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِىَ، وإن مات فى ذلك اليوم مات شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى، كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৩৭১। হযরত মালিক ইবনে ইয়াস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার 'আউযু বিল্লাহিস্ সামিয়িল আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম এবং একবার সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়বে, আল্লাহ তায়ালা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর কল্যাণার্থে দোয়া করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করবেন। সেই দিন সে মারা গেলে সে শহীদের মৃত্যু বরণ করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় অনুরূপ পাঠ করবে, সেও অনুরূপ মর্যদা লাভ করবে। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٣٧٢- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِيْ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، مَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُمْسِي فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَعِنْدَهُ: « لَا يَقُوْلُهَا أَحَدٌ حِيْنَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَلَا يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » وَلَيْسَ لِشَدَّادٍ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَرَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانٍ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৩৭২। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ 'সাইয়্যিদুল ইসতিগফার' অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লাইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী ওয়া আনা আব্দুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্‌তাতা'তু আউযু বিকা মিন শাররি মা-সানা'তু আবুউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ লাকা বিযাম্বী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আনতা" (অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমার মনিব, তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আমি তোমার বান্দা, আমি যথাসাধ্য তোমার প্রতিশ্রুতি ও আদেশ পালনে সচেষ্ট। আমি নিজের কৃত পাপের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমাকে দেয়া তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করি এবং আমার গুনাহর কথাও স্বীকার করি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর, তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।) যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পড়বে এবং ঐ রাতে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এই দোয়া সকালে পড়বে এবং সেই দিনে মারা যাবে, সে

www.nagorikpathagar.org

জান্নাতে যাবে। (বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম) তিরমিযীর বর্ণনায় " তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে" বলা হয়েছে।

٣٧٣ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ؟ قَالَ : أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ:أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَحَسَنَهُ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ سُهَيْلُ: فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِ غَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لَهَا وَجَعًا » رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِ بِنَحْوِ التِّرْمِذِىِّ.

৩৭৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এসে বললো "হে রসূলুল্লাহ, গতরাতে একটা বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছে।" রসূল (সা) বলেছেন ঃ সন্ধ্যার সময় তুমি যদি পড়তে ঃ "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা" (আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি থেকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীগুলোর কাছে আশ্রয় চাইছি।) তাহলে ঐ বিচ্ছুটা তোমার ক্ষতি করতো না। (মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী) তিরমিযীর বর্ণনায় বলা হয়েছে "ঐ রাতে কোন বিষাক্ত প্রাণী কামড়ালে তাতে ক্ষতি হবে না। সুহায়েল বলেন ঃ আমাদের পরিবার-পরিজন এই দোয়াটা শিখে নিয়েছিলন এবং প্রতিরাতে এটা পড়তো। একবার এক দাসীকে কিসে যেন কামড় দিল। কিন্তু সে কোন ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভর করলো না।" ইবনে হাব্বানও অবিকল তিরমিযীর মত বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

www.nagorikpathagar.org

قَدِيْرٌ، فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ،وَمُسْلِمٌ.

৩৭৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একদিনে একশোবার পড়বে ঃ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তার, প্রশংসা একমাত্র তার। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী) তার জন্য এটা দশটা দাস মুক্ত করার সমান মূল্যের কাজ হবে। তার জন্য একশোটা সৎকাজ লেখা হবে। তার একশো গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী সৎকাজ করেছে, সে ছাড়া আর কেউ তার চেয়ে উত্তম কাজ নিয়ে আসতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

٣٧٥- وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ » وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ، وَلٰكِنِّيْ لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللّٰهُ قَدَرَهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৩৭৫। হযরত আব্বান বিন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত উসমান বিন আফফান (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি সকালে ও বিকালে তিনবার করে পড়বে "বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মায়া ইসমিহি শাইউন ফিল আরযি ওয়ালা ফিস্ সামায়ি ওয়া হুয়াস সামীউল আলীম" (অর্থ সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে কোন জিনিস কারো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ।) কোন জিনিসই তার ক্ষতি করতে পারবে না। আব্বান যখন এই হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তার শরীরের একাংশ অবশ ছিল। যে ব্যক্তি তার হাদীস শুনছিল, সে আব্বানের অবশ অঙ্গের দিকে তাকাচ্ছিল। আব্বান বললেন ঃ তুমি কী দেখছ। আমি যে হাদীস তোমাকে শুনিয়েছি, তা ঠিকই আছে। কিন্তু শরীর যেদিন অবশ হয়, সেদিন আমি এ দোয়া পড়িনি। ফলে আল্লাহ তার ভাগ্যের ফায়সালা কার্যকর করেছেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও হাকেম)

٣٧٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْيُمْسِى : اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَا ئِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ؛ أَعْتَقَ ا للّٰهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ؛ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللّٰهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللّٰهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِىُّ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَزَادَ فِيْهِ بَعْدَ: إِلَّا أَنْتَ « وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ».

৩৭৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত থেকে যে, রসূল (রা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করে পড়বে, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহ্তু উশহিদুকা, ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালায়িকাতাকা, ওয়া জামীয়া খালকিকা, ইন্নাকা আনতাল্লাহু, লাইলাহা ইল্লা আন্তা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রসূলুকা"-অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি, তোমার আরশ বহনকারীগণকে, তোমার ফেরেশতাগণকে এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতকে সাক্ষী রাখছি, নিশ্চয় তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রসূল। যে দুইবার পড়বে তার দেহের অধিকাংশ, যে তিনবার পড়বে তার

www.nagorikpathagar.org

দেহের তিন-চতুর্থাংশ এবং যে চারবার পড়বে তার গোটা দেহ আল্লাহ দোজখ থেকে মুক্ত করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٣٧٧– وَعَنْ أَبِى عَيَّاشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِى حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىْ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسٰى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ».

৩৭৭। হযরত আবু আইয়াশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালবেলা পড়বেঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর" সে হযরত ইসমাঈলের বংশধরের একজন গোলামকে মুক্ত করার সওয়াব পাবে। তার জন্য দশটা সওয়াব লেখা হবে। তার দশটা গুনাহ মাফ করা হবে। তার জন্য দশটা সম্মান বৃদ্ধি করা হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এই দোয়া সন্ধ্যায় পড়লেও সকাল পর্যন্ত অনুরূপ সুফল পাবে। দোয়াটার অনুবাদ-৩৭৪ নং হাদীসে দেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٣٧٨– وَعَنْ أَبِى سَلَّامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ –وَهُوَ مَمْطُوْرٌ الْحَبَشِىُّ – أَنَّهُ كَانَ فِىْ مَسْجِدِ حِمْصَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالُوْا: هٰذَا خَادِمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ حَدِّثْنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الدَّجَّالُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى: رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً؛ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৩৭৮। হযরত আবু সালাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হেমসের এক মসজিদে থাকা অবস্থায় তার কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। লোকেরা বললো ঃ এই যে রসূল-ল্লাহ (সা)-এর সেবক। তখন তিনি তার কাছে গেলেন। তারপর তাকে বললেন ঃ আপনি এমন একটা হাদীস আমাকে বলুন যা রসূল (সা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর মাঝে ও আপনার মাঝে কোন মিথ্যুকের সমাগম ঘটেনি। লোকটি বললো ঃ আমি রসূল (সা)কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় পড়বে "রাযীনা বিল্লাহি রব্বান ওয়া বিল ইসলামি দীনান,ওয়া বিমুহাম্মদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রসূলান" তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর দায়িত্বে পরিগণিত হবে। দোয়ার অর্থ ঃ "আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে ধর্ম হিসাবে ও মুহাম্মদ (সা) কে রসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট"। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ ও হাকেম)

٣٧٩- وَعَنِ الْمُنَيْذِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَكُوْنُ بِإِفْرِيْقِيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الزَّعِيْمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتّٰى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৩৭৯। হযরত মুনাইযির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে বলবে, "রাযীতু বিল্লাহি রব্বান, ওয়া বিল ইসলামী দীনান, ওয়াবিমুহাম্মাদিন নাবীয়ান, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তাঁর হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবোই। (তাবরানী) দোয়াটার অর্থ ৩৭৮ নং হাদীসে দ্রষ্টব্য।

٣٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ الْبَيَاضِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ

يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৩৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে গান্নাম আল-বিয়াযী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে বলবে ঃ "হে আল্লাহ আজকের সকাল পর্যন্ত আমি বা তোমার যে কোন সৃষ্টি যে নিয়ামত পেয়েছে , তা শুধু তোমার কাছ থেকেই এসেছে। তোমার কোন শরীক নেই। একমাত্র তোমারই সকল প্রশংসা ও সকল কৃতজ্ঞতা"। তার পক্ষ থেকে দিনের শোকর আদায় হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় অনুরূপ বলবে, তার পক্ষ থেকে ঐ রাতের শোকর আদায় হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

٣٨١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ، وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهُ مِائَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْقَالَ :غَزَامِائَةَ غَزْوَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِىِّ لَمْ يَأْتِ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْزَادَ عَلٰى مَاقَالَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

৩৮১। হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি বলবে, সে একশতবার হজ্জ আদায়কারীর সমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার 'আলহামদু লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, বলবে, সে ঐ ব্যক্তির সমান হয়ে যাবে যে,আল্লাহর পথে একশোটা ঘোড়ার ওপর 'জেহাদ কারীদেরকে' 'সওয়ার করেছে।' (অর্থাৎ আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্য একশতটা

www.nagorikpathagar.org

ঘোড়া দান করেছে।) অথবা তিনি এ কথাও বলে থাকতে পারেন যে, আল্লাহর পথে একশতবার লড়াই করেছে। আর যে, ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে, সে যে ব্যক্তি হযরত ইসমাঈলের বংশধরের মধ্যে থেকে একশতজন গোলামকে মুক্ত করেছে, তার সমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার আল্লাহু আকবার বলবে, তার সমান সৎকাজ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারবে, যে অনুরূপ (একশতবার আল্লাহু আকবার) বলেছে অথবা তার চেয়ে বেশী কিছু বলেছে। (তিরমিযী)

٣٨٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِىْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ أسْتُرْ عَوْرَاتِىْ ، وَآمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفِظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَمِنْ خَلْفِىْ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ، وَعَنْ شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِىْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ، قَالَ وَكِيْعُ-وَهُوَابْنُ الْجَرَّاحِ- يَعْنِى الْخَسْفَ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَ النَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৩৮২। হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন যে, রসূল (সা) সকালে বিকালে এই দোয়াটা পড়া থেকে কখনো বিরত থাকতেন না ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদীনী ওয়া দুনিয়া ওয়া আহলী ওয়া মালী আল্লাহুম্মাস তুর আওরাতী ওয়া আমিন রওয়াতী, আল্লাহুম্মাহ্ফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়া, ওয়ামিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামিনী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আউযু বিআযমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী"-অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার ইহকাল, পরকাল, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ, আমার গোপনীয়তা রক্ষা কর এবং আমাকে আমার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ কর। হে আল্লাহ, আমাকে আমার সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে,

www.nagorikpathagar.org

ওপর থেকে রক্ষা কর। আর তোমার মহত্ত্বের কাছে আমি পানাহ চাই নীচ থেকে আক্রান্ত হওয়ার কবল থেকে।" ওয়াকী বলেছেন ঃ নীচ থেকে আক্রান্ত হওয়ার অর্থ ভূমিধস। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

٣٨٣- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَايَدَعُ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَعْمَلَ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَيْ حَسَنَةٍ حِيْنَ يُصْبِحُ، يَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهَا أَلْفَا حَسَنَةٍ وَاللّٰهُ- إِنْ شَاءَ اللّٰهُ- لَنْ يَعْمَلَ فِيْ يَوْمِهِ مِنَ الذُّنُوْبِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَيَكُوْنُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوٰى ذٰلِكَ وَافِرًا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَعِنْدَهُ «أَلْفُ حَسَنَةٍ».

৩৮৩। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন প্রতিদিন আল্লাহর জন্য দু'হাজার নেক কাজ করা থেকে বিরত না হয়। সকালে সে একশতবার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" পড়বে। এটাই দু'হাজার নেক কাজ। আল্লাহর কসম, আল্লাহ চাহে তো এ দিন সে কোন মতেই অতগুলো পাপ কাজ করবে না। অধিকন্তু অন্য যত ভালো কাজ সে করবে, তা তার জন্য বাড়তি হিসাবে থেকে যাবে। (তাবরানী)

٣٨٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الدُّخَانَ كُلَّهَا، وَأَوَّلَ حٰمٓ غَافِرٍ، إِلٰى (وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ) وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُمْسِي حُفِظَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهَا حَتّٰى يُمْسِيَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

www.nagorikpathagar.org

৩৮৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় সমগ্র সূরা দুখান, সূরা মুমিনের প্রথম তিন আয়াত 'ইলাইহিল মাসীর' পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) পড়বে, তাকে সকাল পর্যন্ত নিরাপদে রাখা হবে। আর যে ব্যক্তি সকালে পড়বে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে রাখা হবে। (তিরমিযী)

٣٨٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارِهِ بِخَيْرٍ، وَخَتَمَهُ بِخَيْرٍ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ : لَا تَكْتُبُوْا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৩৮৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুছর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ দিয়ে দিনের সূচনা ও কোন সৎকাজ দিয়ে দিনের সমাপ্তি ঘটায়, তার তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়ে সে যত গুনাহ করে তা তোমরা লিখ না। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ এ দ্বারা এ কথা বুঝা উচিত নয় যে, কেউ পরিকল্পিতভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় দুটো ভালো কাজ করে সারা দিন জঘন্য পাপকাজে লিপ্ত হলেও পার পেয়ে যাবে। বরং এর অর্থ এই যে, সকালে দিনের শুরুতেই ভালো কাজ করে সে তার এই মনোভাব ব্যক্ত করেছে যে, সে সারাদিন ভালো কাজের মধ্য দিয়েই কাটাতে চায়। সুতরাং দিনে যদি সে কিছু অন্যায় কাজ করে বসে, তবে তা দুর্ঘটনা ও শয়তানের প্ররোচনাক্রমেই হয়েছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহও তদ্রূপ বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করবেন।

٣٨٦- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللّٰهِ، وَكَانَ آخِرَ يَوْمِهِ عَتِيْقَ اللّٰهِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَالْخَرَائِطِيُّ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

www.nagorikpathagar.org

৩৮৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে "সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" (আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী) এক হাজারবার পড়বে, সে যেন আল্লাহর কাছ থেকে নিজেকে কিনে নিয়েছে এবং দিনের শেষে সে আল্লাহর মুক্ত বান্দায় পরিণত হবে। (তাবরানী)

٣٨٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : « مَايَمْنَعُكَ أَنْ تَسْمَعِىْ مَاأُوْصِيْكِ بِهِ، أَنْ تَقُوْلِىْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ : يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ». رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِهِمَا.

৩৮৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে রসূল (সা) হযরত ফাতেমা (রা) কে বলেছেন ঃ আমি তোমাকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা মনোযোগ সহকারে শুনতে যেন কোন বাধা না পাও ঃ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পড়বে ঃ ইয়া হাইউ, ইয়া কাইউম, বিরহমাতিকা আসতাগিসু, আসলিহ লী শানী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফ্সী তারফাতা আইন"-অর্থ "হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার কাছেই সাহায্য চাই। আমার যাবতীয় অশান্তি দূর করে দাও। এক মুহূর্তের জন্যও তুমি আমাকে আমার হাতে সোপর্দ করো না।" (নাসায়ী, বাযযার ও হাকেম)

٣٨٨- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: « أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، وَمِنْ أَبِىْ بَكْرٍ مِرَارًا، وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا ؟ قُلْتُ: بَلٰى ؟ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَاأَمْسٰى: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِىْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِىْ، وَأَنْتَ تَسْقِيْنِىْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِىْ، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِىْ، لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

www.nagorikpathagar.org

إِيَّاهُ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلِيمٍ فَقُلْتُ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، وَمِنْ أَبِي بَكْرٍ مِرَارًا، وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا ؟ قَالَ : بَلَى، فَحَدَّثْتُهُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتُ كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَكَانَ يَدْعُوْ بِهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَلاَ يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৩৮৮। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব বললেন ঃ তোমাকে কি এমন একটা কথা বলবো না, যা আমি রসূল (সা) এর কাছ থেকে একাধিকবার, আবু বকরের কাছ থেকে একাধিকবার এবং উমারের কাছ থেকে একাধিকবার শুনেছি? আমি বললাম হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে এই দোয়াটা পড়বে, সে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তা-ই দেবেন। দোয়াটা হলো ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা খালাকতানী। ওয়া আনতা তাসকীনী, ওয়া আনতা তুমিতনী, ওয়া আন্‌তা তুহ্‌য়িনী।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমাকে সুপথ দেখাও, তুমি আমাকে বাচাঁও।" এ কথাগুলো আল্লাহ হযরত মূসা (আ) কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন সাতবার এই কথাগুলো বলতেন এবং যা চাইতেন আল্লাহ তা তাকে দিতেন। (তাবরানী)

٣٨٩- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا جَيِّدٌ.

৩৮৯। হযরত আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর সকালে দশবার ও বিকালে দশবার দুরূদ পড়বে, কিয়ামাতের দিন সে আমার শাফায়াত পাবে। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٣٩٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَّمَهُ دُعَاءً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَهُ، وَيَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: «قُلْ حِيْنَ تُصْبِحُ: لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، أَوْنَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ؛ فَمَشِيْئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنٍ فَعَلٰى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا، وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَأَعُوْذُبِكَ اللّٰهُمَّ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ، أَوْ يُعْتَدٰى عَلَيَّ، أَوْ أَكْسِبَ خَطِيْئَةً، أَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ، اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَإِنِّيْ أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا، أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ، وَأَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ تَكِلْنِيْ إِلٰى ضَعِيْفٍ، وَعَوْرَةٍ،

www.nagorikpathagar.org

وَذَنْبٍ، وَخَطِيْئَةٍ، وَإِنِّيْ لاَ أَثِقُ إِلاَّ بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ كُلَّهَا، إِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ أَنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَرُوِىَ ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ مِنْهُ إِلٰى قَوْلِهِ « بَعْدَ الْقَضَاءِ ».

৩৯০। হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) তাকে একটা দোয়া শেখালেন এবং প্রতিদিন এটা তাকে নিজে পড়তে ও তার পরিবার-পরিজনকে পড়াতে আদেশ দিলেন। তিনি বললেনঃ প্রতিদিন সকালে পড়বে "বান্দা হাজির, হে আল্লাহ! বান্দা হাজির। বান্দা হাজির এবং সে তোমার সৌভাগ্য কামনা করে। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, তোমার কাছ থেকেই আসে এবং তোমার কাছেই যায়। হে আল্লাহ আমি যে কথাই বলে থাকি, যে শপথই করে থাকি, যে মান্নতই মেনে থাকি, তোমার ইচ্ছা তার অগ্রবর্তী। তুমি যা চেয়েছ, তাই হয়েছে, যা চাওনি, হয়নি। তুমি না দিলে কারো কোন শক্তি, ক্ষমতা নেই। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্, আমি যে কল্যাণ প্রার্থনাই করে থাকি, সেটা তুমি যার প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছ তার জন্যই। আর আমি যে অভিশাপই দিয়ে থাকি, সে অভিশাপ তুমি যাকে অভিশাপ দিয়েছ তার ওপরই। নিশ্চয় তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং সৎলোকদের সাথে যুক্ত কর। হে আল্লাহ, আমি তোমার ফায়সালার পর তোমার সন্তোষ চাই। মৃত্যুর পর শান্তিপূর্ণ জীবন চাই। তোমার মুখের দিকে তাকানোর আনন্দ চাই। তোমার সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী থাকতে চাই। বিপদাপদ ও পথভ্রষ্টকারী বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি চাই। হে আল্লাহ, যুলুম করা ও যুলুমের কবলে পড়া থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। আগ্রাসনের কবলে পড়া থেকে ও আগ্রাসন করা থেকে রক্ষা পেতে চাই। এমন গুনাহ থেকে পানাহ চাই যা তুমি ক্ষমা করবে না। হে আল্লাহ, তুমি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় রকমের জিনিস সম্পর্কে অবহিত, মহিমান্বিত ও পরম সম্মানিত। এই দুনিয়ার জীবনে আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি এবং তেমাকে সাক্ষী রাখছি। তুমি একাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তোমাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি এক ও অদ্বিতীয়। রাজ্য তোমার। প্রশংসাও তোমার। তুমি সকল জিনিসের ওপর শক্তিমান। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তোমার বান্দা ও রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, বেহেশ্ত সত্য, কেয়ামত আসবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা কবরে আছে তাদেরকে তুমি পুনরুজ্জীবিত করবে। তুমি যদি আমাকে আমার হাতে সোপর্দ কর তাহলে আমাকে দুর্বলতার কাছে, গোপনীয়তার কাছে, গুনাহর কাছে ও ভুলক্রটির

www.nagorikpathagar.org

কাছে সোপর্দ করবে। আমি শুধু তোমার দয়ার ওপর ভরসা করি, অতএব আমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দাও। আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল। (আহমাদ, তাবরানী ও হাকেম)

٣٩١- وَرُوِىَ عَنْ أَبَانَ الْمُحَارِبِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسٰى : رَبِّىَ اللّٰهُ لَا أُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبَهُ حَتّٰى يُمْسِىَ، وَكَذٰلِكَ إِنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ.

৩৯২। হযরত আব্বান আল-মুহারবী বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যদি কোন মুসলমান সকালে এই দোয়া পড়ে তবে বিকাল পর্যন্ত এবং বিকালে পড়লে সকাল পর্যন্ত তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। দোয়াটা হলোঃ "রব্বিয়াল্লাহু লা উশরিকু বিহি শাইয়ান, ওয়া আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قَضَاءِ الْإِنْسَانِ وَرْدِهٖ إِذَا فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ

রাতে যে সব দোয়া পড়া হয়, তা ছুটে গেলে কাযা করা উচিত

٣٩٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ، أَوْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهٖ.

৩৯২। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার নিয়মিত ওযিফা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর তা ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয়, সে রাতেই পড়েছে বলে লেখা হবে।(মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلَاةِ الضُّحٰى

যুহার (দুপুরের পূর্বে) নামায

٣٩٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ.

৩৯৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (সা) আমাকে প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখতে, দুপুরের পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়তে এবং শয়নের পূর্বে বেতেরের নামায পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, আব দাউদ)

٣٩٤- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৯৪। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটা গ্রন্থি সংযোগস্থলের বাবদ প্রতিদিন সদকা দেয়া কর্তব্য। প্রতিবার সুবহানাল্লাহ পড়া দ্বারা সদকা আদায় হবে। প্রতিবার আল হামদুল্লিাহ পড়া দ্বারাও সদকা আদায় হবে। প্রতিবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়া দ্বারাও সদকা আদায় হবে। প্রতিবার আল্লাহু আকবার পড়া দ্বারাও সদকা আদায় হবে। প্রতিটা সদুপদেশ দ্বারাও সদকা আদায় হবে। প্রতিটা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা দ্বারাও সদকা আদায় হবে। আর দুপুরের আগে দু'রাকাত নামায পড়লে তাও সদকা হিসাবে যথেষ্ট হবে। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٣٩٥- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «فِى الْإِنْسَانِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً» قَالُوْا: فَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اَلنُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحٰى تُجْزِئُ عَنْكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا.

৩৯৫। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছেনঃ মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটা গ্রন্থি রয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটা গ্রন্থির জন্য তার সদকা দেয়া উচিত। শ্রোতারা বললো ঃ এ কাজটা কে করতে পারবে? রসূল (সা) বললেন, মসজিদে কোন আবর্জনা দেখলে তা মাটিতে পুঁতে ফেল। আর পথের ওপর কোন আবর্জনা দেখলে তা সরিয়ে ফেল। তাও যদি না পার, তবে দুপুরের আগে দু'রাকাত নামায পড়া তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ,ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান)

٣٩٦- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :« أَوْصَانِىْ حَبِيْبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحٰى، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلٰى وِتْرٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৩৯৬। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেছেন ঃ আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (সা) আমাকে তিনটি কাজ করার উপদেশ দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকবো এ তিনটি কাজ বাদ দেব না। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা, দুপুরের আগে নামায পড়া ও বেতের নামায পড়ার আগে না ঘুমানো। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٣٩٧- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ : حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৩৯৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বারো রাকাত যুহার নামায পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য বেহেশতে একটা স্বর্ণের প্রাসাদ বানিয়ে দেবেন। (ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী)

٣٩٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِّىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ : يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِى أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُوْ يَعْلٰى، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

৩৯৮। হযরত উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ হে আদম সন্তান, দিনের প্রথমভাগে আমার জন্য চার রাকাত নামায নিশ্চিত কর, আমি দিনের শেষভাগে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবো। (আহমাদ, আবু ইয়ালা)

٣٩٩- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِىَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ إِلَّا لِلّٰهِ مَنٌّ يَمُنُّ بِهِ عَلٰى عِبَادِهِ

www.nagorikpathagar.org

وَصَدَقَةً، وَمَامَنَّ اللّٰهُ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৩৯৯। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'রাকাত যুহার নামায পড়বে, তাকে অলস লোকদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে না। আর যে ব্যক্তি চার রাকাত পড়বে তাকে আবেদ গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি ছয় রাকাত পড়বে, তা তার ঐ দিনের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি আট রাকাত পড়বে, আল্লাহতায়ালা তার জন্য বেহেশতে একটা ঘর বানিয়ে দেবেন। এমন কোন দিন ও রাত নেই, যেদিন আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের ওপর একটা অনুগ্রহ ও সদকা না করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা তার কোন বান্দার ওপর যে উৎকৃষ্টতম অনুগ্রহ করেন, তা হলো তার অন্তরে তাঁর স্মরণের প্রেরণা দান করেন। (তাবরানী)

٤٠٠- وَرُوِىَ عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الضُّحٰى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادٰى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُدِيْمُوْنَ صَلَاةَ الضُّحٰى ؟ هٰذَا بَابُكُمْ فَادْخُلُوْهُ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْأَوْسَطِ.

৪০০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ বেহেশতে একটা দরজা রয়েছে যার নাম যুহা। কিয়ামাতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবেঃ যারা নিয়মিত যুহার নামায পড়তো তারা কোথায়? এটা তোমাদের দরজা। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। (তাবরানী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلَاةِ التَّسْبِيْحِ

সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤٠١- عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيْكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوْكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمَدَهُ، وَصَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجود فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمْرِكَ مَرَّةً » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِهِ.

قَالَ الْحَافِظُ: وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، وَقَالَ فِىْ آخِرِهِ: « فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، أَوْ رَمْلِ عَالِجٍ، غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ».

৪০১। হযরত ইকরামার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) কে বলেন ঃ হে আব্বাস, হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে এমন দশটা জিনিস শিখিয়ে দেব না, যা করলে আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রথম ও শেষ, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। সেই দশটা জিনিস হলো, আপনি চার রাকাত নামায পড়বেন, প্রত্যেক রাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি

www.nagorikpathagar.org

সূরা পড়বেন। যখন প্রথম রাকাতে কিরাত শেষ করবেন, তখন দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার পড়বেন "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়। অতঃপর রুকুতে যাবেন এবং রুকুতে থাকা অবস্থায় এই দোয়া দশবার পড়বেন। তারপর রুকু থেকে আপনার মাথা উঠাবেন এবং এই অবস্থায় দশবার ঐ দোয়াটা পড়বেন। তারপর সিজদায় পতিত হবেন এবং সিজদারত অস্থায় ঐ দোয়াটা দশবার পড়বেন। তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন এবং দশবার দোয়াটা পড়বেন। তারপর আবার সিজদায় যাবেন এবং সিজদারত অবস্থায় দশবার দোয়াটা পড়বেন। তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন এবং দশবার দোয়াটা পড়বেন। এভাবে প্রতি রাকাতে ৭৫ বার পড়বেন এবং এভাবে চার রাকাত পূর্ণ করবেন। এই নামায যদি আপনি প্রতিদিন একবার পড়তে পারেন তবে পড়ুন। তা না পারলে প্রতি শুক্রবার একবার পড়ুন। তা না পারলে প্রতি মাসে একবার পড়ুন। তা না পারলে প্রতি বছর একবার পড়ুন। তা না পারলে আপনার সারা জীবনে একবার পড়ুন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, ইবনে খুযায়মা) তাবরানী শরীফে এই হাদীসের শেষে বলা হয়েছে-" আপনার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হয় কিংবা আলেজ মরুভূমির বালুকণার সমান হয়, তবুও আল্লাহতায়ালা আপনাকে ক্ষমা করবেন।"

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلاَةِ التَّوْبَةِ

সালাতুত্ তাওবা (তাওবার নামায) পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤٠٢- عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّىْ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: (وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَقَالَا: « ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ » وَذَكَرَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، وَذَكَرَ فِيْهِ الرَّكْعَتَيْنِ.

www.nagorikpathagar.org

৪০২। হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন গুনাহর কাজ করার পর পবিত্রতা অর্জন করে নামায পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। এরপর তিনি সূরা আল ইমরানের ১৩৫ নং আয়াতটি পড়েন, যার অর্থ হলো ঃ যারা কোন খারাপ কাজ করা অথবা নিজেদের ওপর অত্যাচার করার পর আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের কৃত গুনাহর জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ মাফ করে? অতঃপর তারা জেনে শুনে কৃত অপকর্মের পুনরাবৃত্তি করে না" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বাইহাকী) বাইহাকী ও ইবনে হাব্বান 'দু'রাকাত' নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَدُعَائِهَا

সালাতুল হাজাহ (বিপদ-মুসিবত থেকে উদ্ধার লাভের নামায)

٤٠٣- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْمٰى أَتٰى إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَكْشِفَ لِىْ عَنْ بَصَرِىْ. قَالَ: «أَوْأَدَعُكَ»، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَىَّ ذَهَابُ بَصَرِىْ. قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّىْ اَتَوَجَّهُ إِلٰى رَبِّىْ بِكَ أَنْ يَكْشِفَ لِىْ عَنْ بَصَرِىْ، اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِىَّ، وَشَفِّعْنِىْ فِىْ نَفْسِىْ» فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْ بَصَرِه . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، وَالنَّسَائِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِه، وَالْحَاكِمُ.

৪০৩। হযরত উসমান বিন হুনাইফ (রা) বর্ণনা করেন যে, এক অন্ধ রসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করুন যেন আমার দৃষ্টি খুলে দেন। রসূল (সা) বললেন ঃ তোমার এ বিষয়টা কি আমি বাদ

www.nagorikpathagar.org

দেব? (অর্থাৎ তিনি এ ব্যাপারে দোয়া করার চাইতে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দিতে চাইছিলেন। তাবরানীর বণর্না থেকে এটাই মনে হয়। সেখানে আছে "তুমি কি ধৈর্য ধারণ করবে?" সে বললোঃ হে রসূলুল্লাহ, আমার অন্ধ হয়ে যাওয়া আমার জন্য বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। রসূল (সা) বললেন ঃ বেশ, তাহলে যাও, ওযূ কর, তারপর দু'রাকাত নামায পড়। তারপর বলঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং রহমতের নবী আমার নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করছি এবং প্রার্থনা করছি, যেন আমার দৃষ্টিশক্তি খুলে দেন। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ কর এবং আমার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।" এরপর সে ফিরে এল। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা ও হাকেম)

٤٠٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ، أَوْ إِلٰى أَحَدٍ مِنْ بَنِىْ آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ فَايِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الْوَرْقَاءِ عَنْهُ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَه بَعْدَ قَوْلِهِ :« يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ »: « ثُمَّ يَسْأَلُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ ». وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِاخْتِصَارٍ، ثُمَّ قَالَ أَخْرَجْتُهُ شَاهِدًا، وَفَايِدٌ مُسْتَقِيْمُ

www.nagorikpathagar.org

اَلْحَدِيْثِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهٖ :«وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ»: «وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ».

৪০৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে অথবা কোন মানুষের কাছে কারো কোন প্রয়োজন থাকলে সে যেন খুব ভালোভাবে ওযূ করে এবং দু'রাকাত নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করে, অতঃপর রসূল (সা)-এর ওপর দরূদ পড়ে। অতঃপর সে যেন বলে ঃ "পরম ধৈর্যশীল আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহর। আমি তোমার কাছে তোমার দয়ার উদ্রেককারী ও তোমার ক্ষমা নিশ্চয়তাকারী উপকরণগুলো চাই। সকল দানের মুখাপেক্ষিতা থেকে আমাকে মুক্ত কর। সকল গুনাহ্ থেকে আমাকে নিষ্কলংক রাখ। আমার কোন গুনাহ্ ক্ষমা করতে বাদ রেখ না। আমার কোন প্রয়োজন অপূর্ণ রেখ না। সকল মুসিবত দূর করে দাও। হে সকল দয়ালুর শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্) ইবনে মাজাহর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে- "এরপর দুনিয়া বা আখেরাতের যা ইচ্ছা হয় চাইবে তার জন্য তা বরাদ্দ করা হবে।"

٤٠٥- رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَا عَلِيُّ، أَلَاأُعَلِّمُكَ دُعَاءً إِذَا أَصَابَكَ غَمٌّ أَوْهَمٌّ تَدْعُوْ بِهٖ رَبَّكَ فَيُسْتَجَابُ لَكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَيُفَرِّجُ عَنْكَ :تَوَضَّأْ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ، وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ قُلْ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ كَاشِفَ الْغَمِّ ، مُفَرِّجَ الْهَمِّ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ إِذَا دَعَوْكَ، رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا، فَارْحَمْنِيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ بِقَضَائِهَا وَنَجَاحِهَا رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

www.nagorikpathagar.org

৪০৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আলী, আমি কি তোমাকে এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দেব না, তুমি কোন বিপদে বা দুশ্চিন্তায় পড়লে যা দ্বারা আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার দোয়া কবুল করা হবে এবং তোমার বিপদ দূর করা হবে। প্রথমে ওযূ করবে, তার পর দু'রাকাত নামায পড়বে। তারপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে। অতঃপর তোমার নবীর ওপর দরুদ পড়বে। তারপর নিজের জন্য ও মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা চাইবে। তারপর বলবে ঃ হে আল্লাহ! তুমিই তোমার বান্দাদের মতভেদ নিরসন করে থাক। মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। পরম ধৈর্যশীল ও উদারচিত্ত আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি সাত আকাশের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু। সর্বজগতের প্রভু আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। হে দুশ্চিন্তা দূরকারী। হে বিপদ উদ্ধারকারী। বিপন্ন মানুষ যখন ডাকে তখন তাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী। দুনিয়া ও আখেরাতের দয়ালু ও দাতা। অতএব আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো ও এই উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে এমনভাবে অনুগ্রহ কর যেন আমি তুমি ছাড়া আর কারো অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হই। (ইসবাপানী)

٤٠٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تُصَلِّيْهِنَّ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَتَتَشَهَّدُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا تَشَهَّدْتَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِكَ فَأَثْنِ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْرَأْ وَأَنْتَ سَاجِدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ(مِنْ عَرْشِكَ) وَمُنْتَهٰى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَاسْمِكَ الْأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الْأَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ، ثُمَّ سَلِّمْ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، وَلَا تُعَلِّمُوْهَا السُّفَهَاءَ، فَإِنَّهُمْ يَدْعُوْنَ بِهَا فَيَسْتَجَابُوْنَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

www.nagorikpathagar.org

৪০৬। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত অছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দিনে অথবা রাতে বারো রাকাত নামায এমনভাবে পড়বে যে, প্রত্যেক দু'রাকাতের শেষে তাশাহুদ পড়ার পর আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের প্রতি দরূদ পড়বে। অতঃপর সিজদায় গিয়ে সাতবার সূরা ফাতেহা ও সাতবার আয়াতুল কুরসী পড়ার পর দশবার পড়বে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। তারপর এই বলে দোয়া করবে ঃ হে আল্লাহ্ তোমার আরশের সর্বোচ্চ সম্মান, তোমার শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ও তোমার পূর্ণাঙ্গ বাণীর ওছিলায় আমি প্রার্থনা করছি-এই বলে নিজের মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করবে ও যা চাওয়ার চাইবে। তারপর মাথা উঠিয়ে ও ডানে বামে ছালাম ফেরাবে। অসৎ লোকদেরকে এটা শেখাবে না, কেননা তারাও সাহায্যের দোয়া করবে এবং যা চাইবে পেয়ে যাবে। (হাকেম)

٤٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدَعْوَاتٍ، فَقَالَ : إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ فَقَدِّمْهُنَّ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ : يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ، يَا كَاشِفَ السُّوْءِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ، يَا إِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ بِكَ أُنْزِلُ حَاجَتِيْ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا، فَاقْضِهَا » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ.

৪০৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাকে জিবরীল কয়েকটা দোয়া শিখিয়েছেন, যখন তোমার পার্থিব জীবনে কোন বিপদ আসে, তখন ঐ দোয়াগুলো পড়ে আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি চাও এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য দোয়া কর। দোয়াগুলো হলো, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে মহান সম্মানী ও মহান প্রতাপশালী, হে দোয়া কবুলকারী, হে সাহায্য প্রার্থনাকারীর সাহায্যকারী, হে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, হে বিশ্বজগতের একমাত্র মাবুদ, তোমার কাছেই আমার প্রয়োজন পেশ করছি। তুমি নিজেই এ সম্পর্কে ভালো জান। অতএব আমার প্রয়োজন পূর্ণ কর। (ইসপাহানী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيبُ فِيْ صَلَاةِ الاِسْتِخَارَةِ وَمَا جَاءَ فِيْ تَرْكِهَا

ইস্তেখারার নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং বর্জনের প্রসংগ

٤٠٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ يَعْلٰى، وَالْحَاكِمُ، وَزَادَ: وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ» وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، كَذَا قَالَ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ كَثْرَةُ اسْتِخَارَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ» وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ حُمَيْدٍ.

৪০৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (যে কাজের পরিণাম ভালো কি মন্দ হবে জানা যায় না, তার ভালো বা মন্দ ফলাফল জানতে চাওয়া অথবা যেটা ভালো, তা করার শক্তি ও সিদ্ধান্ত চাওয়া) করা আদম সন্তানের সৌভাগ্যের লক্ষণ। (আহমাদ,আবু ইয়ালা ও হাকেম) হাকেমের সংযোজন " আর ইস্তিখারা বর্জন করা আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।"

তিরমিযী শরীফে হাদিসটির ভাষা এরূপ ঃ "আদম সন্তানের সৌভাগ্যের লক্ষণ বেশী বেশী ইস্তিখারা করা এবং আল্লাহর ফায়সালায় তুষ্ট হওয়া। আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ হলো ইস্তিখারা বর্জন করা এবং আল্লাহর ফায়সালায় অসন্তুষ্ট হওয়া।" ইসপাহানী ও বাযযারের বর্ণনাও তিরমিযীর অনুরূপ।

٤٠٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِيْ

www.nagorikpathagar.org

الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَاأَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْقَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدِرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي- أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৪০৯। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাদেরকে যেভাবে কোরআনের সূরা শেখাতেন, ঠিক সেইভাবে ইস্তিখারা শেখাতেন। তিনি বলতেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে যেন দু'রাকাত নফল নামায পড়ে, অতঃপর নিম্নরূপ দোয়া করে "হে আল্লাহ, আমি তোমার জ্ঞানের কাছে এ কাজের ভালো মন্দ জানতে চাইছি। তোমার শক্তির কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। তোমার বিরাট অনুগ্রহের ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ চাইছি, তুমিই ক্ষমতার মালিক, আমি নই। তুমিই জান, আমি জানি না। যা কেউ জানে না, তা তুমি জান। হে আল্লাহ তুমি যদি জান যে এই কাজটা আমার দীন, দুনিয়া, জীবন-জীবিকা ও পরিণামের দিক দিয়ে আমার জন্য কল্যাণকর, তাহলে এটা আমার ক্ষমতার আয়ত্তে এনে দাও। আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও এবং তাতে বরকত দাও। আর যদি তুমি জান যে, এ কাজটা আমার জন্য অশুভ, আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণামের দিক দিয়ে আমার জন্য অকল্যাণকর-তাহলে এটাকে দূরে সরিয়ে দাও। অতঃপর যেখানে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে, সেখানে তা আমার আয়ত্তাধীন কর। অতঃপর তার ওপর আমাকে সন্তুষ্ট করে দিও।" এই সাথে নিজের বাঞ্ছিত বিষয়টার উল্লেখ করবে। (বুখারী, আব দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় - ৬

জুমুয়া

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَالسَّعْىِ إِلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ يَوْمِهَا وَسَاعَتِهَا

জুমুয়ার নামাযের প্রতি উৎসাহ্ প্রদান, এ জন্য চেষ্টাও ও এদিন ও সময়ের ফযীলত

٤١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ ، وَابْنُ مَاجَه.

৪১০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে, তারপর জুমুয়ার নামাযে আসবে এবং নীরবে ও মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনবে, ঐ জুমুয়া ও পরবর্তী জুময়ার মধ্যবর্তী সময়ে তার কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অতিরিক্ত আরো তিনদিনের গুনাহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি পাথর স্পর্শ করলো, (অর্থাৎ জুমুয়ার জামায়াতে এসে সিজদার স্থানে বা আশে পাশে পড়ে থাকা পাথর বা অন্যান্য আবর্জনা স্পর্শ করবে) সে যেন একটা বেহুদা কাজ করলো । (অর্থাৎ তার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে।) (মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٤١١- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلٰى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

www.nagorikpathagar.org

৪১১। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ পাচঁ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুয়া থেকে আরেক জুমুয়া, এক রমযান থেকে আরেক রমযান, মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়ে দেয়, যখন কবীরা গুনাহ্ বর্জন করা হয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বড় বড় গুনাহ, যা হারাম কাজ করা ও ফরয কাজ বাদ দেয়ার কারণে হয়ে থাকে, এ সব সৎকাজের ফলে আপনাআপনি মাফ হয়ে যাবে না। বড় বড় গুনাহ বর্জন করার পাশাপাশি এ সব সৎকাজ করলে অন্য সমস্ত ছোট ছোট গুনাহ আপনাআ-াপনি মাফ হয়ে যাবে। বড় বড় গুনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য তওবা সহকারে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক।

٤١٢- وَعَنْ أَبِى سَعِيدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِى يَوْمٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً،وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِى صَحِيْحِهِ.

৪১২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি পাঁচটা কাজ একদিনে করবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, রোযা রাখা, জুমুয়ার, জামায়াতে যাওয়া ও একজন গোলামকে মুক্ত করা। (ইবনে হাব্বান)

٤١٣- وَعَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى يَأْتِىَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ مَا بَدَالَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتّٰى يُصَلِّىْ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِى صَحِيْحِهِ، وَرُوَاةُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

www.nagorikpathagar.org

৪১৩। হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন গোসল করবে, নিজের কাছে সুগন্ধী দ্রব্য থাকলে তা মাখবে, নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরবে। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে মসজিদে গিয়ে যে কয় রাকাত নামায পড়া ভালো মনে করে পড়বে, কাউবে কষ্ট দেবে না। (অর্থাৎ মসজিদের কোন ব্যক্তিকে) অতঃপর নীরবে অপেক্ষা করে নামায সম্পন্ন করবে, তার জন্য সেই জুমুয়া ও পরবর্তী জুমুয়ার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। (আহমাদ, তাবরানী, ইবনে খুযায়মা)

٤١٤- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ طِيْبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَشٰى إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ. ثُمَّ رَكَعَ مَا قَضٰى لَهُ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ.

৪১৪। হযরত আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিনে গোসল করবে, অতঃপর নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরবে, নিজের কাছে সুগন্ধী থাকলে তা মাখবে, অতঃপর জুমুয়ার জামায়াতের দিকে শান্তভাবে যাবে, কাউকে কষ্ট দেবে না এবং কাউকে ডিংগিয়ে যাবে না, অতঃপর নামায পড়বে, অতঃপর ইমাম মসজিদ থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে-তার দুই জুমুয়ার মধ্যবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (আহমাদ, তাবরানী)

٤١٥- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُوْرِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّىْ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

www.nagorikpathagar.org

৪১৫। হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি জুমুয়ার দিন গোসল করে যতদূর সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, নিজের তেল থেকে তেল ও নিজের ঘরের সুগন্ধী থেকে সুগন্ধী মাখে, অতঃপর নামাযের জন্য এমনভাবে বের হয় যে, কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না, অতঃপর যে নামায ফরয করা হয়েছে তা পড়ে, অতঃপর ইমাম যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তার ঐ জুমুয়া ও পরবর্তী জুমুয়ার মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করা হবে। (বুখারী ও নাসায়ী)

٤١٦- وَرُوِىَ عَنْ عَتِيْقِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ وَخَطَايَاهُ، فَإِذَا أَخَذَ فِى الْمَشْىِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِشْرُوْنَ حَسَنَةً، فَإِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ أُجِيْزَ بِعَمَلِ مِائَتَىْ سَنَةٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

৪১৬। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের জনৈক মুক্ত গোলাম ও হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন গোসল করবে, তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। এরপর যখন সে (মসজিদ অভিমুখে) চলতে শুরু করবে, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে বিশটা সওয়াব লেখা হবে। যখন নামায থেকে বাড়ী ফিরবে, তখন তাকে দুইশত বছরের কাজের পুরস্কার দেয়া হবে। (তাবরানী)

٤١٧- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

www.nagorikpathagar.org

وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৪১৭। হযরত আওস বিন আওস সাকাফী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন গোসল করবে, তাড়াতাড়ি মসজিদে হাজির হবে এবং কোন গাড়ী বা পশুর ওপর আরোহণ না করে হেঁটে ইমামের খুব কাছাকাছি গিয়ে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবে এবং কোন অশোভন আচরণ করবে না, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের সওয়াব লেখা হবে, সেই বছরের নামায ও রোযার সওয়াবসহ। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

٤١٨- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : عُرِضَتِ الْجُمُعَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ بِهَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ كَفِّهِ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقَالَ: «مَاهٰذَا يَاجِبْرِيْلُ؟» قَالَ : هٰذِهِ الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُوْنَ لَكَ عِيْدًا، وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ، وَلَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، تَكُوْنُ أَنْتَ الْأَولَ، وَتَكُوْنُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى مِنْ بَعْدِكَ، وَفِيْهَا سَاعَةٌ لَايَدْعُوْ أَحَدٌ رَبَّهُ فِيْهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قُسِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرٍّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَنَحْنُ نَدْعُوْهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيْدِ- اَلْحَدِيْثُ- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৪১৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) এর সামনে একবার জুমুয়াকে পেশ করা হয়েছিল। হযরত জিবরীল (আ) তার হাতের তালুতে করে নিয়ে এসেছিলেন। একটা সাদা আয়নার ঠিক মাঝখানে একটা কালো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছিল। রসূল (সা) বললেন ঃ হে জিবরীল, এটা কী? তিনি বললে ঃ এ হচ্ছে জুমুয়া, আপনার প্রতিপালক এটা আপনার কাছে পেশ করেছেন যাতে এটা আপনার জন্য এবং আপনার পরবর্তীদের জন্য একটা উৎসবের দিন হয়। আর আপনাদের জন্য তাতে কল্যাণ নিহিত থাকবে। আপনি হবেন

www.nagorikpathagar.org

প্রথম, আর ইহুদী ও খৃষ্টানরা আপনার পরে। এই দিনে এমন একটা সময় রয়েছে, যখন যে কেউ কল্যাণ চাইলে তা তাকে অবশ্যই দেয়া হবে। আর যে কেউ কোন অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে চাইলে তাকে আরো বড় ধরনের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা হবে। আখেরাতে আমরা একে প্রাচুর্যের দিন বলে অভিহিত করবো। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা ঃ "আপনি হবেন প্রথম আর ইহুদী ও খৃষ্টানরা আপনার পরে।" আর্থাৎ আপনি ও আপনার উম্মাত প্রথম উপকৃত হবে উৎসবের দিন দ্বারা। আর ইহুদী ও খৃষ্টানরা এর পরে শনিবারে ও রবিবারে উৎসবের দিন ভোগ করবে।-অনুবাদক

٤١٩- وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللّٰهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللّٰهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللّٰهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَالَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ، إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه.

৪১৯। হযরত আবু লুবাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ জুমুয়ার দিন আল্লাহর নিকট সকল দিনের সরদার ও শ্রেষ্ঠ দিন। এমন কি এটা আল্লাহর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এ দিনের পাঁচটা বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই দিনে আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এই দিনে আল্লাহতায়ালা আদম (আ) কে পৃথিবীতে নামিয়েছেন। (৩) এই দিনে আল্লাহ তায়ালা আদম (আ)-এর মৃত্যু ঘটান। (৪) এই দিনে এমন একটা সময় রয়েছে যখন বান্দা কোন হারাম জিনিস ছাড়া আর যা চাইবে আল্লাহতায়ালা তাকে তা দান করবেন। (৫) এই দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক প্রিয় ফেরেশতা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র জুমুয়ার দিনকে ভয় পায়। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

٤٢٠- وَعَنْ أَوْسٍ مِنْ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ » قَالُوْا : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، وَقَدْ أَرَمْتَ - أَيْ بَلِيْتَ؟- فَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ أَتَمُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ دَقِيْقَةٌ امْتَازَ إِلَيْهَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، لَيْسَ هٰذَا مَوْضِعِهَا وَقَدْ جُمِعَتْ طُرُقَهُ فِيْ جُزْءٍ.

৪২০। হযরত আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদমকে সৃষ্টি করেন, তাঁকে মৃত্যু দেন, ইসরাফীল (আ) এই দিন শিংগায় ফূঁক দেবেন এবং এই দিন (শিংগার ধ্বনিতে) সকল প্রাণী অচেতন হয়ে যাবে। অতএব এই দিন তোমরা আমার ওপর বেশী করে দরূদ পড়, কেননা জুময়ার দিন আমার ওপর তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছানো হয়। উপস্থিত লোকেরা বললোঃ মাটিতে আপনার হাড়গোড় মিশে যাওয়ার পর কিভাবে আপনার কাছে আমাদের দরূদ পাঠানো হবে। রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের দেহ খাওয়াকে মাটির ওপর হারাম করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান)

٤٢١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَضَلَّ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَالْأَحَدِ لِلنَّصَارٰى ، فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ

www.nagorikpathagar.org

لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيْحِ، إِلَّا أَنَّ الْبَزَّارَ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُوْنَ فِى الدُّنْيَا الْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْمَغْفُوْرِ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» وَهُوَ فِى مُسْلِمٍ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ وَحْدَهُ.

৪২১। হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা জুময়া থেকে বঞ্চিত করেছেন। ইহুদীদের জন্য ছিল শনিবার, আর খৃষ্টানদের জন্য ছিল রবিবার। তাই কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আমাদের পরে যাবে। দুনিয়াবাসীর মধ্যে আমরা সর্বশেষ উম্মাহ্। কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরাই হব প্রথম। সকল সৃষ্ট জীবের আগে আমাদের বিচার করা হবে। (ইবনে মাজাহ, বাযযার) বাযযারের ভাষায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। যেমন ঃ "আমরা দুনিয়াতে সর্বশেষ জাতি, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম, সকল সৃষ্টির আগে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।" সহীহ্ মুসলিম এ হাদীসটা প্রথমোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে শুধু হযরত হুযায়ফা থেকে।

٤٢٢- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَاعَةً لَيْسَ فِيْهَا سَاعَةٌ إِلَّا وَلِلّٰهِ فِيْهَا سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ».

৪২২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুক্রবার দিন ও রাতের চব্বিশ ঘণ্টায় একটা ঘণ্টা এমন রয়েছে, যখন ছয় লক্ষ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা দোজখ থেকে মুক্তি দেন।

٤٢٣- وَعَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «هِىَ مَا بَيْنَ

www.nagorikpathagar.org

أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ : « يَعْنِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ »، وَإِلَى هٰذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৪২৩। হযরত আবু মুসা আশয়ারীর ছেলে আবু বুরদা (রা) বলেন ঃ আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, জুমুয়ার দিনের সেই বিশেষ সময়টা সম্পর্কে তোমার আব্বার কাছে কি রসূলের কোন হাদীস শুনেছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, "আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি সেই সময়টা হলো, ইমাম কর্তৃক মেম্বারের ওপর বসার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।" (মুসলিম, আবু দাউদ)

٤٢٤- وَعَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفِ الْمُزَنِّيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللّٰهُ الْعَبْدَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ ». قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ : « هِيَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الْاِنْصِرَافِ مِنْهَا ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيْقِ كَثِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَوْفِ بْنِ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৪২৪। হযরত আমর ইবনে আওফ আল-মাযানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুক্রবার এমন একটা সময় রয়েছে যখন যা চাইবে আল্লাহ তাকে তা দেবেন। লোকেরা বললো ঃ হে রসূল, ঐ সময়টা কখন? রসূল (সা) বললেন ঃ নামাযের শুরু থেকে মুসল্লীদের চলে যাওয়া পর্যন্ত।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

٤٢٥- وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اَلْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِيْ تُرْجَى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ :حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

www.nagorikpathagar.org

৪২৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "শুক্রবারের কাঙ্ক্ষিত সময়টাকে আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে খুঁজে নিও।" (তিরমিযী)

٤٢٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لَا يُوْجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا اٰتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرُ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ كَمَاقَالَ.

قَالَ التِّرْمِذِىُّ : وَرَأٰى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ،

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الْحَدِيْثِ فِى السَّاعَةِ الَّتِىْ تُرْجٰى فِيْهَا إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، قَالَ : وَتُرْجٰى بَعْدَ الزَّوَالِ، ثُمَّ رُوِىَ حَدِيْثُ عَمْروبْنِ عَوْفٍ الْمُتَقَدِّمِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ: إِخْتَلَفُوْا فِىْ وَقْتِ السَّاعَةِ الَّتِىْ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَرَوَيْنَا عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : هِىَ مِنْ بَعْدِ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ، وَأَبُوْ الْعَالِيَةِ: هِىَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

وَفِيْهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ، رُوِىَ ذٰلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَيْنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ :

www.nagorikpathagar.org

هِيَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ وَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ : هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي اخْتَارَ اللّٰهُ فِيْهَا الصَّلَاةَ .

وَقَالَ أَبُو السَّوَارِ الْعُدْوِيّ : كَانُوْا يَرَوْنَ الدُّعَاءَ مُسْتَجَابًا مَا بَيْنَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ -

وَفِيْهِ قَوْلٌ سَابِعٌ، وَهُوَ أَنَّهَا مَا بَيْنَ أَنْ تُزِيْغَ الشَّمْسَ، يُشِيْرُ إِلَى ذِرَاعٍ، وَرَوَيْنَا هٰذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ-

وَفِيْهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ ، وَهُوَ أَنَّهَا مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ، كَذَا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسَ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৪২৬। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুক্রবার দিনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা সময় রয়েছে যখন কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাই দেবেন। এই সময়টাকে খুঁজে নিও আছরের নামাযের পরে শেষ সময়টাতে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও হাকেম)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ কিছু কিছু বিজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য বিজ্ঞজনের মতে এই কাঙ্ক্ষিত সময়টা আসরের পরে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত ।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ এই কাঙ্ক্ষিত সময় সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস মতে সময়টা আছরের পরে অবস্থিত। তবে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পরেও হওয়া অসম্ভব নয়।

ইমাম হাফেয আবু বকর ইবনুল মুনযির এ সম্পর্কে আটটা মত উদ্ধৃত করেছেন ঃ

১. ফজরের ওয়াক্ত হওয়া থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ও আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। হযরত আবু হুরায়রার বর্ণনা।

২. হাসান বসরী ও আবুল আলিয়ার মতে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সময়।

৩. হযরত আয়েশার বর্ণনামতে জুমুয়ার নামাযের আযান দেয়ার সময়।

৪. ইমাম হাসান বসরী থেকে বর্ণিত অপর মতে, ইমাম মেম্বরে বসার পর থেকে নামাযের সমাপ্তি পর্যন্ত।

৫. যে সময়ে আল্লাহ তায়ালা নামাযকে গ্রহণ করেন। আব বুরদার বর্ণনা।

৬. সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর থেকে নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত। আবুস্ সাওয়াব আল-আদওয়ীর বর্ণনা।

৭. হযরত আবু যরের বর্ণনা মতে সূর্যাস্তের এক বিঘত পরিমাণ বাকী থাকতে।

৮. আছরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া ও সূর্যাস্তের মাঝখানে। আবু হুরাইরা তাউস ও আব্দুস সালামের মতানুসারে।

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

শুক্রবারে গোসল ও দ্রুত মসজিদে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤٢٧- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخَطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ اسْتِلاَلاً» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৪২৭। হযরত আবু উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুক্রবার গোসল গুনাহগুলোকে চুলের গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে ফেলে। (তাবরানী)

٤٢٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْأُوْلٰى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ، وَمُسْلِمٍ، وَابْنُ مَاجَه : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَهْدِىْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِىْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ بِنَحْوِ هٰذِهِ.

www.nagorikpathagar.org

৪২৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুক্রবার সহবাসজনিত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হবার জন্য গোসল করে ও তারপর প্রথম মসজিদে গেল, সে যেন একটা উট কুরবানী করলো। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল সে যেন একটা গরু কুরবানী করলো। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে গেল সে যেন একটা শিংওয়ালা ভেড়া কুরবানী করলো। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ মুহূর্তে গেল সে যেন একটা মুরগী কুরবানী করলো। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে গেল, সে যেন একটা ডিম কুরবানী করলো। অতঃপর যখন ইমাম নামায পড়ানোর জন্য বেরিয়ে আসে, তখন ফেরেশতারা আল্লাহর যিকির শুনতে সেখানে উপস্থিত হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী , ইবনে মাজাহ, মালেক)

বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজার অপর বর্ণনায় আছে ঃ

"শুক্রবার দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় সমবেত হয়ে কে প্রথম ও কে পরে এল লিখতে থাকে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আসে সে উট কুরবানীকারীর পর্যায়ভুক্ত, পরবর্তী ব্যক্তি গরু কুরবানীকারীর মত, পরবর্তীজন ভেড়া কুরবানীকারীর মত, পরবর্তীজন মুরগী কুরবানীকারীর মত এবং তার পরবর্তীজন ডিম কুরবানীকারীর মত। ইমাম যখন বেরিয়ে আসে তখন ফেরেশেতারা তাদের খাতা বন্ধ করে এবং আল্লাহর যিকির শোনে। ইবনে খুযায়মাও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٢٩- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مَعَهُمُ الصُّحُفُ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ » قُلْتُ : يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ ؟قَالَ : بَلٰى ، وَلٰكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِى الصُّحُفِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ،

৪২৯। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুক্রবার দিন ফেরেশতারা খাতাপত্র সহকারে মসজিদের দরজায় দাঁড়ান, যারা মসজিদে আসে, তাদের নাম লেখেন। এরপর যখন ইমাম আসেন, তখন খাতাপত্র বন্ধ করা হয়। আবু উমামাকে পরবর্তী বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আবুউমামা, ইমাম বেরিয়ে আসার পর যে ব্যক্তি মসজিদে আসে, তার কি জুময়া হবে না? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, হবে। তবে তার নাম খাতায় লেখা হয় না। (আহমাদ, তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٤٣٠- وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «تُبْعَثُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُوْنَ مَجِيَءَ النَّاسِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا حَبَسَ فُلَانًا؟ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৪৩০। হযরত আমর ইবনে শোয়ায়েব (রা) থেকে, তাঁর পিতা ও পিতামহ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ শুক্রবার দিন মুসল্লীদের নাম লেখার জন্য মসজিগুলোর দরজায় ফেরেশতাদেরকে পাঠানো হয়। ইমাম যখন নামায পড়াতে বেরিয়ে আসেন, তখন খাতা বন্ধ করা হয় ও কলম সরিয়ে নেয়া হয়। ফেরেশতারা পরস্পরে বলাবলি করেন ঃ অমুকের কী হয়েছে, আসেনি কেন? তারপর ফেরেশতারা বলেন ঃ হে আল্লাহ! সে যদি বিপথগামী হয়ে থাকে, তবে তাকে সুপথে ফিরিয়ে আন, আর যদি রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তাকে সুস্থ কর। আর সে যদি অভাবী হয়ে থাকে, তবে তাকে সচ্ছল কর। (ইবনে খুযায়মা)

٤٣١- وَعَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلَاثَةً قَدْ سَبَقُوْهُ، فَقَالَ : رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنَ اللّٰهِ بِبَعِيْدٍ، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ : اَلْأَوَّلَ، ثُمَّ الثَّانِيْ، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنَ اللّٰهِ بِبَعِيْدٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ أَبِيْ عَاصِمٍ، وَإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ.

www.nagorikpathagar.org

৪৩১। হযরত আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে মসজিদে গেলাম। আব্দুল্লাহ দেখলেন যে, তার আগেই তিনজন এসেছে। তখন তিনি বলেন ঃ আমি চারজনের মধ্যে চতুর্থ হয়েছি। চতুর্থ ব্যক্তিও আল্লাহর কাছে থেকে দূরবর্তী নয়। আমি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন লোকেরা আল্লাহর কাছ থেকে ততখানি দূরত্বে বসবে, যতখানি বিলম্বে তারা জুমুয়ার জামায়াতে যেত। প্রথমজন প্রথম, দ্বিতীয়জন দ্বিতীয় তৃতীয়জন তৃতীয় ও চতুর্থজন চতুর্থ জায়গায় বসবে। চতুর্থজন আল্লাহর কাছ থেকে দূরবর্তী নয়। (ইবনে মাজাহ ও ইবনে আবি আসেম)

٤٣٢- وَرُوِىَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اُحْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخَّرُ عَنِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ وَالْأَصْبَهَانِىُّ وَغَيْرُهُمَا.

৪৩২। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জুমুয়ায় হাজির হও এবং ইমামের নিকটে থাক, কেননা কেউ এমনও আছে যে, সে বেহেশতবাসী, অথচ জুমুয়া বিলম্বে আসার কারণে তার বেহেশতে যাওয়া বিলম্বিত হবে। কিন্তু আসলে সে বেহেশতবাসী। (তাবরানী ও ইসপাহানী)

اَلتَّرْهِيْبُ مَنْ تَخَطَّى الرِّقَابَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুয়ার দিন মুসল্লীদের ঘাড় টপকে আগে যাওয়া থেকে সতর্কীকরণ

٤٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِيْهِمَا، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِى

www.nagorikpathagar.org

دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ «وَآنَيْتَ» وَعِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ : «فَقَدْ آذَيْتَ وَأُوذِيتَ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪৩৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি জুমুয়ার দিন মুসল্লীদের ঘাড় টপকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূল (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন। রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি বসে পড়। দেরী করে এসেছ, আবার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান) আবু দাউদ ও নাসায়ীতে 'দেরী করে এসেছ' কথাটা নেই। রসূল (সা) ঘাড় টপকে সামনে যাওয়ার চেষ্টাকে মানুষকে কষ্ট দেয়ার কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

٤٣٤ - وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ فِى اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৪৩৪। হযরত মুয়ায বিন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন মানুষের ঘাড় টপকায়, সে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটা পুলে আরোহণ করে। (ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ সামনের কাতারে নামায পড়ার সওয়াব অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু এই সওয়াবে সেই ব্যক্তিরই অগ্রাধিকার, যে আগে মসজিদে এসেছে। যে ব্যক্তি পেছনে এসে সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য অন্যদের ঘাড় টপকে আগে যাওয়ার চেষ্টা করে সে একাধারে দুটো অন্যায় করে। প্রথমতঃ সে তার নিজের অধিকারের সীমা লংঘন করে ও অন্যের অধিকার হরণের চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ সে অন্যদেরকে পথ করে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে কষ্ট দেয়। এই দুটো কাজের কোনটাকেই শরিয়ত অনুমোদন করে না। - অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ وَالتَّرْغِيْبُ فِى الْإِنْصَاتِ

ইমামের খুতবা দেয়ার সময় কথা বলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ও চুপ থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٣٤٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ».

৪৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইমাম খুতবা দিচ্ছে এই সময়ে তুমি যদি তোমার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে বল 'চুপ কর, তাহলে তুমি একটা বেহুদা কাজ করলে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা)

ব্যাখ্যা ঃ "তুমি বেহুদা কাজ করলে" এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। কারো মতে, এর অর্থ তুমি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলে, কারো মতে, তুমি ভুল কাজ করলে; কারো মতে, তোমার জুমুয়ার সওয়াব নষ্ট হয়ে গেল; কারো মতে, তোমার জুমুয়া জোহরে পরিণত হয়ে গেল ইত্যাদি।

٤٣٦- وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَتَلَا آيَةً، وَإِلٰى جَنْبِىْ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَىُّ وَمَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ؟قَالَ : فَأَبَىَّ أَنْ يُكَلِّمَنِىْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبٰى أَنْ يُكَلِّمَنِىَ، حَتّٰى نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أُبَىٌّ : مَالَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا لَغَيْتَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ،

www.nagorikpathagar.org

فَقُلْتُ: أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَلَوْتَ آيَةً، وَإِلٰى جَنْبِي أُبَيٌّ ابْنُ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَتٰى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ؟ فَأَبٰى أَنْ يُكَلِّمَنِي، حَتّٰى إِذَا نَزَلْتَ زَعَمَ أُبَيٌّ أَنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ جُمُعَتِي إِلَّا مَا لَغَيْتَ، فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ، إِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ، فَأَنْصِتْ حَتّٰى يَفْرُغَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

৪৩৬। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূল (সা) মেম্বারে বসে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং একটা আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এই সময় উবাই ইবনে কা'ব আমার পার্শ্বেই বসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে উবাই এ আয়াতটা কবে নাযিল হলো? কিন্তু উবাই কোন কথা বললেন না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু উবাই কিছুই বললেন না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। তবুও উবাই কথা বললেন না। এরপর রসূল (সা) মেম্বর থেকে নেমে এলেন। এরপর উবাই বললেন, আজকের জুমুয়া থেকে তোমার কৃত ঐ বেহুদা কাজটা ছাড়া কিছু তোমার প্রাপ্য আসলো না। রসূল (সা) মসজিদ থেকে চলে আসার পর তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সবকিছু জানালাম। আমি বললাম হে রসূল, আপনি একটা আয়াত পড়েছিলেন, আমার পাশে বসা উবাইকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ আয়াতটি কবে নাযিল হলো? কিন্তু সে আমার সাথে কোন কাথাই বললো না। আপনি যখন নেমে এলেন, তখন উবাই জানালো, আমি নাকি ওটা একটা বেহুদা কাজ করেছি এবং ওটা ছাড়া জুমুয়া থেকে আমার আর কিছু প্রাপ্য নেই। রসূল (সা) বললেন, উবাই ঠিকই বলেছে। যখন তোমার ইমামকে কথা বলতে শুনবে, তখন চুপ করে তা শুনতে থাকবে, যতক্ষণ না ইমাম কথা শেষ করে। (আহমাদ)

٤٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطّٰى

www.nagorikpathagar.org

رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ، مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ، وَتَقَدَّمَ.

৪৩৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন গোসল করবে, অতঃপর তার স্ত্রীর সুগন্ধী দ্রব্য থাকলে তা মাখবে, নিজের পোশাকগুলোর মধ্যে যেটা উত্তম সেটা পরবে, অতঃপর মানুষের ঘাড় টপকাবে না এবং উপদেশ প্রদানের সময় কোন বাজে কাজ করবে না, তার নামায তার জন্য ঐ জুমুয়া ও পরবর্তী জুমুয়ার মধ্যবর্তী সকল গুনাহর কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বেহুদা ও বাজে কাজ করবে এবং মানুষের ঘাড় টপকাবে, তার জন্য ঐ জুমুয়া জোহরে পরিণত হয়ে যাবে। (আবু দাউদ ও ইবনে খুযায়মা)

অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে তা জোহরে পর্যবসিত হবে-যদিও সে জুমুয়ার জন্য নির্ধারিত নিয়মে দু'রাকাত নামাযই পড়বে।

٤٣٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ : وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا؛ فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ.

৪৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ জুমুয়ার নামাযে তিন শ্রেণীর লোক উপস্থিত হয়। এক শ্রেণীর লোক বাজে কথা ও বাজে কাজ সহকারে উপস্থিত হয়। এই বাজে কথা ও বাজে কাজ ছাড়া তার কপালে আর কিছু জোটে না। আরেক শ্রেণীর লোক দোয়া সহকারে উপস্থিত হয়। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যা দোয়া করে, তিনি ইচ্ছা করলে তা তাকে দেন,

www.nagorikpathagar.org

নচেৎ দেন না। অপর ব্যক্তি নীরবতা ও অভিনিবেশ সহকারে উপস্থিত হয়। কারো ঘাড় টপকায় না এবং কাউকে কষ্টও দেয় না। এরূপ ব্যক্তির জন্য তার জুময়া পরবর্তী জুমুয়া পর্যন্ত ও আরো তিনদিন পর্যন্ত (অর্থাৎ দশদিন) তার সমস্ত গুনাহ মোচন করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করে তাকে তার দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। (আয়াত ১৬০, সূরা আনয়াম) (আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা)

বিঃ দ্রঃ জুমুয়া মুসলমানদের স্থানীয় পর্যায়ের সাপ্তাহিক সমাবেশ। এই দিন ইমাম সাহেব পুরো সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ তথা খুতবা দিয়ে থাকেন এবং এ কারণেই জোহরের চার রাকাত নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে দু'রাকাত জুমুয়ার আকারে চালু করা হয়েছে। এই উপদেশ, ভাষণ বা খুতবা দু'রাকাত ফরয নামাযের স্থলাভিষিক্ত। তাই এতে নীরবতাকে নামাযের নীরবতার মতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

বিনা ওযরে জুময়া তরক করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٤٣٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْحَاكِمُ.

৪৩৯। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) জুমুয়া তরককারী কিছু লোক সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, একজনকে নামাযের ইমাম নিয়োগ করি। তারপর যারা জুমুয়ায় হাজির হয় না তাদের বাড়ী জ্বালিয়ে দেই। (মুসলিম ও হাকেম)

٤٤٠- وَعَنْ أَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ:

www.nagorikpathagar.org

صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

৪৪০। হযরত আবুল জু'দ আয-যামারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অবহেলাবশত ঃ তিন জুমুয়া তরক করবে, আল্লাহ তার অন্তরে সিল মেরে দেবেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٤٤١- وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ.

৪৪১। হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিন জুমুয়া ত্যাগ করবে, তাকে মোনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত বলে লেখা হবে। (তাবরানী)

٤٤٢- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا، وَبَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوْا، وَصِلُوا الَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوْا، وَتُنْصَرُوْا، وَتُجْبَرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا، فِيْ يَوْمِيْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِيْ هٰذَا، مِنْ عَامِيْ هٰذَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِيْ حَيَاتِيْ أَوْ بَعْدِيْ وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا وَجُحُوْدًا بِهَا فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِيْ أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، أَلَا وَلَا صَوْمَ لَهُ، أَلَا وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوْبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجه، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَخْصَرُمِنْهُ.

৪৪২। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ হে মানব, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর কাছে তওবা কর। কর্মব্যস্ততায় পতিত হবার আগেই সৎকাজ সম্পন্ন কর। বেশী করে আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করার মাধ্যমে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে বেশী করে সদকা করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ও তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর কর। তাহলে তোমাদেরকে জীবিকা বাড়িয়ে দেয়া হবে। তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। তোমাদের ক্ষতি পূরণ করা হবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর এই স্থানে, এই দিনে, এই মাসে ও এই বছরে কিয়ামাত পর্যন্ত সময়ের জন্য জুমুয়া ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় অথবা আমার পরে জালেম বা ন্যায়বিচারক শাসকের অধীনে থাকা অবস্থায় অবহেলা ও প্রত্যাখ্যানের মনোভাব নিয়ে জুমুয়া ত্যাগ করে, আল্লাহ তার আপনজনদেরকে কখনো একত্রিত করবেন না। তার কাজকর্মে কোন বরকত দেবেন না, তার কোন নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা, কিংবা কোন পরোপকার গৃহীত হবে না, যতক্ষণ সে তওবা না করে। যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন। (ইবনে মাজাহ, তাবরানী)

٤٤٣- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُرَارَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ- وَلَمْ أَرَرَجُلاً مِنَّا بِهِ شَبْيْهًا - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا ، ثُمَّ سَمِعَهُ وَلَمْ يَأْتِهَا، طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبِهِ قَلْبَ مُنَافِقٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَرُوِيَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَلَايَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ ، وَلَا الْجُمُعَةَ ، قَالَ : «هُوَ فِي النَّارِ».

৪৪৩। হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন যুরারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমরকে আমি বলতে শুনেছি, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিনে আযান শোনে, তবুও জামায়াতে আসে না, অতঃপর আবারো আযান শোনে

www.nagorikpathagar.org

(অর্থাৎ দ্বিতীয় আযান যা খুতবার পূর্বে দেয়া হয় -অনুবাদক) তবুও আসে না, আল্লাহ তার অন্তরে সিল মেরে দেবেন এবং তার মনকে মোনাফেকের মন বানিয়ে দেবেন। (বাইহাকী)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি রাত জেগে নামায পড়ে ও দিনে রোযা রাখে কিন্তু ওয়াক্তিয়া জামায়াতে ও জুমুয়া জামায়াতে হাজির হয় না, তার অবস্থা কী হবে? তিনি বললেন, সে দোজখবাসী। (অর্থাৎ শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া হাজির না হলে)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَمَا يَذْكُرُ مَعَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ

শুক্রবারের দিনে ও রাতে সূরা কাহফ ও অন্যান্য সূরা পড়ার ফযীলত

٤٤٤- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ.

৪৪৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন সূরা কাহফ পড়বে তার দুই জুমুয়ার মধ্যবর্তী সমগ্র সময় জুড়ে তার ওপর আল্লাহর জ্যোতি বর্ষিত হতে থাকবে। (নাসায়ী, বাইহাকী)

٤٤٥- وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ: «مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَالَكٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَالْأَصْبَهَانِىُّ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ صَلَّى بِسُوْرَةِ الدُّخَانِ فِىْ لَيْلَةٍ بَاتَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ».

www.nagorikpathagar.org

৪৪৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুয়ার রাতে সূরা দুখান পড়বে, তার গুনাহ্ মাফ করা হবে।

অপর বর্ণনায় এসেছে ঃ যে ব্যক্তি এক রাতে সূরা দুখান পড়বে, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী ও ইসবাহানী) ইসবাহানীর হাদীসে 'সূরা দুখান সহকারে নামায' পড়ার উল্লেখ রয়েছে।

٤٤٦- وَرُوِىَ عَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ يٰسٓ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِىُّ.

৪৪৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার গুনাহ্ মাফ করা হবে। (ইসবাহানী)

كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

অধ্যায় -৭

সদকা

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَتَأْكِيْدِ وُجُوْبِهَا

যাকাত আদায়ে উৎসাহ্ প্রদান ও যাকাত ফরয হওয়ার বিবরণ

٤٤٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ: «بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

৪৪৭। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটা জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রসূল এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, কাবা শরীফের হজ্জ করা ও রজমানের রোযা রাখা।(বুখারী ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٤٤٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا : « خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا يَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ؟ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَفِي وَجْهِهِ الْبُشْرٰى، فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَقِيْلَ لَهُ : اُدْخُلْ بِسَلَامٍ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৪৪৮। হযরত আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সময় রসূল (সা) তিনবার বলছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, এরপর তিনি মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। এতে আমরা সবাইও মাথা নীচু করে কাঁদ কাঁদ হয়ে গেলাম। তারপর তিনি মাথা তুললেন। এবার তার মুখে আনন্দের লক্ষণ। সেই লক্ষণটা আমাদের কাছে লাল উটের চেয়েও প্রিয় ছিল। তিনি বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং সাতটা প্রধান কবীরা গুনাহ বর্জন করে-এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য বেহেস্তের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। এবং তাকে বলা হবেঃ শান্তির সাথে প্রবেশ কর। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٤٤٩- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اَلزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيْرِ، وَفِيْهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيْهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ.

www.nagorikpathagar.org

৪৪৯। হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকাত হচ্ছে ইসলামের সেতু। (তাবরানী, বাইহাকী)

ব্যাখ্যাঃ যাকাতকে ইসলামের সেতু বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য সম্ভবতঃ তিনটি ঃ

১. সেতু ছাড়া যেমন নদী পার হওয়া যায় না, তেমনি যাকাত ছাড়া জাহান্নাম পার হয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

২. সেতু যেমন নদীর দুই তীরকে যুক্ত করে, তেমনি যাকাত মুসলমানদের মধ্যকার দরিদ্র শ্রেণী ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করে।

৩. যার উপর যাকাত ফরয, সে যাকাত দিয়েই নিজেকে ইসলামের সাথে যুক্ত রাখতে পারে। যাকাত না দিলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (সা) কর্তৃক যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই তার প্রমাণ।-অনুবাদক

٤٥٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ: «اكْفُلُوْا لِىْ بِسِتٍّ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ» قُلْتُ: مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالْفَرْجُ، وَالْبَطْنُ، وَاللِّسَانُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيْرَةٌ.

৪৫০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) তার চারপাশে অবস্থানকারী মুসলমানদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা আমার জন্য ছয়টা জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদেরকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেব। আমি বললাম ঃ হে রসূল, ঐ ছয়টা জিনিস কী কী? রসূল বলেছেন ঃ নামায, যাকাত, আমানত রক্ষা, সতিত্ব, হালাল খাদ্য খাওয়া, ন্যায়সংগত কথা বলা। (তাবরানী)

٤٥١- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: اَلْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصَّوْمُ سَهْمٌ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ

www.nagorikpathagar.org

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَهْمٍ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ مَرْفُوْعًا وَفِيْهِ يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ الْيَشْكُرِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا، أَيْضًا، وَرُوِيَ مَوْقُوْفًا عَلٰى حُذَيْفَةَ، وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

৪৫১। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইসলামের আটটি অংশ রয়েছে ঃ আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ একটা অংশ, নামায একটা অংশ, যাকাত একটা অংশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা একটা অংশ এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা একটা অংশ। এ সব অংশের একটাও যার নেই, সে ব্যর্থ। (বাযযার, আবু ইয়ালা, দারকুতনী)

٤٥٢- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ أَدّٰى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৪৫২। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ, কেউ যদি যাকাত দেয় তবে কী লাভ হবে ভেবে দেখেছেন কি? রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদের যাকাত দিয়েছে, তার কাছ থেকে আপদ-বালাই দূর হয়ে গেছে। (তাবরানী, ইবনে খুযায়মা)

٤٥٣- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «حَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَسْتَقْبِلُوْا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

৪৫৩। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকাত দ্বারা তোমাদের ধন-সম্পদকে নিরাপদ কর, সদকা দ্বারা তোমাদের রোগীদের রোগমুক্ত নিশ্চিত কর এবং দোয়া কাকুতি-মিনতি দ্বারা মুসিবত প্রতিহত কর। (আবু দাউদ তাবরানী বাইহাকী)

٤٥٤- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

৪৫৪। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা)-এর কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার অঙ্গীকার করেছি। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ "প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া" কথাটা তাৎপর্যবহ। এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন মুসলমানের সাথে যে কোন ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদ বা মতপার্থক্য থাকুক না কেন, তার জাতীয়তা, ভাষা বর্ণ, বংশ, শ্রেণী যা-ই থাকুক না কেন, তার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণের পরিবর্তে হিত কামনা করা তথা তার জানমাল ও সম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। অপরাধী, বান্দার হক বিনষ্টকারী ও অত্যাচারী শাসকের প্রতিও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। তবে সেটা ভিন্ন উপায়ে। আইনানুগ পন্থায় অথবা সামষ্টিক প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের অপতৎপরতা প্রতিহত করেই তাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করতে হবে।-অনুবাদক

٤٥٥- وَعَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ: «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ الْمُصَلُّوْنَ، وَمَنْ يُقِيْمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِيْ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ مُحْتَسِبًا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِيْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَكَمِ الْكَبَائِرُ؟ قَالَ : «تِسْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ

www.nagorikpathagar.org

بِا للّٰهِ، وَقَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هٰذِهِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلاَّ رَافَقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بُحْبُوْحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيْعُ الذَّهَبِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَفِيْ بَعْضِهِمْ كَلاَمٌ، وَعِنْدَأَبِيْ دَاوُدَ بَعْضُهُ.

৪৫৫। হযরত উবাইদ বিন ইমাইর আল-লাইছী (রা) নিজের পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বিদায় হজ্জের সময় বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রিয়জন হলো তারা, যারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে ও রোযার বিশুদ্ধতার তত্ত্বাবধান করে, সঠিকভাবে ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যাকাত দেয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কৃত কবীরা গুনাহ্ তথা মহাপাপগুলো এড়িয়ে চলে। সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ হে রসূলুল্লাহ্, কীবরা গুনাহ্ কয়টা? তিনি বললেন ঃ নয়টা। তন্মধ্যে মারাত্মক হলো, আল্লাহর সাথে শরীক করা, অবৈধভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন, সতী নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ, জাদু, এতীমের সম্পদ ভোগ করা, সুদ খাওয়া, মুসলিম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের কেবলা কাবা শরীফের অবমাননা করা। এই সব কবীরা গুনাহ যে ব্যক্তি বর্জন করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, সে এমন এক জান্নাতে মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে থাকবে, যার দরজা ও দরজার পাল্লা স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত। (তাবরানী)

٤٥٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُــوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ وَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

www.nagorikpathagar.org

৪৫৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন, যখন তুমি তোমার সম্পদের যাকাত দিয়ে দেবে, তখন তোমার ওপর যে দায়িত্ব ছিল তা পালন করা সম্পন্ন হবে। আর যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ সঞ্চয় করবে, অতঃপর তা সদকাস্বরূপ দান করে দেবে, তাতে তার কোন সওয়াব হবে না। বরং তার গুনাহ্ তার ওপর বহাল থেকে যাবে। (ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ হারাম অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দান করে দিলে তাতে অসৎ পন্থায় উপার্জনের গুনাহ্ মাফ হবে না। তবে ঐ সম্পদ নিজের ভোগ করলে যে বাড়তি গুনাহ্ হতো, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। অবশ্য তওবা করলে উপার্জনের গুনাহ্ও মাফ হয়ে যাবে।-অনুবাদক

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ مَنْعِ الزَّكَاةِ، وَمَا جَاءَ فِىْ زَكَاةِ الْحُلِىِّ

যাকাত দিতে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٤٥٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُرِضَ عَلَىَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيْدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ النَّارَ فَأَمِيْرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُوْ ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّىْ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ مَالِهِ، وَفَقِيْرٌ فَخُوْرٌ » رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ مُفَرَّقًا فِىْ مَوْضِعَيْنِ.

৪৫৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রথম যে তিনজন বেহেশতে যাবে এবং যে তিনজন দোজখে যাবে তাদেরকে আমার সামনে আনা হয়েছে।প্রথমবেহেশতে প্রবেশকারী তিনজন হচ্ছে শহীদ, আল্লাহতায়ালার ইবাদাতকারীও মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষী ক্রীতদাস এবং প্রচুর সন্তানের অধিকারী হয়েও হালাল পন্থায় উপার্জনকারী। পক্ষান্তরে সর্বপ্রথম দোজখে প্রবেশকারী হলো-গায়ের জোরে ক্ষমতা দখলকারী শাসক, গরীবদেরকে সম্পদের প্রাপ্য অংশ দেয় না এমন ধনবান ব্যক্তি এবং অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি। (ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

٤٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ- يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُوْلُ : أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ - الْآيَةَ (١)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

৪৫৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ্ ধনসম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয় না, কিয়ামাতের দিন তার সম্পদ একটা বিষধর সাপে পরিণত হয়ে তাকে পেঁচিয়ে ধরবে। অতঃপর তার দুই চোয়াল জাপটে ধরে বলবে ঃ আমি তোর সম্পদ, আমি তোর পুঁজি। অতঃপর তিনি সূরা আল-ইমরানের ১৮০ নং আয়াতটি পড়লেন ঃ "যারা অল্লাহ্র দেয়া সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে, তারা যেন তাদের সম্পদকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। ঐ সম্পদ দিয়ে কিয়ামাতের দিন তাদেরকে পেঁচিয়ে ধরা হবে।" (বুখারী ,নাসায়ী, মুসলিম)

٤٥٩- وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ، خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَنَزَلْنَ بِكُمْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْابِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ فِيْ أَسْلاَفِهِمْ ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلاَ نَقَضُوا عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَافِيْ أَيْدِيْهِمْ ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ إِلاَّ جُعِلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ».

www.nagorikpathagar.org

৪৫৯। হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে মোহাজিরগণ, শুনে রাখ, পাঁচটা দোষ রয়েছে, যা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই। কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা বেহায়াপনা ও ব্যভিচার দেখা দিলে তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের ছিল না, কোন জাতি মাপে ও ওযনে কম দিলে তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ আসবে, জীবন কষ্ট সাধ্য হবে ও তারা শাসকের যুলুম ভোগ করবে। কোন জাতি যাকাত দেয়া বন্ধ করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে জীব জন্তু না থাকলে বৃষ্টি আর কখনো হতো না। কোন জাতি আল্লাহ ও তার রসূলের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তাদের ওপর বিদেশী শত্রুকে চাপিয়ে দেয়া হবে এবং সে তাদের কিছু অর্থসম্পদ কেড়ে নেবে। কোন জাতির নেতারা আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে দেশ শাসন না করলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেধে যাবে। (ইবনে মাজাহ, বাযযার, বাইহাকী)

٤٦٠- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ - أَيْ خَوَاتِيْمُ ضِخَامٌ - فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلٰى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَشْكُوْ إِلَيْهَا الَّذِيْ صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِيْ عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، قَالَتْ: هٰذِهِ أَهْدَاهَا أَبُوْ حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا فَاطِمَةُ، أَيُغُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ : اِبْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْ يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوْقِ ؟ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا - وَقَالَ مَرَّةً : عَبْدًا- وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْجٰى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

www.nagorikpathagar.org

৪৬০। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা)-এর কাছে হুবায়রার মেয়ে হিন্দা (রা) এলো। তার হাতে বড় বড় কয়েকটা সোনার আংটি ছিল। রসূল (সা) তার হাতে আঘাত করতে লাগলেন। এরপর হিন্দ হযরত ফাতেমার কাছে গিয়ে রসূল (সা)-এর আচরণের অভিযোগ করলো। হযরত ফাতেমা তৎক্ষণাৎ নিজের গলা থেকে একটা সোনার হার খুলে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ এটা আমাকে হাসানের বাবা অর্থাৎ হযরত আলী (রা) উপহার দিয়েছেন। তৎক্ষণাত রসূল (সা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ 'হে ফাতেমা! লোকেরা বলুক যে, দেখ, 'রসূলের মেয়ের হাতে আগুনের হার' এটা কি তোমার কাছে গৌরবজনক হবে? এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। হযরত ফাতেমা হারটা বাজারে পাঠিয়ে বিক্রি করলেন এবং তার মূল্য দিয়ে একজন গোলাম কিনিয়ে আনলেন। তারপর সেই গোলামটাকে স্বাধীন করে দিলেন। এ খবর জানার পর রসূল (সা) বললেন ঃ মহান আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ফাতেমাকে দোজখ থেকে রক্ষা করেছেন। (নাসায়ী)

٤٦١- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِيْ عُنُقِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِيْ أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِيْ أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

৪৬১। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে মহিলা স্বর্ণের হার পরবে, কিয়ামাতের দিন তদ্রূপ একটা আগুনের হার তাকে পরানো হবে। আর যে মহিলা কানে স্বর্ণের দুল পরবে, কিয়ামাতের দিন তাকে অনুরূপ একটা আগুনের দুল পরানো হবে। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

গ্রন্থকার বলেন ঃ মহিলাদের স্বর্ণের গহনা ব্যবহারের বিরুদ্ধ যে হাদীসগুলোতে শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কয়েকটা ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন ঃ
১. এ হাদীসগুলো রহিত। কেননা মহিলাদের স্বর্ণের অলংকার পরার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসগুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা এগুলোর যাকাত দেয় না। তবে স্বর্ণালংকারে যাকাত ফরয কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও তার শিষ্যগণের মতে, সাড়ে সাত তোলার বেশী হলে দিতে হবে। ইমাম মালেক ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে, দিতে হবে না।
ইমাম খাত্তাবীর মতে, সংশ্লিষ্ট কোরআনের আয়াতগুলোর সরল অর্থ থেকে প্রথমোক্ত মতই সঠিক ও সতর্কতামূলক হয়। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো রহিত।

www.nagorikpathagar.org

৩. এ হুমকি তাদের বিরুদ্ধে, যারা স্বর্ণালংকার পরে ও মানুষকে দেখায়। কেননা নাসায়ী শরীফের হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ " হে নারী সমাজ, তোমরা রূপার গহনা পর না কেন? মনে রেখ, যে মহিলা স্বর্ণের গহনা পরবে ও মানুষকে দেখাবে, তাকে সে জন্য আযাব দেয়া হবে।" অর্থাৎ প্রদর্শনের প্রবণতা যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য এটা নিষিদ্ধ।

৪. কয়েকটা হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন মহিলাকে মোটা ও ভারী স্বর্ণালংকার পরতে দেখে রসূল (সা) এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, যাতে অহংকার ও দাম্ভিকতার ধারণা না জন্মে।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالتَّقْوٰى وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ التَّعَدِّىْ فِيْهَا وَالْخِيَانَةِ، وَاسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْعَمَلِ لِمَنْ لَا يَثِقُ بِنَفْسِهٖ وَمَا جَاءَ فِى الْمَكَاسِيْنِ وَالْعَشَّارِيْنَ الْعُرَفَاءِ

আল্লাহর ভয় সহকারে সদকা প্রদানে উৎসাহ প্রদান এবং বাড়াবাড়ি ও খেয়ানতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٤٦٢- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلٰى أَهْلِهٖ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهٖ، وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৪৬২। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সদকা আদায় ও বিতরণের কাজ সততা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে, সে নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে জেহাদকারীর পর্যায়ভুক্ত। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা)

www.nagorikpathagar.org

٤٦٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

৪৬৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবিকা দেই, সে এরপর যাকিছু গ্রহণ করে, তা চুরি। (আব দাউদ)

٤٦٤- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «مَنْ أَسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ، قَالَ : وَمَالَكَ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُوْلُ الْآنَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَجِيْءْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَانُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.

৪৬৪। হযরত আদী বিন উমাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে থেকে যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যদি তা থেকে একটা সূঁচ বা তার চেয়ে বড় কোন জিনিস আমাদের কাছ থেকে লুকায়, তাহলে সেটা হবে একটা চুরি এবং সেই চুরির দায় বহন করে সে কিয়ামাতের দিন হাজির হবে। এই সময় আনসারদের মধ্য থেকে জনৈক হাবশী দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে রসুলুল্লাহ আপনার অর্পিত কাজ আমার পক্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে কি? রসূল (সা) বললেন ঃ কেন, তোমার আবার কী হলো? সে বললো ঃ শুনলাম, আপনি এরূপ এরূপ বলেছেন। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি এখনও বলছি ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যাকে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি, সে জন্য তার কর্ম বা বেশী সবই নিয়ে আসে। তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তা সে গ্রহণ করবে, আর যা দেয়া হবে না, তা থেকে বিরত থাকবে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

٤٦٥- وَعَنْ أَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِىَ إِلَىَّ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدَ فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِىَ اللّٰهُ، فَيَأْتِى فَيَقُوْلُ : هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِىْ، أَفَلَا جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صِدْقًا؟ وَاللّٰهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْبَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْشَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ.

৪৬৫। হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ বনু আয্দ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। সে যখন সদকা আদায় করে নিয়ে এল, তখন বললো ঃ এইগুলো আপনাদের, আর এটা আমার। এটা আমাকে হাদিয়া (উপহার) হিসেবে দেয়া হয়েছে। তৎক্ষণাৎ রসূল (সা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে নিম্নোক্ত ভাষণ দিলেন ঃ

“তোমরা শোন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে সব কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে থেকে কিছু কাজে তোমাদের কাউকে কাউকে নিয়োগ করি। সে কাজ করে এসে বলে ঃ এটা তোমাদের, আর এটা আমাকে দেয়া উপহার। সে কি তার মা-বাবার বাড়ীতে বসে থাকতে পারেলো না? সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তো তার উপহার সেখানেই তার কাছে পৌঁছে যেত। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যেন কোনক্রমেই তার প্রাপ্য ছাড়া আর কিছুই না নেয়। অন্যথায় সে ঐ জিনিস বহন করে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে হাজির হবে। কিয়ামাতের দিন তোমাদের ব্যক্তি একটা চিৎকাররত উট কিংবা চিৎকাররত একটা গাভী কিংবা একটা চিৎকাররত

www.nagorikpathagar.org

ছাগল বহন করে আল্লাহর কাছে হাজির হবে, আমি তাকে চিনবো না। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত উঁচু করলেন যে, তার বোগলের সাদা অংশ দেখা গেল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, আমি কি (তোমার বিধান) পৌঁছে দিয়েছি?" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

٤٦٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « لا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ » قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : يَعْنِى الْعَشَّارَ، رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، كَذَا قَالَ، وَمُسْلِمٌ إِنَّمَا خَرَّجَ لِمُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِى الْمُتَابَعَاتِ.

قَالَ الْبَغَوِىُّ: يُرِيْدُ بِصَاحِبِ الْمَكْسِ الَّذِىْ يَأْخُذُ مِنَ التُّجَّارِ إِذَا مَرُّوْا عَلَيْهِ مَكْسًا بِاسْمِ الْعُشْرِ.

قَالَ الْحَافِظُ : أَمَّا الآنَ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُوْنَ مَكْسًا بِاسْمِ الْعُشْرِ وَمُكُوْسًا أُخَرَ لَيْسَ لَهَا إِسْمٌ، بَلْ شَىْءٌ يَأْخُذُوْنَهُ حَرَامًا وَسُحْتًا، وَيَأْكُلُوْنَهُ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا، حُجَّتُهُمْ فِيْهِ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، وَلَهُ عَذَابٌ شَدِيْدٌ.

৪৬৬। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মাক্‌স আদায়কারী বেহেশতে যাবে না। (আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা, হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বাগাওয়ী বলেন, 'মাক্‌স আদায়কারী' দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে উশুরের নামে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে থাকে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ বর্তমানকালে কেউ উশুরেরর নামে আবার কেউ কেউ কোন নামোল্লেখ ছাড়াই চাঁদা আদায় করে থাকে। এ গুলো সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ। তারা কেবল জাহান্নামের আগুন খায়। তারা আল্লাহ তায়ালার কঠিন আযাব ও কঠিন গযবে নিপতিত হবে।

অনুবাদকের বক্তব্য ঃ বর্তমানকালের চাঁদাবাজী, ছিনতাই ও রাহাজানি এরই আওতাভুক্ত। এগুলো ডাকাতি ছাড়া আর কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.org

٤٦٧- وَرُوِىَ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّحْرَاءِ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِيْهِ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا ظَبْيَةٌ مُوْثِقَةٌ، فَقَالَتْ: اُدْنُ مِنِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَدَنَا مِنْهَا، فَقَالَ: « مَاحَاجَتُكِ ؟ »، قَالَتْ إِنَّ لِىْ خِشْفَيْنِ فِىْ هٰذَا لِجَبَلِ فَحُلَّنِىْ حَتّٰى أَذْهَبَ فَأُرْضِعَهُمَا، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْكَ، قَالَ : « وَتَفْعَلِيْنَ ؟ »، قَالَتْ : عَذَّبَنِىَ اللّٰهُ عَذَابَ الْعَشَّارِ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ، فَأَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ فَأَرْضَعَتْ خِشْفَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَوْثَقَهَا، وَانْتَبَهَ الْأَعْرَابِىُّ فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ تُطْلِقُ هٰذِهِ » فَأَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُوْ، وَهِىَ تَقُوْلُ : أَشْهَدُأَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ.

৪৬৭। হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) একবার এক মরুভূমিতে থাকাকালে শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে ঃ "হে রসূলুল্লাহ!" তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি পুনরায় এদিক-ওদিক তাকালেন। দেখলেন, একটা হরিণ রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। সে বললোঃ হে রসূলুল্লাহ আমার কাছে আসুন। তিনি তার কাছে গেলেন। হরিণ বললো ঃ পাশের এই পাহাড়টাতে আমার দুটো শাবক রয়েছে। আমার বাঁধনটা একটু খুলে দিন। ওদেরকে দুধ খাইয়ে আমি আবার ফিরে আসবো। রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি সত্যিই তাই করবে? সে বললো ঃ আমি যদি না আসি, তবে আল্লাহ্ যেন আমাকে অবৈধ অর্থ আদায়কারীর মত শাস্তি দেন। রসূল (সা) তার বাঁধন খুলে দিলেন। সে চলে গেল। বাচ্চাদেরকে দুধ খাইয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এল। তখন রসূল (সা) তাকে রশি দিয়ে আবার বেঁধে দিলেন। এই সময় বেদুইন (হরিণের মালিক) এলোঃ সে জিজ্ঞেস করলো ঃ

হে রসূলুল্লাহ্ আপনি কি কিছু চান? তিনি বললেন ঃ হরিণটাকে ছেড়ে দাও। সে তাকে ছেড়ে দিল। হরিণটা "আশহাদু আল্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ

www.nagorikpathagar.org

নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি , মুহাম্মাদ (সা) তার বান্দা ও রসূল) বলতে বলতে দৌড়ে চলে গেল। (তাবরানী)

٤٦٨- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُوْنَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُوْنَنَّ عَرِيْفًا، وَلَا شُرْطِيًّا، وَلَا جَابِيًا، وَلَا خَازِنًا ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِى صَحِيْحِهِ.

৪৬৮। হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের ওপর এমন শাসকরা আসবে, যারা নিকৃষ্টতম মানুষদেরকে নিজেদের কাছে টেনে নেবে এবং নামাযকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করবে। এ ধরনের শাসক যদি তোমাদের কারো জীবদ্দশায় এসে পড়ে, তাহলে তার ভবিষ্যদ্বক্তা, পুলিশ, খাজনা আদায়কারী ও কোষাগার রক্ষক হয়ো না। (ইবনে হাব্বান)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَتَحْرِيْمِهَا مَعَ الْغِنٰى، وَمَاجَاءَ فِى ذَمِّ الطَّمْعِ وَالتَّرْغِيْبُ فِى التَّعَفُّفِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْأَكْلِ مِنْ كَسْبِ يَدِهٖ

মানুষের কাছে চাওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী আর ধনী লোক কর্তৃক চাওয়াকে হারাম ঘোষণা

٤٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَلَيْسَ فِى وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ.

www.nagorikpathagar.org

৪৬৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাছে সাহায্য চাইবে, সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখে এক টুকরো গোশতও থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٤٧٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ فَتَحَ عَلٰى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهٖ أَوْعِيَالٍ لاَ يُطِيْقُهُمْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ جَيِّدٌ فِى الشَّوَاهِدِ.

৪৭০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অভাবের সম্মুখীন না হয়েও কিংবা পোষ্যদের ভরণ পোষণে অক্ষম না হয়েও মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে আরম্ভ করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য অভাবের দরজা এমনভাবে খুলে দেন যে, সে কল্পনাও করতে পারে না। (বাইহাকী)

٤٧١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا مَا سَأَلَا ، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِى عِمَامَتِهٖ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتٰى بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَتُرَانِى حَامِلًا إِلٰى قَوْمِى كِتَابًا لَا أَدْرِىْ مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، قَالَ النُّفَيْلِىُّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهٖ- قَالُوْا : وَمَا الْغِنٰى الَّذِىْ لَا تَنْبَغِىْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ : قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ

www.nagorikpathagar.org

وَيُعَشِّيْهِ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَقَالَ فِيْهِ : « مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَمَا يُغْنِيْهِ ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُغَدِّيْهِ أَوْ يُعَشِّيْهِ » كَذَاعِنْدَهُ « أَوْ يُعَشِّيْهِ » بِأَلِفٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةِ بِاخْتِصَارٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: « قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا الْغِنٰى الَّذِىْ لاَ تَنْبَغِىْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَكُوْ نَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْلَيْلَةٍ وَيَوْمٍ ».

قَوْلُهُ « كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّس » هٰذا مِثْلُ تَضْرِبُهُ الْعَرَبُ لِمَنْ حَمِلَ شَيْئًا لاَ يُدْرِىْ هَلْ يَعُوْدُ عَلَيْهِ بِنَفْعٍ أَوْضَرٍّ، وَأَصْلِهِ أَنَّ الْمُتَلَمِّسَ - وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَسِيْحِ- قَدِمَ هُوَ وَطَرْفَةُ الْعَبْدِىْ عَلَى الْمَلِكِ عَمْرِو بْنِ الْمُنْذِرِ، فَأَقَامَا عِنْدَهُ فَنَقِمْ عَلَيْهِمَا أَمْرًا، فَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِهِمَا، وَقَالَ لَهُمَا : إِنِّى [قَدْ] كَتَبْتُ لَكُمَا بِصِلَةٍ، فَأَجْتَازَا بِالْحِيَرَةِ، فَأُعْطِىَ الْمُتَلَمِّسُ صَحِيْفَتَهُ صَبِيًّا فَقَرَأَهَا، فَإِذَا فِيْهَا الأَمْرُ بِقَتْلِهِ، فَأَلْقَاهَا، وَقَالَ لِطَرْفَةٍ : اِفْعَلْ مِثْلَ فِعْلِىْ، فَأَبٰى عَلَيْهِ وَمَضٰى إِلٰى عَامِلِ الْمَلِكِ، فَقَرَأَهَا وَقَتَلَهُ.

قَالَ الْخَطَّابِىْ : اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ تَأْوِيْلِهِ- يَعْنِى حَدِيْثَ سَهْلٍ - فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَوْمِهِ وَعَشَاءَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى ظَاهِرِ الْحَدِيْثِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِيْمَنْ وَجَدَ غَدَاءً أَوْعَشَاءً عَلٰى دَائِمِ الأَوْقَاتِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيْهِ لِقُوْتِهِ الْمُدَّةُ الطَّوِيْلَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ.

www.nagorikpathagar.org

وَقَالَ آخَرُوْنَ : هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِالْأَحَادِيْثِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا -يَعْنِي الْأَحَادِيْثَ الَّتِي فِيْهَا تَقْدِيْرِ الْغِنٰى بِمِلْكِ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا، أَوْقِيْمَتَهَا، أَوْبِمِلْكِ أَوْقِيَةٍ، أَوْقِيْمَتِهَا-

قَالَ الْحَافِظُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اِدِّعَاءُ النَّسْخِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا، وَلَا أَعْلَمُ مُرَجِّحًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخِرِ، وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ : قَدْ يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِالدِّرْهَمِ غَنِيًّا مَعَ كَسْبِهِ، وَلَا يُغْنِيْهِ الْأَلْفُ مَعَ ضُعْفِهِ فِيْ نَفْسِهِ، وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ.

وَقَدْ ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ إِلٰى أَنَّ مَنْ لَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا ، أَوْقِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ يَقُوْلَانِ: مَنْ لَهُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلٰى مَنْ يَمْلِكُ دُوْنَ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا مَعَ قَوْلِهِمْ: مَنْ كَانَ لَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ لَايَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ، وَاسْتَدَلُّوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৪৭১। হযরত সাহল ইবনুল হানযালিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উয়াইনা ইবনুল হিসন ও আকরা বিন হাবেস (রা) রসূল (স)-এর কাছে এল এবং সাহায্য চাইল। তিনি হযরত মোয়াবিয়াকে আদেশ দিলেন। মোয়াবিয়া তারা যা চেয়েছে তা লিখে তাদের কাছে দিলেন। আকরা মোয়াবিয়ার লেখা চিঠিটা নিয়ে তার পাগড়ীর ভেতরে রেখে বিদায় হলো। কিন্তু উয়াইনা চিঠি নিয়ে রাসূলের কাছে এসে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন যে, আমার গোত্রের কাছে এমন

www.nagorikpathagar.org

একটা চিঠি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, যার ভেতরে কী আছে আমি জানি না? অতঃপর সে রসূল (সা) কে যা বলেছে, সে কথা হযরত মুয়াবিয়াকেও রসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস পর্যপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও কারো কাছে সাহায্য চায়, সে আগুন দিয়েই নিজের সম্পদ বাড়াতে সচেষ্ট হয়। (অর্থাৎ সে সাহায্য চাওয়ার নামে সম্পদ বাড়াতে সচেষ্ট এবং এর পরিণামে সে দোজখের আগুন ছাড়া আর কিছু পাবে না।-অনুবাদক) এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন নুফাইলী বলেছেন ঃ লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ কতটুকু প্রাচুর্য থাকলে অন্যের কাছে হাত পাতা উচিত হবে না? রসূল (সা) বললেন ঃ এক দিনের ও একরাতের খাবার থাকলে। (আবু দাউদ) ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন ঃ "নিজের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সাহায্য চায়, সে জাহান্নামের আগুন দিয়েই নিজের সম্পদ বাড়াতে চায়। লোকেরা বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাচুর্য কাকে বলে? রসূল (সা) বললেন ঃ তার দিনে ও রাতের খাবারের পরিমাণ।

ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় একটু ভিন্নতা রয়েছে। সেখানে রয়েছে ঃ "এক দিনের ও এক রাতের তৃপ্তিপূর্ণ খাবারের সংস্থান"।

ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটেছে। তবে হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একদিনের ও একরাতের খাবার থাকলে হাত পাতা জায়েয হবে না।

অন্যদের মতে, একদিন ও একরাতের নয়, দীর্ঘকালের জন্য খাবারের ব্যবস্থা থাকলেই কারো কাছে সাহায্য চাওয়া হারাম হয়ে যাবে।

কারো কারো মতে, এ হাদীস রহিত। কেননা কিছু হাদীসে ৫০ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ অথবা এক উকিয়া বা তার সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই বলা যাবে যে, সে ধনী বা স্বনির্ভর। গ্রন্থকার বলেন ঃ উভয় পক্ষই উক্ত হাদীস রহিত বলে দাবী করেন। কাদের দাবী অগ্রগণ্য আমি জানি না। ইমাম শাফেয়ী বলতেন ঃ কেউ এক দিরহামেও ধনী হয়ে যায়। আবার কেউ নিজের দুর্বলতা ও পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী থাকায় এক হাজার দিরহামেও পরমুখাপেক্ষী থেকে যায়।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখের মতে, পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত দেয়া যাবে না। হাসান বসরী প্রমুখের মতে, চল্লিশ দিরহামের মালিককে ধনী গণ্য করা যায়।

আসহাবুর রায় অর্থাৎ ইজতিহাদকারীগণ বলেন যে, যাদের ওপর যাকাত ফরয নয়, তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, চাই সে যতই সুস্থ-সবল ও উপার্জনক্ষম হোক। তবে তারা এ কথাও বলেন যে, একদিনের খোরাক হাতে থাকা অবস্থায়ও কারো পক্ষে সাহায্য চাওয়া জায়েয নেই।

www.nagorikpathagar.org

٤٧٢- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَةِ؛ فَسَأَلَهُ، قَالَ : « مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلٰى غُسَالَةِ ذُنُوْبِ النَّاسِ ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৪৭২। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আব্বাস কে বললাম ঃ রসূল (সা)-এর কাছে গিয়ে সদকা সংক্রান্ত একটা চাকরীর আবেদন করুন। তিনি আবেদন করলেন। কিন্তু রসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ যে জিনিস দিয়ে মানুষের গুনাহের ময়লা ধোয়া হয়, সে জিনিসের (অর্থাৎ যাকাতের) কাজে আমি আপনাকে খাটাবো না। (ইবনে খুযায়মা)

বিঃ দ্রঃ রসূল (সা)-এর বংশ তথা বনু হাশেম গোত্রের লোকদের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, এজন্য তাদের যাকাত আদায় ও বিতরণ সংক্রান্ত বিভাগে চাকুরী করাও জায়েয নয়। কেননা এই বিভাগের কর্মচারীদের বেতনসহ যবতীয় ব্যয় যাকাত থেকেই নির্বাহ করা হয়। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এ বিভাগে চাকরী নিষিদ্ধ নয়।-অনুবাদক

٤٧٣- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، وَأَوْثَقَنِيْ سَبْعًا، وَأَشْهَدَ اللّٰهَ عَلَيَّ سَبْعًا : أَنْ لَاأَخَافَ فِيْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، قَالَ أَبُوْ الْمُثَنّٰى : قَالَ أَبُوْذَرٍّ : فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلْ لَكَ إِلَى الْبَيْعَةِ، وَلَكَ الْجَنَّةُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَبَسَطْتُ يَدَيَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَلَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتّٰى تَنْزِلَ فَتَأْخُذَهُ ».

وَفِيْ رِوَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « سِتَّةُ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَاأَبَا ذَرٍّ مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ

www.nagorikpathagar.org

قَالَ : أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِيْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৪৭৩। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূল (সা) আমাকে পাঁচবার বাইয়াত (অঙ্গীকার) করিয়েছেন, সাতবার বাইয়াতের পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন এবং সাতবার আমার ওপর আল্লাহ্ তায়ালাকে সাক্ষী করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালনে যেন কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করি। এরপর রসূল (সা) আমাকে এই বলে আহ্বান জানালেন যে, তুমি কি জান্নাতের বিনিময়ে বাইয়াত করতে আগ্রহী? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ এবং হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন রসূল (সা) শর্ত আরোপ করে বললেন ঃ আমি যেন মানুষের কাছে কোন কিছু না চাই। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এমনকি তোমার লাঠি যদি পড়ে যায়, তবে তাও নয়। নিজে নেমে তা তুলে নেবে।"

অপর বর্ণনায় এসেছে "ছয়দিন (বাইয়াত করিয়েছেন)। তারপর হে আবু যর পরবর্তী কথাটা বুঝে নাও। সপ্তমদিনে তিনি বললেন ঃ গোপন, প্রকাশ ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। আর কোন খারাপ কাজ করে ফেললে তৎক্ষণাৎ ভালো কাজ কর। কারো কাছে কিছু চেয়ো না, এমনকি তোমার লাঠি পড়ে গেলেও নয়। আর কোন আমানত আত্মসাৎ করো না। (আহমাদ)

٤٧٤- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّيْ، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَإِنْ جَفَانِيْ، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ، وَلَا تَأْخُذَنِيْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

৪৭৪। হযরত আবু যর বর্ণনা করেন ঃ আমার বন্ধু রসূল (সা) আমাকে সাতটা উপদেশ দিয়েছেন ঃ (১) দরিদ্র লোকদেরকে ভালোবাসতে ও তাদের নিকটবর্তী হতে, (২) যারা আমার নীচে আছে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে এবং যারা আমার ওপরে আছে

www.nagorikpathagar.org

তাদের দিকে দৃষ্টি না দিতে, (৩) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় আমার সাথে অন্যায় আচরণ করলেও তার সাথে সদাচরণ করতে, (৪) বেশী বেশী করে "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ শক্তি ও প্রেরণা দিতে পারে না।) পড়তে, (৫) তিক্ত হলেও ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে, (৬) আল্লাহর ব্যাপারে কারো সমালোচনার পরোয়া না করতে এবং (৭) মানুষের কাছে কিছু না চাইতে। (আহমাদ, তাবরানী)

٤٧٥- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ: «يَاحَكِيْمُ ! هٰذَا الْمَالُ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى». قَالَ حَكِيْمٌ : فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاأَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا، حَتّٰى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، فَيَأْبٰى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبٰى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُشْهِدُكُمْ عَلٰى حَكِيْمٍ أَنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِيْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبٰى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.

৪৭৫। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা)-এর কাছে সাহায্য চাইলাম। তিনি দিলেন। আবার চাইলাম; আবারো দিলেন। আবারো চাইলাম; আবারো দিলেন। তারপর বললেন ঃ হে হাকীম, এই

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ সুন্দর ও সুস্বাদু। যে ব্যক্তি নিরাসক্ত মন নিয়ে এটা গ্রহণ করবে, সে তাতে বরকত লাভ করবে। যে ব্যক্তি লোভ সহকারে গ্রহণ করবে, তাকে বরকত দেয়া হবে না। ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। হাকীম বলেন ঃ আমি রসূল (সা) কে বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তার কসম, আপনার পরে আমি সারা জীবনেও আর কারো কাছ থেকে কিছু নেব না। পরবর্তীকালে খলীফা হযরত আবু বকর হযরত হাকীমকে কিছু দিতে চাইলে তিনি নিতে অস্বীকার করেন। তারপর খলীফা হযরত ওমরও তাকে কিছু দিতে চাইলে তিনি নিতে অস্বীকার করেন। তখন হযরত ওমর বললেন, হে মুসলিম জনগণ! আমি তোমাদেরকে হাকীম সম্পর্কে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আল্লাহ কর্তৃক বরাদ্দকৃত রাষ্ট্রীয় সম্পদের অংশ হাকীমকে দিতে চেয়েছি কিন্তু সে গ্রহণ করেনি। রসূল (সা) এর ইন্তিকালের পর হাকীম মৃত্যুকাল পর্যন্ত কারো কাছ থেকে কিছু নেননি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

٤٧٦- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَكْفُلَ لِيْ أَنْ لَّا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ » فَقُلْتُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

৪৭৬। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষের কাছে কিছু চাইবে না বলে আমাকে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেব। ছাওবান বলেন ঃ "আমি বলালাম, আমি নিশ্চয়তা দেব।" এরপর তিনি আর কারো কারো কিছু চাইতে না। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)

٤٧٧- وَعَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيْهَا؟ فَقَالَ : « أَقِمْ حَتّٰى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى

www.nagorikpathagar.org

يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ- أَوْقَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْقَالَ :سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قُبَيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৪৭৭। হযরত আবু বশর কুবাইসা ইবনুল মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি একটা রক্তের ঋণ পরিশোধ করার কাজে সহায়তা চাইতে রসূল (সা)-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমাদের কাছে কোন সদকা এলে তা থেকে তোমাকে দিতে বলবো। তারপর বললেন ঃ ওহে কুবায়সা, শোন, তিন ব্যক্তির যে কোন একজন ব্যতীত আর কারো পক্ষে কোন সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। প্রথমত ঃ সেই ব্যক্তি, যার ওপর কোন রক্তের ঋণ এসে পড়েছে এবং সাহায্য চাওয়া তার জন্য বৈধ হয়ে গেছে। সাহায্য পেয়ে ঋণ পরিশোধ করেই সে ক্ষান্ত হবে। দ্বিতীয়ত ঃ যার ওপর মারাত্মক দুর্যোগ এসে তার ধনসম্পদ বিনষ্ট করে দিয়ে গেছে। ফলে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সাহায্য চাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত ঃ যে ব্যক্তি এমন অনাহার ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক এমন অনাহারে আক্রান্ত হয়েছে যে, তার বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ হয়ে গেছে। হে কুবাইসা, এই তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যদি সাহায্য চায়, তবে তা হারাম হবে এবং যে সাহায্য পাবে তা খাওয়া হারাম। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

٤٧٨- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْغَنِىَّ الْحَلِيْمَ الْمُتَعَفِّفَ، وَيُبْغِضُ الْبَذِىَّ الْفَاجِرَ السَّائِلَ الْمُلِحَّ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

www.nagorikpathagar.org

৪৭৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন বান্দা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক ক্ষতিকর ও উত্যক্তকর কর্মকাণ্ড থেকে নিরাপদে না থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ও আ-খেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে যত্ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন হয় ভালো কথা বলে নচেৎ চুপ থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী হয় না। ধৈর্য ধারণ করে ও সততা বজায় রাখে, তাকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, নিষ্প্রয়োজনে সাহায্য চায় এবং সে জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাকে আল্লাহ্ তায়ালা ঘৃণা করেন। (বাযযার)

٤٧٩- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ.

৪৭৯। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ওপরের হাত (দানকারীর হাত) নীচের হাতের (দান গ্রহণকারীর হাত) চেয়ে ভালো। যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর তাকে দিয়েই দান শুরু কর। সেই সদকা উত্তম যা নিজেকে স্বনির্ভর মনে করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি সততা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সৎ রাখেন। আর যে ব্যক্তি স্বনির্ভর থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে স্বনির্ভর রাখেন। (বুখারী, মুসলিম)

٤٨٠- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : «أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتّٰى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ : مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَمَا أَعْطَى اللّٰهُ أَحَدًا عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَوْسَعَ

www.nagorikpathagar.org

مِنَ الصَّبْرِ » رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

৪৮০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আনসারদের কিছু লোক রসূল (সা)-এর কাছে সাহায্য চাইল। তিনি দিলেন। তারা আবার সাহায্য চাইল। তিনি আবার দিলেন। তারপর আবার চাইল। তিনি আবার দিলেন। এভাবে তাঁর কাছে যা ছিল সব ফুরিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে যতটুকু দ্রব্যসামগ্রীই থাকুক, তোমাদেরকে বঞ্চিত করে তা থেকে আমি একটুও জমা করে রাখবো না। যে ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখবে, আল্লাহ তাকে সংযমের শক্তি দেবেন। যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করে দেবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দেবেন। আল্লাহ তায়ালা কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত জিনিস কখনো দান করেননি। (মালেক, বুখারী, মুস-লিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٤٨١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَامُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِىٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৪৮১। হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) বলেন ঃ জিবরীল রসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ, যতদিন ইচ্ছা জীবনকে উপভোগ করুন, তবে একদিন মরতেই হবে। যে কাজ করতে চান করুন, তবে তার প্রতিফল একদিন পাবেনই। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসুন। তবে একদিন তাকে ছেড়ে যেতেই হবে। জেনে রাখুন, মু-মিনের শ্রেষ্ঠত্ব রাত জেগে নামায পড়া এবং মুমিনের মর্যাদা অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে নিহিত। (তাবরানী)

٤٨٢- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

www.nagorikpathagar.org

৪৮২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দ্রব্যসামগ্রী বেশী হলেই কেউ ধনী হয় না। মনের ধনী হওয়াই প্রকৃত ধনী হওয়া। (অর্থাৎ সম্পদ যেটুকু আল্লাহ দিয়েছেন তাকে যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আরো সম্পদের লোভ না করাই ইসলামের দৃষ্টিতে মনের ধনী হওয়ার লক্ষণ।- অনুবাদক) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٤٨٣- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِيْ وَأَوْجِزْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ؛ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الزُّهْدِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، كَذَا قَالَ.

৪৮৩। হযরত সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ আমাকে একটা সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন। রসূল (সা) বললেন ঃ অন্য মানুষের হাতে যে সহায়-সম্পদ আছে, তার প্রতি হতাশা পোষণ কর। সাবধান, লোভ থেকে আত্মসম্বরণ কর। কেননা লোভ হচ্ছে সার্বক্ষণিক দারিদ্র। কেউ কোন ব্যাপারে অপারগতা ব্যক্ত করলে তা নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করো না। (হাকেম, বাইহাকী)

٤٨٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «أَمَا فِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ: بَلَى: حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: ائْتِنِيْ بِهِمَا، فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيْ هٰذَيْنِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ مَرَّتَيْنِ، أَوْثَلَاثًا، قَالَ

www.nagorikpathagar.org

رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَفَعَلَ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِطُولِهِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْهُ قِصَّةَ بَيْعِ الْقَدَحِ فَقَطْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৪৮৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এসে রসূল (সা)-এর নিকট সাহায্য চাইল। তিনি বললেন ঃ তোমার বাড়ীতে কি কিছুই নেই? সে বললো ঃ একটা কম্বল আছে, যার একাংশ আমরা গায়ে দেই, এবং অপরাংশ বিছাই। আর পানি খাওয়ার একটা পিয়ালা আছে। রসূল (সা) বললেন ঃ যাও ঐ দুটো আমার কাছে নিয়ে এস। সে ঐ দুটো জিনিস নিয়ে এল। রসূল (সা) জিনিস দুটো নিজের হাতে তুললেন এবং বললেন ঃ এ দুটো জিনিস কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনবো। রসূল (সা) বললেন ঃ কেউ কি এক দিরহামের বেশী দিত পারে? এভাবে দু'বার বা তিনবার বললেন। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি দু'দিরহামে কিনবো। রসূল (সা) তাকে জিনিস দুটো দিলেন এবং দিরহাম দুটো নিয়ে আনসারীকে দিলেন। তাকে বললেন ঃ এক দিরহাম দিয়ে কিছু খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর অপর দিরহামটা দিয়ে একখানা কুড়াল কিনে আমার কাছে আস। সে কুড়াল কিনে আনলে রসূল (সা) নিজ হাতে তাতে একখানা কাঠ বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন ঃ যাও, কাঠ কাট ও বিক্রি কর। পনের দিন পর্যন্ত তোমাকে যেন না দেখি। সে তাই করলো। এরপর একদিন সে দশ

www.nagorikpathagar.org

দিরহাম উপার্জন করে এল। এর কয়েক দিরহাম দিয়ে কিছু কাপড় এবং কয়েক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনলো। রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তোমার ভিক্ষা চাওয়া কেয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে একটা কলংক হয়ে ফুটে ওঠার চেয়ে এটাই তোমার জন্য ভালো হলো। ভিক্ষা করা, সাহায্য চাওয়া কেবল তিন ব্যক্তির জন্য শোভা পায়ঃ চরম দারিদ্রে পতিত, ভয়ংকর ঋণের দায়গ্রস্ত অথবা যার ওপর কোন খুনের জরিমানা আরোপিত হয়েছে। (আবু দাউদ, বাইহাকী, তিরমিযী ও নাসায়ী। তিরমিযী ও নাসায়ীতে শুধু পানপাত্রের কাহিনী রয়েছে।)

٤٨٥- وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৪৮৫। হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ নিজের হাতে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ খেতে পারে না। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ) নিজের হাতের উপার্জিত খাবার খেতেন। (বুখারী)

تَرْغِيبُ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ أَوْحَاجَةٌ أَنْ يَنْزِلَهَا بِاللّٰهِ تَعَالَى

অভাব ও জরুরী প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে তা মানুষের পরিবর্তে আল্লাহর কাছে পেশ করতে উৎসাহ প্রদান

٤٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৪৮৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষুধা ও দারিদ্রের সম্মুখীন হয়ে মানুষের কাছে তা পেশ করে(অর্থাৎ সাহায্য চায়) তার ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর হবে না। যে ব্যক্তি ক্ষুধা ও দারিদ্রে পতিত হয়ে তা আল্লাহর কাছে পেশ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বিলম্বে কিংবা অবিলম্বে জীবিকা দেবেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ أَخْذِ مَا دُفِعَ مِنْ غَيْرِ طِيْبِ نَفْسِ الْمُعْطِيْ

দাতা খুশীমনে দেয়নি এমন দান গ্রহণের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী

٤٨٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنَّا وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ شَرَهِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، وَشَرَهِ نَفْسٍ كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَرَوَى أَحْمَدُ الْبَزَّارُ مِنْهُ الشَّطْرَ الْأَخِيْرَ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৪৮৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়ার ধন-সম্পদ সুদৃশ্য ও মজাদার। যাকে আমরা কোন সম্পদ খুশীমনে দান করবো এবং গ্রহণকারী উত্তম রুচিবোধ সহকারে ও লোভ লালসা ছাড়াই গ্রহণ করবে, তার জন্য ঐ সম্পদে প্রচুর বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে। আর যাকে আমরা অখুশীমনে দান করবো এবং গ্রহীতা উত্তম রুচিবোধ ও লোভ-লালসা সহকারে তা গ্রহণ করবে, সেই সম্পদ তার জন্য বরকতময় ও কল্যাণময় হবে না। (ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা ঃ সহী মুসলিম এবং নাসায়ীতেও অনুরূপ হাদীস রয়েছে এবং সে হাদীসেও পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সব হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কেউ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যে দান করে, সেটাই বৈধ। আর কোন পীড়াপীড়ি, জোর-জবরদস্তি বা ছলচাতুরী দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে যে দান আদায় করা হয়, তা বৈধ নয়। মুমূর্ষু অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে ছলচাতুরী অথবা আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে ওসিয়ত আদায় করা বা কোন সম্পত্তি লিখিয়ে নেয়া, অথবা কোন অভাবপীড়িত ব্যক্তির ওপর সুকৌশলে অথবা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে তার জন্য অথবা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য ক্ষতিকর কোন চুক্তিতে সই করানোও এই কারণে অবৈধ। এভাবে অর্জিত সম্পদ হালাল হয় না।-অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

تَرْغِيْبُ مَنْ جَاءَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فِيْ قَبُوْلِهِ، سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا، وَالنَّهْيُ عَنْ رَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا عَنْهُ

কেউ অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোন জিনিস পেলে অভাবী ব্যক্তির পক্ষে তা গ্রহণ করতে ও অভাবী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে তা ফেরত দিতে কিংবা অন্যকে দিতে উৎসাহ প্রদান

٤٨٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ، فَأَقُوْلُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ إِلَيْهِ أَفْقَرُ مِنِّيْ قَالَ : فَقَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَالَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : فَلِأَجْلِ ذٰلِكَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ.

৪৮৮। হযরত ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) আমাকে বিভিন্ন জিনিস দান করতেন। আমি বলতাম ঃ আমার চেয়ে বেশী অভাবী ব্যক্তিকে এটা দান করুন। রসূল (সা) বলতেন, এটা নিয়ে নাও। তুমি না চাওয়া ও লোভ না করা সত্ত্বেও যখন তোমার কাছে কোন দান এসে যায়, তখন তা নিয়ে নিও এবং নিজের সম্পত্তির সাথে তাকে যুক্ত করো। এরপর তুমি চাইলে তা নিজে ব্যবহার কর, নচেৎ অন্য কাউকে সদকা করে দাও। আর যা না পাও তোমার মনকে তার প্রত্যাশী করো না। হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন ঃ এ কারণে আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেনও না, আবার তাকে কেউ উপযাচক হয়ে কিছু দিলে তা ফেরতও দিতেন না। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٤٨٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

৪৮৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায় তাকে তোমরা আশ্রয় দিও, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু চায়, তাকে তা দিও। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত কবুল কর। যে ব্যক্তি তোমাদের উপকার করে, তার উপকারের প্রতিদান দিও। যদি দিতে না পার, তবে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, যাতে তোমাদের মনে হয় যে, তার উপকারের প্রতিদান দিতে পেরেছ। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

٤٩٠- وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الْخَضِرِ؟» قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : «بَيْنَمَا هُوَذَاتَ يَوْمٍ يَمْشِيْ فِيْ سُوْقِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَلَيَّ، بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ، فَقَالَ الْخَضِرُ : آمَنْتُ بِاللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُوْنُ، مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ أُعْطِيْكَهُ، فَقَالَ الْمِسْكِيْنُ: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللّٰهِ لَمَا تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ؛ فَإِنِّيْ نَظَرْتُ السَّمَاحَةَ فِيْ وَجْهِكَ، وَرَجَوْتُ الْبَرَكَةَ عِنْدَكَ، فَقَالَ الْخَضِرُ: آمَنْتُ بِاللّٰهِ، مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ أُعْطِيْكَهُ، إِلَّا أَنْ تَأْخُذَنِيْ فَتَبِيْعَنِيْ، فَقَالَ الْمِسْكِيْنُ : وَهَلْ يَسْتَقِيْمُ هٰذَا؟ قَالَ : نَعَمْ، أَقُوْلُ لَقَدْ سَأَلْتَنِيْ بِأَمْرٍ

www.nagorikpathagar.org

عَظِيْمٍ، أَمَا إِنِّىْ لاَ أُخَيِّبُكَ بِوَجْهِ رَبِّىْ، بِعْنِىْ، قَالَ : فَقَدَّمَهُ إِلَى السُّوْقِ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَكَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِىْ زَمَانًا لاَ يَسْتَعْمِلُهُ فِىْ شَىْءٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِى الْتِمَاسَ خَيْرٍ عِنْدِىْ، فَأَوْصِنِىْ بِعَمَلٍ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ ضَعِيْفٌ، قَالَ :لَيْسَ يَشُقُّ عَلَىَّ، قَالَ: قُمْ فَانْقُلْ هٰذِهِ الْحِجَارَةَ، وَكَانَ لاَ يَنْقُلُهَا دُوْنَ سِتَّةِ نَفَرٍ فِىْ يَوْمٍ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَةَ فِىْ سَاعَةٍ، قَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ وَأَطَقْتَ مَالَمْ أَرَكَ تُطِيْقُهُ، قَالَ: ثُمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرٌ فَقَالَ: إِنِّىْ أَحْسِبُكَ أَمِيْنًا فَاخْلُفْنِىْ فِىْ أَهْلِىْ خِلاَفَةً حَسَنَةً، قَالَ: وَأَوْصِنِىْ بعمل، قال إِنِّىْ أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، قَالَ لَيْسَ يَشُقُّ عَلَىَّ، قَالَ: فَاضْرِبْ مِنَ اللَّبِنِ لِبَيْتِىْ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْكَ، قَالَ : فَمَرَّ الرَّجُلُ لِسَفَرِهِ، قَالَ : فَرَجَعَ الرَّجُلُ وَقَدْ شَيَّدَ بِنَاءَهُ، قَالَ: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللّٰهِ مَا سَبَبُكَ؟ وَمَا أَمْرُكَ؟ قَالَ : سَأَلْتَنِىْ بِوَجْهِ اللّٰهِ، وَوَجْهُ اللّٰهِ أَوْقَعَنِىْ فِىْ هٰذِهِ الْعُبُوْدِيَّةِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: سَأُخْبِرُكَ مَنْ أَنَا، أَنَا الْخَضِرُ الَّذِىْ سَمِعْتَ بِهِ، سَأَلَنِىْ مِسْكِيْنٌ صَدَقَةً ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِىْ شَيْئٌ أُعْطِيْهِ، فَسَأَلَنِىْ بِوَجْهِ اللّٰهِ فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ رَقَبَتِىْ، فَبَاعَنِىْ، وَأُخْبِرُكَ أَنَّهُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ، فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِلْدَةً، وَلاَ لَحْمَ لَهُ يَتَقَعْقَعُ، فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِاللّٰهِ، شَقَقْتُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَلَمْ أَعْلَمْ؛ قَالَ: لاَ بَأْسَ، أَحْسَنْتَ وَأَتْقَنْتَ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بِأَبِىْ أَنْتَ

www.nagorikpathagar.org

وَأُمِّىْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ احْكُمْ فِىْ أَهْلِىْ وَمَالِىْ بِمَا شِئْتَ، أَوِ اخْتَرْ فَأُخَلِّىَ سَبِيْلَكَ، قَالَ: أُحِبُّ أَنْ تُخَلِّىْ سَبِيْلِىْ فَأَعْبُدَ رَبِّىْ، فَخَلَّى سَبِيْلَهُ، فَقِيْلَ الْخَضِرُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَوْثَقَنِىْ فِى الْعُبُوْدِيَّةِ، ثُمَّ نَجَّانِىْ مِنْهَا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَغَيْرِ الطَّبَرَانِىِّ، وَحَسَّنَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إِسْنَادَهُ.

৪৯০। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে খিযিরের কাহিনী বর্ণনা করবো না? শ্রোতারা বললো, হে রসূলুল্লাহ, বর্ণনা করুন। রসূল (সা) বললেন ঃ খিযির একদিন বনী ইসরাঈলের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় এমন একজন ক্রীতদাস তাকে দেখতে পেল, যে তার মনিবকে কিছু টাকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চুক্তিতে সই করেছে। সে খিযিরকে বললো ঃ আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। আমাকে কিছু সদকা দিন। খিযির বললেন ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহ যা চান, তাই হয়। আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মত কিছুই নেই। দরিদ্র লোকটা বললো ঃ আমি আল্লাহর নামে তোমার কাছে সাহয্য চাইছি। আমি তোমার মুখে মহানুভবতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি এবং তোমার কাছ থেকে কল্যাণ আশা করছি। আবার খিযির বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মত কিছু নেই। তবে তুমি আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দিতে পার। দরিদ্র লোকটা বললো তোমার কথা ঠিক থাকবে তো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তুমি আমার কাছে একটা বড় জিনিস চেয়েছ। আমি তোমাকে বিফল করবো না। আমাকে বিক্রি করে দাও। এরপর সে তাকে বাজারে নিয়ে গেল এবং চারশো দিরহামে তাকে বিক্রি করলো। যে ব্যক্তি তাকে কিনে নিল, তার কাছে তার দীর্ঘদিন কেটে গেল। কিন্তু সে তাকে কোন কাজে খাটা-লো না। একদিন খিযির তাকে বললেন ঃ আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হবে এই আশাতেই তো আমাকে কিনেছেন। কাজেই আমাকে কোন কাজের আদেশ দিন। লোকটা বললো ঃ তোমাকে কষ্ট দেয়া আমি পছন্দ করি না। তুমি একজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি। তিনি বললেন ঃ আমার কোন কষ্ট হবে না। সে বললো ঃ তাহলে ওঠ। এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও। অথচ পাথরটাকে সরাতে কমপক্ষে ছয়জন লোকের দরকার হতো। একদিন লোকটা কোন কাজ উপলক্ষে যখন বাইরে গেল, ফিরে এসে দেখল যে, তিনি পাথরটা সরিয়ে ফেলেছেন। মনিব বললো ঃ তুমি চমৎকার একটা কাজ করেছ। আমার মনে হচ্ছে, তুমি একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছ। এরপর মনিব একটা সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খিযিরকে বললো ঃ আমি তোমাকে বিশ্বস্ত মনে

করি। কাজেই আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারের উত্তম তদারকীর দায়িত্ব নাও। খিযির বললেন, ঠিক আছে, তবে আর কোন কাজ থাকলে তাও আমাকে বলে যান। মনিব বললো, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। খিযির বললেন ঃ আমার কোন কষ্ট হবে না। সে বললো ঃ ঠিক আছে, তাহলে আমার বাড়ীর জন্য কিছু ইট তৈরী কর। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। এরপর লোকটা সফরে চলে গেল। সে ফিরে এসে দেখে, খিযির তার বাড়ীর ভিত্তিও তৈরী করে ফেলেছে। সে বললো ঃ আমি তোমার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাই, তোমার কী হয়েছে? তোমার রহস্যটা কী? খিযির বললেন ঃ আপনি যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, সেই আল্লাহর ইচ্ছাই আমাকে এই দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। খিযির আরো বললেন ঃ আমি কে তা আপনাকে এক্ষুণি জানাচ্ছি। আমি সেই খিযির, যার কথা আপনি শুনে থাকবেন। এক দরিদ্র ব্যক্তি আমার কাছে সদকা চেয়েছিল। আমার কাছে তাকে দেয়ার মত কিছুই ছিল না। সে আমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে আবার সাহায্য চাইল। তখন আমি তাকে নিজের মালিকানা দিয়ে দিলাম। তারপর সে আমাকে বিক্রি করলো। আমি আপনাকে এও জানাচ্ছি যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া হয়, কিন্তু সে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে কিছুই দেয় না, সে কিয়ামাতের দিন জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াবে। তখন মনিব বললো ঃ হে আল্লাহর নবী। আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম। আমি আপনাকে না চিনে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। খিযির বললেন ঃ কোন সমস্যা নেই। আপনি উত্তম ব্যবহার করেছেন এবং ঈমান এনেছেন। লোকটা বললো ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আমার পরিবার ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে আপনি যেমন ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নিন, অথবা মুক্তি চান, আমি আপনাকে মুক্তি দিয়ে দেই। খিযির বললেন ঃ আমাকে মুক্তি দিয়ে দিন আর আমি আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হই-এটাই আমার ইচ্ছা। অতঃপর সে তাকে মুক্তি দিয়ে দিল। খিযির বললেন ঃ সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাকে গোলামীতে নিযুক্ত করেছিলেন, আবার তা থেকে অব্যহতি দিয়েছেন। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّدَقَةِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا وَمَا جَاءَ فِىْ جُهْدِ الْمُقِلِّ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِمَا لَا يُحِبُّ

অল্প পরিমাণে হলেও সদকা দানে উৎসাহ প্রদান

٤٩١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ- وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللّٰهُ مِنْهُ، وَأَخَذَهَا بِيَمِيْنِهِ فَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّىْ أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْبُوْ فِى يَدِ اللّٰهِ - أَوْ قَالَ: فِىْ كَفِّ اللّٰهِ - حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ فَتَصَدَّقُوْا».

وَفِىْ رِوَايَةٍ صَحِيْحَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّىْ أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتّٰى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ: (أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ) و (يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا، وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ)». رَوَاهُ مَالِكٌ بِنَحْوِ

www.nagorikpathagar.org

رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ هٰذِهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ.

৪৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটা খোরমা পরিমাণও দান করবে, তার সে দানকে আল্লাহ তায়ালা ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন, অতঃপর সেটুকুকে এমন বাড়াতে থাকেন, যে ভাবে তোমরা তোমাদের সদ্য প্রসূত উটের বাচ্চাকে বাড়াও। অবশেষে একমুঠো খাদ্য এক সময় পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা) তিরমিযীর হাদীসে এই সাথে সূরা তাওবার ১০৪ নং আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৭৬ নং আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

٤٩٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بَيْنَا رَجُلٌ فِىْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِىْ سَحَابَةٍ : اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِىْ حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِى حَدِيْقَةٍ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ- لِلاِسْمِ الَّذِىْ سَمِعَ فِى السَّحَابَةِ- فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ سَأَلْتَنِىْ عَنْ اِسْمِىْ؟ قَالَ: سَمِعْتُ فِى السَّحَابِ الَّذِىْ هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ : اُسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ- لِاسْمِكَ -فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟ قَالَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هٰذَا فَإِنِّىْ أَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِىْ ثُلُثَهُ، وَأَرُدُّ فِيْهِ ثُلُثَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৪৯২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি একটা পতিত জমিতে থাকা অবস্থায় আকাশে মেঘের ভেতরে একটা আওয়ায শুনতে পেলঃ "অমুকের বাগানে বৃষ্টি দাও।" সঙ্গে সঙ্গে সেই মেঘটা সেখান থেকে সরে গেল এবং কালো পাথরে পরিপূর্ণ একটা জমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করলো। তৎক্ষাণাৎ একটা খালের মধ্য দিয়ে সমস্ত পানি প্রবাহিত হলো। লোকটা ঐ পানির প্রবাহ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল। দেখলো, বাগানটাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে লোহার

www.nagorikpathagar.org

কোদাল দিয়ে পানি সরিয়ে দিচ্ছে। সে বললো ঃ হে আল্লাহর বান্দা, আপনার নাম কী? সে বললো ঃ অমুক। সে অবিকল সেই নামটাই বললো, যা সে মেঘের ভেতরে শুনেছিল। বাগানের লোকটা বললো ঃ ওহে আল্লাহর বান্দা, আপনি আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন কেন? সে বললো ঃ যে মেঘ থেকে এই পানি এসেছে সেই মেঘের ভেতরে আমি শুনেছি, আপনার নাম নিয়ে আপনার বাগানে পানি দিতে বলা হচ্ছে। আপনি এই বাগানে কী করেন? বাগানের মালিক বললো ঃ বাগানে যে ফসল ফলে, তাকে আমি তিন ভাগ করি। একভাগ দান করি, একভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর একভাগ বীজ হিসাবে পুনরায় বাগানে ফিরিয়ে দেই। (মুসলিম)

٤٩٣- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ فِيْ كِتَابِ الْبِرِّ شَطْرَهُ الْأَخِيْرُ، وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللّٰهَ لَيَدْرَأُ بِالصَّدَقَةِ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنْ مِيْتَةِ السُّوْءِ».

৪৯৩। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সদকা প্রতিপালকের ক্রোধ স্তিমিত করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা সদকা দ্বারা সত্তর রকমের অপমৃত্যু রোধ করেন।

٤٩٤- وَعَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوَهَا، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ،

www.nagorikpathagar.org

وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيهِ حَقًّا؛ فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৪৯৪। হযরত আবু কাবশা আল-আনমারী (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন ঃ “আমি তিনটি বিষয়ে কসম খাচ্ছি। তোমাদেরকে একটা কথা বলছি, এটা মনে রেখ। (১) সদকা দিলে কোন বান্দার সম্পত্তি কমে না। (২) কোন বান্দার ওপর যদি অত্যাচার চলে এবং সে যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (৩) কোন বান্দা যদি ভিক্ষার দুয়ার খুলে নেয়, তবে আল্লাহ তার জন্য দারিদ্রের দুয়ার খুলে দেন। আর তোমাদেরকে একটা কথা বলছি, সেটা মনে রেখ। কথাটা হলো ঃ দুনিয়া চার ব্যক্তির জন্য ঃ এক বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেন এবং তা দিয়ে সে আল্লাহকে ভয় করে। রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে এবং তা থেকে আল্লাহর প্রাপ্য কী তাও সে জানে (এবং সে প্রাপ্য দেয়) এই বান্দা সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে। অপর এক বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান দান করেন, কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দেন না। সে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বলেঃ আমার যদি সম্পদ থাকতো, তাহলে অমুকের মত কাজ করতাম। সে তার নিয়তের কারণে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সমান প্রতিদান পাবে। আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দেন, কিন্তু ইসলামী জ্ঞান দেন না। জ্ঞানের অভাবে সে সম্পদ নিয়ে সেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। সে তার প্রতিপালককে ও ভয় করে না। রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে দানও করেনা এবং আল্লাহর প্রাপ্য সম্পর্কে অবগত হয় না। এই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম অবস্থানে থাকে। আর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ ও ইসলামী জ্ঞান কোনটাই দেন না। সে (মনে মনে) বলেঃ আমার সম্পদ থাকলে অমুকের (তৃতীয় ব্যক্তির) মত কাজ করতাম। এই ব্যক্তিরও নিয়তের কারণে প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত সমান গুনাহর অধিকারী হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ “ কোন বান্দার ওপর যদি অত্যাচার চলে এবং সে যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করে”-এ কথার অর্থ হলো, সে আত্মরক্ষার ও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক

www.nagorikpathagar.org

ও ইসলামী বিধি অনুসরণ করে, আইন হাতে তুলে নেয় না বা সীমা অতিক্রম করে না। অথবা ক্ষমা করে দেয়।-অনুবাদক

٤٩٥- وَعَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا « أَنَّ مِسْكِيْنًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَلَيْسَ فِيْ بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيْفٌ، فَقَالَتْ لِمَوْلَاةٍ لَهَا : أَعْطِيْهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِيْنَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَعْطِيْهَا إِيَّاهُ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدٰى لَهَا أَهْلُ بَيْتٍ - أَوْإِنْسَانٌ مَا كَانَ يَهْدِيْ لَهَا - شَاةً وَكَفَنَهَا، فَدَعَتْهَا عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: كُلِيْ مِنْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ »

৪৯৫। একবার হযরত আয়েশা (রা) রোযা রেখেছিলেন। তখন এক দরিদ্র ব্যক্তি তার কাছে খাবার চাইল অথচ তার ঘরে একটা রুটি ছাড়া আর কোন খাবার ছিল না। তিনি তার জনৈকা মুক্ত বাদীকে বললেন ঃ ওকে রুটিটা দিয়ে দাও। সে বললো ঃ আপনার ইফতারের জন্য তো কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ তা হোক দিয়ে দাও। বাদী বলল ঃ আমি তাই করলাম। তারপর যখন সন্ধ্যা হলো, সহসা এক বাড়ী থেকে তার জন্য একটা বকরী ও সেই সাথে কিছু কাবাব এল। হযরত আয়েশা (রা) মুক্ত বাদীকে ডেকে বললেন ঃ নাও, এটা থেকে খাও। এটা তোমার সেই রুটির চেয়ে ভালো। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক)

٤٩٦- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ - : « يَا ابْنَ آدَمَ، أَفْرِغْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِيْ، وَلَا حَرَقَ، وَلَا غَرَقَ، وَلَا سَرَقَ أَوْ فِيْكَهُ أَحْوَجَ مَاتَكُوْنُ إِلَيْهِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ : هٰذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ اللّٰهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شيئا حفظه ».

www.nagorikpathagar.org

৪৯৬। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান, তোমার পুঁজিকৃত ধনসম্পদ আমার কাছে জমা দাও। এখানে তা আগুনে পুড়বে না, পানিতে ডুববে না, চুরিও হবে না। বরং তোমার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় আমি ঐ সম্পদ তোমাকে ফেরত দেব। (তাবরানী ও বাইহাকী) হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যখন কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা হয়, তখন তিনি তা সংরক্ষণ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ধনসম্পদ জমা দেয়া বা গচ্ছিত রাখার অর্থ আল্লাহর পথে দান বা সদকা করা।

٤٩٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) » قَامَ أَبُوْطَلْحَةَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ)، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِىْ إِلَىَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «بَخٍ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، مُخْتَصَرًا.

৪৯৭। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ মদীনার আনসারদের মধ্যে খেজুরের বাগানের সম্পত্তিতে সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ ছিলেন আবু তালহা (রা) তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিল মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত বাইরুহা। রসূল (সা) এই বাগানে মাঝে মাঝে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার সুপেয় পানি পান করতেন। হযরত আনাস বলেন ঃ সূরা আল ইমরানের ৯২ নং আয়াত “ তোমাদের প্রিয় জিনিস দান

www.nagorikpathagar.org

না করা পর্যন্ত তোমরা পুণ্য অর্জন করত পারবে না" যখন নাযিল হলো, আবু তালহা রসূল (সা)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ ঃ আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যতক্ষণ তোমাদের প্রিয় জিনিস দান না করবে, ততক্ষণ পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।" আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো বাইরুহার বাগান। আমি এটা সদকা করলাম এবং এর পুণ্য ও সুফল আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাশা করি। কাজেই হে রসূলুল্লাহ, আপনি যেখানে এটা ব্যয় করা ভালো মনে করেন ,করুন। রসূল (স) বললেন ঃ খুব ভালো করেছ। ওটা একটা লাভজনক সম্পত্তি। ওটা একটা লাভজনক সম্পত্তি।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

٤٩٨- وَرُوِىَ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ فِىْ إِحْدَىْ رِوَايَاتِهِ قَالَ« سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنْجِى الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ، قُلْتُ : يَا نَبِىَّ اللّٰهِ، مَعَ الْإِيْمَانِ عَمَلٌ ؟ قَالَ أَنْ تَرْضَخَ مِمَّا خَوَّلَكَ اللّٰهُ، وَتَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَكَ اللّٰهُ، قُلْتُ: يَا نَبِىَ اللّٰهُ، فَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: فَلْيُعِنِ الْأَخْرَقَ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَصْنَعَ ؟ قَالَ : فَلْيُعِنْ مَظْلُوْمًا، قُلْتُ : يَانَبِىَّ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيْفًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعِيْنَ مَظْلُوْمًا ؟ قَالَ : مَا تُرِيْدُ أَنْ تَتْرُكَ لِصَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ، لِيُمْسِكْ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ هٰذَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصِيْبُ خَصْلَةً مِنْ هٰذِهِ الْخِصَالِ إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتّٰى تدخله الجنة ».

৪৯৮। বাইহাকীতে হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ জিনিস বান্দাকে জাহান্নাম থেকে রেহাই দেয়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান। আমি বললাম ঃ হে রসূল ঈমানের সাথে

www.nagorikpathagar.org

কি কোন আমলেরও প্রয়োজন আছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে যে জীবিকা ও নিয়ামত দান করছেন তা থেকে কিছু দান কর। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী, যদি দরিদ্র হয় এবং দান করতে সমর্থ না হয়? রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে সে যেন সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আমি বললাম ঃ সে যদি সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে না পারে? রসূল (সা) বলছেন ঃ তাহলে সে যেন কোন নির্বোধ, সরল ও অচতুর লোককে সাহায্য করে। আমি বললাম ঃ হে রসূল , সে যদি এ কাজ করতে সমর্থ না হয়? রসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে সে যেন কোন নির্যাতিত লোককে সাহায্য করে। আমি বললাম ঃ সে যদি এত দুর্বল হয় যে, নির্যাতিতকে সাহায্য করতে না পারে? রসূল (সা) বললেন ঃ তুমি তোমার সাথীর জন্য কোন ভালো কাজই অবশিষ্ট রাখতে চাও না, কেমন? ঠিক আছে, সে যেন মানুষকে কষ্ট না দেয়। আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, শুধু এতটুকু করলেই কি সে জান্নাতে যেতে পারবে? তিনি বললেন ঃ কোন মুমিন বান্দা এই গুণগুলোর মধ্যে যে কোন একটা অর্জন করতে পারলে তা তার হাত ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ এ হাদীসে "নির্বোধ, সরল ও অচতুর লোককে সাহায্য করার " অর্থ তাকে বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা। মূল শব্দটা "আখরাক" যার আভিধানিক অর্থ আহমাক তথা নির্বোধ, সরল ও অচতুর। সাধারণতঃ সরলতার কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়ে। বুদ্ধিই আল্লাহর দেয়া সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটা যার নেই, সে সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী।-অনুবাদক

٤٩٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَتَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، وَيُذْهِبُ اللّٰهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ حَسَّنَهَا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ لِغَيْرِ هٰذَا الْمَتْنِ.

৪৯৯। হযরত আমর ইবনে আতফ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা) বলেছে ঃ মুসলমানের সদকা তার আয়ু বৃদ্ধি করে, অপমৃত্যু রোধ করে এবং তা দ্বারা আল্লাহ তার অহংকার ও দম্ভ দূর করে দেন। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

٥٠٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِى صَحِيْحِيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْهُ.

৫০০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অবৈধ ও হারাম সম্পদ সঞ্চয় করে, অতঃপর তা সদকা করে, সে তাতে কোন সওয়াব পাবে না। উপরন্তু তার দায় তার ওপর চেপে থাকবে। (ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٥٠١- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِى صَحِيْحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ،

৫০১। হযরত আবু হুইায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের চেয়েও বেশী মর্যাদাশীল। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রসূল এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তির বিপুল ধনসম্পদ রয়েছে, তা থেকে সে এক লক্ষ দিরহাম দান করলো। অপর ব্যক্তির মাত্র দুই দিরহামই সম্বল তা থেকে একটা দিরহাম সে সদকা করলো। (নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

٥٠٢- وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ، فَعَبَدَ اللّٰهَ

www.nagorikpathagar.org

فِىْ صَوْمَعَةٍ سِتِّيْنَ عَامًا، فَأُمْطِرَتِ الأَرْضُ فَأَخْضَرَّتْ، فَأَشْرَفَ الرَّاهِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللّٰهَ فَازْدَدْتُ خَيْرًا، فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيْفٌ، أَوْرَغِيْفَانِ فَبَيْنَمَا هُوَ فِى الأَرْضِ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتّٰى غَشِيَهَا، ثُمَّ أُغْمِىَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ الْغَدِيْرَ يَسْتَحِمُّ، فَجَاءَ سَائِلٌ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّغِيْفَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ، فَوُزِنَتْ عِبَادَةُ سِتِّيْنَ سَنَةً بِتِلْكَ الزَّنْيَةِ بِحَسَنَاتِهِ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيْفُ أَوِ الرَّغِيْفَانِ مَعَ حَسَنَاتِهِ، فَرَجَحَتْ [حَسَنَاتُهُ] فَغُفِرَ لَهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ.

৫০২। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের জনৈক দরবেশ এক ইবাদাতখানায় ষাট বছর ধরে আল্লাহর ইবাদাত করলো। এর ফলে দেশে বৃষ্টি হলো ও শস্য উৎপন্ন হলো। এরপর দরবেশ তার ইবাদাতখানা থেকে বেরিয়ে এলো। সে ভাবলো, নীচে নেমে গিয়ে যদি আল্লাহর যিকির করি এবং বেশী করে সৎকাজ করি, তাহলে ভালো হবে। তার কাছে তখন একটা বা দুটো রুটি ছিল মাত্র। তাই নিয়ে সে নীচে নামলো। পথিমধ্যে এক মহিলার সাথে তার দেখা হলো। সে তার সাথে কথা বলতে লাগলো এবং মহিলাও তার সাথে কথা বলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দরবেশ মহিলটির সাথে ব্যভিচার করে বসলো। অতঃপর সে অচেতন হয়ে পড়লো। তারপর (চেতনা ফিরে এলে) সে কূয়ায় গোসল করতে নামলো। সহসা তার কাছে একজন ভিক্ষুক এল। দরবেশ তাকে ইঙ্গিত করলো যেন রুটি দুটো নিয়ে নেয়। এরপর দরবেশ মারা গেল। দরবেশের ষাট বছরের ইবাদাত ঐ ব্যভিচারের বিপরীতে ওযন করা হলো। এতে ব্যভিচারের পাল্লা ভারী হয়ে গেল তার নেকগুলোর চেয়ে। এরপর তার সৎকজাগুলোর সাথে রুটি দুটি যুক্ত করে ওযন করা হলো। এবার ব্যভিচারের তুলনায় তার সৎকাজের পাল্লা ভারী হয়ে গেল এবং তাকে ক্ষমা করা হলো। (ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ صَدَقَةِ السِّرِّ

গোপনে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٥٠٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ : اُجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ :إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰكَذَا، وَرَوَيْنَاهُ أَيْضًا، وَمَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَوْأَبِيْ سَعِيْدٍ، عَلَى الشَّكِّ.

৫০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না তখন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ছায়া দান করবেন (১) ন্যায়বিচারক নেতা বা শাসক (২) যে যুবক আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। (৪) যে দুই ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে এবং যতক্ষণ তাদের ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষে থাকে ততক্ষণ তারা একত্রিত হয়। আর যখনই আল্লাহর বিপক্ষে যায়, অমনি তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (৫) যে ব্যক্তিকে কোন সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা (অসদুদ্দেশ্যে) ডাকে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি এত গোপনে সদকা করে যে, ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা টের পায় না এবং (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম, মালেক, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

٥٠٤- وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ وَتَكَفَّأُ فَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، فَقَالَتْ: يَا رَبَّنَا! هَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ، قَالُوْا : فَهَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ الْحَدِيْدِ ؟ قَالَ: النَّارُ، قَالُوْا: فَهَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : الْمَاءُ، قَالُوْا : فَهَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ : الرِّيْحُ، قَالُوْا: فَهَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ الرِّيْحِ؟ قَالَ ابْنُ آدَمَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهِ فَأَخْفَاهَا مِنْ شِمَالِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৫০৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন , তখন পৃথিবী হেলতে-দুলতে লাগলো। তখন আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করে তাকে মজবুত করলেন। এরপর পৃথিবী স্থিতিশীল হলো। পাহাড়ের শক্তি দেখে ফেরেশতারা অবাক হয়ে গেল। তারা বললো ঃ হে আমাদের প্রভূ, আপনি কি পাহাড়ের চেয়ে মজবুত ও শক্তিশালী কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ্ বললেন ঃ "হ্যাঁ, লোহা।" তারা বললো ঃ লোহার চেয়ে শক্তিশালী কোন জিনিস কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন ঃ "হ্যাঁ, আগুন।" তারা বললো ঃ আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কোন জিনিস কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ্ বললেন ঃ "হ্যাঁ, পানি।" তারা বললো ঃ পানির চেয়ে শক্তিশালী কোন জিনিস সৃষ্টি করেননি? আল্লাহ্ বললেন ঃ "করেছি, বাতাস"। তারা বললো ঃ বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কোন জিনিস সৃষ্টি করেননি? আল্লাহ বললেন ঃ "করেছি। আদম সন্তান, যখন সে ডান হাত দিয়ে যা দান করে তা বাম হাতকে জানতে দেয় না। (তিরমিযী, বাইহাকী)

٥٠٥- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِى مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ

www.nagorikpathagar.org

فِى الْعُمْرِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৫০৫। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ পরোপকারমূলক কাজ মানুষকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। গোপন দান আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ নির্বাপিত করে। রক্ত সম্পর্কীয়ের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখা আয়ু দীর্ঘায়িত করে। (তাবরানী)

٥٠٦- وَعَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ، وَثَلاَثَةٌ يَبْغَضُهُمُ اللّٰهُ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمْ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللّٰهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لاَيَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللّٰهُ وَالَّذِى أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ فَوَضَعُوْا رُءُوْسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْ آيَاتِىْ، وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ يَبْغَضُهُمُ اللّٰهُ : الشَّيْخُ الزَّانِىْ، وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ لَمْ يَقُلْ « فَمَنَعُوْهُ » وَالنَّسَائِىُّ، وَالتِّرْمِذِىُّ ذَكَرَهُ فِىْ بَابِ كَلاَمِ الْحُوْرِ الْعَيْنِ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِىْ آخِرِهِ: « وَيَبْغَضُ الشَّيْخَ الزَّانِىَ، وَالْبَخِيْلَ، وَالْمُتَكَبِّرَ » وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

৫০৬। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিনজনকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন এবং তিনজনকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তারা হলো ঃ (১) এক ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর কাছে এসে তার ও

www.nagorikpathagar.org

ঐ গোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান কোন আত্মীয়তার নামে নয়, বরং আল্লাহর নামে সাহায্য চায় কিন্তু তারা সাহায্য দেয় না। পরে ঐ গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে তাকে এত গোপনে সাহায্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া ও ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। (২) একটি দল রাতের বেলা সফরে বের হয়। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে কোথাও আসে, তাদের কাছে ঘুম সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হয়ে দাঁড়ায় এবং সবাই শুয়ে পড়ে, তখন তাদের ভেতর থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে ও তাঁর আয়াতগুলো পাঠ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি কোন বাহিনীর সাথে গিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে হেরে যায় এবং তারপরও হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হয় এবং নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয়। আর যে তিনজনকে আল্লাহ ঘৃণা করেন, তারা হলো ঃ (১) ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি এবং (৩) অত্যাচারী ধনী। (আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম। ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় শেষোক্ত তিনজন হচ্ছেঃ ব্যভিচারী বৃদ্ধ, কৃপণ ও অহংকারী।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّدَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَقَارِبِ

সদকার ক্ষেত্রে দরিদ্র স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহ প্রদান

٥٠٧- عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمرنا بالصدقة فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّيْ وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : بَلِ ائْتِهِ أَنْتَ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِيْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا لَهُ :

www.nagorikpathagar.org

ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْأَلَانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى أَيْتَامٍ فِىْ حُجُوْرِهِمَا، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هُمَا؟»، فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

৫০৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হযরত যয়নব বর্ণনা করেন, রসূল (সা) বললেন ঃ "হে নারীগণ, তোমরা সদকা কর, এমনকি তোমাদের গহনা দিয়ে হলেও।" যয়নব বলেন ঃ এরপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম ঃ তুমি তো অভাবী মানুষ। রসূল (সা) আমাদেরকে সদকা করার আদেশ দিয়েছেন। তুমি রসূল (সা)-এর কাছে যাও এবং জিজ্ঞেস কর, তোমাকেই দিলে চলবে কিনা। যদি চলে, তা হলে তোমাকেই দেব, নচেৎ অন্য কাউকে দেব। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ বরঞ্চ তুমি যাও। অগত্যা আমি গেলাম। গিয়ে দেখি, আনসারদের জনৈক মহিলা রসূল (সা)-এর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সেও আমারই মত সমস্যা নিয়ে এসেছে। রসূল(সা)-এর সামনে যেতে ভয় লাগছিল। এ সময় আমাদের সামনে হযরত বিলাল বেরিয়ে এলেন। আমরা তাকে বললামঃ আপনি রসূল (সা) কে গিয়ে বলুন, দরজার কাছে দু'জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাইছে, তাদের স্বামীদেরকে ও তাদের পালিত এতীমদেরকে সদকা দেয়া যাবে কিনা। তবে আমাদের পরিচয় জানাবেন না। হযরত বিলাল রসূল (সা) এর কাছে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন ঃ ওরা দুজন কে কে? বিলাল বললেন ঃ আনসারদের এক মহিলা এবং যয়নব। রসূল (সা) বললেন ঃ কোন্ যয়নব? বিলাল বললেনঃ আব্দুল্লাহ ইববে মাসউদের স্ত্রী। রসূল (সা) বললেন ঃ তাদের দ্বিগুণ সওয়াব হবে ঃ সদকার সওয়াব ও আত্মীয়তা রক্ষা করার সওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

٥٠٨- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلٰى ذَوِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : « اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الْقَرِيْبِ صَدَقَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ ».

৫০৮। হযরত সালমান বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করলে তা শুদ্ধ সদকা হবে। আর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে দিলে সদকাও হবে, আত্মীয়তাও রক্ষা হবে। (নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা। ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় "রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের" স্থলে শুধু "আত্মীয়" আছে।)

٥٠٩- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ: أَيُّهَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ حَسَنٌ.

৫০৯। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ সদকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে এমন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে যে সদকা দেয়া হয়। (আহমাদ, তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْهِيْبُ مَنْ أَنْ يَسْأَلَ الْإِنْسَانَ مَوْلَاهُ أَوْقَرِيْبَهُ مِنْ فَضْلِ مَالِهِ فَيَبْخَلَ عَلَيْهِ أَوْيَصْرِفُ صَدَقَتَهُ إِلَى الْأَجَانِبِ وَأَقْرِبَاؤُهُ مُحْتَاجُوْنَ

আত্মীয় কিংবা বন্ধুর অভাব থাকা সত্ত্বেও অচেনা লোককে দান করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٥١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيْمَ، وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلَى جَارِهِ بِفَضْلِ مَا آتَاهُ اللّٰهُ، وَقَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُوْنَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

৫১০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছিঃ আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন না, যে ইয়াতিমের প্রতি দয়া করে, তার সাথে বিনম্র ভাবে কথা বলে, তার দৈন্য ও পিতৃমাতৃহীনতার প্রতি কৃপা করে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে যে উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করেছেন তার বলে বলীয়ান হয়ে প্রতিবেশীর প্রতি দাম্ভিকসুলভ আচরণ করে না। তিনি আরো বলেন ঃ হে মুহাম্মাদের উম্মাত, যিনি আমাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার শপথ করে বলছি ঃ আল্লাহ্ তায়ালা সেই ব্যক্তির সদকা গ্রহণ করেন না, যার আত্মীয়-স্বজন তার সদকার মুখাপেক্ষী, অথচ সে তাদেরকে বঞ্চিত করে অন্যদেরকে দান করে। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের মানুষের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْقَرْضِ وَمَا جَاءَ فِىْ فَضْلِهٖ

ঋণ বা ধার দেওয়ার ফযীলত

٥١١- عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْهَدَى زُقَاقًا، كَانَ لَهٗ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهٗ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهٖ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৫১১। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে অর্থ বা কোন জিনিস ঋণ বা ধার দেবে, কিংবা কাউকে পথ দেখিয়ে দেবে তার জন্য এ কাজটা কোন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার শামিল হবে। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

٥١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالْبَيْهَقِىُّ.

৫১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক ঋণই সদকা। (তাবরানী)

٥١٣- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فَرَأٰى مَكْتُوْبًا عَلٰى بَابِهَا: اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ، وَالْبَيْهَقِىُّ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِىُّ أَيْضًا، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.nagorikpathagar.org

وَسَلَّمَ : « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ » اَلْحَدِيْثُ.

৫১৩। হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করার সময় দেখতে পেল, তার দরজার ওপর লেখা রয়েছেঃ সদকার সওয়াব দশগুণ, আর ঋণের সওয়াব আঠারো গুণ। (তাবরানী, বাইহাকী)

ইবনে মাজাহ ও বাইহাকী বর্ণিত। অন্য হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি মে'রাজের রাত্রে বেহেশতের দরজায় লেখা দেখেছি ঃ সদকার সওয়াব দশগুণ, আর ঋণের সওয়াব আঠারো গুণ।

٥١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّتَيْنِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حَبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوْعًا وَمَوْقُوْفًا.

৫১৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে সে দুবার সদকা দেয়ার সমান সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও বাইহাকী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِي التَّيْسِيْرِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَإِنْظَارِهِ، وَالْوَضْعِ عَنْهُ

অভাবগ্রস্ত খাতক (গ্রহীতা) কে সময় দিতে ও ঋণ মওকুফ করতে উৎসাহ দান

٥١٥- وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوْسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ

www.nagorikpathagar.org

الْمُعْسِرِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ، وَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

৫১৫। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির হিসাব নেয়া হলো। কিন্তু তার কোন ভালো কাজ পাওয়া গেল না। তবে সে জনগণের সাথে মেলামেশা করতো এবং সে ধনী ছিল। সে তার চাকরদেরকে দরিদ্র ঋণ গ্রহীতার ঋণ মওকুফ (মাফ) করার নির্দেশ দিত। আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ মাফ করে দেয়ার অধিকার তো আমারই বেশী। ওকে অব্যাহতি দাও। (মুসলিম, তিরমিযী)

٥١٦- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَن أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ لَهُ : كُلَّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِى الصَّحِيْحِ.

৫১৬। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় বাড়িয়ে দেবে, (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেবে) তাকে প্রতিটা দিনের জন্য একটা করে সদকার সওয়াব দেয়া হবে। এরপর আমি আবার শুনলাম, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় বাড়িয়ে দেবে, তাকে প্রতিটা দিনের জন্য দুটো করে সদকার সওয়াব দেয়া হবে। আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, প্রথমে শুনলাম, আপনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সময় বাড়িয়ে দেবে, তাকে প্রতিটা দিনের জন্য একটা করে সদকার সওয়াব দেয়া হবে। পরে শুনতে পেলাম, আপনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সময় বাড়িয়ে দেবে, তাকে প্রতিটা দিনের জন্য দুটো করে সদকার সওয়াব

www.nagorikpathagar.org

দেয়া হবে। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ঋণ পরিশোধের দিন এসে যাওয়ার আগে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিনে জন্য একটা করে সদকা আর ঋণ পারিশোধের দিন এসে যাওয়ার পরে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতি দিনের জন্য দুটো করে সদকার সওয়াব দেয়া হবে। (হাকেম)

٥١٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِى الدُّنْيَا يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِهِمَا.

৫১৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়ার বিপদাপদের মধ্য থেকে কোন একটা বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তার কিয়ামাতের দিনের বিপদাপদের মধ্য থেকে একটা বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন অভাবী লোকের অভাব দূর করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় অভাব দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষা-ক্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় তার দোষক্রুটি গোপন করবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাই-এর সাহায্য করতে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ তার বান্দার সাহায্য করতে থাকবেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْإِنْفَاقِ فِىْ وُجُوْهِ الْخَيْرِ كَرَمًا وَالتَّرْهِيْبُ مِنَ الْإِمْسَاكِ وَالْادِّخَارِ شُحًّا

দানশীলতার সুফল ও কৃপণতার কুফল

٥١٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ؛ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

৫১৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা নেমে আসে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি দান করে, তার সম্পদ বাড়িয়ে দাও। আর যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ নষ্ট করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

٥١٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ ؟ قَالَ : فَإِنَّ مَالَهُ مَاقَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫১৯। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের ভেতরে এমন ব্যক্তি কে, যে তার নিজের সম্পত্তির চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পত্তিকে বেশী ভালোবাসে? উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমরা সবাই উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির চেয়ে নিজের সম্পত্তিকে বেশী ভালোবাসি। রসূল (সা) বলেছেনঃ তাহলে শোন। তার নিজের সম্পত্তি হলো যা সে দান করেছে। আর উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি হল যা সে রেখে গেছে। (বুখারী, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٥٢٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ بِلَالًا، فَأَخْرَجَ لَهُ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَاهٰذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ: ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: «أَمَا تَخْشٰى أَنْ يَجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ، أَنْفِقْ يَا بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ إِقْلَالًا» رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلٰى، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৫২০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হযরত বিলালকে দেখতে গেলেন। বিলাল তাকে কয়েক ঝুড়ি খোর্মা বের করে দিলেন। রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল, এসব কী? বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রসূল আপনার জন্য এগুলো জমা করে রেখেছি। রসূল (সা) বললেনঃ তুমি কি ভয় পাও না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে এক ধরনের বাষ্প সৃষ্টি করে রাখা হবে? হে বিলাল, এগুলোকে দান কর এবং আরশের অধিপতির কাছ থেকে অভাবের আশংকা করো না। (আবু ইয়ালা, তাবরানী)

٥٢١- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَشَرَ اللّٰهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ أَكْثَرَ لَهُمَا مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: أَىْ فُلَانُ ابْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ: بَلٰى أَىْ رَبِّ، قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيْمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِوَلَدِىْ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ قَلِيْلًا، وَلَبَكَيْتَ كَثِيْرًا، أَمَا إِنَّ الَّذِىْ تَخَوَّفْتَ عَلَيْهِمْ قَدْ أَنْزَلْتُ بِهِمْ، وَيَقُوْلُ لِلْآخَرِ: أَىْ فُلَانُ ابْنَ فُلَانٍ، فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ أَىْ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ؟ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ؟ قَالَ: بَلٰى، أَىْ رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ

www.nagorikpathagar.org

فِيمَا أَتَيْتُكَ ؟ فَقَالَ : أَنْفَقْتُ فِي طَاعَتِكَ، وَوَثِقْتُ لِوَلَدِي مِنْ بَعْدِي بِحُسْنِ طَوْلِكَ، قَالَ :أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِكْتَ كَثِيْرًا، وَلَبَكَيْتَ قَلِيلًا، أَمَا إِنَّ الَّذِي قَدْ وَثِقْتَ بِهِ أَنْزَلْتُ بِهِمْ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ.

৫২১। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার এমন দু'জন বান্দাকে মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত করবেন, যাদেরকে তিনি বিপুল সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন। অতঃপর তাদের একজনকে বলবেন ঃ ওহে অমুকের ছেলে অমুক! সে বলবে ঃ জ্বী, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ ও সন্তান দান করিনি? সে বলবে ঃ জ্বী, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন ঃ আমি যে সম্পদ দিয়েছি, তা দিয়ে তুমি কী করেছ? সে বলবে ঃ আমার সন্তানদের জন্য রেখে এসেছি, যাতে তারা দরিদ্র না হয়ে যায়। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি যদি সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে, তাহলে কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। শুনে রাখ, তুমি তোমার সন্তানদের ব্যাপারে যে জিনিসের আশংকা করতে আমি তাদের ওপর সেটাই নাযিল করেছি (অর্থাৎ দারিদ্র)। অপরজনকে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ওহে অমুকের ছেলে অমুক। সে বলবে, জ্বী, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেনঃ আমি কি তোমাকে প্রচুর সম্পদ ও সন্তান দেইনি? সে বলবে, জ্বী, হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন ঃ সেই সম্পদ দিয়ে তুমি কী করেছ? সে বলবেঃ তোমার হুকুম অনুসারে খরচ করেছি এবং আমার পরে আমার সন্তানদের ওপর তোমার দান অব্যাহত থাকবে বলে বিশ্বাস রেখেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ শোন, তুমি যদি প্রকৃত খবর জানতে, তাহলে তুমি কম কাঁদতে ও বেশী হাসতে। শুনে রাখ, তুমি যে ব্যাপারে বিশ্বাস রেখেছিলে, তোমার সন্তানদের ওপর আমি সেটাই নাযেল করেছি অর্থাৎ সচ্ছলতা। (তাবরানী)

٥٢٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ، إِلَّا دِينَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِلدَّيْنِ إِنْ كَانَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ جَيِّدٌ قَوِيٌّ.

www.nagorikpathagar.org

৫২২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এটা আমার জন্য আনন্দদায়ক নয় যে, মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন ও বংশধরের জন্য গোটা ওহুদ পাহাড়টা স্বর্ণে পরিণত হোক, অতঃপর ঋণ পরিশোধের জন্য দু'দিনার অবশিষ্ট রাখা ছাড়া সমস্ত স্বর্ণ আল্লাহর পথে দান করতে আর কিছুটা অবশিষ্ট রাখি। (আহমাদ, আবু ইয়ালা

تَرْغِيْبُ الْمَرْأَةِ فِى الصَّدَقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِذَا أَذِنَ وَتَرْهِيْبُهَا مِنْهُ مَالَمْ يَأْذَنْ

স্বামীর অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে দান করার সুফল ও বিনা অনুমতিতে দান করার কুফল

٥٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَادِمِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لَا يُنْقِصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: إِذَا «تَصَدَّقَتْ» بَدَلَ: «أَنْفَقَتْ»

৫২৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন স্ত্রী তার বাড়ীর সম্পদ থেকে অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হয়ে কিছু দান করে, তখন সে নিজের দানের প্রতিদান পাবে, তার স্বামীও তার উপার্জনের প্রতিদান পাবে এবং গৃহের ভৃত্যও অনুরূপ প্রতিদান পাবে। অথচ এই তিনজনের কেউ অপরের প্রতিদানকে কমাবে না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

٥٢٤ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ

www.nagorikpathagar.org

وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

৫২৪। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ স্বামী বাড়ীতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া (নফল) রোযা রাখা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

আবুদাউদের অপর এক বর্ণনামতে, হযরত আবু হুরাইরাকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ স্ত্রী কি স্বামীর গৃহ থেকে সদকা দিতে পারে? তিনি বললেন ঃ না। তবে তার নিজের খাবার থেকে সদকা দিতে পারে? তিনি বললেন ঃ তথাপি এর সওয়াব স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই পাবে। আর তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পত্তি থেকে দান করা স্ত্রীর জন্য বৈধ হবে না।

٥٢٥- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، فِىْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: « لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا » قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ:« ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا »رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৫২৫। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন ঃ কোন স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ী থেকে তার অনুমতি ছাড়া দান করতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে রসূলুল্লাহ, তৈরী খাবারও নয় ? রসূল (সা) বললেন ঃ ওটাতো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। (তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَسَقْىِ الْمَاءِ وَالتَّرْهِيْبُ مِنْ مَنْعِهِ

খাবার খাওয়ানো ও পানি পান করানোর ফযীলত ও না করানোর কুফল

٥٢٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫২৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ কি ধরনের ইসলাম উত্তম? রসূল (সা) বললেন ঃ মানুষকে খানা খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম করবে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٥٢٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ حَتّٰى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مِنَ الْمَاءِ حَتّٰى يُرْوِيَهُ بَاعَدَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ مَابَيْنَ كُلِّ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَأَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَبَّانَ فِى الثَّوَابِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৫২৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (সা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে তৃপ্তি সহকারে খাবার খাওয়াবে ও পানি পান করাবে, আল্লাহ্তায়ালা তাকে দোজখ থেকে সাত খন্দক পরিমাণ দূরে সরিয়ে রাখবেন। এর প্রত্যেক খন্দক থেকে অপর খন্দকের দূরত্ব পাঁচশো বছরের পথ। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বাইহাকী)

٥٢٨- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلٰى

www.nagorikpathagar.org

جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقٰى مُؤْمِنًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْدَاوُدَ،

৫২৮। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার খাওয়ালে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন বেহেশতের ফলমূল খাওয়াবেন। আর যে কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি পান করালে কিয়ামাতের দিন আল্লাহতায়ালা তাকে সিলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন। আর যে কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে বিবস্ত্র হয়ে পড়ার উপক্রম-এরূপ অবস্থায় পোশাক পরালে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামাতের দিন বেহেশতের পোশাক পরাবেন।(তিরমিযী,আবু দাউদ)

٥٢٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَاابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ، قَالَ يَارَبِّ، كَيْفَ أَعُوْدُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ، قَالَ : يَارَبِّ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ : أَمَاعَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَاعَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ، يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ، قَالَ يَارَبِّ ، وَكَيْفَ أَسْقِيْكَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫২৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা করনি। সে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি কিভাবে তোমার সেবা

www.nagorikpathagar.org

শুশ্রূষা করবো? তুমি তো সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু। আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা রুগ্ন ছিল, কিন্তু তুমি তার সেবা করনি? তুমি কি জান না যে, তার সেবা করলে তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে? আল্লাহ্ আবার বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাওয়াওনি। সে বলবে ঃ তুমি তো বিশ্বপ্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি? তুমি কি জান না যে, তাকে খাওয়ালে তা তুমি আমার কাছে পেতে? আল্লাহ আবার বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবেঃ হে আমার প্রভু। তোমাকে আমি কিভাবে পানি পান করাবো? তুমি তো বিশ্ববিধাতা। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি? তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তা আমার কাছে পেতে। (মুসলিম)

٥٣٠- وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَىُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «إِدْخَالُكَ السُّرُوْرَ عَلٰى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْقَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَرَوَاهُ أَبُوالشَّيْخِ فِى الثَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

৫৩০। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন্ কাজটা সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ কোন মুমিনকে তৃপ্তি সহকারে খাবার খাইয়ে, পোশাক পরিয়ে তার নগ্নতা ঢেকে, অথবা তার কোন অভাব দূর করে আনন্দ দান করা। (তাবরানী)

٥٣١- وَرُوِىَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ : رِفْقٌ بِا لضَّعِيْفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى ا لْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوْكِ، وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ

www.nagorikpathagar.org

فِيهِ أَظَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْوُضُوْءَ فِى الْمَكَارِهِ، وَالْمَشْىِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ، وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৫৩১। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেনঃ তিনটি গুণ যার ভেতরে থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তার আশ্রয়ে নিয়ে নেবেন এবং তাকে তার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। গুণগুলো হলো ঃ দুর্বলের প্রতি নম্র আচরণ, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অধীনদের প্রতি সহানুভূতিস্থ। আর তিনটি গুণ যার ভেতরে থাকবে, কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তখন আল্লাহ তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন। গুণগুলো হলো ঃ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ওযূ করা, অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া এবং ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো। (তিরমিযী)

٥٣٢- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَجُلَانِ سَلَكَا مَفَازَةً: عَابِدٌ، وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ، فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ صَرِيْعٌ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ إِنْ مَاتَ هٰذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطَشًا وَمَعِى مَاءٌ لَا أُصِيْبُ مِنَ اللّٰهِ خَيْرًا أَبَدًا، وَلَئِنْ سَقَيْتُهُ مَائِى لَأَمُوْتَنَّ، فَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَعَزَمَ فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَضْلَهُ، فَقَامَ فَقَطَعَ الْمَفَازَةَ، فَيُوْقَفُ الَّذِىْ بِهِ رَهَقٌ لِلْحِسَابِ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَتَسُوْقُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَرَى الْعَابِدَ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِىْ؟ فَيَقُوْلُ: وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : أَنَا فُلَانُ الَّذِىْ آثَرْتُكَ عَلٰى نَفْسِىْ يَوْمَ الْمَفَازَةِ، فَيَقُوْلُ: بَلٰى أَعْرِفُكَ، فَيَقُوْلُ :لِلْمَلَائِكَةِ : قِفُوْا، فَيَقِفُوْنَ، فَيَجِيءُ حَتّٰى يَقِفَ فَيَدْعُوْ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ، فَيَقُوْلُ : يَارَبِّ، قَدْ عَرَفْتَ يَدَهُ عِنْدِىْ، وَكَيْفَ آثَرَنِىْ عَلٰى نَفْسِهِ، يَارَبِّ: هَبْهُ لِىْ ،

www.nagorikpathagar.org

فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَيَجِئُ فَيَأْخُذُ بِيَدِ أَخِيْهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ لِأَبِي ظِلَالٍ : أَحَدَّثَكَ أَنَسٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : نَعَمْ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُوْ ظِلَالٍ اسْمِهِ هِلَالُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَوِابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ، وَثَقَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ لَا غَيْرَ.

৫৩২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একবার দু'জন লোক মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলছিল। তাদের একজন ছিল দরবেশ অপরজন অসৎলোক। পথিমধ্যে দরবেশ পিপাসায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার সাথী তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো ঃ আল্লাহর কসম, এই সৎলোকটা যদি পিপাসায় মারা যায়, অথচ আমার কাছে পানি রয়েছে, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে আমি কখনো কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবো না। আর যদি তাকে আমার পানি পান করাই,তা হলে আমাকে পিপাসায় মরতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর সে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করলো এবং দরবেশকে পানি খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। সে তার গায়ে কিছু পানি ছিটিয়ে দিল এবং কিছুটা পান করালো। অতঃপর মরুভূমি পাড়ি দিল। কিয়ামাতের দিন এই অসৎ লোকটাকে হিসাবের জন্য দাড় করানো হবে এবং তাকে দোজখে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। ফেরেশতারা তাকে ঠেলতে আরম্ভ করবে। এসময় সে ঐ দরবেশকে দেখতে পাবে। সে বলবে ঃ ওহে দরবেশ, আমাকে চিন? দরবেশ বলবে ঃ তুমি কে? সে বলবে ঃ আমি সেই ব্যক্তি, যে মরুভূমিতে বিপদের দিন তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। দরবেশ বলবে ঃ হ্যাঁ, তোমাকে চিনতে পেরেছি। অতঃপর দরবেশ ফেরেশতাদেরকে বলবে ঃ তোমরা থামো। ফেরেশতারা থামবেন। অতঃপর দরবেশ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এবং বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, এই ব্যক্তি আমার দিকে কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং কিভাবে আমাকে তার নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিল, তা আমি জানি। হে আমার প্রভু, ওকে আমার ক্ষমতায় সোপর্দ করুন। আল্লাহ বলবেন ঃ ওকে তোমার ক্ষমতায় সোপর্দ করলাম। তখন সে আসবে, তার সেই ভাই-এর হাত ধরবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (তাবরানী)

٥٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ

www.nagorikpathagar.org

يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ [بَلَغَ] مِنِّى، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ حَبَّانٍ فِى صَحِيْحِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

৫৩৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় প্রচণ্ড গরম অনুভব করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কূয়া পেল এবং তার ভেতরে নেমে পানি পান করলো। অতঃপর বেরিয়ে এল। সহসা দেখলো, একটা কুকুর পিপাসায় হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটা মনে মনে বললো ঃ পিপাসায় আমার যেমন অবস্থা হয়েছিল, এই কুকুরটারও তদ্রূপ অবস্থা হয়েছে। সে কূয়ার মধ্যে নামলো এবং নিজের মোযা ভরে পানি তুললো। অতঃপর মোযাটা মুখ দিয়ে চেপে ধরে উঠে এল এবং কুকুরকে পানি খাওয়ালো। আল্লাহ তায়ালা তার এই কাজটার এত কদর করলেন যে, তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন। শ্রোতারা বললো ঃ হে রসূল, পশুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হয়। রসূল (সা) বললেন ঃ প্রত্যেক আর্দ্র কলীজাধারীর (অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণীর) উপকার করলে সওয়াব হয়। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

٥٢٤- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ.

৫৩৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ পানি দান করার চেয়ে বেশী পুরস্কার আর কোন সদকাতে নেই। (বাইহাকী)

٥٣٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا

www.nagorikpathagar.org

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءٍ بِفَلَاةٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ».

زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: «يَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : اَلْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ » اَلْحَدِيْثُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْن مَاجَه.

৫৩৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তাদের অন্যতম হলো সেই ব্যক্তি, যার নাগালে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে, অথচ পথিককে তা ব্যবহার করতে দেয় না। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ যে নিয়ামত তুমি সৃষ্টি করনি, তা যেমন অন্যকে দাওনি, তেমনি আজ আমি আমার নিয়ামত তোমাকে দেবো না। (বুখারী,মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহ)

٥٣٦- وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : «اَلْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّارُ »، قَالَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْمَاءُ، وَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارُ ؟ قَالَ: «يَاحُمَيْرَاءُ، مَنْ أَعْطَىٰ نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَىٰ مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَىٰ مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَىٰ مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَ نَمَا أَحْيَاهَا ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

৫৩৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হে রসূল এমন জিনিস কী কী, যা অন্য মানুষকে দিতে অস্বীকার করা অবৈধ? রসূল (সা) বললেন ঃ পানি, লবণ ও আগুন। হযরত আশেয়া বললেন ঃ হে রসূল, পানির কথা তো বুঝলাম, কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

আগুন ও লবণের ব্যাপারটা বুঝলাম না। তিনি বললেন ঃ ওহে হুমায়রা, শোন, যে ব্যক্তি কাউকে আগুন দেয়, সে যেন ঐ আগুন দিয়ে যত কিছু রান্না করা হয়, তার সবই সদকা করলো। আর যে ব্যক্তি লবণ দেয়, সে যেন ঐ লবণ দিয়ে যত জিনিসকে সুস্বাদু করা হয়, তার সবই ছদকা করলো। আর যে ব্যক্তি পানি পাওয়া যায় এমন জায়গায় কোন মুসলমানকে পানি পান, করায় সে যেন একজন পরাধীন মানুষকে স্বাধীন করে দিল। আর পানি পাওয়া যায় না এমন জায়গায় যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করালো, সে যেন একজন মানুষকে জীবন দান করলো। (ইবনে মাজাহ)

٥٣٧- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِىْ ثَلَاثٍ: فِى الْمَاءِ، وَالْكَلَاءِ، وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ » قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: يَعْنِى الْمَاءَ الْجَارِىَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه أَيْضًا.

৫৩৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ পানি, ঘাস ও আগুন এই তিনটি জিনিসের মালিকানায় সকল মুসলমান অংশীদার। এগুলোর মূল্য হারাম। ব্যাখ্যা ঃ এখানে পানি দ্বারা প্রবহমান পানি বুঝানো হয়েছে।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ شُكْرِ الْمَعْرُوْفِ، وَمُكَافَأَةِ فَاعِلِهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ لَمْ يَشْكُرْ مَا أُوْلِىَ إِلَيْهِ

উপকারীর পাল্টা উপকার করতে উৎসাহ দান

٥٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّٰهِ فَأَجِيْرُوْهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ» رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِهِمَا.

www.nagorikpathagar.org

৫৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু চায়, তাকে দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করে, তাকে উপকারের প্রতিদান দাও। যদি না দিতে পার, তবে তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, যাতে তোমরা অনুভব কর যে, উপকারের প্রতিদান দিয়েছ। (আবু দাউদ)

٥٣٩- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ».

৫৩৯। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে উপকার পেয়ে বলে ঃ "আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।"- সে যথেষ্ট প্রশংসা করলো। (তিরমিযী)

٥٤٠- وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

৫৪০। হযরত আশয়াস ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের সর্বাধিক কৃতজ্ঞ, সে আল্লাহরও সর্বাধিক কৃতজ্ঞ। যে ব্যক্তি মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর করে না। (আহমাদ, তাবরানী)

٥٤١- وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ -يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُوْلِيَ مَعْرُوْفًا فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

www.nagorikpathagar.org

৫৪১। হযরত তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে উপকার লাভ করে, সে যেন তার কথা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ করে সে তার প্রতি শোকর আদায় করে। আর যে উপকার গোপন করে, সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (তাবরানী)

٥٤٢- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيْرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ، وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ». رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ فِيْ زَوَائِدِهٖ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهٖ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِيْ كِتَابِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوْفِ بِاخْتِصَارٍ.

৫৪২। হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অল্প উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশী উপকার পেয়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর করে না। আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলাও শোকর। আর না বলা নাশুকরী। জামায়াতবদ্ধ জীবন আল্লাহর রহমতস্বরূপ। বিচ্ছিন্ন জীবন আযাবস্বরূপ। (ইবনে আবিদ্ দুনিয়া)

٥٤٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهٖ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَذْلًا لِكَثِيْرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِيْ قَلِيْلٍ مِنْهُمْ وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، قَالَ: «أَلَيْسَ تُثْنُوْنَ عَلَيْهِمْ بِهٖ، وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ؟» قَالُوْا: بَلٰى، قَالَ: «فَذَاكَ بِذٰلِكَ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهٗ.

৫৪৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মোহাজেররা বললো ঃ হে রসূল, আনসাররা সমস্ত পণ্যের অধিকারী হয়েছে। বেশী উপকার পেয়েও তারা যেমন আরো ভালো প্রতিদান দেয় এবং কারো সামান্য কষ্টে তারা যেমন সমবেদনা প্রকাশ করে, তেমন আর কাউকে দেখিনি। তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রসূল (সা) বললেন ঃ এ জন্য তোমরা কি তাদের প্রশংসা করছ না এবং দোয়া করছ না? তারা বললো ঃ জ্বী, করছি। রসূল (স) বললেন, তাহলে ওটাই প্রতিদান। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় -৮

রোযা

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الصَّوْمِ مُطْلَقًا، وَمَا جَاءَ فِىْ فَضْلِهِ وَفَضْلِ دُعَاءِ الصَّائِمِ

রোযার ফযীলত

٥٤٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِىْ، وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْقَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّىْ صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَفَرِحَ بِصَوْمِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ.

وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِىْ، اَلصِّيَامُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : «إِلَّا الصَّوْمَ ؛ فَإِنَّهُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِىْ؛ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ».

www.nagorikpathagar.org

৫৪৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আদম সন্তানের প্রত্যেকটা কাজ তার নিজের জন্য। তবে রোযা বাদে। কেননা রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। আর রোযা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। কাজেই কেউ যখন রোযা রাখে, তখন সে যেন কোন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে ও হৈচৈ না করে। কেউ যদি তাকে গালাগালি করে, অথবা লড়াই করতে উদ্যত হয়, তবে সে যেন বলে ঃ আমি রোযাদার। আমি রোযাদার। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর (সেই মহান আল্লাহর) শপথ করে বলছি, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেস্কের সুগন্ধের চেয়েও উত্তম। রোযাদারের দুটো আনন্দ ঃ একটা যখন ইফতার করে। আর একটা যখন তার প্রতিপালকের সাক্ষাত পাবে। (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ " সে তার খাদ্য, পানীয় ও যৌন আবেগ আমার কারণেই বর্জন করে। রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। সৎকাজের সওয়াব দশগুণ।" মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে ঃ আদম সন্তানের সব কাজের ছওয়াব দশগুণ থেকে সাতশোগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়, কিন্তু রোযার কাথা ভিন্ন। কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। অর্থাৎ ঃ

১. রোযার সওয়াব সাতশো গুণের চেয়েও বেশী হয়ে থাকে।
২. রোযা দোযখ থেকে ও পাপ কাজ থেকে বাঁচানোর ঢালস্বরূপ।
৩. কেউ আক্রমণ করতে উদ্যত হলে প্রথমে তাকে জানাতে হবে যে, আমি রোযাদার, তাই লড়াই চাই না। কিন্তু তারপরও আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা ফরয হয়ে যাবে। কেননা বদরের যুদ্ধ রমযানেই হয়েছিল।

বিঃ দ্রঃ এ হাদীস যে কোন ধরনের রোযা সংক্রান্ত; রমযানের রোযার জন্য নির্দিষ্ট নয়।

٥٤٥– وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْأَعْمَالُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعٌ: عَمَلاَنِ مُوجِبَانِ، وَعَمَلاَنِ بِأَمْثَالِهِمَا، وَعَمَلٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، وَعَمَلٌ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَعَمَلٌ لاَ يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ: فَمَنْ لَقِيَ اللّٰهَ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ لَقِيَ اللّٰهَ قَدْ أَشْرَكَ بِهِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً جُزِيَ بِهَا، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا جُزِيَ مِثْلَهَا، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً جُزِيَ

www.nagorikpathagar.org

عَشْرًا، وَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ ضُعِّفَتْ لَهُ نَفَقَتُهُ: اَلدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَالدِّيْنَارُ بِسَبْعِمِائَةٍ، وَالصِّيَامُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، لا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الأَوْسَطِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৫৪৫। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট মানুষের আমল বা কাজ সাতরকমের। দুই রকমের কাজ এমন যে, তার দুটো অনিবার্য ফল রয়েছে। আর দুই রকমের কাজ এমন যে, তার ফল কাজের সমান। আর এক রকমের কাজের দশগুণ সওয়াব রয়েছে। আর এক রকমের কাজের ছওয়াব হয় সাতশোগুণ। আর এক রকমের কাজের সওয়াবের পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। প্রথম দুটো হলো ঃ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাত করে, কাউকে তার সাথে শরীক করে না এবং এই অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়েছে। তার জন্য জাহান্নাম অনিবার্য। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে সে তার একগুণ শাস্তি পায়। আর যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু কাজটা করে না, সে ঐ কাজ করার একগুণ সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করে, সে তার দশগুণ সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার মাল ব্যয় করে, সে তার দামের সাতশোগুণ পর্যন্ত সওয়াব পায়। আর রোযা আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। এর সওয়াবের পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। (তাবরানী; বাইহাকী)

٥٤٦- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

৫৪৬। হযরত উসমান ইবনে আবিল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির যেমন যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল থাকে, রোযাও তেমনি আগুন থেকে বাঁচার ঢাল। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা উত্তম। (ইবনে খুযায়মা)

٥٤٧– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :«اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ : أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ ، قَالَ : فَيَشْفَعَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ، وَرِجَالِهِ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِى الصَّحِيْحِ.

৫৪৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ রোযা ও কোরআন কিয়ামাতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক, একে আমি পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছিলাম। কাজেই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ শোন। আর কোরআন বলবে ঃ আমি ওকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, সুতরাং তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ শোন। এরপর তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। (আহমাদ, তাবরানী, হাকেম)

٥٤٨– وَرُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

৫৪৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসের যাকাত থকে। শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা। রোযা ধৈর্যের অর্ধেক। (ইবনে মাজাহ)

٥٤٩– وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫৪৯। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তাকে সেই একদিনের রোযার বিনিময়ে দোজখ থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

٥٥٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُوْلُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِى وَجَلَالِى لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ فِى حَدِيْثٍ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحَيْهِمَا إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوْا «حَتَّى يُفْطِرَ».

৫৫০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না ঃ রোযাদার যখন ইফতার করে, ন্যায়বিচারক শাসক এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া। এই দোয়াকে আল্লাহ মেঘের ওপর তুলে রাখেন এবং তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর আল্লাহ বলেন ঃ আমার সম্মানের কসম, আমার প্রতাপের কসম, তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো, যদিও তা একটু বিলম্বে হয়। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান) বাযযারের বর্ণনার ভাষা এরূপঃ রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, অত্যাচারিত ব্যক্তি যতক্ষণ প্রতিশোধ না নেয় এবং প্রবাসী যতক্ষণ বাড়ী ফিরে না আসে, ততক্ষণ তাদের দোয়া কবুল হয়।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى صِيَامِ رَمَضَانَ اِحْتِسَابًا، وَقِيَامِ لَيْلَةٍ سَيَّمَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَا جَاءَ فِى فَضْلِهِ

রমযানের রোযার ফযীলত

٥٥١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا.

www.nagorikpathagar.org

৫৫১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান সহকারে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা সহকারে নামায পড়ে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা সহকারে রমযানের রোযা রাখে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী,.ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে "ঈমান" ও "ইহতিসাব" শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, একনিষ্ঠ নিয়ত ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে। রোযার প্রতিশ্রুত সওয়াব সম্পর্কে রোযাদারের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রবল আগ্রহ থাকবে, আনন্দ সহকারে রোযা রাখবে, দিন লম্বা হলে বিরক্ত হবে না বরং সওয়াব আরো বেশী হবে জেনে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে-একেই বলে ঈমান ও ইহতিসাব। ইমাম বাগাওয়ীর মতে, ইহতিসাব অর্থ সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আশা।

٥٥٢- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫৫২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূল (সা) রমযান মাসের রাত্রে নামায পড়তে উৎসাহ দিতেন। তবে কড়া আদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে রাতে নামায পড়বে ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা সহকারে, তার অতীতের সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হেব। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

٥٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ، وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ: كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سَوَاهُ، وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَبِكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَفِىْ كُلِّ يَوْمٍ حُمْلاَنَ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَفِىْ كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةٍ، وَفِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،

www.nagorikpathagar.org

وَلَا يَحْضُرُنِي الْآنَ سَنَدُهُ.

৫৫৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (রা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে অবস্থানকালে রমযানকে পাবে, অতঃপর রোযা রাখবে ও যতটা পারে রাত্রে নামায পড়বে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য অন্য জায়গার এক লক্ষ রমযানের সওয়াব লিখে দেবেন। তার জন্য প্রতিদিন এক হাজার গোলাম মুক্ত করা, প্রতিরাতে আল্লাহ্‌র পথে একটি ঘোড়া যতটা বহন করতে পারে ততটা পরিমাণ মাল দান করা এবং প্রতি রাতে একটা নেক কাজ ও প্রতিদিন একটা নেক কাজের সওয়াব লেখা হবে। (ইবনে মাজাহ্)

٥٥٤- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ: خَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوْا، وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يُوْشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُلْقُوْا عَنْهُمُ الْمَئُوْنَةَ، وَيَصِيْرُوْا إِلَيْكَ، وَتُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، فَلَا يَخْلُصُوْا فِيْهِ إِلَى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ: « وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৫৫৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতকে রমযানের পাঁচটা বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা তাদের পূর্ববর্তী আর কোন উম্মাতকে দেয়া হয়নি। (১) রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মেস্কের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। (২) ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত মাছেরা তার গুনাহ মাফ চায়। (৩) আল্লাহ তায়ালা প্রতিদিন তার জন্য বেহেশতকে সুসজ্জিত করেন এবং বলেন ঃ আমার পুণ্যবান বান্দারা অচিরেই সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে

www.nagorikpathagar.org

আসবে। (৪) খোদাদ্রোহী শয়তানদেরকে রমযান মাসে বন্দী করে রাখা হয়। ফলে অন্য সময়ে তারা যেখানে যেখানে যেতে পারে, রমযানে সে সব জায়গায় যেতে পারে না। (৫) রমযানের শেষ রাতে তাদের গুনাহ মাফ করা হয়। জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে রসূল, ওটা কি লাইলাতুল কদর বা শবে কদর? তিনি বললেন, না। শ্রমিক যখন তার কাজ শেষ করে, তখনই তাকে পূর্ণ মজুরী দেয়া হয়। (আহমাদ, বাযযার, বাইহাকী)

٥٥٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أُعْطِيَتْ أُمَّتِيْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِيْ، أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللّٰهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خَلُوْفَ أَفْوَاهِهِمْ حِيْنَ يُمْسُوْنَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُوْلُ لَهَا: اسْتَعِدِّيْ، وَتَزَيَّنِيْ لِعِبَادِيْ أَوْشَكَ أَنْ يَسْتَرِيْحُوْا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا إِلٰى دَارِيْ وَكَرَامَتِيْ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمْ جَمِيْعًا ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: « لَا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُوْنَ، فَإِذَا فَرَغُوْا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُفُّوْا أُجُوْرَهُمْ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُقَارِبٌ أَصْلَحُ مِمَّا قَبْلَهُ.

৫৫৫। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ রমযান মাসে আমার উম্মাতকে পাঁচটা বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেয়া হয়নি। প্রথমতঃ হলো, রমযানের প্রথম রাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে দৃষ্টি দেন। আর আল্লাহ যার দিকে দৃষ্টি দেন, তাকে কখনো শাস্তি দেন না। দ্বিতীয়তঃ সন্ধ্যার সময় তাদের মুখে যে দুর্গন্ধ হয়, তা আল্লাহর কাছে মেস্কের সুগন্ধীর

www.nagorikpathagar.org

চেয়েও ভালো। তৃতীতঃ রমযানের প্রত্যেক দিনে ও রাতে ফেরেশতারা রোযাদারদের জন্য দোয়া করে। চতুর্থতঃ আল্লাহ্ তায়ালা তার বেহেশতকে বলেন ঃ তুমি আমার বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হও ও প্রস্তুত হও। আমার বান্দারা অচিরেই দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে অব্যাহতি পেয়ে আমার বাড়ীতে ও আমার সম্মানজনক আশ্রয়ে এসে বিশ্রাম নেবে। পঞ্চতঃ রমযানের শেষ রাতে আল্লাহ তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। এক ব্যক্তি বললো ঃ এটা কি লাইলাতুল কদর? রসূল (সা) বললেনঃ না, তুমি দেখনি, শ্রমিকরা যখন কাজ শেষ করে, তখনই পারিশ্রমিক পায়? (বাইহাকী)

٥٥٦- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ، فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: وَآمِيْنَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِيْنَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِيْنَ، فَلَمَّا نَزَلَ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِيْ، فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: آمِيْنَ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৫৫৬। হযরত কা’ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) একদিন বললেন ঃ তোমরা মসজিদে সমবেত হও। আমরা সমবেত হলাম। তিনি মেম্বরের প্রথম ধাপে উঠে বললেন ঃ আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন ঃ আমীন। অতঃপর তৃতীয় ধাপে উঠে বললেন ঃ আমীন। তিনি মেম্বর থেকে নেমে আসার পর আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ্, আজকে আপনার কাছ থেকে এমন কথা শুনলাম, যা আগে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে জিবরীল এসেছিল। সে বললো ঃ যে রমযান পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি, তার ওপর অভিশাপ। আমি বললাম ঃ আমীন, অর্থাৎ কবুল হোক। যখন আমি দ্বিতীয় ধাপে উঠলাম, তখন সে

www.nagorikpathagar.org

বললো ঃ যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করে না, তার ওপর অভিশাপ। আমি বললাম, আমীন। অতঃপর তৃতীয় ধাপে উঠলে জিবরীল বললো ঃ যে ব্যক্তি পিতামাতা উভয়কে বা তাদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, কিন্তু ঐ পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম ঃ আমীন। (হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ "যে রমযান পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি" অর্থাৎ সে রমযানের কর্তব্য পালন না করার কারণে তার গুনাহ মাফ হয়নি। "পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না" অর্থাৎ সে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত নিশ্চিত করলো না।-অনুবাদক

৫৫৭- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شَهْرٌ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيْهِ، مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُعْطِي اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى تَمْرَةٍ، أَوْ عَلٰى شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ،

www.nagorikpathagar.org

وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لاَغِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا؛ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهُ، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا: فَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوْذُوْنَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ سَقٰى صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: صَحَّ الْخَبَرُ.

৫৫৭। হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) একবার শাবান মাসের শেষভাগে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললনে ঃ "হে জনমণ্ডলী, তোমাদের ওপর একটা মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ মাস এসে পড়েছে। এ মাসে এমন একটা রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের দিনে রোযা রাখাকে আল্লাহ ফরয করেছেন এবং রাতে নামায পড়াকে ইচ্ছাধীন করেছেন। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন একটা কল্যাণমূকল কাজ করবে, সে অন্য মাসে একটা ফরয আদায়কারীর মত মর্যাদা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটা ফরয আদায় করবে, সে অন্য মাসে সত্তরটা ফরয আদায়কারীর সমান হবে। এটা ধৈর্যের মাস। ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। এটা পরস্পরের প্রতি সমবেদনা জানানোর মাস। এ মাসে মুমিনের জীবিকা বাড়ানো হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং সে দোজখ থেকে মুক্তি পাবে। উপরন্তু যে রোযাদারকে সে ইফতার করালো, তার রোযার কিছুমাত্র কমবে না। লোকেরা বললো ঃ হে রসূলুল্লাহ, রোযাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ আমাদের সবার হয় না। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযারদারকে একটি মাত্র খোরমা, একঢোক পানি বা দুধ খাইয়ে ইফতার করাবে তাকে আল্লাহ এই সওয়াব দেবেন। এটা এমন এক মাস, যার প্রথমাংশ রহমতের, মধ্যাংশ গুনাহ মাফের এবং শেষাংশ দোজখ থেকে মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ ব্যক্তির কাজ রমযানে হাল্‌কা করে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং দোজখ থেকে রেহাই দেবেন। অতএব তোমরা রমযানে চারটা সৎকাজ বেশী বেশী করে কর। এর দুটো কাজ দিয়ে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে খুশী করতে পারবে। আর দুটো কাজ তোমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। যে দুটো কাজ দিয়ে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে খুশী করতে পারবে, তা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই-এই

www.nagorikpathagar.org

সাক্ষ্য দান, আর আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাওয়া। আর যে দুটো কাজ অত্যন্ত জরুরী, তাহলো ঃ তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে জান্নাত চাইবে এবং দোজখ থেকে নিষ্কৃতি চাইবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে (ইফতারের সময়) আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার হাউজ থেকে এমন শরবত পান করাবেন যে, বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার আর পিপাসা লাগবে না। (ইবনে খুযায়মা)

٥٥٨- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

৫৫৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যখন রমযান আসে, তখন বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, দোজখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে অটক করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রমযানে শয়তানকে বন্দী করে রাখা হলেই যে সকল অনাচার আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেননা মানুষরূপী শয়তানরা মুক্ত থাকে এবং তাদের কু-প্ররোচনা অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া রমযানের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শয়তান যে সব মানুষকে কু-প্ররোচনা দিয়ে রাখে, রমযানে সেগুলোর রেশ চলতে পারে। তবে রমযানে শয়তান আটক থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে অপরাধের সংখ্যা কম ও পরিবেশ অধিকতর সৎকাজের উপযোগী হয়ে থাকে।-অনুবাদক

٥٥٩- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ». رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، وَالْبَيْهَقِىُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فِيْمَا أَعْلَمُ.

www.nagorikpathagar.org

৫৫৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে রমযান মাস এসেছে। এটা একটা কল্যাণময় মাস। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর এ মাসের রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাগুলো খোলা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়, খোদাদ্রোহী শয়তানগুলোকে শেকল পরানো হয়। এ মাসে আল্লাহর জন্য এমন এক রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। যে এ মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। (নাসায়ী, বাইহাকী)

٥٦٠- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُنَجَّدُ وَتُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِدُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يُقَالُ لَهَا الْمُثِيْرَةُ، فَتَصْفِقُ وَرَقُ أَشْجَارِ الْجِنَانِ، وَحِلَقُ الْمَصَارِيْعِ، فَيَسْمَعُ لِذٰلِكَ طَنِيْنٌ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَتَبْرُزُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ حَتَّى يَقِفْنَ بَيْنَ شُرَفِ الْجَنَّةِ، فَيُنَادِيْنَ: هَلْ مِنْ خَاطِبٍ إِلَى اللّٰهِ فَيُزَوِّجَهُ؟ ثُمَّ يَقُلْنَ الْحُوْرُ الْعِيْنُ: يَارِضْوَانَ الْجَنَّةِ، مَا هٰذِهِ اللَّيْلَةُ؟ فَيُجِيْبُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : هٰذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ لِلصَّائِمِيْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا رِضْوَانُ افْتَحْ أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَيَا مَالِكُ: أَغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِيْمِ عَنِ الصَّائِمِيْنَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَا جِبْرَائِيْلُ: اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فَاصْفِدْ مَرَدَةَ الشَّيَاطِيْنِ، وَغُلَّهُمْ بِالْأَغْلَالِ، ثُمَّ اقْذِفْهُمْ فِي الْبِحَارِ حَتَّى لَا يُفْسِدُوْا عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ حَبِيْبِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَهُمْ، قَالَ:

www.nagorikpathagar.org

وَيَقُوْلُ عَزَّوَجَلَّ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوْبُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، مَنْ يُقْرِضُ الْمَلِىءَ غَيْرَ الْعَدُوْمِ، وَالوَ فِىّ غَيْرَ الظَّلُوْمِ؟ قَالَ: وَلِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ، فَإِذَا كَانَ آخِرُيَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلٰى آخِرِهِ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَهْبِطُ فِى كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرُ، فَيَرْكُزُوا اللِّوَاءَ عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَلَهُ مِائَةُ جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَيَنْشُرُهُمَا فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَيُجَاوَزَانِ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَيَحُثُّ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَيُسَلِّمُوْنَ عَلٰى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، وَيُصَافِحُوْنَهُمْ وَيُؤْمِنُوْنَ عَلٰى دُعَائِهِمْ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِى جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ، الرَّحِيْلَ الرَّحِيْلَ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا جِبْرَائِيْلَ فَمَا صَنَعَ اللّٰهُ فِى حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُوْلُ: نَظَرَ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا عَنْهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَجُلٌ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَعَاقٌّ

www.nagorikpathagar.org

لِوَالِدَيْهِ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُشَاحِنٌ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُشَاحِنُ؟ قَالَ: هُوَ الْمُصَارِمُ، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِىْ كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُوْنَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُوْمُوْنَ عَلٰى أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَيُنَادُوْنَ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ اخْرُجُوْا إِلٰى رَبٍّ كَرِيْمٍ، يُعْطِى الْجَزِيْلَ، وَيَعْفُوْ عَنِ الْعَظِيْمِ، فَإِذَا بَرَزُوْا إِلٰى مُصَلَّاهُمْ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: مَا جَزَاءُ الْأَجِيْرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ قَالَ: فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: إِلٰهَنَا وَسَيِّدَنَا جَزَاؤُهُ أَنْ تُوَفِّيَهُ أَجْرَهُ، قَالَ: فَيَقُوْلُ فَإِنِّىْ أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِىْ أَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رِضَاىَ وَمَغْفِرَتِىْ، وَيَقُوْلُ: يَا عِبَادِىْ سَلُوْنِىْ فَوَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا تَسْأَلُوْنِىِ الْيَوْمَ شَيْئًا فِىْ جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، فَوَعِزَّتِىْ لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُوْنِىْ، وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا أُخْزِيْكُمْ، وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُوْدِ، وَانْصَرِفُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ، قَدْ أَرْضَيْتُمُوْنِىْ، وَرَضِيْتُ عَنْكُمْ، فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوْا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». رَوَاهُ أَبُوْ الشَّيْخِ حَبَّانٍ فِىْ كِتَابِ الثَّوَابِ، وَالْبَيْهَقِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَلَيْسَ فِىْ إِسْنَادِهِ مَنْ أَجْمَعُ عَلٰى ضَعْفِهِ.

www.nagorikpathagar.org

৫৬০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রতি বছর রমযানের আগমন উপলক্ষে বেহেশতকে সুসজ্জিত করা হয়। রমযান মাসের প্রথম রাত আসলেই আরশের নীচ থেকে 'মুছীরা' (উদ্দীপক) নামক একটা বাতাস প্রবাহিত হয়। এ বাতাসে বেহেশতের গাছের পাতা ও দরজার কড়াগুলো নড়ে ওঠে। এতে এমন একটা সুরেলা শব্দ হয় যে, অমন সুন্দর শব্দ আর কেউ কখনো শোনেনি। এই শব্দ শুনে বেহেশতের লাজনম্র হুরগণ বেরিয়ে আসবে এবং বেহেশতের ব্যালকনিতে এসে দাড়াঁবে। অতঃপর তারা বলতে থাকবে, আল্লাহর কাছে প্রস্তাবদানকারী কেউ আছে কি, যেন তিনি তাকে বিয়ে করিয়ে দেন? তারপর এই আনতনয়না হুরেরা বলবে, হে জান্নাতের ব্যবস্থাপক রিযওয়ান, এরাতটা কোন রাত? রিযওয়ান তাদেরকে জবাব দেবে ঃ এ হচ্ছে রমযান মাসের প্রথম রাত। আজ মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মাতের রোযাদারদের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঃ হে রিযওয়ান, বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দাও। আর হে মালেক, জাহান্নামের দরজাগুলো উম্মাতে মুহাম্মাদীর রোযাদারদের জন্য বন্ধ করে দাও। আর হে জিবরীল, পৃথিবীতে নেমে যাও। খোদাদ্রোহী উচ্ছৃংখল শয়তানদেরকে আটক কর ও শেকল পরাও। অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে ফেলে দাও, যেন ওরা আমার বন্ধু মুহাম্মাদের (সা) উম্মাতের রোযার ক্ষতি করতে না পারে। রমযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে, কেউ কি প্রার্থনাকারী আছে? আমি তার প্রার্থিত জিনিস দিতে প্রস্তুত। কেউ কি তওবাকারী আছে? আমি তার তওবা কবুল করতে প্রস্তুত। কেউ কি ক্ষমাপ্রার্থী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। যে সত্তা অভাবী নয় বরং ধনবান এবং অত্যাচারী নয় বরং পরিশোধকারী, (অর্থাৎ আল্লাহ) তাকে কে ঋণ দেবে? (অর্থাৎ আল্লাহর পথে কে বেশী করে দান করবে?)

রমযানের প্রতিদিন ইফতারের সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন হাজার হাজার ব্যক্তি দোজখ থেকে অব্যাহতি পাবে, যাদের জন্য দোজখ অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। রমযানের শেষ দিন যখন সমাগত হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের পূর্ব পর্যন্ত যত লোককে দোজখ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তত লোককে অব্যাহতি দেবেন। কদরের রাত (লাইলাতুল কদর) যখন সমাগত হবে, তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে জিবরীল (আ) একদল ফেরেশতা নিয়ে পৃথিবীতে নামেন। তাদের সাথে থাকে একটা নীল পতাকা, সেই পতাকাকে তারা কা'বা শরীফের পাশে স্থাপন করেন। জিবরীলের একশো ডানা থাকে। তা থেকে দুটো ডানা শুধু ঐ রাতে প্রসারিত করেন। ডানা দুটো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করে। অতঃপর জিবরীলের উৎসাহ পেয়ে ফেরেশতারা নামাযী, যিকিরকারী, দাঁড়ানো ও বসা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সালাম দেয়, তাদের সাথে হাত মেলায়, তাদের

www.nagorikpathagar.org

দোয়ায় আমীন বলে। এই কাজ ফজর পর্যন্ত চলে। ফজরের পর জিবরীল (আ) ডেকে বলেন ঃ ওহে ফেরেশতাগণ, এখন রওনা হও। রওনা হও। ফেরেশতারা বলে ঃ হে জিবরীল, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মাতের কি কি প্রয়োজন পূরণ করলেন। জিবরীল বলেন ঃ এই রাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং ক্ষমা করেছেন, কেবল চার ব্যক্তি ব্যতীত। আমরা বললাম ঃ হে রসূল, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ যে মদ খায়, যে পিতামাতার অবাধ্য, যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করে এবং যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। অতঃপর ঈদুল ফেতরের রাত এলে তাকে পুরস্কারের রাত বলা হয়। ঈদুল ফিতরের সকালে আল্লাহ তায়ালা সকল শহরে ফেরেশতাদেরকে পাঠান, তারা প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়ান। অতঃপর উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন। যা জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণী শুনতে পায়। হে মুহাম্মাদের উম্মাত, তোমরা এক করুণাময় প্রতিপালকের দিকে বেরিয়ে এস, যিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করেন এবং বড় বড় গুনাহ মাফ করেন। যখন তারা ঈদগাহে সমবেত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ কোন শ্রমিক যখন তার কাজ সম্পন্ন করে, তখন তাকে কি প্রতিদান দেয়া উচিত? ফেরেশতারা বলে ঃ হে আমাদের প্রভু, তার প্রতিদান এই যে, তার প্রাপ্য পুরোপুরিভাবে দেয়া হোক। আল্লাহ বলেন ঃ তাহলে তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের রমযানের রোযা ও রমযানের রাতের নামাযের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য আমার ক্ষমা ও সন্তোষ ঘোষণা করলাম। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ হে আমার বান্দারা, তোমরা আমার কাছে চাও। আমার সম্মান ও প্রতাপের শপথ, আজ তোমরা তোমাদের আখেরাতের সঞ্চয়ের জন্য যা কিছু চাইবে তা আমি দেব। আর দুনিয়ার জন্য যা কিছু চাইবে, তা আমি বিবেচনা করবো। আমার মর্যাদার শপথ, আমি তোমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করবো, যতক্ষণ তোমরা আমার দিকে মন নিবিষ্ট রাখবে। আমার সম্মান ও প্রতাপের শপথ, আমি তোমাদেরকে অপমানিত করবো না। তোমাদেরকে অপরাধীদের সামনে লাঞ্ছিত করবো না। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, আমি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর ফেরেশতারা আনন্দিত হয় এবং রমযান শেষে এই উম্মাতকে আল্লাহ তায়ালা যা দান করেন, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (বাইহাকী)

٥٦١- وَرُوِىَ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءَ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، يَعْنِى فِى رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً » رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

www.nagorikpathagar.org

৫৬১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (স) বলেছেন ঃ রমযানের প্রত্যেক দিনে ও রাতে আল্লাহ তায়লা বহু ব্যক্তিকে দোজখ থেকে মুক্তি দেন। আর প্রত্যেক দিনে ও রাতে মুসলমানের একটা করে দোয়া কবুল করা হয়। (বাযযার)

٥٦٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلِّقَتْ عُتَاةُ الْجِنِّ، وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى انْفِجَارِ الصُّبْحِ : يَابَاغِيَ الْخَيْرِ يَمِّمْ وَأَبْشِرْ، وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَأَبْصِرْ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ وَلِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِتْقَا مِنَ النَّارِ سِتُّوْنَ أَلْفًا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ اللّٰهُ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِيْ جَمِيْعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً سِتِّيْنَ أَلْفًا سِتِّيْنَ أَلْفًا » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ فِى الْمُتَابِعَاتِ، فِيْ إِسْنَادِهِ نَاشِبُ بْنُ عُمَرَ وَالشَّيْبَانِيُّ، وَثَّقَ، وَتَكَلَّمَ فِيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ.

৫৬২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । রসূল (সা) বলেছেন ঃ রমযান মাসের প্রথম রাতেই বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। অতঃপর সারা মাসে একটা দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর দোজখের সব দরজা বন্ধ করা হয়। অতঃপর সারা মাসে এর একটা দরজাও খোলা হয়া না। আর উচ্ছৃংখল জ্বীনদেরকে আটক করা হয়। প্রত্যেক রাতে সন্ধ্যা থেকে ফজর পর্যন্ত আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে ঃ হে কল্যাণ অন্বেষণকারী, উদ্যমী হও, ও সুসংবাদ নাও। আর হে অকল্যাণ অন্বেষণকারী, তোমরা অপকর্ম কমাও এবং

www.nagorikpathagar.org

পরিণামদর্শী হও। ক্ষমা চওয়ার কেউ আছে কি? আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত। তওবা করার কেউ আছে কি? আমি তওবা কবুল করতে প্রস্তুত। দোয়া করার কেউ আছে কি? আমি দোয়া কবুল করতে প্রস্তুত। কোন সাহায্য চাওয়ার কেউ আছে কি? আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। রমযান মাসে প্রত্যেক রাতে ইফতারের সময় বহুসংখ্যক লোককে দোজখ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এভাবে ৬০ হাজার লোককে অব্যাহতি দেয়া হয়। সারা মাসে আল্লাহ তায়ালা ৩০ বারে ৬০ হাজার ৬০ হাজার করে সর্বমোট যত লোককে অব্যাহতি দেন, ঈদের দিন ঠিক তত লোককে অব্যাহতি দেন। (বাইহাকী)

٥٦٣- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: «مِنَ الصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ.

৫৬৩। হযরত আমর ইবনে মুররা আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে রসূলুল্লাহ, আমি যদি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল, পাচঁ ওয়াক্ত নামায পড়ি, যাকাত অদায় করি এবং রমযানের রোযা রাখি ও রাতে নামায পড়ি, তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হবো? রসূল (সা) বলেছেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে। (বাযযায)

ব্যাখ্যা ঃ 'সিদ্দীক' শব্দের আভিধানিক অর্থ অত্যধিক সত্যবাদী। ইসলামী পরিভাষায় সর্বোচ্চ মানের পরিপক্ব ও অনমনীয় ঈমানের অধিকারীকে সিদ্দীক বলা হয়। কেননা সত্যের দাওয়াতকে গ্রহণে, তার সমর্থনে ও তার সংরক্ষণে সে জান-মালসহ সর্বোচ্চ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। রসূল(সা) আনুষ্ঠানিকভাবে একমাত্র হযরত আবু বকরকেই সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তবে সাহাবাদের সকলেই প্রায় তাঁর সমমানের ঈমানদার ছিলেন। আর 'শহীদ' বলা হয় সেই ঈমানদার ব্যক্তিকে, যে ইসলামের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয় ও নিহত হয়। সিদ্দীক ও শহীদ মানের দিক দিয়ে নবীর পর প্রথম শ্রেণীর ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমান হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

٥٦٤-وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: «هِيَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، لَيْلَةَ إِحْدَى وَّعِشْرِيْنَ، أَوْثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ، أَوْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ، أَوْسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ، أَوْتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ، أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. مَنْ قَامَهَا احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ» وَمَا تَقَدَّمَتْ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ أَوَّلِ الْبَابِ.

৫৬৪। হযরত উবাদা ইবনুস্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূল (সা) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন ঃ লাইলাতুল কদর অবশ্যই রমযান মাসে, বিশেষত এর শেষ দশদিনে হয়ে থাকে। এটা একুশে, তেইশে, পঁচিশে সাতাশে, ঊনত্রিশে অথবা রমযানের শেষ রাতে হতে পারে। যে ব্যক্তি এই রাতে নামায পড়বে, তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (আহমাদ)

اَلتَّرْهِيْبُ مِنْ إِفْطَارِ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

বিনা ওযরে রমযানের কোন রোযা ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٥٦٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، وَلَا مَرَضٍ؛ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

৫৬৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

রমযানের কোন একটা রোযাও রোগ-ব্যাধি বা কোন বৈধ কারণ ছাড়া ভঙ্গ করে, সে যদি সারা জীবনও রোযা রাখে, তবুও তার কাযা আদায় হবে না। (তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, বাইহাকী)

দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী শরীফের কিতাবুস্ সাওমের (রোযা সংক্রান্ত অধ্যায়) এবং মুসলিম শরীফের কিতাবুস সাওমের একটা হাদীস থেকে জানা যায় যে, এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ও বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গ করার পর রসূল (সা)-এর কাছে এসে বিষয়টা জানালো। তিনি তাকে একটা দাস মুক্ত করা, তা না পারলে দু'মাস একনাগাড়ে রোযা রাখা এবং তা না পারলে ষাটজন দরিদ্র মানুষকে একবেলা মধ্যম মানের আহার করানোর মাধ্যমে কাফফারা দেয়ার নির্দেশ দেন। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ার কারণে তাকে বাইতুল মাল থেকে খোরমা দিয়ে ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াতে বলা হয়। সে যখন জানালো যে, মদিনায় তার নিজের চেয়ে দরিদ্র কেউ নেই, তখন রসূল (সা) হেসে দেন এবং ঐ খোরমা তার পরিবারকেই দিয়ে দেন। মোট কথা, উল্লিখিত তিন পন্থার যে কোন এক পন্থায় কাফফারা দেয়া শরীয়তের সর্বসম্মত বিধান। ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তির প্রত্যেককে অর্ধ সা অর্থাৎ সোয়া কেজি চাল, গম, খেজুর বা প্রচলিত প্রধান খাদ্যশস্য দিলে চলবে। -অনুবাদক

٥٦٦- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ؟ فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هٰذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هٰذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ، الْحَدِيثَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

www.nagorikpathagar.org

৫৬৬। হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি ঘুমন্ত ছিলাম। দু'ব্যক্তি এসে আমাকে নিয়ে গেল। তারা আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেল। তারা উভয়ে বললোঃ ওপরে ওঠে। আমি বললাম ঃ আমি উঠতে পারি না। তারা বললো ঃ আমরা তোমার ওঠা সহজ করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি উঠলাম। পাহাড়ের ঠিক মাঝখানে গিয়ে প্রচণ্ড হৈচৈ শুনলাম। জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই হৈচৈ কিসের? তারা বললো ঃ এ হচ্ছে দোজখবাসীর আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে গেল। সহসা এমন একদল লোকের কাছে পৌঁছলাম, যাদেরকে পায়ের শিরায় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের চোয়াল ফেড়ে রাখা হয়েছে এবং চোয়াল দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম ঃ এরা কারা? সে বললো ঃ যারা ইফতারের সময়ের আগেই ইফতার করে। (ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান)

٥٦٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «عُرَى الْإِسْلَامِ، وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلَاثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ» رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৫৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ ইসলামের মূলনীতি ও মূল স্তম্ভ তিনটি। এগুলোর ওপরই ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি এর যে কোন একটা ত্যাগ করবে, সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা বৈধ। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই- এই মর্মে সাক্ষ্য দান, ফরয নামায ও রমযানের রোযা। (আবু ইয়ালা)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَوْمِ سِتِّ شَوَّالٍ

শাওয়ালে ছয় রোযার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٥٦٨- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَالطَّبَرَانِىُّ. وَزَادَ قَالَ: «قُلْتُ بِكُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ» وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيْحِ.

৫৬৮। হযরত আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে অতঃপর শওয়ালের ছয়দিনের রোযা রাখে, তার সারা জীবন রোযা রাখা হয়ে যায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাবরানী) তাবরানীর সংযোজনঃ "আমি বললাম ঃ প্রতিদিনের বিনিময়ে দশটা ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।"

٥٦٩- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائِىُّ.

৫৬৯। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখবে, তার সারা বছর রোযা রাখা হবে। যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ করে, সে তার দশগুণ সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ, নাসায়ী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا وَمَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْهُ لِمَنْ كَانَ بِهَا حَاجًّا

আশুরা ও আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে

٥٧٠- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ ٱلْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَلَهُ سَنَةً أَمَامَهُ، وَسَنَةً خَلْفَهُ وَمَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ غُفِرَ لَهُ سَنَةً» رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى ٱلْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

৫৭০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখবে, তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ্ মাফ করা হবে। অর যে ব্যক্তি আশুরা বা দশই মুহাররম রোযা রাখবে তার এক বছরের গুনাহ মাফ করা হবে। (তাবরানী)

٥٧١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى ٱلْأَوْسَطِ عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ ٱلْحَافِظُ: اِخْتَلَفُوْا فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَصُمْهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبُوْبَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ، وَأَنَالَا أَصُوْمُهُ، وَكَانَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِىُّ يَخْتَارَانِ ٱلْفِطْرَ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ يَصُوْمَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَرُوِىَ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِى، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَمِيْلُ إِلَى الصَّوْمِ، وَكَانَ عَطَاءُ يَقُوْلُ: وَلَا أَصُوْمُ فِى الشِّتَاءِ،

www.nagorikpathagar.org

أَصُوْمُ فِى الصَّيْفِ، وَقَالَ قَتَادَةَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُضْعِفْ عَنِ الدُّعَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَسْتَحِبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، فَأَمَّا الْحَاجُّ فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُفْطِرَ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَصُوْمَ صَامَ، وَإِنْ أَفْطَرَ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الْقُوَّةِ.

৫৭১। হযরত আবু হুরইয়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) আরাফায় থাকা অবস্থায় আরাফার দিনের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, তাবরানী)

গ্রন্থকার ইমাম হাফেয মুনযিরী বলেন ঃ হজ্জ পালনকারী আরাফায় অবস্থানকালে আরাফার দিন রোযা রাখবে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ওমর বলেছেন ঃ রসূল (সা), আবু বকর, ওমর ও ওসমান রোযা রাখতেন না। আমিও রাখি না। ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সওরী রোযা না রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ইবনে যুবাইর ও আয়েশা রোযা রাখতেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করছে না তার জন্য আরাফার দিনের রোযা রাখা মুস্তাহাব।

আর যে ব্যক্তি হজ্জ করছে, তার জন্য রোযা না রাখাই উত্তম, যাতে ঐ দিন দোয়া করার শক্তি পায়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ রোযা রাখতে সমর্থ হলে রাখতে পারে। আর যদি না রাখে, নাও রাখতে পারে। কেননা এদিন শক্তির দরকার।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى صِيَامِ شَهْرِ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ

মুহাররমের রোযা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٥٧٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِاخْتِصَارِ ذِكْرِ الصَّلاَةِ.

www.nagorikpathagar.org

৫৭২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ রমযানের পর শ্রেষ্ঠ রোযা আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর শ্রেষ্ঠ নামায রাতের নামায। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَالتَّوْسِيْعُ فِيْهِ عَلَى الْعِيَالِ

আশুরার দিনে পরিবারে প্রশস্ততা আনয়নের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٥٧٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَوْسَعَ عَلٰى عِيَالِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

৫৭৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আশুরার দিনে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করবে (অর্থাৎ উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা করবে) আল্লাহ তায়ালা সারা বছর তার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করবেন। (বাইহাকী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَمَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَفَضْلُ لَيْلَةِ نِصْفِهِ

শাবান ও মধ্য শাবানের রাতের ফযীলত

٥٧٤- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ مَاتَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ! قَالَ: « ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الأَعْمَالُ إِلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَاصَائِمٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

www.nagorikpathagar.org

৫৭৪। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, আপনি শাবান মাসে যত রোযা রাখেন, আর কোন মাসে তো আপনাকে তত রোযা রাখতে দেখি না। রসূল (সা) বললেন ঃ রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী এই মাসটা সম্পর্কে লোকেরা উদাসীন থাকে। অথচ এই মাসে বিশ্ব প্রভুর কাছে সমস্ত আমল তুলে নেয়া হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল তোলা হোক। (নাসায়ী)

٥٧٥- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ، كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ» وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيْعًا.

৫৭৫। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সা) কে একাধারে দু'মাস অবিরাম রোযা রাখতে আর কখনো দেখিনি শাবান ও রমযান মাসে ছাড়া। (তিরমিযী ও আবু দাউদ) আবু দাউদের ভাষা এরকম ঃ শাবান ছাড়া বছরের আর কোন মাসে রসূল (সা) পুরো মাস রোযা রাখতেন না। এ মাসটাকে তিনি রমযানের সাথে যুক্ত করতেন। (নাসায়ী উক্ত উভয় ভাষায় হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।)

٥٧٦- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَانِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هٰذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلِلّٰهِ فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُوْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ فِيْهَا إِلَى مُشْرِكٍ، وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ، وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، وَلَا إِلَى عَاقٍّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ» فَذَكَرَ

www.nagorikpathagar.org

اَلْحَدِيْث بِطُوْلِهِ، وَيَأْتِى بِتَمَامِهِ فِى التَّهَاجُرِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৫৭৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার কাছে জিবরীল (আ) এসেছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ এটা মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল্লাহ্ তায়ালা বনু কাল্ব গোত্রের ভেড়ার পালের পশমের সমানসংখ্যক দোজখবাসীকে মুক্তি দেন। তবে এই রাতে আল্লাহ্ তায়ালা শির্ককারী, বিদ্বেষ পোষণকারী, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নকারী ও মদখোরের প্রতি (ক্ষমার) দৃষ্টি দেন না। (বাইহাকী)

৫৭৭- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُمْتُ حَتّٰى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ: أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ؛ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَفَرِغَ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ - أَوْحُمَيْرَاءُ - أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَاسَ بِكَ؟ قُلْتُ: لَا وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلٰكِنِّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُوْلِ سُجُوْدِكَ، فَقَالَ: أَتَدْرِيْنَ أَىُّ لَيْلَةٍ هٰذِهِ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هٰذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلٰى عِبَادِهِ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِيْنَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِيْنَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ.

৫৭৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রসূল (সা) রাতে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি সিজাদা এত লম্বা করলেন যে, আমি মনে করলাম, তিনি বুঝি ইন্তিকাল করেছেন। আমি এ অবস্থা দেখে উঠে গেলাম এবং রসূল

www.nagorikpathagar.org

(সা)-এর বুড়ো আঙ্গুলে নাড়া দিলাম। তখন আঙ্গুলটা নড়লো। অতঃপর আমি ফিরে গেলাম। শুনলাম তিনি সিজদায় থেকে বলছেন ঃ আমি তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির কাছে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তোমার এত প্রশংসা করি। যার কোন সীমা নেই। তুমি ঠিক তেমনি, যেমন তুমি নিজেই নিজের প্রশংসা কর। এরপর তিনি যখন তার মাথা তুললেন এবং নামায শেষ করলেন, তখন বললেন ঃ হে আয়েশা অথবা বললেন, হে হুমায়রা, তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? (অর্থাৎ তোমার জন্য নির্ধারিত পালার রাতে আমি অন্য স্ত্রীর কাছে গিয়েছি?) আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, তা নয়। আপনার দীর্ঘ সিজদার কারণে আমি ভেবেছি, আপনার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ তুমি জান এটা কোন্ রাত? আমি বললাম ঃ অল্লাহ ও তার রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হলো মধ্য শাবানের রাত। মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কাছে আসেন, অতঃপর যারা ক্ষমা চায় তাদেরকে ক্ষমা করেন, যারা দয়া চায়, তাদেরকে দয়া করেন এবং বিদ্বেষপরায়ণ লোকদেরকে যেমন আছে তেমন রেখে দেন। (বাইহাকী)

٥٧٨- وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا، وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا، فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ : أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مِنْ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

৫৭৮। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মধ্য শাবানের রাত এলে তোমরা রাত জেগে নামায পড় এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের সাথে সাথে সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং বলেনে ঃ ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছে কি? আমি ক্ষমা করবো। জীবিকা চাওয়ার কেউ আছে কি? আমি জীবিকা দেব। কোন বিপন্ন লোক আছে কি? তাকে আমি বিপদমুক্ত করবো। অনুরূপ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি সকাল পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِيَّمَا الْاَيَّامِ الْبِيْضِ

প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখতে উৎসাহ প্রদান

٥٧٩– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «أَوْصَانِى خَلِيْلِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ: صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَى الضُّحٰى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আমার বন্ধু রসূল (সা) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেনঃ প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা, দুপুরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়া এবং ঘুমানোর আগে বেতেরের নামায পড়া। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

٥٨٠ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وبْنِ الْعَاصِ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ.

৫৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রতিমাসে তিনদিন রোযা সারা জীবন রোযা রাখার শামিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨١– وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «صَامَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ إِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى، وَصَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَصَامَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَامَ

www.nagorikpathagar.org

الدَّهْرَ، وَأَفْطَرَ الدَّهْرَ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيْ إِسْنَادِهِمَا أَبُوْ فِرَاسٍ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى جَرْحٍ وَلَاتَعْدِيلٍ، وَلَا أَرَاهُ يُعْرَفُ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৫৮১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ নূহ (আ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত সারা জীবন রোযা রেখেছিলেন। দাউদ (আ) জীবনের অর্ধাংশ রোযা রেখেছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। ফলে তার সারা জীবন রোযা রাখা এবং সারা জীবন পানাহার করা হতো। (তাবরানী ও বাইহাকী)

ব্যাখ্যা ঃ সারা জীবন রোযা রাখা হতো এই হিসেবে যে, প্রতিদিনের রোযা দশটা রোযার সমান। এই তিনদিন রোযা ৩০ দিন রোযার সমান। আর এতে আরাম ভোগ করা যায় বলে এটা সারা জীবন পানাহার করার শামিল।-অনুবাদক

٥٨٢- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

৫৮২। হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) বলেছেন ঃ প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা এবং প্রতি রমযানে রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার শামিল। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

٥٨٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ قُوَّةً؟ قَالَ: « فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ

www.nagorikpathagar.org

السَّلَامُ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُهُ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ، فَقَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

৫৮৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল (রা) আ'স বলেন, রসূল (সা) তাকে বললেন ঃ শুনেছি, তুমি নাকি প্রতিদিন রোযা রাখ ও সারারাত নামায পড়। এ রকম করো না। কেননা তোমার কাছে তোমার শরীরের পাওনা রয়েছে। তোমার দুচোখের পাওনা রয়েছে এবং তোমার স্ত্রীর পাওনা রয়েছে। তুমি রোযাও রাখ, পানাহারও কর। প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখ। এতে তোমার সারা জীবন রোযা রাখা হবে। আমি বললাম ঃ হে রসূলুল্লাহ, আমার শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে দাউদ (আ)-এর রোযা রাখ। একদিন রোযা রাখ ও একদিন পানাহার কার। এরপর আব্দুল্লাহ বলতেন ঃ আহা, আমি কেন সুবিধাটা গ্রহণ করলাম না। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী) নাসায়ীর ভাষা এ রকম ঃ রসূল (সা)-এর কাছে রোযার কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ প্রতি দশদিনে একদিন রোযা রাখ। তুমি অবশিষ্ট নয় দিনেরও সওয়াব পাবে। আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও শক্তিশালী। তিনি বললেনঃ তাহলে প্রতি নয়দিনে একদিন রোযা রাখ। তুমি অবশিষ্ট আট দিনের সওয়াবও পাবে। আমি বললাম ঃ আমি আরো সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ আহলে প্রতি আটদিনে একদিন রোযা রাখ। তুমি বাকী সাত দিনেরও সওয়াব পাবে। আমি বললাম ঃ আমি আরো সামর্থ্য রাখি। সর্বশেষে রসূল (সা) বললেন ঃ একদিন রোযা রাখ ও একদিন পানাহার কর।

٥٨٤- وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مَلْحَانَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا

بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ : وَقَالَ : وَهُوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ » رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ،

৫৮৪। আব্দুল মালেক বিন কুদামা বিন মালহান তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ রসূল (সা) আমাদেরকে আইয়ামে বীয (মাসের মধ্যবর্তী দিনগুলো) তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখ রোযা রাখতে বলেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা সারা জীবন রোযা রাখার সমান। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَوْمِ الاَ ثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে উৎসাহ প্রদান

٥٨٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَأَنَا صَائِمٌ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৫৮৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ সোমবারে ও বৃহস্পতিবার কৃতকর্মগুলো (আল্লাহ তায়ালার কাছে) পেশ করা হয়। আমি রোযাদার অবস্থায় আমার কৃতকর্মগুলো পেশ করা হোক-এটা ভালোবাসি। (তিরমিযী)

٥٨٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَقُلْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ إِنَّكَ تَصُوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَقَالَ: « إِنَّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ ا للّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ مُهْتَجِرَيْنِ، يَقُوْلُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه،

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ: « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

www.nagorikpathagar.org

فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ » اَلْحَدِيثُ.

৫৮৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। বলা হলো হে রসূলুল্লাহ, আপনি দেখি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। রসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রত্যেক মুসলমানের গুনাহ মাফ করেন। তবে যে দু'জন (মনোমালিন্যবশতঃ) পরস্পরে কথা বলা ছেড়ে দেয়, তাদের গুনাহ মাফ করেন না। তিনি বলেন ঃ ওদেরকে ওদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও- যতক্ষণ না আপোস করে। (ইবনে মাজাহ)

মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "বৃহস্পতিবার ও সোমবার বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। এদিন যে দু'জনের মধ্যে বিদ্বেষ রয়েছে, তারা ছাড়া এমন প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করা হয়, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না।

اَلتَّرْغِيبُ فِى صَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَمَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ تَخْصِيصِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ أَوِ السَّبْتِ

বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার রোযা রাখতে উৎসাহ দান এবং শুধু শুক্রবার ও শনিবার রোযা রাখতে নিষেধাজ্ঞা

٥٨٧- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَامَ الْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ: غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا » رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيرِ، وَالْبَيْهَقِىُّ.

৫৮৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযা রাখে, অতঃপর শুক্রবার কম হোক, বেশী হোক দান করে, তার কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয় এবং সে সদ্যজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। (তাবরানী, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

٥٨٨- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِىْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫৮৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ অন্যান্য রাত বাদ দিয়ে শুধু শুক্রবার রাতে নফল পড়ো না এবং অন্যান্য দিন বাদ দিয়ে শুধু শুক্রবার দিন রোযা রেখ না। তবে কেউ আগে থেকে ধারাবাহিকভাবে রেখে আসছে, এমন রোযার ভেতরে পড়লে সে কথা স্বতন্ত্র। (মুসলিম, নাসায়ী)

٥٨٩- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: « لاَ يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيْدٍ؛ فَلاَ تَجْعَلُوْا يَوْمَ عِيْدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلاَّ أَنْ تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ أَوْبَعْدَهُ.

৫৮৯। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আগে একদিন ও পরে একদিন রোযা না রাখলে শুধু শুক্রবার রোযা রেখ না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে খুযায়মা)

ইবনে খুযায়মার অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ শুক্রবার উৎসরের দিন। কাজেই তোমাদের উৎসবের দিনকে রোযার দিন বানিও না। তবে তার আগে ও পরে রোযা থাকলে আপত্তি নেই।

www.nagorikpathagar.org

٥٩٠- وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَمَّتِهِ الصَّمَّاءُ أُخْتُ بُسْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ وَيَقُوْلُ : «إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُوْدًا أَخْضَرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ».

৫৯০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) শনিবার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সবুজ কাঠ ছাড়া আর কিছু না পাওয়া গেলে তা দিয়েই যেন ইফতার করে রোযা ভাঙ্গা হয়।

উল্লেখ্য যে, শুক্রবারের ন্যায় শনিবারের রোযায়ও আগে ও পরে রোযা যুক্ত হলে ক্ষতি নেই।

٥٩١- وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، كَانَ يَقُوْلُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَغَيْرِهِ.

৫৯১। হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা) বেশিরভাগ যে দিনগুলোতে রোযা রাখতেন, তা হলো শনি ও রবিবার। তিনি বলতেন, ঐ দুটো দিন মোশরেকদের উৎসবের দিন। আমি তাদের বিপরীত কাজ করতে চাই। (ইবনে খুযায়মা)

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَهُوَصَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

দাউদ (আ)-এর রোযাই সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ

٥٩٢- وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِيْ دَاوُدَ، قَالَ : «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ ، وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قُلْتُ : إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

www.nagorikpathagar.org

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ».

৫৯২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ তুমি একদিন রোযা রাখ ও একদিন পানাহার কর। এটাই সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ রোযা এবং এটা দাউদ (আ)-এর রোযা। আমি বললাম ঃ আমি এর চেয়েও উত্তম রোযা রাখতে পারি। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

تَرْهِيْبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ

স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٥٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

৫৯৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা এবং তার অনুমতি ছাড়া বাড়ীতে আর কাউকে ঢুকতে দেয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ্য নয়। (বুখারী, মুসলিম)

٥٩٤- وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ حَدِيْثًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْهِ، «وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَصُوْمَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ، وَلَايُقْبَلُ مِنْهَا»

৫৯৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ স্ত্রীর

www.nagorikpathagar.org

ওপর স্বামীর একটা অধিকার এই যে, তার অনুমতি ছাড়া সে নফল রোযা রাখবে না। যদি রাখে তবে তার ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট পাওয়া ছাড়া কোন লাভ হবে না। তার রোযা কবুল হবে না। (তাবরানী)

٥٩٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَرَأٰى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: « مَالَهُ؟ قَالُوْا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُوْمُوا فِى السَّفَرِ » زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ « وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّتِىْ رَخَّصَ لَكُمْ »

وَفِىْ رِوَايَةٍ: « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِىُّ.

৫৯৫। হযরত জাবের (রা) বলেন ঃ রসূল (সা) এক সফরে ছিলেন। দেখলেন, এক ব্যক্তির চারপাশে বহুলোক সমবেত হয়েছে এবং তাকে ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে। রসূল (সা) বললেন ঃ ওর কী হয়েছে? লোকেরা বললো ঃ সে রোযাদার। রসূল (সা) বললেন ঃ প্রবাসকালে রোযা রাখা কোন পুণ্যের কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেটা তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

٥٩٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتٰى رُخْصَهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتٰى مَعْصِيَتُهُ »، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهِمَا.

৫৯৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার নিষিদ্ধ কাজ করা যেমন অপছন্দ করেন, তার দেয়া সুবিধাগুলো গ্রহণ করা ঠিক তেমনি পছন্দ করেন। (আহমাদ, বাযযার, তাবরানী, ইবনে খুযয়মা, ইবনে হাব্বান)

www.nagorikpathagar.org

٥٩٧- وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أَيْضًا وَالْكَبِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَوَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ »

৫৯৭। হযরত আবুদ্‌দারদা, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা', আবু উমামা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূল (সা) বলেছেন ঃ বান্দা যেমন তার গুনাহ মাফ হওয়া পছন্দ করে, ঠিক তেমনি আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন যে, তার দেয়া সুবিধাগুলো যেন বান্দা গ্রহণ করে। (তাবরানী)

٥٩٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: « يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْحَافِظُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيُّمَا أَفْضَلُ فِي السَّفَرِ: اَلصَّوْمُ، أَوِ الْفِطْرُ؟ فَذَهَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ، وَحَكَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي الْعَاصِي، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَالشَّافِعِيُّ: اَلصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ، وَقَالَ

www.nagorikpathagar.org

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ: اَلْفِطْرُ أَفْضَلُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَقَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٌ: أَفْضَلُهَا أَيْسَرُهُمَا عَلَى الْمَرْءِ، وَاخْتَارَ هٰذَا الْقَوْلَ الْحَافِظُ أَبُوْبَكْرِبْنِ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৫৯৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আমরা রসূল (সা)-এর সাথে জেহাদে গিয়েছিলাম ষোলই রমযান অতিবাহিত হওয়ার পর। এই সফরে আমাদের কেউ কেউ রোযা রেখেছিল। কেউ কেউ রোযা রাখেনি। কিন্তু কোন রোযাদার অরোযাদারকে এবং কোন অরোযাদার রোযাদারকে দোষারোপ করেনি। কোন কোন বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ সবার মনোভাব ছিল এই যে, যার সামর্থ্য আছে ও রোযা রেখেছে, সে ভালো করেছে। আর যার সামর্থ্য নেই এবং রোযা রাখেনি, সেও ভালো করেছে। (মুসলিম)

গ্রন্থকার বলেন ঃ সফরকালে রোযা রাখা ভাল, না না রাখা ভাল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা), উসমান ইবনে আবিল আস, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ বিন জুবাইর, সুফিয়ান সাওরী, আবু সাওর ও অন্যান্যের মতে রোযা রাখা উত্তম। ইমাম মালেক, ফুযায়েল বিন ইয়ায ও ইমাম শাফেয়ীর মতে, যার সামর্থ্য আছে, তার পক্ষে রোযা রাখা উত্তম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, শা'বী, আওযায়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক বিন রাহওয়ের মতে রোযা না রাখা উত্তম। হযরত উমর বিন অব্দুল আযীয, কাতাদা ও মুজাহিদের মতে, রোযা রাখা বা না রাখা যার পক্ষে যেটা সহজ, তার পক্ষে সেটাই উত্তম।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى السُّحُوْرِ، سَيَّمَا بِالتَّمَرِ

সেহরী খাওয়া, বিশেষতঃ খোরমা দ্বারা খাওয়ার প্রতি উৎসাহ দান

٥٩٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَسَحَّرُوْا، فَإِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

www.nagorikpathagar.org

৫৯৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সেহরী খাও। সেহ্‌রীতে বরকত রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

٦٠٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

৬০০। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও ইহুদী-খৃষ্টানদের রোযার মধ্যে পার্থক্য শুধু সেহেরী খাওয়া। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা)

٦٠١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ، وَالْقَيْلُوْلَةِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيْقِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ وَهِرَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ قَالَ: وَبِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ.

৬০১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ শেষ রাতের খাবার দ্বারা তোমরা দিনের রোযার জন্য শক্তি সঞ্চয় কর। আর দিনের বেলায় কিছু সময় ঘুমিয়ে রাতের নামাযের জন্য শক্তি সঞ্চয় কর। (ইবনে মাজাহ্, ইবনে খুযায়মা ও বাইহাকী)

٦٠٢- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا كَانَ حَلَالاً: الصَّائِمُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَالْمُرَابِطُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ

www.nagorikpathagar.org

وَالطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ.

৬০২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি যা খায়, তা হালাল হলে তাতে ইনশাআল্লাহ কোন হিসাব দিতে হবে না ঃ রোযাদার (ইফতার করার সময়), যে ব্যক্তি সেহেরী খায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে। (বাযযার, তাবরানী)

٦٠٣- وَرُوِىَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«نِعْمَ السَّحُوْرُ التَّمْرُ» وَقَالَ: يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُتَسَحِّرِيْنَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيْرِ.

৬০৩। হযরত সায়েব ইবনে এযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ খোরমা চমৎকার সেহ্‌রী। আল্লাহ তায়ালা সেহ্‌রী খানেওয়ালাদের ওপর করুণা করেন। (তাবরানী)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيْرِ السَّحُوْرِ

ইফতার শীঘ্র ও সেহ্‌রী বিলম্বে করার প্রতি উৎসাহ দান

٦٠٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

৬০৪। হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ লোকেরা যতক্ষণ দ্রুত ইফতার করবে ততক্ষণ তারা কল্যাণের ওপরই থাকবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

٦٠٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِىْ إِلَىَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيْحِيْهِمَا.

www.nagorikpathagar.org

৬০৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ আমার প্রিয়তম বান্দা হলো তারা, যারা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান)

اَلتَّرْغِيْبُ فِى اَلْفِطْرِ عَلَىَ التَّمْرِ فإن لم يجد فعلى الماء

খোরমা দিয়ে ইফতার করতে উৎসাহ দান

٦٠٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيْ عَلىٰ رُطَبَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتٌ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حِسَّا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ؛ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ أَبُوْ يَعْلىٰ قَالَ : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلىٰ ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ، أَوْشَيْئٌ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ».

৬০৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) নামাযের আগেই খেজুর দিয়ে এবং খেজুর না পেলে খোরমা দিয়ে ইফতার করতেন। খোরমাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

আবু ইয়ালার বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে ঃ রসূল (সা) তিনটি খোরমা দিয়ে অথবা যে খাবারে আগুন স্পর্শ করেনি, তা দিয়ে ইফতার করা পছন্দ করতেন।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

রোযাদারকে খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহ দান

٦٠٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حَبَّانِ

www.nagorikpathagar.org

فِىْ صَحِيْحِهِمَا.

৬০৭। হযরত যায়েদ বিন খালেদ আল-জাহানী (রা) বর্ণনা করেন, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমান সওয়াব পাবে। তবে রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কমবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান)

تَرْغِيْبُ الصَّائِمِ فِىْ أَكْلِ الْمُفْطِرِيْنَ عِنْدَهُ

রোযাদার নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহ দান

٦٠٨- عَنْ أُمِّ عَمَّارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِىْ، فَقَالَتْ: إِنِّىْ صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتّٰى يَفْرُغُوْا » وَرُبَّمَا قَالَ: « حَتّٰى يَشْبَعُوْا » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا.

৬০৮। হযরত উম্মে আম্মার বর্ণনা করেন, রসূল (সা) তার কাছে গেলেন। উম্মে আম্মার তাঁকে কিছু খাবার দিলেন। রসূল (সা) উম্মে আম্মারকে বললেন ঃ তুমি খাও। উম্মে আম্মার বললেন ঃ আমি রোযাদার। রসূল (সা) বললেন ঃ রোযাদারের সামনে যখন অন্য রোযাদার তৃপ্তি সহকারে আহার করে, তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মা)

www.nagorikpathagar.org

تَرْهِيْبُ الصَّائِمِ مِنَ الْغِيْبَةِ، وَالْفُحْشِ، وَالْكِذْبِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ

রোযাদার অবস্থায় গীবত করা, অশ্লীল কথা বলা, মিথ্যা বলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٦٠٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجه، وَعَنْهُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْجَهْلِ وَالْعَمَلِ بِهِ» وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلنَّسَائِىِّ.

৬০৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও অন্যায় কাজ বর্জন করে না, তার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

٦١٠- وَعَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلىَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا». رَوَاهُ النَّسَائِىُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْبَيْهَقِىُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى هُرَيْرَةَ.

وَزَادَ: قِيْلَ وَبِمَ يَخْرِقُهَا ؟ قَالَ: بِكَذِبٍ، أَوْغِيْبَةٍ

৬১০। হযরত আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ রোযা একটা ঢাল, যতক্ষণ রোযাদার তা ভেঙ্গে না ফেলে। (নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, বাইহাকী ও তাবরানী)

তাবরানীর বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ "জিজ্ঞেস করা হলো, কি দিয়ে ঢালকে ভাঙ্গা হয়? রসূল (সা) বললেন ঃ মিথ্যা ও গীবত দিয়ে।

-৫৬

www.nagorikpathagar.org

٦١١- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْجَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ : إِنِّىْ صَائِمٌ، إِنِّىْ صَائِمٌ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ.

৬১১। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ রোযা কেবল পানাহার বর্জনের নাম নয়; রোযা হলো, অশ্লীলতা ও উদ্দেশ্যহীন কাজ বর্জনের নাম। কাজেই কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় কিংবা খারাপ ব্যবহার করে, তা হলে বল, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। (ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

٦١٢- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِىُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ، وَالْحَاكِمُ.

৬১২। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ এমন অনেক রোযাদার আছে, যার রোযা থেকে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। আর এমন অনেক রাত জাগা নামাযী আছে, যার কেবল রাতজাগা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। (ইবনে মাজাহ নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, হাকেম)

٦١٣- وَعَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا، وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوْتَا مِنَ الْعَطَشِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْسَكَتَ، ثُمَّ عَادَ، وَأَرَاهُ قَالَ : بِالْهَا جِرَةِ، قَالَ: يَانَبِىَّ اللّٰهِ إِنَّهُمَا وَاللّٰهِ قَدْمَاتَتَا، أَوْكَادَتَا أَنْ تَمُوْتَا؟ قَالَ : ادْعُهُمَا، قَالَ : فَجَاءَتَا، قَالَ : فَجِىَ بِقَدَحٍ أَوْعُسٍّ، فَقَالَ :

لِإِحْدَاهُمَا : قِيئِي، فَقَاءَتْ قَيْحًا وَدَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا حَتَّى مَلَأَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى : قِيئِي، فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَمٍ وَصَدِيدٍ وَلَحْمٍ عَبِيطٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى مَلَأَتِ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللّٰهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَتَا تَأْكُلَانِ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَأَبُو يَعْلَى.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ الْغِيبَةِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَيَأْتِي فِي الْغِيبَةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৬১৩। রসূল (সা)-এর স্বাধীন করা সাবেক গোলাম উবায়েদ থেকে বর্ণিত। একবার দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিল। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে রসূল এখানে দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে এবং পিপাসার তীব্রতায় তারা উভয়ে প্রায় মরতে বসেছে। রসূল (সা) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অথবা নীরব রইলেন। লোকটা আবার এল এবং আমার যতদূর মনে পড়ে সে দুরের সময়ে কথাটা বলেছিল। সে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী, তারা এতক্ষণ হয় মারা গেছে অথবা মরার উপক্রম হয়েছে। রসূল (সা) বললেন ঃ তাদের উভয়কে ডেকে আন। এরপর তারা দু'জন এলো। এরপর রসূল (সা) এর কাছে একটা বড় পাত্র আনা হলো। এরপর রসূল (সা) তাদের একজনকে বললেন ঃ তুমি (এই পাত্রে) বমি কর। সে রক্ত, পূঁজ, কফ ও গোশত বমি করলো এবং পাত্রটার অর্ধেক ভরে ফেললো। এরপর তিনি দ্বিতীয়জনকে বললেন ঃ বমি কর। সে কফ, পুঁজ ও গোশত বমি করে পাত্রটা পূর্ণ করে ফেললো। এরপর রসূল (সা) বললেন ঃ এরা দু'জনে বৈধ জিনিসগুলো বর্জন করে (অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি) রোযা রেখেছিল, কিন্তু হারাম জিনিস দিয়ে রোযা ভেঙ্গেছে। তাদের একজন অপরজনের কাছে বসে মানুষের গোশত খেয়েছে। (অর্থাৎ গীবত করেছে) (আহমাদ, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, আবু ইয়ালা, বাইহাকী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى ٱلْاِعْتِكَافُ

ইতেকাফের প্রতি উৎসাহ দান

٦٢٤- رُوِىَ عَنْ عَلِىّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِىْ رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ.

৬১৪। হযরত আলী বিন হুসাইন (রা) তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের দশদিন ইতেকাফ করলো, সে যেন দুটো হজ্জ ও দুটো ওমরা করলো। (বাইহাকী)

٦١٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا فُلَانُ أَرَاكَ مُكْتَئِبًا حَزِيْنًا؟ قَالَ : نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ، لِفُلَانٍ عَلَىَّ حَقُّ وَلَاءٍ ؟ فَقَالَ : وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ مَاأَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ : أَفَلَا أُكَلِّمُهُ فِيْكَ ؟ فَقَالَ :إِنْ اَحْبَبْتَ، قَالَ : فَانْتَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنَسِيْتَ مَا كُنْتَ فِيْهِ ؟ قَالَ :لَا، وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَهْدُ بِهٖ قَرِيْبٌ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَهُوَ يَقُوْلُ : «مَنْ مَشٰى فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ، وَبَلَغَ فِيْهَا كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اُبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا لنَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْأَوْسَطِ، وَالْبَيْهَقِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، كَذَاقَالَ.

www.nagorikpathagar.org

৬১৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মসজিদে নববীতে ইতেকাফে বসেছিলেন। তার কাছে একটা লোক এসে সালাম করলো, তারপর বসলো। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন ঃ ওহে অমুক, তোমাকে যে খুবই চিন্তিত দেখছি? সে বললো ঃ হ্যাঁ, হে রাসূলের চাচাতো ভাই, আমার ওপর অমুকের কিছু ঋণ রয়েছে। এই কবরের অধিবাসীর (রসূল সা) মর্যদার শপথ, এই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির সাথে তোমার সম্পর্কে কথা বলবো? সে বললো ঃ যদি ভালো মনে করেন, বলুন। হযরত ইবনে আব্বাস তৎক্ষণাৎ জুতো পায়ে দিলেন এবং মসজিদ থেকে বের হলেন, লোকটা বললো ঃ আপনি যে ইতেকাফে ছিলেন তা কি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন ঃ না, ভুলিনি। কিন্তু এই কবরের অধিবাসীকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার ভাই-এর প্রয়োজন পূরণের জন্য কোথাও যাবে, তার জন্য এই কাজটা দশ বছরের ইতেকাফের চেয়েও উত্তম হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন ইতেকাফ করবে, তাকে দোজখ থেকে তিন খন্দক পরিমাণের চেয়েও বেশি দূরে সরিয়ে দেবেন, যার প্রতিটা খন্দকের দূরত্ব পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তের দূরত্বের চেয়েও বেশী। এই কথাগুলো বলার সময় হযরত ইবনে আব্বাসের চোখ অশ্রুসিক্ত দেখাচ্ছিল। (তাবরানী, বাইহাকী, হাকেম)

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَبَيَانِ تَأْكِيْدِهَا

ফেতরা দিতে উৎসাহ প্রদান

٦١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ.

৬১৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ রসূল (সা) অশ্লীল ও অশোভন কর্মকাণ্ড থেকে রোযাকে পবিত্র করা ও দরিদ্রদের খাবারের ব্যবস্থার করার জন্য রোযাদারের ওপর ফেতরা ধার্য করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদুল ফেতরের নামাযের আগে ফেতরা দিয়ে দেবে, তার এই ফেতরা ফেতর হিসাবে কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে দেবে, তার এ দান সাধারণ সদকা হিসেবে গৃহীত হবে। (আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখা ঃ ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ফেতরা যাকাতের মতই অপরিহার্য, কেননা রসূল (সা) যার আদেশ দেন, তা আল্লাহর আদেশের মতই। কারণ তার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য থেকেই উৎসারিত। এ হাদীসে ফেতরার উদেশ্য দেখানো হয়েছে রোযাদারকে তার কৃত অশ্লীল ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে পবিত্র করা। সুতরাং ফেতরা ধনীর ওপর এবং নিজের অত্যাবশ্যকীয় খরচ থেকে উদ্বৃত্ত করতে পারে এমন দরিদ্রের ওপরও অপরিহার্য। কেননা পবিত্রকরণের এ উদেশ্য সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা যখন রোযাদারের প্রয়োজন তখন সকলের জন্যই ওয়াজেব।-গ্রন্থকার

٦١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ أمْرِئٍ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيْرٍ، أَمَّا غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أَعْطٰى». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

৬১৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রা) অথবা সালাবা বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি সুয়াইর স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশু বা বয়স্ক, পুরুষ কিংবা স্ত্রী, ধনী কিংবা গরীব, মালিক বা ভৃত্য বাবদ এক সা' (প্রায় সোয়া কেজি) গম বা যব ফেতরা দেয়া ওয়াজিব। ধনীকে তো আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা পবিত্র করেন। আর দরিদ্রকে আল্লাহ যতটুকু দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ফিরিয়ে দেন। (আহমাদ, আবু দাউদ)

٦١٨- وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ». رَوَاهُ أَبُوْ حَفْصٍ

৬১৮। হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত রসূল, (সা) বলেছেন ঃ রমযান মাসের রোযা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে, ফেতরা দেয়া ছাড়া তা ওপরে ওঠে না। (আবু হাফ্

www.nagorikpathagar.org

كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ وَالْأُضْحِيَّةِ

অধ্যায় - ৯

দুই ঈদ ও কুরবানী

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ إِحْيَاءِ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদ ও কুরবানীর রাত জাগরণের প্রতি উৎসাহ দান

٦١٩- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مُدَلِّسٍ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ.

৬১৯। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত জেগে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবাদাত করে, যেদিন হৃদয়গুলো মারা যাবে সেদিন তার হৃদয় মারা যাবে না। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ "যে দিন হৃদয়গুলো মারা যাবে"-এ কথা দ্বারা সম্ভবত কিয়ামাতের দিনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

٦٢٠- وَرُوِىَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِىَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ : لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ » رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِىُّ.

৬২০। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পাঁচটা রাত জাগবে, তার জন্য বেহেশত ওয়াজেব হয়ে যাবে। রাতগুলো হলো ঃ ৮ই জিলহজ্জের রাত, আরাফা দিবসের রাত, বকরা ঈদের রাত, ঈদুল ফেতরের রাত এবং মধ্য শাবানের রাত। (ইসবাহানী)

এই হাদীসে লাইলাতুল কদরের উল্লেখ না থাকার কারণ হয়তো এই যে, লাইলাতুল কদর সম্পর্কে কোরআনের একটা সূরা নাযিল হয়েছে, যার নাম সূরা আল-কাদর।-অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدِ وَذِكْرُ فَضْلِهِ

ঈদের দিনকে পুরস্কারের দিন নামকরণ

٦٢١- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ فَنَادَوْا : اُغْدُوْا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلٰى رَبٍّ كَرِيْمٍ يَمُنُّ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ يُثِيْبُ عَلَيْهِ الْجَزِيْلَ، لَقَدْ أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، فَاقْبِضُوْا جَوَائِزَكُمْ، فَإِذَا صَلَّوْا نَادٰى مُنَادٍ: أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا رَاشِدِيْنَ إِلٰى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمّٰى ذٰلِكَ الْيَوْمُ فِى السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ الْجُعْفِىِّ. وَتَقَدَّمَ فِى الصِّيَامِ مَا يَشْهَدُ لَهُ.

৬২১। হযরত সা'দ বিন আওস আনসারী (রা) স্বীয় পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ ঈদুল ফেতেরের দিন ফেরেশতারা বিভিন্ন রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে যান, অতঃপর বলেন ঃ হে মুসলমানগণ, সেই দয়ালু প্রভূর দিকে যাও, যিনি ধন-সম্পদ দিয়ে অনুগ্রহ করেন এবং তার জন্য বিরাট পুরস্কার দেন। তোমাদেরকে রাত জেগে এবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তোমরা সেটা করেছ। তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা তাও করেছ। তোমরা তোমাদের প্রভূর আনুগত্য করেছ। অতএব তোমরা পুরস্কারগুলো গ্রহণ কর। যখন তারা ঈদের নামায সম্পন্ন করে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের বাড়ীর দিকে সাফল্যের সাথে চলে যাও। এটা হচ্ছে পুরস্কারের দিন। আকাশে এই দিনকে পুরস্কারের দিন নামকরণ করা হয়। (তাবরানী)

www.nagorikpathagar.org

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْأُضْحِيَّةِ وَمَا جَاءَ فِيْمَنْ لَمْ يَضَحِّ مَعَ الْقُدْرَةِ وَمَنْ بَاعَ جِلْدُ أُضْحِيَّتِهِ

কুরবানী সম্পর্কে

٦٢٢- عَنْ عَائِشَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ؛ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالتِّرْمِذِىُّ،

৬২২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ কুরবানীর দিনে পশু যবাই করার চেয়ে আর কোন কাজ আল্লাহর কাছে প্রিয় নয়। এর পশু কেয়ামতের দিন তার শিং, পশম ও নখর নিয়ে উপস্থিত হবে। আর রক্ত মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহর কাছে পড়ে। কাজেই তোমরা এ দ্বারা আনন্দিত হও। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

٦٢٣- قَالَ التِّرْمِذِىُّ : وَيَرْوِىْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :«اَلْأُضْحِيَّةُ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ» وَهٰذَا الْحَدِيْثُ الَّذِىْ أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِىُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمَا، كُلُّهُمْ عَنْ عَائِذِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْأَضَاحِى؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ» قَالُوْا : فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ :« بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ» قَالُوْا : فَالصُّوْفُ ؟ قَالَ

www.nagorikpathagar.org

«بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

৬২৩। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ রসূল (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ কুরবানীদাতার জন্য প্রত্যেকটা পশমে দশটা করে সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। এ হাদীসটা ইবনে মাজাহ ও হাকেম প্রমুখ কর্তৃক যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রসূলের সাহাবীগণ বললেন! হে রসূল এই কুরবানী কী? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত। তারা বলেন ঃ এতে আমাদের কি লাভ হে রসূলুল্লাহ? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেকটা চুলের বিনিময়ে একটা সওয়াব। তারা বললেন ঃ আর পশম? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেকটা পশমের জন্য একটা সওয়াব। (হাকেম)

٦٢٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يَغْفِرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ» قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَنَا خَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ، أَوْلَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ : «بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ،

৬২৪। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ হে ফাতেমা, তুমি তোমার কুরবানীর কাছে যাও এবং তা দেখ। কেননা কুরবানীর রক্তের প্রথম ফোঁটার বিনিময়ে তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। ফাতেমা (রা) বললেন ঃ হে রসূল এটা কি শুধু আমাদের তথা নবী পরিবারের জন্য না আমাদের ও সাধারণ মুসলমানদের সবার জন্য? তিনি বললেন ঃ বরং আমাদের ও মুসলমানদের জন্য (বাযযার)

٦٢٥-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا هٰكَذَا، وَصَحَّحَهُ، وَمَوْقُوفًا، وَلَعَلَّهُ أَشْبَهُ.

৬২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ রাখে কিন্তু কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (হাকেম)

www.nagorikpathagar.org

٦٢٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

৬২৬। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে, তার কুরবানী হয় না। (হাকেম)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বিক্রি করা অর্থ এর মূল্য নিজে ভোগ করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করা। মূল্য দরিদ্র লোকদেরকে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি করলে তা দূষণীয় নয়।

اَلتَّرْهِيْبُ مِنَ الْمُثْلَةِ بِالْحَيْوَانِ وَمَنْ قَتَلَهُ لِغَيْرِ الْأَكْلِ وَمَاجَاءَ فِي الْأَمْرِ بِتَحْسِيْنِ الْقِتْلَةِ وَالذَّبْحَةِ

যবাই করার সময় পশুকে অতিরিক্ত কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

٦٢٧- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

৬২৭। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের বাবদে সদাচার ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন ভালোভাবে হত্যা করো। তোমরা যখন যবাই করবে, তখন ভালোভাবে যবাই করো। ছুরিকে ভালোভাবে ধার দিও এবং যবাই করা পশুকে আরাম দিও। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

www.nagorikpathagar.org

٦٢٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلٰى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، قَالَ « أَفَلَا قَبْلَ هٰذَا ؟ أَوْ تُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَتَيْنِ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَالْأَوْسَطِ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

৬২৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন , সে একটা ছাগলের মুখের ওপর পা রেখে ছুরিতে ধার দিচ্ছে এবং ছাগলটা চোখ দিয়ে তা দেখছে। রসূল (সা) বললেন ঃ এ কাজটা কি আগে করে নিতে পারনি? তুমি কি ওকে দু'বার মারতে চাও? (তাবরানী)

٦٢٩- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارٰى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ : « إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

৬২৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) ছুরি ধার দিতে এবং পশুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা যখন যবাই করবে, তখন তা দ্রুততার সাথে করবে। (ইবনে মাজাহ)

٦٣٠- وَعَنِ الشَّرِيْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ : يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِيْ مَنْفَعَةً ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ.

৬৩০। হযরত শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন চড়ুই পাখিকে বিনা কারণে হত্যা করবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে যে, হে আমার প্রভু, অমুক আমাকে বিনা কারণে হত্যা করেছে, কোন লাভের জন্য আমাকে হত্যা করেনি।.(নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

॥ সমাপ্ত ॥

www.nagorikpathagar.org

হাসনা পাবলিকেশন
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০